দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র

মিলান কুন্দেরা

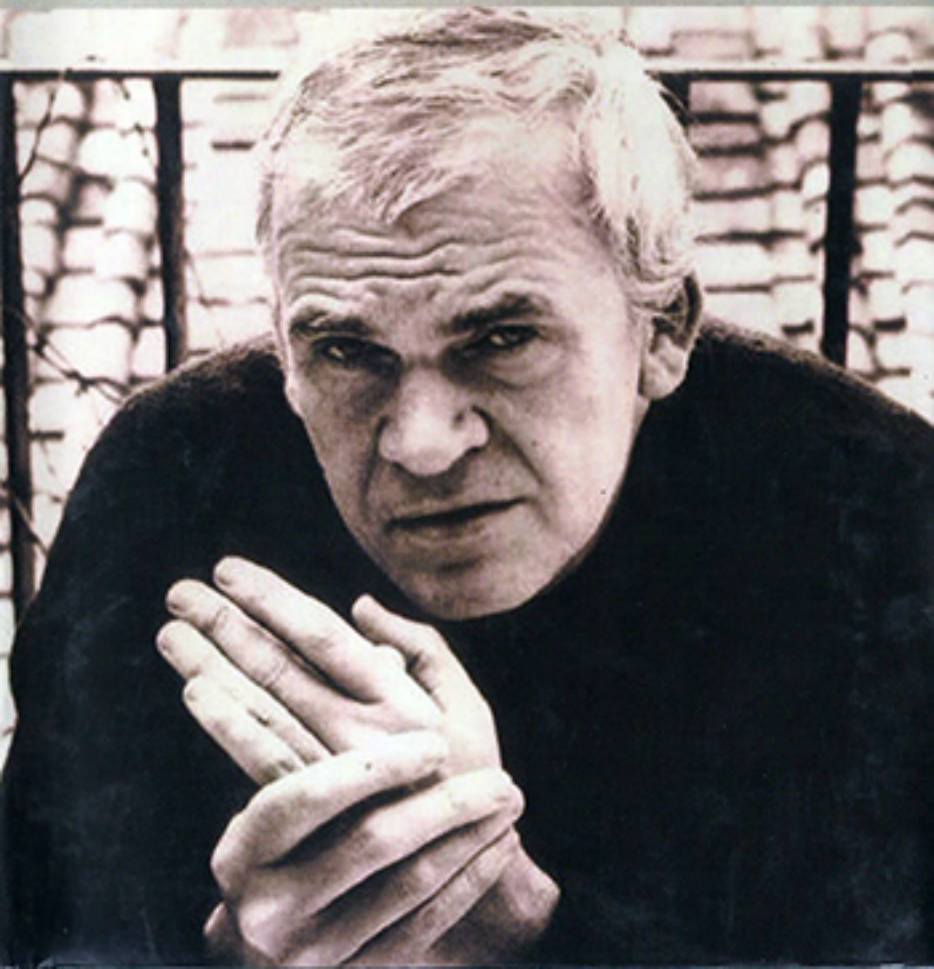

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র

মিলান কুন্দেরা

উৎপল ভট্টাচার্য
সম্পাদিত

হাওলাদার প্রকাশনী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গল্পসমগ্র
মিলান কুন্দেরা

প্রথম প্রকাশ
জুলাই ২০১৬

প্রকাশক
মোহাম্মদ মাকসুদ
হাওলাদার প্রকাশনী
৩৮/২ মান্নান মার্কেট, ৩য় তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
রাজিবুর রহমান রোমেল

বর্ণবিন্যাস
ঈশিন কম্পিউটার

মুদ্রণ
জি জি আর্ট প্রেস, নয়াবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২৭৫.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : : 978-984-896555-9

GALPOSAMGRA a collection of short stories by MILAN KUNDERA Edited by UTPAL BHATTACHARJEE Published by Mohammad Maksud, Hawladar Prokashani, 38/2Ka Banglabazar 3rd Floor, Dhaka-1100. Mobile. 01726956104, P ice: Tk. 275.00 Only.

ঘরে বসে যে কোন বই কিনতে ভিজিট করুন—
www.rokomari.com
http://rokomari.com/bivas
ফোনে অর্ডার : ০১৫১৯৫২১৯৭১, হটলাইন ১৬২৯৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূ চি

কেউ হাসবে না ১১
শাশ্বত কামনার সোনালি আপেল ৩৯
পান্থবালিকার চলন্ত গাড়ি থামিয়ে প্রেম প্রেম খেলা ৫৯
সিম্পোসিয়াম ৭৫
পুরোনো মৃতেরা যাক সরে
নব্য মৃতেরা জায়গা পাক ১০৭
ড. হাভেলের স্বাস্থ্যোদ্ধার ১২৯
এডওয়ার্ড ও ঈশ্বর ১৫৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুজান র‍্যাপাপোর্ট-এর ইংরেজি অনুবাদ
থেকে বঙ্গানুবাদ

তপতী রাহুত
উদয় ভাদুড়ী
সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়
শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯২৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়ার ব্রুনো শহরে মিলান কুন্দেরার জন্ম। বাবা লুদভিক কুন্দেরা আর মা মিলাদা জানিসকোভা। পড়াশোনা, বড় হয়ে ওঠা সবই ব্রুনোতে। পরে প্রাগের শার্ল বিশ্ববিদ্যালয়ে কলা বিভাগে সাহিত্য ও নন্দনতত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ১৯৫০-এ রাজনৈতিক আগ্রাসনের কারণে তাঁর পড়াশোনা সাময়িকভাবে ব্যাহত হয়। স্নাতক হবার পর ১৯৫২-তে সেখানকার চলচ্চিত্র বিভাগ কুন্দেরাকে বিশ্বসাহিত্যের লেকচারার নিযুক্ত করে। স্কুলে পড়ার সময়ে কুন্দেরার কবিতা লেখার শুরু। ১৯৫৩-১৯৫৭-এর মধ্যে তিন খণ্ডে প্রকাশিত হয় কাব্যগ্রন্থ। এরপর শুরু হয় গল্প ও উপন্যাস লেখার প্রস্তুতি। ১৯৬৭-তে প্রকাশিত হয় প্রথম উপন্যাস 'দ্য জোক'। ১৯৬৭-এর সেপ্টেম্বর মাসে ভেরা হাব্রানকোভার সঙ্গে বিয়ে হয় কুন্দেরার। 'লাফেবল লাভ্স' প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ। ১৯৬৮-তে রুশ আগ্রাসনের পর প্রায় ৪০০ জন লেখক শিল্পীকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তাঁদের একজন ছিলেন মিলান কুন্দেরা। ১৯৭০-এ পার্টির সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা হয় তাঁকে। চাকরি থেকেও বরখাস্ত হন কুন্দেরা। সমস্ত রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারগুলোতে নিষিদ্ধ করা হয় কুন্দেরার বইপত্র। এর আগে, তরুণ বয়সে চেকের কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন মিলান কুন্দেরা। ১৯৫০-এ দলবিরোধী কাজের জন্য তাঁকে বহিষ্কার করা হয়। ১৯৫৬ সালে তাঁকে আবার পার্টিতে ফিরিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু দ্বিতীয়বার সেরকম কিছু আর ঘটেনি।

১৯৭৫-এ সামান্য অর্থ সম্বল করে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসেন ফ্রান্সে। কুন্দেরার তখন ৪৬ বছর বয়স। ফ্রান্সে শুরু হয় তাঁর নতুন জীবন। নতুন লেখালিখি। ১৯৭৫-১৯৭৯ পর্যন্ত রেনে বিশ্ববিদ্যালয়ে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবে কাজ করেছেন। ১৯৮০-তে প্যারিসে অধ্যাপনার কাজে যুক্ত হন। কুন্দেরা ফরাসি নাগরিকত্ব পান ১৯৮১ সালে। তারও আগে সবচেয়ে বেশি পঠিত শ্রেষ্ঠ বিদেশি উপন্যাস 'Life is elswhere'-এর জন্য ফ্রান্সের Prix Médicis সম্মান লাভ করেন ১৯৭৩-এ। জেরুজালেম পুরস্কার (১৯৮৫) সহ আরও কুড়িটি পুরস্কারবিজয়ী কুন্দেরা শুরুতে লিখতেন চেক ভাষায়। দেশত্যাগ করে ১৯৭৫ সালে ফ্রান্সে চলে আসার পর ফ্রান্সেই বসবাস করছেন—স্বাভাবিকভাবে ফরাসি ভাষায় লেখালিখি শুরু করেন। দুটি ভাষাতেই তিনি সমান পারদর্শী। দুটি ভাষাতে লিখে প্রভূত খ্যাতি এবং পাঠকপ্রীতি অর্জন করেছেন তিনি। কুন্দেরার 'ইমমর্টালিটি' প্রকাশিত হয় ১৯৯০ সালে। এটাই তাঁর চেক ভাষায় লেখা শেষ উপন্যাস। আর ১৯৯৫-তে প্রকাশিত 'স্লোনেস' ফরাসি ভাষায় লেখা কুন্দেরার প্রথম উপন্যাস।

কুন্দেরার উপন্যাসগুলি : 'দ্য জোক', 'দ্য ফেয়ারওয়েল পার্টি', 'লাইফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~
ইজ এলসহোয়্যার', 'দ্য বুক অফ লাফ্টার অ্যান্ড ফরগেটিং', 'দ্য আনবিয়ারব্‌ল লাইটনেস অফ বিয়িং', 'ইমমর্টালিটি', 'স্লোনেস', 'আইডেন্টিটি', 'ইগনোরেন্স'। 'টেস্টামেন্ট বিট্রেড', 'দ্য আর্ট অফ দি নভেল', 'দ্য কার্টেন' কুন্দেরার প্রবন্ধগ্রন্থ। নাটকের বই আছে তিনটি। আর গল্পগ্রন্থ একটিই : 'লাফেবল লাভ্‌স'।

ফ্রান্‌ৎস কাফ্‌কার যোগ্য উত্তরসূরি মিলান কুন্দেরার মহাগল্পগ্রন্থ 'লাফেবল লাভ্‌স' চেক ভাষায় লেখা। গল্পগুলি লেখা হয় বোহেমিয়াতে, ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৮ সালের মধ্যে। লাফেবল লাভ্‌স-এর ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৯৭৪-এ, লেখক ওই সংস্করণের পরিমার্জনা করেন ১৯৮৭-তে, অ্যারন অ্যাশর-এর সহযোগে পুনরায় ব্যাপকভাবে পরিমার্জনা করেন ১৯৯৩-তে।

মোট সাতটি গল্প আছে এই গ্রন্থে। গল্পগুলি ভালোবাসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। কৌশল-আশ্রিত ভালোবাসা। যে ভালোবাসা প্রতিনিয়ত অনিশ্চয়তা আর আশঙ্কায় ভরা। গল্পের ভূতগ্রস্ত চরিত্রগুলো ক্রমশ এগিয়ে যায় অনিবার্য পরিণতির দিকে।

যৌনতা এবং পরকীয়া সম্পর্কের আপাততুচ্ছ ঘটনাকে কুন্দেরা যে দক্ষতায় আমাদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে মেলান—তা অভাবনীয়।

প্রকাশ থাক, গত শতকের আটের দশক থেকে *কবিতীর্থ* কুন্দেরা চর্চায় নিমগ্ন থেকেছে। *কবিতীর্থ*-এ মুদ্রিত হয়েছে কুন্দেরার 'জেরুজালেম বক্তৃতা : উপন্যাস ও ইউরোপ', একাধিক গল্প-প্রবন্ধ-সাক্ষাৎকার আর উপন্যাস 'আইডেন্টিটি'-র অনুবাদ এবং কুন্দেরার মূল্যায়ন।

২০০৯-এ মিলান কুন্দেরার আশি বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল *কবিতীর্থ* পত্রিকার একটি আস্ত সংখ্যা।

সম্প্রতি পঁচাশি বছর পূর্ণ হল কুন্দেরার। পঁচাশি বছর পূর্তি উপলক্ষে কুন্দেরার 'লাফেবল লাভ্‌স' গল্পগ্রন্থটির বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করে এই মহান স্রষ্টার প্রতি সম্মান জানানো হল। গ্রন্থটির নাম রাখা হয়েছে 'গল্পসমগ্র'।

আমরা আশা রাখি, সাহিত্যে নোবেল পুরস্কারের জন্য এবার কুন্দেরার নাম বিবেচনা করবেন নোবেল কমিটি।

তিনি সুস্থ থাকুন, তাঁর শতায়ু হোক, এই কামনা করি।

যাঁরা অমূল্য সময় ও শ্রমের বিনিময়ে গ্রন্থভুক্ত লেখাগুলো অনুবাদ করেছেন তাঁদের সকলকে জানাচ্ছি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন।

কলকাতা — উৎপল ভট্টাচার্য

বৈশাখ ১৪২১, এপ্রিল ২০১৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলা ভাষায়
মিলান কুন্দেরার প্রথম অনুবাদক
গদ্যলেখক
প্রবাস দত্তকে
সশ্রদ্ধায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেউ হাসবে না

Nobody Will Laugh

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

"আমাকে আর একটু স্লিভোভিৎজ্ দাও তো," ক্লারা বলল আর আমি কোনও আপত্তি করলাম না। একটা বোতল খোলা আমাদের কাছে কোনও অস্বাভাবিক ব্যাপার না, বিশেষ করে আজ যখন তার একটা যথার্থ কারণও রয়েছে। শিল্পের ইতিহাসের পুনর্বীক্ষণ নিয়ে একটা দীর্ঘ ও গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লেখার জন্য সেইদিন আমি বেশ ভালো পারিশ্রমিক পেয়েছিলাম।

প্রবন্ধটি প্রকাশ করা কিন্তু তত সহজসাধ্য ছিল না—যা আমি লিখেছিলাম তা খুব বিতর্কিত এবং বিষয়টি নিয়ে নানাপ্রকার মতবিরোধও আছে; সেইজন্য ভিস্যুয়াল আর্টস, যাদের সম্পাদকরা সব বৃদ্ধ এবং অতি সাবধানী, তারা আমার প্রবন্ধটা এর আগে বাতিল করে দিয়েছিলেন। অবশেষে এক ছোটখাট, কম নামীদামি সাময়িক পত্রিকায় প্রবন্ধটি প্রকাশিত হল, যার সম্পাদকরা সব কমবয়সি এবং অত চিন্তাশীল নন।

পিয়ন, ইউনিভার্সিটিতে, টাকার সঙ্গে একখানা চিঠিও দিয়ে গিয়েছিলেন, যা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, আনন্দের প্রথম উচ্ছ্বাসে, সকালবেলায়, চিঠিখানা পড়াই হয়ে ওঠেনি। কিন্তু তখন, বাড়িতে বসে, মধ্যরাত যখন প্রায় গড়িয়ে আসছে, বোতল যখন প্রায় নিঃশেষ, তখন আমাদের মনোরঞ্জনের জন্য চিঠিখানা টেবিল থেকে তুললাম।

"মাননীয় কমরেড এবং—আপনি যদি আমাকে এই শব্দটা ব্যবহার করার অনুমতি দেন—আমার সহকর্মী।" ক্লারাকে সজোরে পড়ে শোনালাম। "যার সঙ্গে আপনার কোনওদিন দেখা হয়নি, সে আপনাকে লিখেছে বলে মার্জনা করবেন। এই খামের ভেতর একটি প্রবন্ধ পাঠালাম, সে-টি পড়ার জন্য আপনাকে অনুরোধ করছি। এ কথা সত্যি যে আপনাকে আমি চিনি না কিন্তু আপনাকে আমি এমন একজন মানুষ হিসেবে সম্মান করি যার বিচার-বিশ্লেষণ, চিন্তাভাবনা এবং তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত, আমার গবেষণার ফলাফলের সঙ্গে এমনভাবে মিলে যায় যে আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, এতে আমি সম্পূর্ণ হতবাক্ হয়ে গেছি..." তারপর আমার যোগ্যতার আরও গুণগানের পর একটি অনুরোধ, আমি কি ওর একটি প্রবন্ধের সমালোচনা ভিস্যুয়াল আর্টসের জন্য, লিখে দিতে পারি—যাকে বলা যায়, একজন বিশেষজ্ঞর মূল্যায়ন, ছ'মাস ধরে যে পত্রিকা ওর প্রবন্ধের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করে তাকে প্রত্যাখ্যান করেই চলেছে। ওকে সকলে বলেছে, আমার মতামত সবকিছু নিশ্চিতভাবে স্থির করে দেবে, সেইজন্য আমিই হচ্ছি লেখকের একমাত্র আশাভরসা এবং নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে একমাত্র আলোকরশ্মি।

আমরা মিঃ জাটুরেকি-কে নিয়ে অনেক মজা করলাম, যার আভিজাত্যপূর্ণ নাম-এ আমাদের মোহ ধরে গিয়েছিল, কিন্তু সে শুধু মজাই ছিল, একেবারে নির্ভেজাল মজা। আমাকে যে পরিমাণ প্রশংসায় উনি ভরিয়ে দিয়েছিলেন, তাই নিয়ে মজা করছিলাম এবং তার সঙ্গে, এই অসাধারণ স্লিভোভিৎজ্ মিলেমিশে আমাকে একেবারে কোমল করে দিয়েছিল। আমাকে এতটাই কোমল করে দিয়েছিল যে সেই অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলোয় আমার গোটা পৃথিবীটাকে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভালোবাসতে ইচ্ছে করছিল। আর বিশ্বকে পুরস্কৃত করার মতো আমার কাছে সেই মুহূর্তে কিছু ছিল না বলে আমি ক্লারাকে পুরস্কৃত করলাম, অন্তত আমার প্রতিশ্রুতি দিয়ে।

ক্লারার বয়স কুড়ি, সে একটি ভালো পরিবারের মেয়ে। আমি কি বলছি, ভালো পরিবারের? অসাধারণ পরিবারের! ওর বাবা ছিলেন একজন ব্যাংকের ম্যানেজার। উচ্চবিত্ত বুর্জোয়াদের প্রতিনিধিত্ব করার অপরাধে ১৯৫০ সাল নাগাদ প্রাগের কিছু দূরে সেলাকোভিস্ গ্রামে নির্বাসিত হন। তার ফলে, তার মেয়ের পার্টির রেকর্ড খারাপ হয়ে পড়ে এবং তাকে সিম্‌স্ট্রেস* হিসেবে প্রাগের এক বিশাল ড্রেস মেকিং সংস্থায় কাজ করতে হয়। আমি এখন, আমার এই সুন্দরী সিমস্ট্রেসের মুখোমুখি বসে আছি, যে চাকরিটা আমার চেনাজানার মাধ্যমে তাকে পাইয়ে দেব বলে কথা দিয়েছি, তার সুযোগসুবিধেগুলো হালকাভাবে বলে, তাকে আমার প্রতি আরও বেশিরকম আসক্ত করার চেষ্টা করছি। তাকে এই বলে আশ্বস্ত করছি যে তার মতো একজন সুন্দরীর সেলাই-এর মেশিনের সামনে বসে বসে নিজের সৌন্দর্য খোয়ানোর মতো হাস্যকর আর কিছু হতে পারে না। আমি স্থির করলাম ওকে মডেল হতে হবে।

২

আমাদের বর্তমান আমরা চোখে কাপড় বেঁধে পার করে দিই। আমাদের প্রকৃত অভিজ্ঞতাকে আমাদের শুধু তখন বোধ করতে এবং অনুমান করতে দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে চোখের কাপড় যখন খুলে দেওয়া হয়, তখন পেছনে ফিরে বিগতদিনের অভিজ্ঞতাগুলো এবং তার অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হই।

সেদিন সন্ধেয় আমি ভেবেছিলাম, আমার সাফল্যের উদ্দেশ্যে ড্রিং করছি কিন্তু এ যে আমার সর্বনাশের সূত্রপাত তার ন্যূনতম সন্দেহটুকু সেদিন আমার মনে উঁকি দেয়নি।

কোনও সন্দেহ আমার মনে উঁকি দেয়নি বলেই, পরের দিন যখন ঘুম ভাঙল তখন বেশ খোশমেজাজে ছিলাম, আর ক্লারা আমার পাশে শুয়ে স্বস্তির শ্বাস নিচ্ছিল, চিঠির সঙ্গে যেই প্রবন্ধটা সাঁটা ছিল, সেটা তুলে নিয়ে, তার ওপর একটু মজার সঙ্গে চোখ বোলাতে লাগলাম।

প্রবন্ধটার নাম 'নিকোলাস এ্যালেস্, মাস্টার অফ্ চেক্ ড্রয়িং', আর সত্যি বলতে কী যে আধঘন্টা সময় না পড়েই বলছি, সেটুকুর যোগ্য-ও নয়। কিছু নীরস মামুলি বক্তব্যকে তালগোল পাকিয়ে একসঙ্গে মেশানো হয়েছে, যার না আছে কোনও অবিচ্ছিন্ন চলৎশক্তি, না কোনও মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রচেষ্টা।

এককথায় একেবোরেই অর্থহীন। সেই একই দিনে, ভিস্যুয়াল আর্টসের সম্পাদক ডঃ কালুসেক (অন্যান্য সব অর্থেই খুব বাজে লোক), টেলিফোনে আমাকে সেই একই কথা জানালেন, আমার মতটা দৃঢ়ভাবে সমর্থন করলেন। ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে দেখা করে বললেন, "বলুন তো, জাটুরেকির কাছ থেকে ট্রিটিস-টা পেয়েছেন কিনা? তবে রিভিউ-টা লিখে ফেলুন, পাঁচজন লেকচারার ইতিমধ্যে ওকে চাঁচাছোলা করে দিয়েছে, কিন্তু তবুও ও আমাকে

*সিমস্ট্রেস—মেয়ে দরজি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্বালিয়ে মারছে। ওর মাথায় ঢুকেছে ওই কাজের জন্য আপনিই হচ্ছেন একমাত্র যোগ্য ব্যক্তি। মাত্র দু'খানা বাক্যে বলে দিন যে কাজটা একেবারে যাচ্ছেতাই, সেটা কী করে করতে হবে সে তো আপনার ভালো করে জানা আছে, বিষোদ্গার কী করে করতে হয় তা তো আপনি ভালো করেই জানেন, আর তারপর আমাদের কপালে একটু স্বস্তি জুটবে।"

কিন্তু আমার ভেতরে কিছু একটা প্রতিবাদ করে উঠল, মিঃ জাটুরেকি-কে বধ্যভূমিতে আমি কেন পাঠাব? এই কাজের জন্য একমাত্র আমি-ই কি সম্পাদকের মাইনে পাচ্ছি? এছাড়া আমার ভালো করে মনে আছে, ভিস্যুয়াল আর্টস বেশিরকম সাবধানতা দেখাতে গিয়ে আমার প্রবন্ধটাই বাতিল করে দিয়েছিল ; তার ওপর মিঃ জাটুরেকির নাম, ক্লারা, স্লিভোভিৎজ্ এবং এক সুন্দর সন্ধের সঙ্গে আমার মনের ভেতর সুসংবদ্ধভাবে গাঁথা হয়ে আছে। এবং সর্বশেষ কথাটা হচ্ছে, এ হচ্ছে মনুষ্যধর্ম—ক'জন আমাকে এ ব্যাপারে প্রকৃত পণ্ডিত বলে মনে করে, তা আমি আঙুলে গুনে বলে দিতে পারি", সেই একখানা সুযোগ-ই বা আমি ছাড়ব কেন?

কালুসেকের সঙ্গে আমার আলোচনাটা বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে একটু অস্পষ্ট রেখেই আমি শেষ করলাম, ওর ধারণা হল ও-কে আমি কথা দিলাম, আর আমার জন্য, পাশ কাটিয়ে যাওয়া হল। ফোনটা যখন নামিয়ে রাখলাম, তখন আমি রীতিমতো স্থির করেই ফেলেছি জাটুরেকির প্রবন্ধের সমালোচনা আমি কখনওই লিখছি না।

তার বদলে ড্রয়ার থেকে কিছু কাগজ বার করে জাটুরেকিকে একখানা চিঠি লিখলাম। ওর কাজের সম্পর্কে কোনওরকম মন্তব্য এড়িয়ে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিল্প সম্পর্কে আমার জ্ঞানগম্যির দীনতা এবং যা সাধারণত পাগলামি এবং ভণ্ডামি বলে বিবেচিত হয়ে থাকে—তা জানালাম। সেই জন্য আমার মধ্যস্থতায়, বিশেষ করে ভিস্যুয়াল আর্টসের সম্পাদকের ক্ষেত্রে, ওর লাভের চাইতে যে ক্ষতি-ই বেশি হবে—তা-ওকে জানালাম। তার সঙ্গে সঙ্গে মিঃ জাটুরেকিকে মিষ্টি কথায় এমন ভরিয়ে দিলাম যে ওর প্রতি আমার প্রচ্ছন্ন সহানুভূতির আভাস চিহ্নিত করতে না পারা প্রায় দুরূহ হয়ে পড়ল।

চিঠিটা বাক্সে ফেলা মাত্র মিঃ জাটুরেকিকে ভুলে গেলাম, কিন্তু মিঃ জাটুরেকি আমাকে ভুললেন না।

৩

একদিন আমার লেকচার যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে—আমি ইউনিভার্সিটিতে আর্ট হিস্ট্রি পড়াই—দরজায় খটখটানি শুনে দেখি আমার সেক্রেটারি মারি, উনি একজন দয়ালু, বয়স্কা মহিলা, যিনি মাঝেমধ্যে আমার জন্য কফি তৈরি করেন, এবং অবাঞ্ছিত মহিলাদের ফোন এলেই উনিই জানিয়ে দেন যে আমি বেরিয়ে গেছি ; উনি দরজার ভেতর মাথা গলিয়ে জানালেন যে একজন ভদ্রলোক আমাকে খুঁজছেন।

ভদ্রলোকদের নিয়ে আমার কোনও ভয় নেই, সেইজন্য আমি ছাত্রছাত্রীদের থেকে ছুটি নিয়ে, দিব্যি খোশমেজাজে করিডোরে গেলাম। এক বিবর্ণ কালো স্যুট আর সাদা শার্ট পরা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একজন ছোটখাট ভদ্রলোক আমাকে দেখে আনত হলেন। আমাকে উনি সম্মানের সঙ্গে জানালেন যে উনি জাটুরেকি।

আগন্তুককে একটা ফাঁকা ঘরে নিয়ে একখানা চেয়ার এগিয়ে দিলাম, এবং ওর সঙ্গে নানা বিষয়ে সুন্দরভাবে আলোচনা শুরু করে দিলাম, যেমন, এইবার কী বিচ্ছিরি গরম পড়েছে, প্রাগে কী কী এগজিবিশন চলছে। আমার এই অনর্থক বকবকানি কিছুক্ষণ নম্রভাবে মেনে নিয়ে মিঃ জাটুরেকি খুব অল্পসময়ের ভেতর আমার প্রতিটি মন্তব্যকে ওর প্রবন্ধের সঙ্গে অন্বিত করার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলেন, ওর এই প্রবন্ধ এক অপ্রতিরোধ্য চুম্বকের মতো আমাদের দুজনের মাঝখানে অবস্থান করতে শুরু করল।

"আপনার রিভিউ লেখার চাইতে বেশি আনন্দ আমাকে আর কিছু দেবে না", সব শেষে বললাম, "কিন্তু চিঠিতে আপনাকে যেমন জানিয়েছিলাম, উনবিংশ শতাব্দীর চেকোশ্লোভাকিয়া সম্পর্কে আমি তেমন পারদর্শী বলে বিবেচিত নই, তার ওপর ভিস্যুয়াল আর্টসের সম্পাদকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ভালো নয়, যাদের ধারণা হচ্ছে আমি একজন কট্টর মডানির্স্ট, সেই জন্য আপনার প্রবন্ধের সপক্ষে আমার কোনও রিভিউ আপনার ক্ষতিই করবে।"

"ওঃ আপনি বড্ড বিনয়ী", মিঃ জাটুরেকি বললেন, "আপনার মতো এমন একজন পণ্ডিত মানুষ, কী করে নিজের সম্পর্কে এমন হীন মত পোষণ করতে পারেন। সম্পাদকের অফিসে আমাকে সক্কলে বলেছে যে আপনার মতামতের ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। আপনার সমর্থন পেলে তবেই ওরা আমার লেখাটা ছাপবে। আপনিই আমার একমাত্র আশ্রয়। তিন বছরের লেখাপড়া আর হাড়ভাঙা খাটুনির ফলশ্রুতি আমার এই লেখাটা, এখন সবকিছু আপনার হাতে।"

কত অসাবধানে একজন তার অজুহাতগুলো তৈরি করে! মিঃ জাটুরেকি-কে কিছু বলার মতো আমি আর খুঁজে পেলাম না। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওর মুখের দিকে তাকালাম, আর লক্ষ করলাম। শুধুমাত্র যে একখানা ছোট্ট, সেকেলে নিরপরাধ চশমাই আমার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছে তা নয়, তার সঙ্গে সঙ্গে ওর কপালের এক প্রবল গভীর খাড়া রেখাও আমার দিকে চেয়ে আছে। এরপর আমি যা বুঝলাম তাতে আমার শিরদাঁড়া বেয়ে এক কাঁপুনি নেমে এল। কপালের এই গভীর অনমনীয় বলিরেখা, নিকোলাস্ এলেসের ছবি সংক্রান্ত ব্যাপারে তার লেখকের বুদ্ধিমত্তার পীড়নের স্বরূপ শুধু উন্মোচন করেনি, তার সঙ্গে সঙ্গে তার অস্বাভাবিক কঠিন মনোবলের ক্ষমতাও প্রকাশ করেছে। আমি আমার উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেললাম এবং কোনও চতুর অজুহাত-ও খুঁজে পেলাম না। আমি জানতাম আমি ওর রিভিউ-টা লিখব না, কিন্তু এই করুণ ক্ষুদ্র মানুষটার মুখের ওপর না বলার ক্ষমতাও খুঁজে পেলাম না।

তারপর আমি হাসলাম এবং এক অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলাম। জাটুরেকি আমাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলে গেলেন যে উনি আবার আসবেন। যাবার সময় আমরা দুজনেই হাসলাম।

কয়েকদিনের ভেতর উনি আবার এলেন। বুদ্ধি করে ওকে এড়িয়ে গেলাম, কিন্তু পরের দিন-ই শুনলাম, উনি আমাকে ইউনিভার্সিটিতে খুঁজছিলেন। দুঃসময় ঘনিয়ে আসছে, বুঝলাম। উপযুক্ত ব্যবস্থার জন্য তাড়াতাড়ি মারির কাছে গেলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"মারি ডিয়ার, তোমাকে অনুনয় করছি, এই লোকটা যদি আবার আমাকে খুঁজতে আসে, ওকে বলবে, এক মাসের জন্য রিসার্চের ব্যাপারে আমি জার্মানি গেছি, আর তোমার জানা দরকার মঙ্গলবার, বুধবার আমার লেকচার থাকে, গোপনে সেগুলো, বৃহস্পতি আর শুক্রবার করব। কাউকে কিছু বলো না, লেকচারের দিনগুলো যেমন লেখা আছে, তেমন থাকুক, ঠিক করবার দরকার নেই। আমাকে গা-ঢাকা দিতে হবে।"

৪

সত্যি বলতে কী অল্পদিনের ভেতরই মিঃ জাটুরেকি আমাকে খুঁজতে চলে আসেন আমার সেক্রেটারির কাছে। আমি হঠাৎ জার্মানি চলে গেছি শুনে খুব হতাশ হয়ে পড়েন। "কিন্তু এ হতেই পারে না। লেকচারাদের আমার ওপর একা রিভিউ লেখার কথা, এইভাবে কী করে উনি চলে গেলেন?"

"তা জানি না" মারি বলে। "যাই হোক্, এক মাসের ভেতর তো ফিরে আসছেন।" "আর এক মাস....", ককিয়ে উঠলেন জাটুরেকি। "আর আপনি ওর জার্মানির ঠিকানা জানেন না?" "না, জানি না।" মারি প্রস্থান করে।

তারপর, আমার এক মাসের শান্তি জুটল। কিন্তু মাসটা যেন যা ভেবেছিলাম, তার চাইতে অনেক তাড়াতাড়ি কেটে গেল, আর মিঃ জাটুরেকি আবার আফিসের সামনে এসে উপস্থিত। "নাঃ, উনি এখনও ফেরেননি।" মারি ও-কে বলে। পরে যখন আমার সঙ্গে অন্য ব্যাপারে মারির সঙ্গে দেখা হয়, তখন ও আমাকে অনুনয় করে "আপনার খুদে ভদ্রলোকটি আবার এসেছিল, ওকে, ঈশ্বরের দোহাই, কী বলি বলুন তো?" "বলবেন আমার জন্ডিস হয়েছে, আর আমি জেনার হাসপাতালে আছি।" "হাসপাতালে!" মারি কয়েকদিন বাদে এই গল্পটা যখন জাটুরেকি-কে শোনায়, তখন উনি আঁতকে ওঠেন", এ হতেই পারে না, লেকচারারের আমার ওপর একটা রিভিউ লেখার কথা। আপনি কি তা জানেন না?" "মিঃ জাটুরেকি", সেক্রেটারি অভিযোগের সুরে বললেন, "লেকচারার, বিদেশে হাসপাতালে অসম্ভব অসুস্থ হয়ে পড়ে আছেন, আর আপনি শুধু আপনার রিভিউ-এর কথাই ভাবছেন?" মিঃ জাটুরেকি একটু থমকে গেলেন বটে কিন্তু দু'সপ্তাহের ভেতর আবার অফিসে এসে উপস্থিত হলেন। "একখানা রেজিস্টার্ড চিঠি জেনার হাসপাতলে আমি পাঠিয়েছিলাম, চিঠিটা ফেরত এসেছে!" "খুদে ভদ্রলোকটি কিন্তু আমায় পাগল করে দিচ্ছেন", পরের দিন মারি বলল, "আপনি রাগ করবেন না, কিন্তু আমি আর কী বলতাম বলুন তো? ওকে আমি বলেছি, আপনি ফিরে এসেছেন। এবার থেকে ওকে আপনি সামলাবেন।"

আমি মারির ওপর রাগ করিনি। ওর পক্ষে যা সম্ভব ও তাই করেছে। তাছাড়া, আমি তখনও অবধি আমার পরাজয় মেনে নিইনি। এটুকু শুধু জানতাম, যেন ধরা না পড়ি। সবসময় লুকিয়ে থাকতাম। বৃহস্পতি আর শুক্রবার গোপনে লেকচার দিতাম, আর প্রতি মঙ্গল আর বুধবার আর্টহিস্ট্রির ফ্যাকালটির উলটোদিকে, দরজার কাছে নীচু হয়ে বসে থাকতাম ; আমাকে ধরার জন্য মিঃ জাটুরেকি ফ্যাকালটির বিল্ডিং-এর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতেন, আর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওকে দেখে আমার খুব মজা লাগত। মাথায় একটা বড় টুপি আর নকল গোঁফ লাগাবার ইচ্ছে হয়েছিল। নিজেকে শার্লক হোমসের মতো মনে হত, যেন মিঃ হাইড, সেই অদৃশ্য মানুষটার মতো, যে শহরে ঘুরপাক খেয়ে বেড়াত। নিজেকে একটা বাচ্চা ছেলের মতো লাগত।

পাহারা দিতে দিতে ক্লান্ত হয়ে একদিন মিঃ জাটুরেকি মারির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। "ঠিক কোথায় কমরেড লেকচারার লেকচার দেন।"

"ওখানে ওর সিডিউল দেওয়া আছে", আঙুল নেড়ে মারি দেয়ালের দিকে দেখায়, যেখানে বড় বড় করে সব লেকচারারদের লেকচারের সময় লেখা রয়েছে।

"সে তো দেখতেই পাচ্ছি," এসবে উনি দমে যেতে রাজি নন। "শুধু কমরেড লেকচারার এখানে কোনও মঙ্গল, বুধবার লেকচার দেন না। উনি কি অসুস্থ?"

"না।" দ্বিধাগ্রস্ত মারি বলে।

এরপর ছোটখাট মানুষটি আবার মারিকে চেপে ধরেন, সিডুইলের গণ্ডগোলের জন্য ওকে দায়ী করেন।

ওর নামে অভিযোগ করবেন বলে উনি শাসান, চিৎকার করেন। কমরেড লেকচারারের নামেও অভিযোগ করবেন, যার লেকচার দেবার কথা কিন্তু দিচ্ছেন না, বলে জানান, ডিন আছেন কি না জানতে চান।

দুর্ভাগ্যবশত ডিন ছিলেন।

মিঃ জাটুরেকি তার দরজায় টোকা দিয়ে ভেতরে গেলেন। দশ মিনিট বাদে মারির অফিসে ফিরে এসে আমার ঠিকানা দাবি করেন।

"কুড়ি নম্বর স্কালিনোভা স্ট্রিট, লিটোমিস্‌ল্‌।" মারি বলে।

"লিটোমিস্‌ল?"

"প্রাগে উনি মাঝেমধ্যে থাকেন, সেই ঠিকানাটা উনি প্রকাশ করতে চান না।

"লেকচারারের প্রাগের অ্যাপার্টমেন্টের ঠিকানাটা আমি আপনাকে দিতে বলছি।" কাঁপা কাঁপা গলায় ছোটখাট মানুষটি বলেন।

যেভাবেই হোক্, মারি ওর উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলে, এবং আমার চিলেকোঠার, সামান্য ক্ষুদ্র আশ্রয়ের, আমার মধুর ডেরা-র ঠিকানাটা দিয়ে দেয়, যেইখানে আমি ধরা পড়ে যাব।

৫

হ্যাঁ, আমার স্থায়ী ঠিকানা হচ্ছে লিটোমিস্‌ল—ওখানে আমার মা আছেন আর আমার বাবার স্মৃতি আছে। প্রাগ থেকে আমি যত ঘনঘন সম্ভব পালিয়ে মায়ের ছোট্ট ফ্ল্যাটটাতে, আমার বাড়িতে বসে লিখি। এইভাবে মায়ের ফ্ল্যাটটা আমার স্থায়ী বাসস্থানের ঠিকানা হয়েছে। আর প্রাগে, একটা উপযুক্ত ব্যাচেলার্স ফ্ল্যাট, যা আমার পাবার কথা ছিল, পেলাম না বলে আমাকে অধ্যক্ষদের লজিং*-এ থাকতে হল, একখানা চিলেকোঠা, যার অস্তিত্ব আমি গোপন

*লজিং : অধ্যক্ষদের থাকবার বাসস্থান

রাখতে চেষ্টা করি, যাতে করে আমার অবাঞ্ছিত অতিথিদের সঙ্গে আমার ক্ষণস্থায়ী মহিলাদের অকারণ দেখাসাক্ষাৎ না হয়ে যায়।

প্রকৃতপক্ষে এইজন্য এই বাড়িতে আমার তেমন সুনাম নেই। এর ওপর যখন লিটোমিস্‌ল-এ থেকেছি, সেই সময়, বারকয়েক আমার ওই ছোট্ট ঘরখানা বন্ধুদের ভাড়া দিয়েছি, তারা ওইখানে এত স্ফূর্তি করেছে যে বাড়ির একটি লোককেও রাতে চোখের পাতা এক করতে দেয়নি। কিছু কিছু ভাড়াটে এতে এত চটে গেছেন যে তারা আমার বিরুদ্ধে এক নীরব যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। কখনওসখনও লোকাল কমিটিকে দিয়ে আমার সম্পর্কে অপ্রীতিকর মন্তব্যও প্রকাশ করিয়েছেন, এমনকী হাউসিং ডিপার্টমেন্টের কাছে, এরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগও জানিয়েছেন।

এই একই সময়ে সেলাকোভিস্‌-এর মতো জায়গা থেকে ক্লারার পক্ষে কাজে যাওয়া খুব কঠিন হয়ে পড়ছিল, সেইজন্য আমার খুপরিটাতে ও রাত কাটাতে শুরু করল। প্রথম প্রথম ও একটু সংকুচিত হয়ে থাকত, যেন আর কোনও গত্যন্তর নেই এইভাবে থাকত, তারপর ও একদিন একটা ড্রেস রেখে গেল, তারপর বেশ কয়েকখানা, এবং খুব অল্পসময়ের ভেতর আমার দুখানা মাত্র স্যুট, আলমারির এক কোণে স্থানান্তরিত হয়ে গেল, আমার ছোট্ট ঘরটি একখানা মহিলার বুদঅ*-এ পরিণত হল।

ক্লারাকে আমার সত্যি সত্যি ভালো লাগত, ক্লারা সুন্দরী, ওকে নিয়ে বের হলে, সকলে যখন মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আমাদের দেখত, সেটা আমার ভালো লাগত। ও আমার তেরো বছরের ছোট। সেইজন্য আমার ছাত্রদের আমার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বেড়ে গিয়েছিল। ওকে দেখাশোনা করার, যত্ন করার হাজারটা কারণ ছিল কিন্তু ও যে আমার সঙ্গে থাকে, সেটা জানাজানি হোক, সে আমি চাইনি। এসব নিয়ে বাড়ির ভেতর নিন্দে এবং কুৎসার ভয় পাচ্ছিলাম। আমার ভয় ছিল আমার ভালো মানুষ বৃদ্ধ বাড়ি-অলা, যিনি খুব বুদ্ধিমানের মতো আমার ব্যাপারে মাথা গলান না, তাকে হয়তো কেউ আক্রমণ শুরু করবে। আমার ভয় ছিল, হয়তো উনি একদিন বুকে গুরুভার নিয়ে বিষণ্ণভাবে এসে বলবেন, তার সুনাম রক্ষার জন্য এই তরুণীটিকে সরিয়ে দিতে হবে।

ক্লারাকে কড়া আদেশ দেওয়া ছিল যেন ও কাউকে দরজা না খোলে।

একদিন ও বাড়িতে একা ছিল, রোদ ঝলমলে দিনটায়, চিলেকোঠার ঘরখানা গরমে ভেপসে উঠেছিল, সিলিং-এর দিকে চোখ রেখে কোচের ওপর প্রায় নগ্ন অবস্থায় ও আলস্যে গড়াগড়ি খাচ্ছিল।

হঠাৎ দরজায় দুমদুম করে আওয়াজ শুরু হল। এতে ভয় পাবার কিছু নেই। আমার কলিং বেল না থাকার দরুন, যে-ই আসত তাকেই দরজা ঠুকতে হত, এই শব্দে ক্লারা কোনওভাবে নিজের কোনও ব্যাঘাত না ঘটিয়ে, সিলিং দেখায় নিজেকে ব্যাপৃত রাখল। কিন্তু দরজা পিটুনি তো থামলই না বরং একটুও বাধাপ্রাপ্ত না হওয়ার দরুন আরও দ্বিগুণ জোরের সঙ্গে চলতে থাকল। ক্রমশ ক্লারা নার্ভাস হয়ে পড়ল। দরজার ওপারে একজন লোককে ও কল্পনা করে নেয়, যে জ্যাকেটের কলারটা ধীরে ধীরে অর্থপূর্ণভাবে তুলে দেবে এবং যে পরে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে দাবি করবে, এতক্ষণ কেন ও দরজা খোলেনি, ওর কি লুকোবার ছিল

*বুদঅ : মেয়েদের ব্যক্তিগত ঘর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং এই ঠিকানায় ওর নাম রেজিস্টার করা আছে কিনা। এক অপরাধ বোধ ওকে পেয়ে বসে, সিলিং থেকে চোখ নামিয়ে ক্লারা মনে করার চেষ্টা করে কোথায় ও ওর ড্রেসটা রেখেছে। কিন্তু এমন একটানা দরজা পিটুনি চলতে থাকে যে, এইসব গোলমালে ও আর কিছু খুঁজে না পেয়ে, হলে আমার বর্ষাতিটা ঝুলছিল সেটাকেই চাপিয়ে দরজাটা খুলে দিল। কোনও শয়তানের সন্দিহান মুখের বদলে একজন ছোটখাট লোককে ও দেখতে পায়, যিনি ওকে দেখামাত্র আনত হয়ে বললেন, "লেকচারার কি বাড়ি আছেন?"

"না, উনি নেই।" "বড় দুঃখের কথা," ভদ্রলোক বললেন এবং ওকে বিরক্ত করার জন্য ক্ষমা চাইলেন। "ব্যাপারটা হচ্ছে আমার একটা প্রবন্ধের ওপর লেকচারারের একটা রিভিউ লেখার কথা, উনি আমাকে কথা দিয়েছিলেন, এবং এটা খুব জরুরি। যদি আপনি অনুমতি দেন তবে ওর জন্য একটা চিঠি লিখে রেখে যেতে চাই।"

ক্লারা ওকে কাগজ আর পেনসিল দেয়, আর সন্ধেবেলা চিঠিটা পড়ে বুঝলাম নিকোলাস এ্যালেসের ওপর প্রবন্ধটার ভবিষ্যৎ আমার ওপরই ঝুলছে, এবং মিঃ জাটুরেকি সসম্মানে আমার রিভিউ-এর অপেক্ষায় আছেন, ইউনিভার্সিটিতে আর একবার উনি আমার সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করবেন।

৬

পরের দিন মারি যখন আমাকে বলল মিঃ জাটুরেকি কীভাবে ওকে ভয় দেখিয়েছেন এবং কীভাবে ওর নামে অভিযোগ করতে গেছেন, তখন ওর গলা কাঁপছিল এবং চোখ জলে ভরে উঠেছিল। আমি রাগে উন্মত্ত হয়ে উঠলাম। আমি বুঝতে পারলাম আমার সেক্রেটারি যে এতদিন আমার লুকোচুরি খেলায় মজা পাচ্ছিল, এখন সে কষ্ট পাচ্ছে এবং খুব স্বাভাবিকভাবেই আমাকে তার সব কষ্টের কারণ বলে মনে করছে। তার সঙ্গে যখন আমি আমার চিলেকোঠার গোপনীয়তা ফাঁস হওয়া, দশ মিনিট ধরে দমাদম দরজা পেটানো এবং ক্লারার প্রাণান্তকর ভীতি যোগ করলাম—তখন আমার রাগ উন্মাদনার পরিণত হল।

মারির অফিসে ঠোঁট কামড়ে, রাগে গর্ গর্ করতে করতে আমি যখন ঘরের এমাথা থেকে ওমাথা পায়চারী করছি, এবং ভাবছি কী করে প্রতিশোধ নেওয়া যায়, দরজা খুলে তখন মিঃ জাটুরেকির আবির্ভাব হল।

আমাকে দেখার পর মিঃ জাটুরেকির মুখখানা আনন্দে ভরে উঠল। মাথা নীচু করে উনি আমাকে সম্ভাষণ করলেন।

উনি একটু আগে এসে পড়েছেন, কীভাবে প্রতিশোধ নেব তা স্থির করার আগেই উনি এসে পড়েছেন।

আমি ওর চিঠি-টা পেয়েছি কিনা উনি জানতে চাইলেন।

আমি চুপ করে থাকলাম।

প্রশ্নটা উনি আবার করলেন।

"পেয়েছি।" আমি জবাব দিলাম।

"আপনি কি দয়া করে রিভিউটা লিখবেন?" চোখের সামনে ওকে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম,

দুবলা, জেদি, মিনতিপূর্ণ ; দেখতে পাচ্ছিলাম ওর কপালের খোদাই-করা বলিরেখা, একক আবেগের রেখা ; রেখাটাকে একটু যাচাই করে বুঝলাম, এটি একটি সরলরেখা যা দুটি বিন্দুর দ্বারা নির্ধারিত—ওর প্রবন্ধ আর আমার রিভিউ, উন্মাদনার এই খাড়া রেখার কলঙ্কটুকু বাদ দিলে ওর জীবনে আর কোনওকিছুর অস্তিত্ব নেই, আছে শুধু এক সাধুসুলভ কঠোর তপশ্চর্যা। তারপর আমার মাথায় খেলে গেল আক্রোশের এক জঘন্য চাতুরি।

"আশা করি আপনি বুঝতে পারছেন, গতকালের ঘটনার পর, আপনার সঙ্গে কথা বলা আর সম্ভব নয়।"

"আমি বুঝতে পারছি না আপনি কী বলছেন।"

"না বোঝার ভান করবেন না, ও আমাকে সব বলেছে, আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না।"

"আপনার কথা বুঝতে পারছি না", এইবার আরও জোর দিয়ে বললেন।

আমি খুব ভদ্র এবং বন্ধুত্বের সুরে বললাম, "দেখুন, মিঃ জাটুরেকি, আপনার কোনও দোষ নেই, আমিও মহিলাবাজ, সেইজন্য আপনাকে বুঝতে পারছি, আপনার জায়গায় আমি হলে, ওইরকম একটি সুন্দরী মেয়েকে আমিও প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করতাম, বিশেষ করে তাকে যদি একটা অ্যাপার্টমেন্টে একা পেতাম আর পুরুষের বর্ষাতির নীচে নিরাবরণ দেখতাম।

"এ সাংঘাতিক অপমানজনক।" ছোটখাট মানুষটি বিবর্ণ হয়ে গেছেন।

"না, এইটেই সত্যি মিঃ জাটুরেকি।"

"মহিলা কি আপনাকে তাই বলেছেন?"

"ও আমার কাছে কিচ্ছু লুকোয় না।"

"কমরেড লেকচারার এ অপমান অসহনীয়, আমি বিবাহিত, আমার স্ত্রী আছেন। ছেলেমেয়ে আছে।" ছোটখাট মানুষটি এক পা এগিয়ে এলেন বলে আমাকে একটু পিছিয়ে যেতে হল।

"তবে তো আপনার হাল আরও খারাপ।"

"আমার হাল আরও খারাপ মানে?"

"মহিলাবাজরা বিবাহিত হলে অনেক বেশি খারাপ হয়।"

"কথাটা ফেরত নিন।" মিঃ জাটুরেকি-কে ভয়ংকর দেখাচ্ছিল।

"বেশ, ঠিক আছে", আমি মেনে নিলাম। "বিবাহিত জীবন যে পরিস্থিতির প্রকোপ বৃদ্ধি করে তা না, মাঝেমধ্যে বরং, তার জন্য ওরা ছাড়ও পেয়ে যায়। কিন্তু তাতে বিশেষ কিছু পালটায় না। আপনাকে তো আমি আগেই বলেছি আমি রাগ করিনি এবং আপনাকে বেশ ভালো করে বুঝতে পারছি, শুধু একটা কথা বুঝতে পারছি না, আপনি এখনও কী করে এমন একজন লোকের রিভিউ আশা করছেন যার মহিলাকে আপনি প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন?"

"কমরেড লেকচারার। আকাদেমি অফ সায়েন্সের জার্নাল ভিস্যুয়াল আর্টসের সম্পাদক ডঃ কালুসেক আপনাকে এই রিভিউটা লিখতে বলেছেন, এবং আপনাকে সেটা লিখতেই হবে।"

"রিভিউ চাই না মহিলাকে চাই। দুটোই চাইতে পারেন না।"

"এটা কী ধরনের ব্যবহার কমরেড?" রাগে মরিয়া হয়ে মিঃ জাটুরেকি আর্তনাদ করে উঠলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব চাইতে অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে, আমার যেন হঠাৎ মনে হল, জাটুরেকি সত্যি সত্যি ক্লারাকে প্রলুব্ধ করতে চেয়েছিলেন।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে আমি চিৎকার করে উঠলাম, "আমাকে ধমক দেবার মতো ধৃষ্টতা হল কী করে আপনার? আমার সেক্রেটারি এবং আমার সামনে তো আপনার মাথা হেঁট করে ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

ওর দিকে আমি পেছন ঘুরে দাঁড়ালাম, আর সব গুলিয়ে ফেলে মিঃ জাটুরেকি টলতে টলতে বেরিয়ে গেলেন।

"তবে, এরপর", কঠিন সামরিক অভিযানে জয়লাভ করা সেনাপতির মতো স্বস্তির শ্বাস ফেলে বললাম "মনে হয় আমার কাছ থেকে আর রিভিউ চাইবেন না।"

মারি হাসল, একটু পরে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, "ঠিক কেন আপনি এই রিভিউটা লিখতে চাইছেন না?"

'কারণ মারি, ও যা লিখেছে তা একেবারে যাচ্ছেতাই।"

"তবে রিভিউতে তাই লিখুন না কেন, যে এটা একেবারে যাচ্ছেতাই।"

"কেন লিখব? কেন সক্কলকে চটাব?"

এক প্রশ্রয়ের হাসি মুখে নিয়ে মারি যখন আমার দিকে তাকিয়ে আছে, এমন সময় দরজাটা খুলে গেল, আর দেখি, হাত তুলে মিঃ জাটুরেকি দাঁড়িয়ে আছেন। "আমি নয়, একমাত্র আপনাকেই ক্ষমা চাইতে হবে।" কাঁপা কাঁপা গলায় চিৎকার করে বললেন, তারপর অন্তর্ধান করলেন।

৭

আমরা একটা ঠিকানাহীন খাম আমাদের চিঠির বাক্সে পেয়েছিলাম—হয় সেইদিন-ই, নয়তো দিন কয়েক পরে, তার ভেতর একখানা অতি কাঁচা, যাচ্ছেতাই হাতের লেখায় একখানা চিঠি ছিল, "ডিয়ার ম্যাডাম, আমার স্বামীকে অপমান করার জন্য রবিবার দিন আমার বাড়িতে আসবেন। আমি সারাদিন বাড়িতে থাকব। যদি না আসেন, অন্য ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হব। আনা জাটুরেকি, ১৪, ডালিমিলোভা স্ট্রিট, প্রাগ ৩।"

ক্লারা ভয় পেয়ে গিয়েছিল আর আমার অপরাধ সম্বন্ধে কিছু একটা বলার চেষ্টা করছিল। আমি হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললাম, জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে আনন্দ জোগানো, আর জীবন যদি সে ব্যাপারে উৎসাহ না দেখায় তবে তো তাকে কিছুটা সাহায্য করা ছাড়া আর কোনও গত্যন্তর নেই। প্রতিটি ব্যক্তিকে তার জীবনের সঙ্গে ঘটনার রাশ মুড়তে হবে, ঘটনা—সেই দ্রুতগামী ঘোটকী, যার অনুপস্থিতিতে তাকে ক্লান্ত শ্রান্ত পর্যটকের মতো শুধু ধুলোয় পা হেঁচড়ে বেড়াতে হবে। ক্লারা যখন বলল, তার জীবনের সঙ্গে সে ঘটনার রাশ জুড়তে নারাজ, তখন তাকে আমি অভয় দিলাম যে মিঃ এবং মিসেস জাটুরেকির সঙ্গে কখনওই দেখা করতে হবে না। এই ঘটনাটা, যার পিঠে আমি এক হাত পেছনে বেঁধে চড়েছি, তার দায় আমার।

সকালে বাড়ি থেকে বার হবার সময় দারোয়ান আমাদের থামাল। দারোয়ান আমাদের শত্রু নয়। বিচক্ষণের মতো একবার ওকে আমি দশ ক্রাউনের একটা বিল ঘুষ দিয়েছিলাম, আর এতদিন ধরে এই ভেবে নিশ্চিত ছিলাম যে ও জেনেছে আমার সম্পর্কে ওর কিছু জানার কথা নয়, আর বাড়িতে আমার শত্রুরা যে আগুন আমার বিরুদ্ধে সারাক্ষণ জ্বালিয়ে রেখেছে তাতে ইন্ধন জোগাবে না।

"গতকাল এক জোড়া স্বামী-স্ত্রী আপনার খোঁজ করছিল।"

"কী ধরনের স্বামী-স্ত্রী?"

"একজন ছোটখাট ভদ্রলোকের সঙ্গে এক মহিলা ছিলেন।"

"মহিলাকে কেমন দেখতে?"

"ভদ্রলোকের চাইতে দুহাত লম্বা, অসম্ভব কড়া আর তেজস্বী। উনি অনেক ব্যাপারে খবর নিচ্ছিলেন", লোকটি ক্লারার দিকে ঘুরে বলল, "বিশেষ করে আপনার সম্পর্কে, কে আপনি, কী আপনার নাম?" "গুড হেভেনস্, তুমি কী বললে ওকে?" অবাক হয়ে ক্লারা জিজ্ঞেস করল।

"কী আর বলব? লেকচারারের কাছে কে আসে কে যায় তার আমি কী জানি? আমি বলেছি ওর কাছে প্রতি সন্ধেয় একজন নতুন নতুন মহিলা আসেন।"

"অসাধারণ!" আমি হাসলাম পকেট থেকে দশ ক্রাউনের একটা বিল টেনে বার করলাম। "ঠিক এইভাবে বলে যাবে।"

"কিচ্ছু ভয় পেও না," তারপর ক্লারাকে বললাম। রবিবার তোমাকে কোথাও যেতে হবে না, আর কেউ তোমাকে খুঁজে পাবে না।

রবিবার এল, তারপর আর এক রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, কিচ্ছু হল না। "দেখলে তো?" ক্লারাকে বললাম।

কিন্তু তারপর বৃহস্পতিবার এল। আমার ছাত্রদের যখন নিয়মিত গোপন লেকচারে বলছিলাম, কত উন্মাদনার এবং কী প্রকার নিঃস্বার্থ বন্ধুত্বের পরিবেশে তরুণ কভিয়ানরা তাদের প্রাক্তন ইম্প্রেসনিস্টিক চরিত্র থেকে রং-কে মুক্ত করতে পেরেছিল, তখন মারি দরজা খুলে ঢুকে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, "সেই জাটুরেকির স্ত্রী এসেছেন।" "কিন্তু আমি তো এইখানে নেই, ওকে সিডিউলটা দেখিয়ে দাও।" আমি বললাম। কিন্তু মারি মাথা নেড়ে বলল, "আমি বলেছি, কিন্তু আপনার অফিসে উঁকি মেরে আপনার বর্ষাতিটা দেখতে পেয়েছেন এবং উনি এখন করিডোরে আপনার অপেক্ষায় বসে আছেন।"

আমার অনুপ্রেরণার শ্রেষ্ঠ স্থান হচ্ছে এক অন্ধ গলি। আমার এক প্রিয় ছাত্রকে বললাম, "দয়া করে আমার একটা ছোট্ট উপকার করো। আমার অফিসে গিয়ে আমার বর্ষাতিটা পরে বিল্ডিং থেকে বার হয়ে যাও। একজন মহিলা তোমাকে আমি বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করবেন। তোমার কাজ হবে কোনও অবস্থাতে সেটা স্বীকার না করা।"

ছাত্রটি বার হয়ে, পনেরো মিনিটের ভেতর ফিরে এল। ও এসে বলল, যে কাজে ওকে পাঠানো হয়েছিল, তা সফল হয়েছে, পথ পরিষ্কার এবং সেই মহিলাটি বিল্ডিং থেকে বার হয়ে গেছেন।

এইবারের মতো তবে আমার জিত হল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু এরপর শুক্রবার এল, দুপুরবেলা ক্লারা প্রায় পাতার মতো কাঁপতে কাঁপতে কাজ থেকে ফিরে এল। ওদের ড্রেস-মেকিং সংস্থার সেই বিনয়ী ভদ্রলোক, যিনি তার পরিচ্ছন্ন অফিসে অতিথিদের আপ্যায়ন করেন, হঠাৎ, যেই ঘরে ক্লারা আর পনেরো জন মহিলা সেলাই মেশিনের সামনে বসে সেলাই করছিল, সেইখানে এসে জিজ্ঞেস করেছেন, "এইখানে কি কেউ পাঁচ নম্বর জামেকা স্ট্রিটে থাকো?"

ব্যাপারটা যে ওকে জড়িয়ে সে ক্লারা বুঝেছে, কারণ পাঁচ নম্বর জামেকা স্ট্রিট হচ্ছে আমার ঠিকানা। ও সতর্ক ছিল, মুখ খোলেনি। ও জানত ও যে আমার সঙ্গে থাকে সে ব্যাপারে কেউ কিছু জানে না। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ গোপন।

যখন কোনও সিমস্ট্রেস কোনও কথা বলল না তখন ভদ্রলোক এই বলতে বলতে বেরিয়ে গেলেন, "তখন থেকে মহিলাকে আমি এই বোঝাবার চেষ্টা করছি।" পরে ক্লারা জানতে পারে, একটি কঠিন নারীর কণ্ঠস্বর ফোনের মাধ্যমে এই ভদ্রলোককে বাধ্য করেছেন টেলিফোন ডিরেক্টরি খুঁজতে এবং প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে ওকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন যে ওর কর্মচারীদের ভেতর কেউ একজন অবশ্যই পাঁচ নম্বর জামেকা স্ট্রিটে থাকে।

আমাদের সুখের নীড়ে মিসেস জাটুরেকির ছায়া পড়ল।

"কিন্তু তুমি কোথায় কাজ কর তা উনি জানলেন কী করে? এ বাড়িতে অন্তত তোমার সম্পর্কে কেউ কিছু জানে না।" আমি চিৎকার করে উঠলাম।

হ্যাঁ, আমি সত্যি-ই বিশ্বাস করেছিলাম, এ বাড়িতে আমাদের সম্পর্কে কেউ কিচ্ছু জানে না, আমি একটা খ্যাপার মতো দিন কাটাচ্ছিলাম, যার ধারণা হয়েছিল এক সুউচ্চ প্রাচীর তাকে সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে রেখেছে, আসলে; যখন প্রতিটি মুহূর্তে তার কিছু না কিছু খবর চুপিসারে পিছলিয়ে বাইরে বার হয়ে যাচ্ছিল। সেই প্রাচীর ছিল স্বচ্ছ কাচের তৈরি।

ক্লারা যে আমার সঙ্গে থাকে সেই কথা গোপন রাখার জন্য দারোয়ানকে আমি ঘুষ দিয়েছিলাম। ক্লারাকে আমি বাধ্য করেছি অসম্ভব অসুবিধের ভেতর নিজেকে লুকিয়ে রাখতে, কিন্তু ইতিমধ্যে পুরো বাড়ি ওর কথা জেনে গেছে। একবার তিনতলার এক মহিলার সঙ্গে এক অসাবধান আলোচনাই যথেষ্ট ছিল—গোটা বাড়ি জেনে গেছে ক্লারা কোথায় কাজ করে।

আমরা বুঝিনি, কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরে আমাদের জীবন অনাবৃত হয়ে পড়েছিল। আমাদের অত্যাচারীদের কাছে অজানা রয়ে গেছে শুধু ক্লারার নাম। আমাদের এই একমাত্র এবং শেষ গোপনীয়তার আড়ালে আমরা মিসেস জাটুরেকিকে কিছু সময়ের জন্য এড়িয়ে যেতে পারব, যিনি এত সুশৃঙ্খলভাবে সঙ্গতি রেখে আক্রমণ চালাতে শুরু করলেন যে আমি ভয়ে আঁতকে উঠলাম।

বুঝলাম ব্যাপারটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ছে। আমার গল্পের ঘোড়া নারকীয়ভাবে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ছে।

৮

সে ছিল শুক্রবার। আর শনিবার দিন ও যখন কাজ থেকে ফিরে এল, তখনও ও কাঁপছিল। কী হয়েছিল বলছি :

মিসেস জাটুরেকি তার স্বামীকে নিয়ে ড্রেস-মেকিং এসটাব্লিশমেন্টের দিকে রওনা দিয়েছেন, রওনা দেবার আগে, ম্যানেজারকে ফোনে, ওর স্বামী এবং ওকে ওয়ার্কশপ আর সিমস্ট্রেসদের মুখগুলো দেখার অনুমতি চেয়ে নিয়েছেন। কমরেড ম্যানেজার এইরকম অনুরোধ শুনে খুবই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন বটে, কিন্তু মিসেস জাটুরেকির হাবভাব দেখে আর না করতে পারেননি। মিসেস জাটুরেকি অস্পষ্টভাবে কোনও একটা অপমানের কথা, এক ধ্বংস হয়ে যাওয়া জীবন-এর কথা এবং কোর্ট সংক্রান্ত কোনও কিছুর কথা বলছিলেন। মিঃ জাটুরেকি, কপালে কুঞ্চন নিয়ে নিঃশব্দে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ওদের ওয়ার্কশপে নিয়ে আসা হল, সিমস্ট্রেসরা নিরুৎসাহভরে মাথা উঁচিয়ে দেখেছিল, আর ক্লারা খুদে ভদ্রলোকটিকে চিনতে পেরে ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল, নিজেকে যতটা সম্ভব আড়াল করে রাখা যায় অথচ তা যেন বোধগম্য না হয়, এইভাবে সে তার সেলাই নিয়ে তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

"এই যে এইদিকে", এই কাটখোট্টা দুজন মানুষকে একটু ব্যঙ্গ করে ম্যানেজার বললেন। মিসেস জাটুরেকি বুঝতে পারলেন যে ওকেই হাল ধরতে হবে, তখন উনি স্বামীকে চালনা করতে শুরু করলেন, "এইবার দেখো!" মিঃ জাটুরেকি চোখ-মুখ কুঁচকে চারপাশে চোখ বোলাতে লাগলেন। "এদের ভেতর কেউ কি?" ফিসফিস করে মিসেস জাটুরেকি বললেন।

চোখের চশমা সত্ত্বেও মিঃ জাটুরেকি পরিষ্কার করে অতবড় ঘরটা দেখতে পাচ্ছিলেন না, দেখাটা খুব সহজ কর্মও ছিল না কারণ ঘরময় কাপড়জামার জঞ্জালের ডাঁই, টানা লম্বা লম্বা রডে অজস্র ড্রেস ঝুলছে, ব্যস্তসমস্ত মহিলারা কেউ-ই দরজার দিকে মুখ করে একভাবে বসেছিলেন না, ওর উঠছিল, বসছিল, এদিক ওদিক তাকাচ্ছিল এবং নিজেদের অজান্তেই মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল, সেইজন্য মিঃ জাটুরেকিকে কাছে এগিয়ে যেতে হল যাতে করে একখানা মুখও দেখতে ভুল না হয়ে যায়।

মহিলারা যখন বুঝতে পারল ওদের খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখা হচ্ছে এবং সে-ও এমন একজন করছে যে কদাকার এবং কুৎসিত, তখন তারা অপমানিত বোধ করে, এবং চারপাশ থেকে তাদের বাঁকা মন্তব্য শোনা যেতে থাকে। একজন মোটা-সোটা তরুণী আর কোনও আব্রু না রেখে বেয়াদপের মতো বলে বসল, "ভদ্রলোক গোট প্রাগ-এ সেই বদখত মহিলাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যিনি ওকে অন্তঃসত্ত্বা করে দিয়েছে।"

এইরকম চিৎকার, চেঁচামেচি কদর্য রসিকতায় মানিকজোড়টি ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন তাদের চোখেমুখে এক অদ্ভুত অনমনীয় গাম্ভীর্য।

"মাম্মা", বেয়াদপ মেয়েটি আবার মিসেস জাটুরেকিকে বলে বসল "আপনার ছোট্ট খোকাটিকে কী করে সামলাতে হয় শেখেননি! আমি হলে কক্ষনো এমন সুন্দর বাচ্চাটাকে বাড়ি থেকে বার হতে দিতাম না!"

"আরও কয়েকজনকে দেখো না!" মহিলা ফিসফিসিয়ে স্বামীকে বললেন। ভদ্রলোক মুখভার করে ভয়ে ভয়ে, একপা একপা করে এগোতে থাকলেন যেন তাকে কোনও শাস্তি দেওয়া হয়েছে কিন্তু একটি মুখও উনি লক্ষ্য করতে ভুললেন না।

এই পুরো সময়টা ধরে ম্যানেজারটা আপনমনে হাসছিলেন, উনি ওর মহিলাদের জানেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর এটাও জানেন যে ওদের কেউ ছুঁতে-ও পারবে না। সেইজন্য উনি ওদের চেঁচামেচি, হল্লাগুল্লা কানেই তুলছিলেন না। এবার উনি মিঃ জাটুরেকি-কে জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলুন তো, মহিলাটি দেখতে কেমন ছিলেন?"

মিঃ জাটুরেকি, ম্যানেজারের দিকে ঘুরে গম্ভীরভাবে বললেন, "খুব সুন্দর দেখতে....মেয়েটি খুব সুন্দর দেখতে ছিল।"

ভেতরের উত্তেজনা এবং আলোড়ন, এইসব দুষ্টু মহিলাদের থেকে ক্লারাকে একটু বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, এককোণে, ও মাথা হেঁট করে, গুটিসুটি মেরে একটানা নিজের কাজ করে চলেছিল।

নিজেকে অকিঞ্চিৎকর এবং আড়াল করার করুণ প্রচেষ্টায় ক্লারা ব্যস্ত হয়ে পড়ে। মিঃ জাটুরেকি ওর কাছাকাছি এসে পড়েছেন, মুহূর্তের ভেতর উনি ওর দিকে চাইবেন।

"মেয়েটি শুধু সুন্দরী ছিল, এইটুকু মনে রাখাই কিন্তু যথেষ্ট নয়।" বিনয়ী ম্যানেজারটি জাটুরেকি-কে বললেন। "এইখানে অনেক সুন্দরী মহিলা আছেন, সে কি বেঁটে ছিল না লম্বা ছিল?"

"লম্বা", জাটুরেকি বললেন।

"তার চুল কালো ছিল না সোনালি?" মিঃ জাটুরেকি একটুখানি ভেবে বললেন, "সোনালি ছিল।"

গল্পের এই অংশটি সৌন্দর্যের ক্ষমতার ওপর এক নীতিগর্ভ ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারে। মিঃ জাটুরেকি যখন ক্লারাকে আমার বাড়িতে দেখেছিলেন, তখন ওর চোখ এত ধাঁধিয়ে গিয়েছিল যে উনি ওকে সত্যি করে দেখেননি। ওর সামনে সৌন্দর্যের এক অস্পষ্ট আবরণ তৈরি হয়ে গিয়েছিল, এক আলোর আবরণ, তার পেছনে ক্লারা, ওড়নার পেছনে যেমন আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

কারণ ক্লারা লম্বাও না, ওর চুল-ও সোনালি নয়। শুধুমাত্র ওর অন্তর্লীন সৌন্দর্য, এক বিরাট শারীরিক আকার নিয়ে ওর চোখে ধরা দিয়েছিল। আর সৌন্দর্য যে জ্যোতি প্রকাশ করে, সেই জ্যোতি ছটায় ওর চুলের রং সোনালি মনে হয়েছিল।

সেইজন্য ছোটখাট মানুষটি যখন এক কোণে একখানা শার্টের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে থাকা খয়েরি রঙের স্মক* পড়া ক্লারার কাছে অবশেষে এলেন, উনি ওকে চিনতে পারলেন না, কারণ উনি তো ওকে দেখেনইনি।

৯

ক্লারা যখন ওর অসংলগ্ন এবং অবিশ্বাস্য ঘটনাটা শেষ করল, আমি তখন বললাম, "দেখেছো, আমরা কত ভাগ্যবান।"

কাঁদতে কাঁদতে ক্লারা বলল, "কী ধরনের ভাগ্যবান? আজ যদি ওরা আমাকে না পেয়ে থাকে, কাল ওরা আমাকে খুঁজে বার করবে।"

---

*স্মক : জামাকাপড়ের ওপর পরিধেয় ঢিলে আঙরাখা বিশেষ।

"আমি জানতে চাই কী করে?"

"ওরা এইখানে তোমার বাড়িতে খুঁজতে আসবে।"

"আমি কাউকে ঢুকতে দেব না।"

"আর ওরা যদি পুলিশ পাঠায়, তখন কী হবে?"

"ওঃ আমি মজা করব....আসলে এটা ছিল একটা রসিকতা, মজা।"

"আজকাল কারুর কোনও রসিকতা করার সময় নেই—এখন সবকিছুই খুবই গুরুগম্ভীর ব্যাপারস্যাপার ওরা বলবে, আমি ওর সুনামে কালি লাগাবার চেষ্টা করেছি। ওর দিকে একবার তাকালেই ওরা বুঝতে পারবে ওর পক্ষে কোনও মহিলাকে প্রলুব্ধ করা সম্ভব নয়।"

"তুমি ঠিক বলেছ ক্লারা, ওরা হয়তো তোমাকে জেলেও পুরে দিতে পারে" আমি বললাম।

"রসিকতা বন্ধ কর", ক্লারা বলল। "এটা আমার জন্য কত খারাপ হল তুমি তা জানো। আমাকে ডিসিপ্লিনারি কমিটির কাছে যেতে হবে, সে-সব আমার রেকর্ডে থাকবে, আর কোনওদিন আমি ওয়ার্কশপ থেকে বার হতে পারব না। সে যাই হোক না কেন, তুমি যে মডেলিং-এর কাজটার কথা বলেছিলে, তার কদ্দুর কী হল? রাতে, তোমার এখানে আর থাকতে পারব না, ওরা আমাকে ধরতে আসছে। এই ভয়ে ভয়ে সবসময় থাকতে হবে, আজ আমি সেলাকোভিস্ ফিরে যাচ্ছি।"

সেইদিনের এই হচ্ছে প্রথম বাক্যালাপ।

সেইদিন দুপুরে একটা ডিপার্টমেন্টাল মিটিং-এর পর হল দ্বিতীয়টা।

ডিপার্টমেন্টের চেয়ারম্যান আমাকে ডেকে পাঠালেন মাথাভর্তি সাদা চুল, উনি একজন বিদগ্ধ আর্ট হিস্টোরিয়ান।

"আপনি জানেন নিশ্চয়, যেই প্রবন্ধটা আপনি সম্প্রতি প্রকাশ করেছেন, যেটি যথেষ্ট যত্ন সহকারে করেননি।"

"হ্যাঁ, আমি জানি।" আমি জবাব দিলাম।

"অনেক প্রফেসরদের ধারণা হয়েছে, আপনি ওদের নিয়ে কথা বলেছেন, এবং ডিন মনে করেছেন, ওর ধ্যান-ধারণাকে আপনি আক্রমণ করেছেন।"

"তা কী করা যাবে।" আমি বললাম।

"কিচ্ছু না", প্রফেসর জবাব দিলেন, "লেকচারার হিসেবে আপনার তিন বছরের সময় পেরিয়ে গেছে এখন এই পদটির জন্য অন্যান্য প্রার্থীদের প্রতিযোগিতা শুরু হবে। প্রথা অনুযায়ী কমিটির এই পদটি তাকেই দেবার কথা যিনি ফ্যাকালটিতে আগে পড়িয়েছেন কিন্তু আপনি কি অতটাই নিশ্চিত যে আপনার ক্ষেত্রে এই নিয়মটি-ই প্রযোজ্য হবে? এই ব্যাপারটা নিয়ে কিন্তু আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাইনি। এতদিন ব্যাপারটা আপনার আনুকূল্যে-ই ছিল, কারণ আপনি নিয়মিত লেকচার দেন, ছাত্র-ছাত্রীদের আপনি একজন অতি প্রিয় প্রফেসর, আর আপনি সত্যি সত্যি ওদের কিছু শিখিয়েছেন—কিন্তু এখন এই ব্যাপারটার ওপর আপনি আর ভরসা করতে পারেন না। ডিন আমাকে জানিয়েছেন যে গত তিন মাসে আপনি কোনও লেকচার দেননি এবং তার কোনও সঙ্গত কারণ-ও নেই, আর শুধু এটুকুই আপনাকে ছাটাই করার জন্য যথেষ্ট।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রফেসরকে বোঝালাম যে আমি একটি লেকচারও বাদ দিইনি, এই সমস্তটাই একটা মজা ছিল। এবং ওকে আমি জাটুরেকি আর ক্লারার কাহিনিটা শোনালাম।

"ভালো কথা, আমি আপনাকে বিশ্বাস করলাম," প্রফেসর বললেন, "কিন্তু আমার বিশ্বাস করা না করায় কী হবে, ফ্যাকালটির সকলে বলছে, আপনি কোনও লেকচার দেন না, আপনি কিচ্ছু করে না। ইউনিয়নের মিটিং-এ এটি ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে এবং গতকাল ওরা পুরো ব্যাপারটা লেকচার কমিটির কাছে পেশ করেছে।"

"কিন্তু আমার সঙ্গে ওরা কেন প্রথমে কথা বলল না?"

"কী নিয়ে বলবে? ওদের কাছে সব কিছুই জলের মতো পরিষ্কার। এখন ওরা আপনার অতীতের সমস্ত আচরণের হিসেব নিচ্ছে, চেষ্টা করছে আপনার অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্র খুঁজে বার করার।"

"কী খারাপ ওরা খুঁজে পাবে আমার অতীতে? আপনি নিজেই জানেন আমার কাজ আমার কত প্রিয়? কোনও কর্তব্য কোনওদিন এড়িয়ে যায়নি, আমার বিবেক পরিষ্কার।"

"প্রতিটি মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক থাকে," প্রফেসর বললেন। "আমাদের প্রত্যেকের অতীতকে এমনভাবে অতি সহজে সাজিয়ে নেওয়া যায়, যা দিয়ে এক মহান পুরুষের জীবনী তৈরি করা যেতে পারে, আবার এক ক্রিমিনালের জীবনীও তৈরি করা যেতে পারে। নিজেকে ভালো করে দেখুন, আপনি কাজ পছন্দ করেন না, এমন কথা কেউ বলছে না, কিন্তু এমন যদি হয় এইটেই আপনার পরিত্রাণের সুযোগ করে দিয়েছে? মিটিংগুলোয় আপনাকে বড় একটা দেখা যেত না, যদি বা কখনও উপস্থিত থাকতেন, বেশি সময়টুকুই আপনি নীরব থাকতেন। আপনি কি ভাবছেন তা কেউ বুঝতে পারত না। আমার নিজের মনে আছে, বারকয়েক যখন এক গুরুতর বিষয় নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, তখন আপনি হঠাৎ এক রসিকতা করে বসলেন, যাতে সকলে এক অসম্ভব অস্বস্তিতে পড়ল। অস্বস্থাটা প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সকলে ভুলে গিয়েছিল, কিন্তু এখন, একে অতীত থেকে উদ্ধার করার পর, এ এক বিশেষ রকমের গুরুত্ব অর্জন করেছে। মনে পড়ে, কত রকমের মহিলা ইউনিভার্সিটিতে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসত, আর আপনি কীভাবে ওদের ফিরিয়ে দিতেন? অথবা, আপনার সাম্প্রতিককালের রচনাটাই যদি ধরা যায়, ইচ্ছে করলে যে কেউ রচনাটির সূত্র সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারে এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করতে পারে। এগুলো অবশ্যই বিচ্ছিন্ন ঘটনা, কিন্তু আপনার বর্তমান অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে এদের একবার ভালো করে দেখুন, সব একসঙ্গে যুক্ত হয়ে আপনার চরিত্র এবং আচরণের এক অর্থপূর্ণ প্রামাণিক দলিল হয়ে যাবে।"

"কিন্তু কোন ধরনের অপরাধ! কী হয়েছিল তা আমি সকলের সামনে বুঝিয়ে দেব। লোকজনের যদি কোনও মনুষ্যত্ব থেকে থাকে তবে তারা হাসবে।"

"আপনি যা ভালো মনে করেন তাই করবেন কিন্তু আপনি তখন বুঝতে পারবেন হয় মানুষরা মানুষ নয়, নয়তো, আপনার জানা নেই তারা ঠিক কেমন হয়। ওরা কেউ হাসবে না। আপনি যদি ওদের সামনে সবকিছু যেমনভাবে ঘটেছে সেই ভাবেই তুলে ধরেন, তখন বোঝা যাবে আপনি শুধুমাত্র আপনার কর্তব্য থেকেই বিচ্যুত হয়েছেন তা নয়, আপনার সিডিউল অনুযায়ী যা করার কথা ছিল, শুধু যে তা করেনি, তা-ও নয়—তার ওপর আপনি

গোপনে লেকচার দিয়েছেন, তার মানে হচ্ছে যা আপনার করার কথা নয় তা-ই আপনি করেছেন। আরও বোঝা যাবে যে, একজন ভদ্রলোক যিনি আপনার সাহায্য চাইছিলেন, তাকে আপনি অপমান করেছেন, বোঝা যাবে যে, আপনার ব্যক্তিগত জীবন ঠিক পথে চলছে না, একটি আন্‌রেজিস্টার্ড-গার্ল আপনার সঙ্গে থাকে, ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের আপনার সম্পর্কে খুব খারাপ ধারণা হবে, ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে উঠবে এবং ঈশ্বর জানেন আর কী কী কেচ্ছা শোনা যাবে—আর সেগুলো আর যাই হোক না কেন সেগুলো তাদের জন্যই সুবিধেজনক হবে, যাদের আপনার ভাবনা-চিন্তা নাড়া দিয়েছিল, আর সেইজন্যই তারা এখন আপনার বিরুদ্ধে যেতে লজ্জা বোধ করছেন।

প্রফেসর যে আমাকে ভয় দেখাতে বা বোকা বানাতে চাইছিলেন না, তা আমি বুঝেছিলাম। ওকে আমি এক সূচিবায়ুগ্রস্ত, একগুঁয়ে লোক বলে ধরে নিয়েছিলাম আর ওর এই নেতিবাচক মনোভাবের কাছে নিজেকে সঁপে দিতে চাইনি। মিঃ জাটুরেকিকে জড়িয়ে কুৎসা আমাকে হতোদ্যম করে দিয়েছিল, কিন্তু তা-ও আমার দম পুরো ফুরিয়ে যায়নি। তার কারণ হচ্ছে এই ঘোড়াটাকে আমি-ই এত কিছুর সঙ্গে জড়িয়েছি, তার লাগাম আমি হাতছাড়া করতে পারি না, তবে এ আমাকে যেখানে খুশি টেনে নিয়ে যাবে।

আর ঘোড়া সেই লড়াই এড়িয়ে যায়নি। বাড়ি পৌঁছাবার পর চিঠির বাক্সে একখানা চিঠি পেলাম লোকাল কমিটি তাদের মিটিং-এ আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে।

১০

লোকাল কমিটির অধিবেশন চলছিল, এক প্রাক্তন গুদাম ঘরে, এক লম্বা টেবিলের চারপাশে। আমাকে দেখামাত্র সভ্যদের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। চোখে চশমা, শুটকো গাল, এক প্যানপ্যানে চেহারার ভদ্রলোক আমাকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন। ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমি বসলাম, এবং উনি শুরু করলেন। উনি আমাকে জানালেন যে বেশ কিছুদিন ধরে লোকাল কমিটি আমার ওপর নজর রাখছে, আমার ব্যক্তিগত জীবন যে সোজা পথে চলছে না, তার সম্পর্কে ওরা খুব ভালোভাবে অবগত আছেন, এইজন্য আমার সম্পর্কে প্রতিবেশীদের ধারণা ভালো না। একবার আমার অ্যাপার্টমেন্টে হল্লোড়ের জন্য, আমার ভাড়াটেদের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ায় তারা ইতিমধ্যে একবার লোকাল কমিটির কাছে নালিশও জানিয়েছে ; এইসব, আমার সম্পর্কে একটা প্রকৃত ধারণা তৈরি করার জন্য ওদের কাছে যথেষ্ট। এর ওপর, মিসেস কমরেড জাটুরেকি, একজন স্কলারের স্ত্রী, তাদের সাহায্যের জন্য দ্বারস্থ হয়েছেন। ছ'মাস আগে তার স্কলারলি কাজের জন্য আমার একটা রিভিউ লেখার কথা ছিল, আমার রিভিউ-এর ওপর তার কাজের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে, জেনেও আমি তা করিনি।

"স্কলারলি কাজ বলতে আপনি কী বলতে চাইছেন?" শুটকোমুখো ভদ্রলোককে আমি বাধা দিলাম। "এই কাজটা হচ্ছে এক চুরি করা চিন্তাভাবনার জোড়াতালি।"

"এ তো দেখছি বেশ মজার ব্যাপার কমরেড।" সাজপোশাকে বেশ কেতাদুরস্ত এক মহিলা, বয়স প্রায় তিরিশের কাছাকাছি, চুলের রং সোনালি, মুখের হাসি যেন আঠা দিয়ে সাঁটা। এবার বললেন, "একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? আপনার বিষয়টা কী?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি একজন আর্ট হিস্টোরিয়ান।"

"আর কমরেড জাটুরেকি?"

"জানি না। হয়তো এইরকম কিছু নিয়েই কাজ করার চেষ্টা করছেন।"

"দেখেছেন," সোনালি চুলের মহিলা অন্য সভ্যদের দিকে ঘুরে। উৎসাহের সঙ্গে বললেন। "কমরেড, তার মতো একই বিষয় নিয়ে কাজ করছেন, এমন একজনকে তার প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করছেন। আমাদের সমস্ত ইনটেলেকচুয়ালরা আজকাল এইভাবে ভাবতে শুরু করেছেন।" "আমি আবার বলছি", শুটকো গাল-অলা ভদ্রলোক শুরু করলেন, "কমরেড মিসেস জাটুরেকি আমাদের বলেছেন, ওর স্বামী আপনার অ্যাপার্টমেন্টে একজন মহিলার দেখা পেয়েছিলেন ; জানা গেছে এই মহিলা অভিযোগ করেছেন, মিঃ জাটুরেকি ওকে শারীরিকভাবে অত্যাচার করার চেষ্টা করেছিলেন। কমরেড মিসেস জাটুরেকির হাতে এমন তথ্য আছে যার দ্বারা উনি প্রমাণ করতে পারবেন যে ওর স্বামীর পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব নয়। যিনি ওর স্বামীর নামে এই মিথ্যে অপবাদ দিয়েছেন উনি তার নাম জানতে চান এবং ব্যাপারটা উনি লোকাল কমিটির শৃঙ্খলা বিভাগে চালান করে দিতে চাইছেন কারণ উনি অভিযোগ করেছেন যে এই মিথ্যে অপবাদ ওর স্বামীর সুনাম হানি করেছে।"

এই হাস্যকর ব্যাপারটাকে কেটে ছোট করার আর একবার চেষ্টা করলাম, "শুনুন, কমরেডরা", আমি বললাম, "এই ব্যাপারটায় এত গুরুত্ব দেবার কিছু হয়নি। আজকের আলোচ্য বিষয়টা এতই দুর্বল যে অন্য কেউ এই ব্যাপারটার হয়ে সুপারিশও করবে না, আর যদি কোনো ভুল বোঝাবুঝি মিসেস জাটুরেকি এবং এই মহিলার ভেতর হয়ে থাকে, তার জন্য কোনও মিটিং ডাকার প্রয়োজন ছিল না।"

"সৌভাগ্যবশত মিটিং হওয়া না হওয়াটা আপনার ওপর নির্ভর করছে না।" শুটকোমুখো লোকটি বললেন। "আর এবার যখন আপনি বলেই দিলেন যে কমরেড জাটুরেকির কাজটা খুবই খারাপ হয়েছে, তখন একে আমরা প্রতিশোধ বলে ধরে নেব। কমরেড মিসেস জাটুরেকি আমাদের একখানা চিঠি পড়তে দিয়েছিলেন, সেই চিঠিটা আপনি ওর স্বামীর প্রবন্ধটা পড়ার পর, ওকে লিখেছিলেন।"

"হ্যাঁ। শুধু ওই চিঠিতে ওর কাজটা কেমন হয়েছে সে ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারণ করিনি।"

তা ঠিক। কিন্তু আপনি ওকে লিখেছিলেন যে, ওকে সাহায্য করতে পারলে আপনি খুশি হতেন ; এর দ্বারা এইটুকু বোঝা গেছে যে কমরেড জাটুরেকি-র কাজের প্রতি আপনার সম্মান আছে। আর এখন আপনি ঘোষণা করছেন যে এটা একটা জোড়াতালির কাজ। তখন ওর মুখের ওপর বলেননি কেন?"

"কমরেড লেকচারার হচ্ছেন দু-মুখো।" সোনালি চুলের মহিলা বললেন।

এমন সময় একজন বয়স্কা মহিলা আলোচনায় যোগ দিলেন, উনি সোজা ব্যাপারটার মূল জায়গায় আঘাত হানলেন, "আমাদের জানা প্রয়োজন, এই মহিলাটি কে যার সঙ্গে কমরেড জাটুরেকির আপনার বাড়িতে দেখা হয়েছিল?"

এই পুরো ব্যাপারটার অর্থহীন গুরুত্ব মুছে দেবার ক্ষমতা যে আমার হাতে আর নেই, সে

আমি নির্ভুলভাবে বুঝতে পারলাম, একমাত্র একভাবে তাকে সামাল দিতে পারি সে হচ্ছে সমস্ত চিহ্নকে ঝাপসা করে দিতে হবে এবং তিতিরের মতো, তিতির যেমন তার শাবকদের বাঁচাবার জন্য, শিকারি কুকুরকে তার বাসা থেকে সরিয়ে নিয়ে, তার কাছে নিজেকে বলি দেয়, সেইভাবে ওদের দৃষ্টি ক্লারার থেকে সরিয়ে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে।

"দুর্ভাগ্যবশত, ওর নাম আমার মনে নেই।" আমি বললাম।

"আপনি যেই মহিলার সঙ্গে বাস করছেন, তার নাম মনে করতে পারছেন না, তা কী করে হয়?" এক মহিলা জিজ্ঞেস করলেন।

"কমরেড লেকচারার, মহিলাদের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক রীতিমতো দৃষ্টান্তজনক।" সোনালি চুলের মহিলাটি বললেন।

"হয়তো আমি মনে করতে পারব, কিন্তু আমাকে একটু ভাবতে হবে। মিঃ জাটুরেকি কখন আমার বাড়িতে এসেছিলেন, তা কি আপনাদের জানা আছে?"

"সে ছিল....একটু দাঁড়ান।" শুটকোমুখো লোকটি কাগজপত্তর দেখতে থাকলেন, "চোদ্দো তারিখ বুধবার, দুপুরে।"

"বুধবার....চোদ্দো তারিখ....দাঁড়ান...." হাতের ওপর মাথাটা রেখে আমি একটু চিন্তা করলাম। "ওঃ, মনে পড়েছে, সে ছিল হেলেনা।" ওরা সক্কলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আমার উত্তরের আশায় রয়েছে দেখলাম।

"কে হেলেনা?"

"কে, তা তো জানি না। দুঃখিত। ওকে আমি জিজ্ঞেস করতেও চাইনি। সত্যি কথা বলতে কী, আমি নিজে-ও ঠিক জানি না, ওর নাম হেলেনা কিনা। ওর স্বামীর মিনোলসের মতো লাল চুল ছিল বলে ওকে আমি হেলেনা বলে ডেকেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, ওর ওই নামটা খুব পছন্দ হয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধেয় একটা মদের দোকানে ওর সঙ্গে দেখা হয়েছিল, ওর মিনোলস্ তখন কনিয়াক্ খেতে একটা বার-এ ঢুকেছিল। আমি কোনওরকমে ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলতে পেরেছিলাম। পরের দিন ও আমার বাড়িতে এসেছিল, সারা দুপুর ছিল, সন্ধেবেলায় শুধু কয়েক ঘণ্টার জন্য ওকে একা ছেড়ে একটু বেরিয়েছিলাম। আমি ফিরে আসার পর দেখলাম ও অসম্ভব বিরক্ত কারণ একজন বেঁটেখাটো লোক ওকে শারীরিকভাবে আক্রমণ করার চেষ্টা করেছিল। আর ওর ধারণা হয়েছে, আমি-ই ওই লোকটাকে ওই কর্ম করতে পাঠিয়েছি। এই ঘটনায় আঘাত পেয়ে ও আমার সঙ্গে আর কোনও সম্পর্ক রাখতে চায়নি। দেখেছেন তো, ওর আসল নামটাও আমার জানা হয়নি।"

"কমরেড লেকচারার, আপনি সত্যি বলছেন কি বলছেন না", সোনালি চুলের মহিলা বলতে থাকেন, "আমার কাছে একেবারে দুর্বোধ্য ঠেকছে, আপনার মতো লোক আমাদের তরুণদের কি শিক্ষা দেবে? হুল্লোড়, মদ্যপান এবং মহিলাদের অপব্যবহার করা ছাড়া, আমাদের জীবন কি আপনাকে আর কোনওভাবে অনুপ্রাণিত করে না? আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন, আমাদের মতামত আমরা সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেব।"

"দারোয়ান তো কোনও হেলেনার কথা বলেনি", বয়স্কা মহিলা বলে বসলেন, "কিন্তু ও আমাদের এইটুকু জানিয়েছে একটি ড্রেস-মেকিং সংস্থার, একজন আন্‌রেজিস্টার্ড মেয়ে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনার সঙ্গে থাকে। ভুলে যাবেন না, কমরেড। আপনি একটি লজিং-এ আছেন, আপনি স্বপ্নেও ভাবলেন কী করে কেউ আপনার সঙ্গে এইভাবে থাকতে পারে? আপনি কি ভেবেছেন আপনার বাড়িটা একটা বেশ্যালয়?"

আমার চোখের সামনে, দশ ক্রাউনটা, যা দারোয়ানটাকে দিনকয়েক আগে দিয়েছিলাম, চকচক করে উঠল। আমাকে যে চতুর্দিক থেকে বেঁধে ফেলা হচ্ছে, এবং সে কাজটা যে সম্পূর্ণ হয়ে এসেছে, তা আমি বুঝতে পারলাম। লোকাল কমিটির মহিলাটি বললেন, "মেয়েটির নাম আপনি যদি বলতে না চান, তবে পুলিশ তাকে খুঁজে বার করবে।"

১১

আমার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছিল। প্রফেসর যেমনটি বলেছিলেন। ইউনিভার্সিটিতে এক বিদ্বেষের ভাবসাব অনুভব করছিলাম। কিছু সময়ের জন্য আমাকে কোনও প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়নি কারণ তখনও আমার ডাক আসেনি। কিন্তু এখানে ওখানে, পরোক্ষভাবে উল্লিখিত শ্লেষ, ইঙ্গিত আমি ধরতে পারতাম, এবং মাঝেমধ্যে মারিও কিছু কথা ফাঁস করে দিত, কারণ শিক্ষকরা সব ওর ঘরে কফি খেতে আসতেন এবং তখন তাদের মুখে কোনও লাগাম থাকত না। কয়েকদিনের ভেতর নির্বাচন কমিটির বসার কথা এবং ওরা চতুর্দিক থেকে তথ্য জোগাড় করছিল। আমি ভেবে নিয়েছিলাম এর সভ্যরা লোকাল কমিটির রিপোর্টটা এর ভেতর পড়ে ফেলেছেন, রিপোর্টটা সম্পর্কে আমার এইটুকুই ধারণা ছিল যে এটি গোপনীয় এবং এর বিষয়ে কোথাও কোনও কথা বলা চলবে না।

জীবনে এমন মুহূর্ত আসে যখন একজনকে আত্মরক্ষার তাগিদে নিজের ভেতর গুটিয়ে যেতে হয়, যখন তাকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রক্ষার প্রয়োজনে কম গুরুত্বপূর্ণগুলোকে জলাঞ্জলি দিতে হয়। আমার মনে হয়েছিল আমার জীবনের একমাত্র, গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে আমার প্রেম। হ্যাঁ, আমার সেই অতীব কঠিন সময়ে, আমি হঠাৎ বুঝতে শুরু করি যে, আমি আমার দুবলা, দুর্ভাগা সিমস্ট্রেসকে ভালোবাসি, আর সত্যি সত্যি তাকে আমি ভালোবাসি।

সেই দিন ক্লারার সঙ্গে আমার গির্জেয় দেখা হয়। না, বাড়িতে নয়। আপনার কি মনে হয়, বাড়িটা তখনও আর বাড়ি ছিল। বাড়ি কি একটা কাচের দেওয়াল দেওয়া ঘর? একটা ঘর যার ওপর দূরবিন লাগিয়ে নজর রাখা হচ্ছে? একট ঘর যেখানে আপনার প্রেমিকাকে বে-আইনি মালের চাইতেও বেশি সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখতে হবে?

বাড়ি আর বাড়ি ছিল না। নিজেদের ওখানে সিঁধকাটা চোরের মতো মনে হত, এক্ষুনি বুঝি ধরা পড়ে যাব, করিডোরে পায়ের আওয়াজ শুনলে আমরা ঘাবড়ে যেতাম। সব সময় আশঙ্কায় থাকতাম। এই বুঝি কেউ দরজা পিটতে শুরু করল। ক্লারা সেলাকোভিস্ থেকে যাতায়াত শুরু করেছে, আমাদের আর ওই, পরস্ব করে দেওয়া বাড়িটাতে স্বল্প সময়ের জন্যও দেখা করতে ইচ্ছে করত না। সেইজন্য এক শিল্পী বন্ধুর স্টুডিওটা আমি রাতের জন্য ধার চাইলাম। সেইদিন, প্রথম আমি চাবিটা পেলাম।

একখানা উঁচু ছাদ-ওলা, মস্ত বড় ঘরে আমাদের দেখা হল, যার বাঁকা জানলা দিয়ে গোটা প্রাগের আলো দেখা যাচ্ছিল। দেয়ালে দাঁড় করানো অসংখ্য ছবি এবং শিল্পীর অগোছালো

অপরিচ্ছন্নতার ভেতর মুক্তির স্বাদ খুঁজে পেলাম। কোর্টের ওপর নিজেকে আমি ছড়িয়ে দিলাম, কর্কস্ক্রু-টা চেপে একটা ওয়াইনের বোতল খুললাম। এক মধুর সন্ধ্যা এবং রাত্রির প্রতীক্ষায়, আনন্দে, অবাধে বকে যেতে থাকলাম।

যেই চাপটা আমি আর বোধ করছিলাম না, ক্লারার ওপর তার সম্পূর্ণ ভার বর্তেছিল।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি, ক্লারা একসময় নিঃসংকোচে এবং খুব স্বাভাবিকভাবে আমার সঙ্গে আমার খুপড়িতে বাস করেছে। কিন্তু এখন অল্প সময়ের জন্য অন্য একজনের স্টুডিওতে দেখা হওয়াটা ওর পছন্দ নয়। তার চাইতে-ও বেশি হচ্ছে। ও বলল,

"এটা অবমাননাকর।"

"কী অবমাননাকর?" আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম।

"আমাদের যে অ্যাপার্টমেন্ট ধার করতে হচ্ছে সেটা।"

"আমাদের অ্যাপার্টমেন্ট ধার করার ভেতর অবমাননাকর কী আছে?"

"কারণ তাতে অবমাননাকর কিছু আছে বলে।"

"কিন্তু আমাদের তো আর কিছু করার নেই।"

"তা জানি," ও জবাব দিল, "কিন্তু একটা ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে নিজেকে বেশ্যার মতো মনে হচ্ছে।"

"গুড গড। ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্টে তোমার নিজেকে কেন বেশ্যার মতো মনে হবে? ওরা নিজেদের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে কাজ চালায়, ভাড়া করা অ্যাপার্টমেন্ট থেকে নয়।"

যুক্তিহীনতার কঠিন প্রাচীরে নারীর অন্তরাত্মা আবদ্ধ, এবং যা সর্বজনবিদিত, সেই প্রাচীরে যুক্তির দ্বারা আঘাত হানা বৃথা। আমাদের আলোচনার শুরু থেকেই ছিল এক অশুভ পূর্বাভাসের ছায়া।

ক্লারাকে আমি বললাম, প্রফেসর কী বলেছেন, লোকাল কমিটিতে কী হয়েছে এবং ওকে আমি এই বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে আমরা দু'জন যদি দুজনের পাশে থাকি এবং দুজনকে ভালোবাসি, সবশেষে আমরাই জয়ী হব।

ক্লারা কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, সব কিছুর জন্য আমি, নিজেই দায়ী।

"তুমি কি অন্তত আমাকে ওই সিমস্ট্রেসদের হাত থেকে বের হতে সাহায্য করতে পারবে?" আমি ওকে বললাম, তখন কিছুদিন, সাময়িকভাবে হলেও, ওকে একটু সহনশীল হতে হবে।

"দেখলে তো" ক্লারা বলল, "তুমি কথা দিয়েছিলে কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিচ্ছু করলে না। যদি আমাকে কেউ সাহায্য করতেও চায়, তবুও আমি এখান থেকে আর বের হতে পারব না, কারণ তোমার জন্য আমার মান-সম্মান সব ধুলোয় মিশে গেছে।"

ক্লারাকে আমি কথা দিলাম যে মিঃ জাটুরেকির ব্যাপারে ও কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না।

"আমি এটাও বুঝছি না, কেন তুমি রিভিউটা লিখতে চাইছ না।" ক্লারা বলল, "তুমি লিখলে তো সঙ্গে সঙ্গে শান্তি হত।"

"বড্ড দেরি হয়ে গেছে ক্লারা", আমি বললাম, "এই রিভিউটা এখন লিখলে, ওরা বলবে আমি প্রতিশোধ নেবার জন্য লেখাটার বদনাম করছি, আর তখন ওরা আরও ভয়ংকর হয়ে উঠবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"লেখাটাকে তোমার খারাপ বলতে হবে কেন? একটা মোটামুটি প্রশংসনীয় রিভিউ লিখছ না কেন?"

"পারব না ক্লারা, লেখাটা একেবারেই যাচ্ছেতাই।"

"তাতে কী হল? হঠাৎ তোমাকে এত সত্যবান হতে হবে কেন? সেইটে কি মিথ্যে ছিল না যখন তুমি ওই ছোট্ট ভদ্রলোককে বলেছিলে যে ভিস্যুয়াল আর্টসের লোকজনদের তোমার সম্পর্কে ধারণা ভালো নয়? আর এটাও কি মিথ্যে ছিল না, যখন তুমি ওকে বলেছিলে যে উনি আমাকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন? আর যখন তুমি হেলেনাকে আবিষ্কার করেছিলে, সেটাও কি মিথ্যে ছিল না? যখন তোমার এতগুলো মিথ্যে বলা হয়ে গেছে, তখন আর একটা মিথ্যে দিয়ে যদি ওর রিভিউটাকে একটু প্রশংসা করে দিতে পার, তাতে কী যাবে আসবে? একমাত্র এইভাবেই তুমি গোটা ব্যাপারটাকে সামাল দিতে পারবে।"

"দেখো ক্লারা", আমি বললাম, "তুমি ভাবছ মিথ্যে তো মিথ্যেই—আর তোমার মনে হবে তুমি ঠিকই বলছ। কিন্তু তুমি ঠিক বলছ না। আমি মাথা খাটিয়ে যে কোনও কিছু বার করতে পারি, কাউকে বোকা বানাতে পারি, কারুর নামে মজা করে গুজব রটাতে পারি— তাতে আমার বিবেক দংশন হবে না, নিজেকে মিথ্যুক মনে হবে না। এই মিথ্যেগুলো, যদি তুমি ওকে এই নামেই ডাকতে চাও, আমাকে প্রকাশ করে আমার আসল রূপে, আমি যা ঠিক সেইভাবে। এই মিথ্যে দিয়ে নিজেকে আমি অন্য কিছু প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করছি না, বরং যা সত্যি তাই বলছি। কিন্তু কিছু জিনিস আছে, যার সম্পর্কে আমি কোনও মিথ্যে বলতে পারব না। কিছু জিনিস আছে যার গভীরে আমি প্রবেশ করেছি, যার অর্থোপলব্ধি করতে পেরেছি, যাদের আমি ভালোবাসি এবং যাদের গুরুত্ব আমার কাছে অনেক বেশি—এদের সম্পর্কে আমি রসিকতা করতে পারব না, কারণ তবে আমি নিজেকেই অবমাননা করব। এটা অসম্ভব, আমাকে এটা করতে বলো না, আমি পারব না।"

আমরা কেউ কাউকে বুঝলাম না।

কিন্তু ক্লারাকে আমি সত্যি সত্যি ভালোবেসেছিলাম। আমার বিরুদ্ধে ওর যাতে কোনও অভিযোগ না থাকে সেই জন্য সবকিছু করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। পরের দিন মিসেস জাটুরেকি-কে একখানা চিঠি লিখলাম, ওকে জানালাম যে পরশুদিন বেলা দুটোর সময় আমার অফিসে ওর জন্য আমি অপেক্ষা করব।

১২

ওর চরিত্রের ভয়াবহ সঠিকতার সঙ্গে সমতা রেখে মিসেস জাটুরেকি একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে আমার দরজায় করাঘাত করলেন। দরজাটা খুলে ওকে আমি ভেতরে আসতে বললাম।

শেষ পর্যন্ত তবে ওকে আমি দেখলাম। উনি একজন দীর্ঘাঙ্গী মহিলা, চোখের রং হালকা নীল, মুখ কৃষকের মতো পাতলা সরু। "আপনার সব কিছু খুলে রাখুন।" আমি বললাম, এবং উনি খুব অস্বস্তির সঙ্গে ওর লম্বা, গাঢ় রঙের কোর্টটা খুললেন, কোমরের দিকটা খুব

সরু আর এই বিটকেল ধরনের কোটটাকে দেখে, ঈশ্বর শুধু জানেন কেন আমার পুরনো মিলিটারি কোটের কথা মনে হল।

আমি ওকে সঙ্গে সঙ্গে আক্রমণ করতে চাইনি। আমি চাইছিলাম আমার প্রতিপক্ষ তার পরিকল্পনাটা আগে প্রকাশ করুক। মিসেস জাটুরেকি বসার পর দু'একটা কথা বলে ওর আমি মুখ খোলালাম।

"লেকচারার", কোনও আক্রমণের আভাস ছাড়া গম্ভীর স্বরে বললেন, "কেন আপনাকে খুঁজছিলাম জানেন? একজন বিশেষজ্ঞ এবং চরিত্রবান মানুষ হিসেবে আমার স্বামী আপনাকে চিরদিন অসম্ভব সম্মান করে এসেছেন। সব কিছু আপনার ওপর নির্ভর করছিল কিন্তু আপনি কাজটা করতে চাইলেন না। এই প্রবন্ধটা লিখতে আমার স্বামীর তিনটে বছর লেগেছে। ওর জীবন আপনার চাইতে অনেকে বেশি কঠিন। উনি শিক্ষকতা করতেন, প্রতিদিন প্রাগ থেকে ওকে ৬০ কিলোমিটার যেতে হত। গত বছর জোর করে আমি ওটা বন্ধ করিয়েছি আর পুরো সময়টা রিসার্চে ব্যয় করতে বাধ্য করেছি।"

"মিঃ জাটুরেকির কোনও চাকরি নেই?"

"না।"

"উনি কী করে চালান?"

"আমি কঠোর পরিশ্রম করছি লেকচারার, এই রিসার্চটা আমার স্বামীর প্রাণ। উনি কত পড়াশুনো করেছেন যদি জানতেন। উনি কত পাতা বারবার লিখেছেন যদি জানতেন। উনি সবসময় বলেন, একজন প্রকৃত স্কলারের তিরিশ পাতা টিকিয়ে রাখার জন্য অন্তত তিনশো পাতা লিখতে হয়। আর তার ওপর এই মহিলা। বিশ্বাস করুন লেকচারার আমি ওকে জানি, ভালো করে জানি। এ কাজ ও করেনি সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত, কিন্তু তবু কেন এই মহিলা ওর নামে অভিযোগ করছেন? আমি এটা বিশ্বাস করি না। আমার আর আমার স্বামীর সামনে ভদ্রমহিলা বলুক তো দেখি! মেয়েদের আমি জানি, হয়তো ও আপনাকে অসম্ভব ভালোবাসে কিন্তু আপনার ওর প্রতি তেমন কোনও আকর্ষণ নেই। হয়তো ও আপনাকে ঈর্ষাকাতর করে তুলতে চেয়েছিল। কিন্তু আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন লেকচারার, আমার স্বামী, তার হিম্মত হবে না এ কাজ করার।

আমি মিসেস জাটুরেকির কথা শুনছিলাম, হঠাৎ আমার ভেতরে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। আমি বিস্মৃত হলাম, এই সেই মহিলা, যার জন্য হয়তো আমার ইউনিভার্সিটি ছাড়তে হতে পারে, এই সেই মহিলা যিনি ক্লারা এবং আমার ভেতর টানাপোড়েন সৃষ্টি করেছেন এবং যার জন্য রাগে আর অশান্তিতে আমার কত দিন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। ওকে জড়িয়ে এত যে ঘটনা, যেখানে আমরা দুজনেই এক করুণ ভূমিকায় অভিনয় করেছি, সে-সব হঠাৎ কেমন আকস্মিক, ইচ্ছাকৃত এবং অস্বচ্ছ মনে হতে লাগল, এবং যে ব্যাপারে আমাদের কারুর কোনও দোষ নেই। সঙ্গে সঙ্গে আমি বুঝতে পারলাম আমার এক ভ্রান্ত ধারণা ছিল যে ঘটনাগুলোকে জীবনের সঙ্গে আমরা জুড়ে নিই এবং আমরাই তাদের চালনা করি, আসল কথাটা হচ্ছে এ গল্পগুলো একেবারেই আমাদের গল্প নয়, আমাদের ওপর এদের চাপানো হয়েছে, বাইরে থেকে, বাইরের কোনও জায়গা থেকে। তারা কোনওভাবেই আমাদের

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলে না, তারা যে বিচিত্র পথ অনুসরণ করে, তার জন্য আমরা দায়ী নই, তারা নিজেরাই চালিত হয়, কে জানে কোত্থেকে, আর কে জানে কোন বিচিত্র শক্তি দ্বারা।

মিসেস জাটুরেকির চোখের দিকে যখন আমি তাকালাম, আমার মনে হল এই চোখ জোড়া আমার কর্মের প্রতিক্রিয়া দেখতে পাবে না, এই চোখদুটো কিছু দেখতেই পায় না, শুধু যেন সাঁটা রয়েছে, শুধু ওরা ওর মুখের ওপর নড়ছে-চড়ছে।

"হয়তো আপনি ঠিক-ই বলেছেন, মিসেস জাটুরেকি।" একটু সমঝোতার সুরে বললাম।

"হয়তো আমার মেয়েটি যা বলেছিল, তা সত্যি নয়, কিন্তু আপনি তো জানেন একজন পুরুষমানুষ যখন ঈর্ষাকাতর হয়ে ওঠে, তখন কেমন হয়ে যায়। ওর কথা আমি বিশ্বাস করেছিলাম এবং বিচলিতও হয়েছিলাম। এ তো যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই হতে পারে।"

"ঠিক বলেছেন।" মিসেস জাটুরেকি বললেন, ওর বুকের ওপর থেকে যে এক গুরুভার সরে গিয়েছে, তার বেশ পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল। "এটা খুব ভালো হল যে আপনি নিজেই বুঝতে পেরেছেন। আমাদের ভয় হচ্ছিল হয়তো আপনি ওর কথা বিশ্বাস করেছেন। আমার স্বামীর গোটা জীবনটাই হয়তো এই মহিলা ধ্বংস করে দিতে পারতেন, এমনকি নৈতিক দিক থেকে চিন্তা করলে, এই ব্যাপারটা আমার স্বামীর ওপর যে কালি লেপন করেছে, আমি তার কথাও বলছি না, সে আমরা সামলে নেব, কিন্তু আমার স্বামী আপনার রিভিউ-এর ওপর নির্ভর করে আছেন। সম্পাদকরা ওকে এই বলে আশ্বস্ত করেছেন যে—সব কিছু আপনার ওপর নির্ভর করছে। আমার স্বামীর দৃঢ় বিশ্বাস, ওর আর্টিকলটা প্রকাশিত হলে, তবেই ওকে স্কলারলি কাজ করতে দেওয়া হবে। এখন সব কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবার পর আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, ওর রিভিউটা কি আপনি এবার লিখবেন? আর একটু কি তাড়াতাড়ি পারবেন?"

"এইবার আমার দুর্বার ক্রোধ প্রশমিত করার এবং সব কিছুর প্রতিশোধ নেবার সময় এসেছে, কিন্তু এই মুহূর্তে আমি কোনও ক্রোধ বা রাগ অনুভব করতে পারছিলাম না, আর যখন আমি মুখ খুললাম, তখন এড়িয়ে যাবার আর কোনও পথ খোলা নেই বলে খুললাম, "মিসেস জাটুরেকি, এই রিভিউ-টা লেখার ব্যাপারে কিছু অসুবিধে আছে, কীভাবে সব কিছু ঘটেছে তা আপনাকে আমি বলব, আমার একটা দুর্বলতা হচ্ছে আমি অপ্রিয় সত্য কারুর মুখের ওপর বলতে পারি না। মিঃ জাটুরেকিকে আমি এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, কারণ আমি ভেবেছিলাম, কেন ওকে এড়িয়ে যাচ্ছি উনি তা বুঝতে পারবেন। ওর কাজটা খুব দুর্বল, এর কোনও স্কলারলি মূল্য নেই। এর ভেতর কোনও পাণ্ডিত্যের ছাপ নেই। আমার কথা কি আপনার বিশ্বাস হচ্ছে?"

"আমার পক্ষে এটা বিশ্বাস করা খুব কঠিন। আপনার কথা বিশ্বাস করতে পারছি না।" মিসেস জাটুরেকি বললেন।

"আসল কথাটা হচ্ছে, এইটা একটা মৌলিক কাজ নয়। আপনি বুঝতে পারলেন তো? আমরা ইতিমধ্যে যা জেনে গেছি, অন্যরা যা লিখে গেছে, একজন স্কলারের তা অনুকরণ করার কথা নয়। একজন স্কলারের কাজ হচ্ছে, কোনও নতুন সত্যে পৌঁছোনো, কোনও নতুন কিছু উদ্ভাবন করা।"

"আমি খুব ভালো করে জানি, আমার স্বামী অনুকরণ করেননি।"

"মিসেস জাটুরেকি, আপনি নিশ্চই ওর আর্টিকলটা পড়েছেন—" আমি আরও বলতে যাচ্ছিলাম কিন্তু মিসেস জাটুরেকি আমাকে থামিয়ে দিলেন, "না, পড়িনি।"
আমি আশ্চর্য হয়ে গেলাম, "তবে পড়ুন।"
"আমার চোখের অবস্থা খুব খারাপ।" বললেন মিসেস জাটুরেকি। "পাঁচ বছরের ভেতর আমি একটা লাইন-ও পড়িনি, কিন্তু আমার স্বামীর সততা প্রমাণের জন্য আমার পড়ার প্রয়োজন নেই, সেইসব জানার অন্য পদ্ধতি আছে। মা যেমন তার সন্তানদের চেনে, আমিও আমার স্বামীকে সেইরকমভাবে চিনি, আর উনি যে সেসব ব্যাপারে কতটা সৎ, তা আমি জানি।"
আমি আরও গভীর সমস্যায় পড়লাম। বিভিন্ন লেখকের লেখা প্যারাগ্রাফগুলো মিসেস জাটুরেকিকে সজোরে পড়ে শোনালাম, যাদের ধ্যানধারণা চিন্তাভাবনা মিঃ জাটুরেকি নিয়েছেন। একে ইচ্ছাকৃত চুরি না বলে বরং বলা যায় যে সব পণ্ডিতদের লেখা ওর ভেতর প্রকৃত শ্রদ্ধা এবং সম্মান জাগিয়েছিল, তাদের প্রতি অজ্ঞাতসারে উনি নতিস্বীকার করেছেন। এটা খুব পরিষ্কার যে কোনও সিরিয়াস স্কলারলি জার্নাল ওর লেখা ছাপবে না।
আমার কথা মিসেস জাটুরেকি কতটা মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন বা বুঝেছিলেন তা জানি না, কিন্তু উনি বিনীতভাবে চেয়ারে বসে থাকলেন, বিনীতভাবে এবং বাধ্য সৈনিকের মতো, যে জানে তার পদত্যাগ করা চলবে না। সব কিছু শেষ করতে আমাদের আধঘণ্টা সময় লেগেছিল। মিসেস জাটুরেকি চেয়ার থেকে উঠলেন, আমার ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে, নিস্তেজ গলায় আমার কাছে মার্জনা চাইলেন। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, উনি ওর স্বামীর ওপর আস্থা হারাননি, এবং আমার যুক্তিতর্ক, যা ওর কাছে দুর্বোধ্য এবং ধোঁয়াটে মনে হয়েছিল, ঠেকাতে না পারার জন্য উনি একমাত্র নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করছিলেন। উনি ওর বিরাট মিলিটারি কোটটা গায়ে চাপালেন, শরীরে, মনে এই মহিলা যে একজন সৈনিক, তা আমি বুঝতে পারলাম, একজন করুন এবং অনুগত সৈনিক, তার সুদীর্ঘ পথচলার পর একজন ক্লান্ত সৈনিক, এমন একজন সৈনিক যার নিয়মকানুনের বোধ নেই, কিন্তু বিনা প্রতিবাদে তা পালন করে চলেছেন, একজন পরাজিত সৈনিক কিন্তু তিনি তার সম্মান বিসর্জন দেননি।

১৩

"তবে এখন আর তোমার ভয় পাবার কিছু নেই।" আমি ক্লারাকে বললাম। পরে যখন ডালমাসিয়া ট্যভার্নে ওর সঙ্গে দেখা হল, তখন ওকে আর একবার মিসেস জাটুরেকির সঙ্গে আমার কথোপকথনের কথা বললাম।
"আমার এমনিতেও ভয় পাবার মতো কিছু ছিল না।" ক্লারা এমন আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাব দিল যে আমি অবাক হয়ে গেলাম।
"কিছু ছিল না মানে, কী বলতে চাও? শুধু তোমার জন্য, না হলে, মিসেস জাটুরেকির সঙ্গে আমি কক্ষনো দেখা করতাম না।"
"তুমি ওর সঙ্গে দেখা করে ভালো করেছ, কারণ তুমি ওদের সঙ্গে যা করেছ, তার কোনও

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রয়োজন ছিল না। ডঃ কালুসেক বলছিলেন, একজন সৎবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের পক্ষে এটা বোঝা দুষ্কর।"

"ডঃ কালুসেকের সঙ্গে তোমার কখন দেখা হল?"

"আমি দেখা করেছি ওর সঙ্গে।"

"আর ওকে কি তুমি সব বলেছ?"

"কী? এটা কি কিছু গোপনীয়, হয়তো বা। এখন আমি ঠিক বুঝেছি তুমি কী।"

"সত্যি?"

"তুমি কী। তা কি আমি বলতে পারি?"

"প্লিজ।"

"একজন একেবারে গতানুগতিক সিনিক।"

"এটা তোমাকে কালুসেক বলেছে?"

"কালুসেকের কাছ থেকে কেন, নিজে বুঝতে পারি না, ভেবেছ? তোমার সম্পর্কে কোনও মতামত পোষণ করার আমার কোনও ক্ষমতা নেই, তাই কি তুমি সত্যি সত্যি ভেবেছ নাকি? তুমি লোককে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে ভালোবাস। তুমি জাটুরেকিকে কথা দিয়েছিল ওর রিভিউটা লিখবে।"

"ওর রিভিউটা লিখব, এমন কথা ওকে আমি দিইনি।"

"আর আমাকে একটা চাকরি দেবে কথা দিয়েছিলে। মিঃ জাটুরেকির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তুমি আমাকে ব্যবহার করেছ, আর আমার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য তুমি জাটুরেকিকে ব্যবহার করেছ, কিন্তু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারে, ওই চাকরিটা আমি পাবই পাব।"

"কালুসেকের মাধ্যমে?" ঘৃণার সঙ্গে বলার চেষ্টা করলাম।

"অবশ্যই তোমার মাধ্যমে নয়। জুয়ো খেলতে গিয়ে তুমি এতটাই হারিয়ে ফেললে যে তুমি জান না তুমি কতটা হারালে।"

"আর তুমি কতটা জানো?"

"জানি যে তোমার কনট্র্যাক্ট আর রিনিউ করা হবে না। ওরা যদি তোমাকে মফস্‌সলের কোনও গ্যালারিতে ছোটখাট একটা ক্লার্কের চাকরি দিয়ে পাঠিয়ে দেয় তবে তাতেই তুমি ধন্য হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার এইটুকু বুঝতে হবে এসব তোমার নিজের অন্যায়ের ফল। তোমাকে কিছু পরামর্শ দিচ্ছি—এর পরে মিথ্যে কথা বলো না, সৎ থাকার চেষ্টা করো, কারণ যে লোক মিথ্যে বলে তাকে কোনও মেয়ে সম্মান করে না।"

ও উঠল, ওর হাতটা এগিয়ে দিয়ে (স্পষ্টত শেষবারের মতো) ঘুরে চলে গেল।

শুধুমাত্র, কিছুক্ষণ পর আমার মনে হল যে (যে শীতল নৈঃশব্দ্য আমাকে ঘিরে ধরেছিল, তা সত্ত্বেও) আমার গল্পটা করুণ ধরনের নয় বরং হাস্যকর ধরনের।

এতে আমার একটু শান্তি জুটল।

অনুবাদ : তপতী রাহুত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাশ্বত কামনার সোনালি আপেল

The Golden Apple of Eternal Desire

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

....তারা জানে না যে তারা শুধু
ধাওয়া করার ব্যাপারটাই খোঁজে, খনিটা খোঁজে না।
—ব্লেইজ প্যাসকাল্

মার্টিন

মার্টিন এমন কিছু কাজ করতে পারে, যেগুলো করার আমার সামর্থ্যই নেই। যে কোনও রাস্তার ওপর ও যে কোনও মেয়েকে দু'দণ্ড দাঁড় করিয়ে দিতে পারে। আমাকে বলতেই হবে, যে ওর সঙ্গে দীর্ঘ পরিচয়ের সূত্রে, ওর এই দক্ষতায়, আমি লাভবানই হয়েছি, কারণ ওর মতোই আমিও মেয়েমানুষ পছন্দ করি, কিন্তু ওর মতো বেপরোয়া সাহস আমার নেই। আরেক দিক থেকে দেখলে, মার্টিন যে ভুলটা করেছিল, তা হল মেয়েদের সঙ্গে আগ বাড়িয়ে আলাপ করাটাই মোক্ষ ভেবে, সে সেটাকে একটা শিল্পচর্চার স্তরে টেনে এনেছিল। আর সে জন্যই খানিকটা তিক্ততার সঙ্গে সে বলত, সে হচ্ছে ফুটবল খেলার সেই ফরোয়ার্ড, যে নিঃস্বার্থভাবে তার দলের খেলোয়াড়দের দিকে দুরন্ত পাশ বাড়িয়ে দিয়েছে আর তারা অতি সহজে গোলে শট করেছে আর সস্তা বাহবা কুড়িয়েছে।

গত সোমবার কাজকর্ম শেষ করে বিকেলে, আমি ভাক্লাভ স্কোয়ারে একটা কাফেতে ওর জন্য অপেক্ষা করছিলাম আর এট্রুসকান সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা মোটাসোটা জার্মান বইয়ের পাতা ওলটাচ্ছিলাম, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বইটা জার্মানি থেকে ধার করে আনতে বেশ কয়েকমাস লাগিয়ে দিয়েছে—আর ঠিক ওইদিনেই বইটা যখন হাতে এল, আমি পবিত্র ধর্মগ্রন্থের মতো সেটিকে বুকে জড়িয়ে এখানে চলে এলাম। সত্যি বলতে কী, মার্টিনের যে পৌঁছাতে দেরী হচ্ছে, এটা আমার ভালোই লাগছিল। আর এই সময়টায় কাফের টেবিলে বসে, আমি যেমনটি চেয়েছিলাম, নিশ্চিন্তে বইটার পাতা উলটে যাচ্ছিলাম।

প্রাচীন সংস্কৃতিগুলোর কথা ভাবলেই আমার মন স্মৃতিমেদুর হয়ে ওঠে। সম্ভবত এটা মামুলি ব্যাপার, কিন্তু সেই সুদূর অতীতের মিষ্টি ধীর পায়ের যাপন আমাকে কেমন যেন আবিষ্ট করে। ইজিপ্টের সংস্কৃতির প্রাচীন যুগ কয়েক হাজার বছর ধরে স্থায়ী হয়েছিল। গ্রিসের প্রাচীন সংস্কৃতি টিকেছিল প্রায় এক হাজার বছর। একদিক থেকে দেখলে, একজন মানুষের জীবনও, মানবসভ্যতার ইতিহাসের ওই ছকে বাঁধা : জীবনের প্রথমটার প্রায় অচল ধীরলয়ে জীবন এগোতে থাকে, আর তারপর সেই জীবন ধীরে ধীরে অনেক অনেক গতিময় হয়ে ওঠে। এই তো মাত্র দুমাস আগে মার্টিন চল্লিশে পা দিল।

অভিযান শুরু হল

মার্টিনই আমার চিন্তামগ্ন অবস্থাটা এলোমেলো করে দিল। আচম্বিতে কাফের কাচের দরজার ওপাশে তাকে সশরীরে দেখা গেল। দরজা ঠেলে আমার দিকেই এগিয়ে আসছে, আর শরীরের নানা ভাবভঙ্গি, ইশারা করে যেদিকে কাফের টেবিলে এক কাপ কফি নিয়ে একটা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়ে বসে আছে, সেদিকটাই দেখাচ্ছে। মেয়েটার দিক থেকে চোখ না সরিয়ে, সে আমার পাশে এসে বসল, বলল, "কী রকম মনে হচ্ছে?"

আমি কেমন যেন একটা অপদস্থ অবস্থার মধ্যে পড়ে গেলাম। আসলে আমি এই মোটা বইটার মধ্যে এত মগ্ন হয়েছিলাম, যে মেয়েটিকে ভালো করে দেখতে আমার একটু সময় লাগল, স্বীকার করা ভালো, মেয়েটি সুন্দরী আর ঠিক এমনি সময়ে মেয়েটা চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আর কালো টাই বো করে পরা লোকটাকে ডাকল, বলল, সে পয়সা মেটাতে চায়। "পয়সাটা বরং তুমি দিয়ে দাও", মার্টিন আমাকে বলল।

আমার মনে হল, এবার নিশ্চয় আমরা মেয়েটার পেছনে লেগে যাব। আমাদের কপাল ভালো, মেয়েটা কিছুক্ষণের জন্য ক্লোকরুমে আটকে, সেখানে তার ব্যাগটা থেকে গিয়েছিল। ক্লোকরুমের বেয়ারা বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর ব্যাগটা কাউন্টারের ওপর এনে মেয়েটার সামনে রাখল, মেয়েটা বেয়ারাটাকে কটা টাকা বকশিশও দিল, মার্টিন হঠাৎ আমার হাত থেকে মোটা বইটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। "বইটা এখানে রেখে দেওয়াই ভালো" বলে বেপরোয়া মার্টিন আমার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে, আমার বইটা সন্তর্পণে মেয়েটার ব্যাগের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। মেয়েটা অবাক চোখে তাকাল, তার মুখে বলার মতো কথা জোগাল না।

'ব্যাগটা হাতে করে টেনে নিয়ে যাওয়া বেশ কষ্টকর'—মার্টিন বলল, আর মেয়েটা যখন কাউন্টার থেকে ব্যাগটা তুলে নিতে গেল, মার্টিন আমাকে বলল, 'তুমি তো এই অবস্থায় কী করতে হবে কিছুই জান না—তুমি একটু দূরেই সরে থাক।'

সুন্দরী তরুণীটি একটা হাসপাতালের নার্স। আগে সে প্রাগেই ছিল, সে বলল আর একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে সে পা চালিয়ে বাস টার্মিনাসের দিকে এগিয়ে গেল। স্ট্যান্ডের দূরত্ব অল্পই—তা সত্ত্বেও এটুকু সময় আমাদের যা যা বলার কথা ছিল, তার জন্য যথেষ্ট। আর এই কথার ফাঁকে আমরা রাজিও হলাম, সামনের শনিবার আবার আমরা এই মফস্‌সল শহর 'বি'-তে ফিরে আসব সুন্দরী তরুণীর সঙ্গে দেখা করার জন্য। আর অর্থপূর্ণভাবে মার্টিন তাকে বলল, সে দিনে তার সঙ্গে অন্তত একজন সুন্দরী সহকর্মী থাকলে ব্যাপারটা দারুণ হয়।

বাস এসে গেল। আমি নিজে হাতে করে ব্যাগটা মেয়েটার দিকে এগিয়ে দিলাম আর সে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে বইটা বার করতে শুরু করল, কিন্তু মার্টিন একটা অদ্ভুত অঙ্গভঙ্গিমা করে তাকে আটকাল, বলল, সামনের শনিবার তো আমরা আসবই, বরং এর মধ্যে সে যেন বেশ মন দিয়ে বইটা পড়ে ফেলে। মেয়েটা বিহ্বল হাসল, বাস তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেল—আমরা হাত নেড়ে তাকে বিদায় দিলাম।

কিছুই করার নেই—এই বইটার জন্য আমি কতকাল ধরে অপেক্ষা করে আছি, সেটা পেয়েও গেলাম, আর সেটা এখন বহুদূরে কোথায় চলে গেল, ভাবতে গেলেই আমার নিজের ওপর বিরক্তি জন্মাচ্ছে—কিন্তু এক ধরনের খ্যাপামি, কী এক অজানা খুশিতে তার দ্রুত মেলে দেওয়া পাখায় আমাকে কোথা থেকে কোথায় যেন উড়িয়ে নিয়ে গেল। মার্টিন সঙ্গে সঙ্গে ভাবতে শুরু করল কীভাবে সে তার তরুণী ভার্যাকে আগামী শনিবার বিকেল আর রাত্তির কথাটা বলবে (ব্যাপারটা এই যে বাড়িতে তার এক তরুণী স্ত্রী আছে, আর সবচেয়ে বাজে ব্যাপার যে সে তাকে ভালোবাসে, আরও খারাপ সে তার স্ত্রীকে রীতিমতো ভয় পায় আর সবচেয়ে যেটা খারাপ, সে তার স্ত্রীকে নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় থাকে।)

একটি সফল মেয়েছেলে দেখা

আমাদের প্রমোদ ভ্রমণের জন্য আমি ছিমছাম একটা ছোট্ট ফিয়াট গাড়ি ভাড়া করলাম আর শনিবার বেলা দুটোর সময় আমি গাড়ি চালিয়ে সোজা মার্টিনের অ্যাপার্টমেন্টের সামনে এসে দাঁড়ালাম, মার্টিন আমার জন্যই অপেক্ষা করছিল, আমরা রওনা দিলাম। জুলাই মাস আর বেশ অতিষ্ঠকর গরম।

মফস্‌সল শহর 'বি'তে এখন আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পৌঁছাতে হবে। একটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যেতে যেতে আমরা দুই যুবককে দেখলাম যারা শুধু সুইমিং স্যুট পরে আছে।

আমি গাড়ি থামালাম। স্নানের দিঘিটা বেশি দূরে নয়, মাত্র কয়েক পা হাঁটলেই হয়—নিতান্ত ইট ছোঁড়া দূরত্বে। আমারও একবার মুখহাত ধোওয়া দরকার ছিল। মার্টিন তো সাঁতার কাটতেই চাইছিল।

সাঁতারের পোশাক আমাদের সঙ্গেই ছিল, পরে নিলাম—তারপর দুজনেই জলে ঝাঁপ দিলাম। আমি দিঘির অন্য পারের দিকে দ্রুত সাঁতার কেটে এগিয়ে গেলাম। মার্টিন অবশ্য ঝপ করে একটা ডুব দিয়েই ওঠে পড়ল, গা হাত পা মুছে পাড়ে উঠে পড়ল। আমি আরও খানিকটা সাঁতার কেটে দিঘির পাড়ে এসে দাঁড়ালাম আর তখনই দেখতে পেলাম গভীর আত্মমগ্ন মার্টিন একদিকে স্থির তাকিয়ে রয়েছে। স্থানীয় যুবকদের জটলা থেকে অল্প একটু দূরে বেশ কিছু বাচ্চা ছেলে ফুটবল খেলছে। কিন্তু সেটা নয়—মার্টিন সম্ভবত পনেরো মিটার দূরে একটা বাচ্চা মেয়ের ছোটখাটো চেহারাটার দিকে তাকিয়ে আছে—মেয়েটার পিছন দিকটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে সে দিঘির জলের দিকে তাকিয়ে আছে।

মার্টিন বলল, "ভালো করে তাকিয়ে দ্যাখো।"

"আমি দেখছি।"

"তুমি কি কিছু বলবে?"

"আমার আবার বলার কী আছে?"

তুমি জান না, তোমার কী বলা উচিত।"

"যতক্ষণ মেয়েটা আমাদের দিকে ঘুরে না দাঁড়াচ্ছে, ততক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হবে", ভেবেচিন্তে আমি বললাম।

"একেবারেই না। কতক্ষণে কচি মেয়েটা আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াবে, সে জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হবে না। এখান থেকে পেছনটা যতটুকু দেখা যাচ্ছে, আমার জন্য সেটুকুই যথেষ্ট।"

"ঠিক আছে। কিন্তু এখন আলাপচারী করে মেয়েটার সঙ্গে কাটাবার মতো সময় আমাদের হাতে নেই।"

"দ্যাখ দ্যাখ দেখার জিনিসটা দ্যাখ", মার্টিন বলল, আর তারপরই একটু দূরে যে চালা ছেলেটা সুইম্ স্যুট গলাচ্ছে, তার দিকে এগিয়ে গেল, বলল, 'এই খোকা, শোনো, ওই যে মেয়েটা ওখানে দাঁড়িয়ে আছে, তুমি ওর নাম জানো?" সে আঙুল দিয়ে মেয়েটাকে দেখাল,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর মেয়েটা চারপাশ সম্বন্ধে যেন একটা অদ্ভুত নিস্পৃহতায়, পেছন ফিরে দাঁড়িয়েই রইল।
"ওই মেয়েটা, এদিকে পেছন ফিরে?"
"হ্যাঁ, হ্যাঁ—ওই মেয়েটা।" মার্টিন বলল।
"ও আমাদের এখানে থাকে না।" বাচ্চা ছেলেটা বলল মার্টিন কাছেই বছর বারো বছর বয়সের একটা ছোট্ট মেয়ের দিকে এগিয়ে গেল, মেয়েটা তখন দিঘির পাড়ে সূর্যস্নান করছে।
"আচ্ছা খুকুমণি, ওই যে ওখানে দাঁড়িয়ে মেয়েটা, ওই যে দিঘির কিনারায়, একদম জলের ধারে দাঁড়িয়ে—ওকে তুমি চেন?"
"ওই মেয়েটা?"
"হ্যাঁ হ্যাঁ—ওই মেয়েটা।"
"ও তো মেরি—"
"মেরি! কোন মেরি?"
"মেরি পানেক, ট্রাপলিসে থাকে।"
আশ্চর্য, মেয়েটা এখনও জলের দিকে তাকিয়ে, আমাদের দিকে পিছন ফিরেই দাঁড়িয়ে আছে। এবার সে নীচু হয়ে তার স্নানের টুপিটা হাতে তুলে নিল, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে সে যখন মাথায় টুপিটা চাপাচ্ছে, মার্টিন ততক্ষণে আমার পাশে, গা ঘেঁষে, বলল, "মেয়েটা ট্রাপলিসের মেরি পানেক। আমরা এখন এগোতে পারি।"
এখন সে পুরোপুরি শান্ত, তার মুখে সন্তোষ, আর কোনও কিছু নিয়ে যেন চিন্তা নেই—একমাত্র আমাদের সামনের যাত্রাপথ ছাড়া।

একটি ছোট্ট তত্ত্ব

মার্টিন এটাকেই দর্শন বলে। তার অজস্র অভিজ্ঞতা থেকে সে এই সিদ্ধান্তে এসেছে যে, সংখ্যাতত্ত্বের প্রয়োজন যে মানুষ জানে, তার পক্ষে,
—মেয়ে পটানোর ব্যাপারটা একেবারেই কঠিন নয়—এখানে অনেক অনেক মেয়ে দেখে যেতে হবে, তাহলেই কিছু পাওয়া যাবে যারা এখনও পর্যন্ত ফেঁসে যায়নি।
এই অভিজ্ঞতা থেকেই সে বেশ জোর দিয়ে বলে, এই মেয়েছেলে দর্শন ব্যাপারটা খুব জরুরি, কীভাবে, কোথায় এটা কোনও ব্যাপারই নয়—প্রত্যেকটি সুযোগে শুধু মেয়ে দেখে যাও, মানে হল একটা নোটবুকে অথবা স্মৃতিতে মেয়েগুলোর নাম লিখে যাও, এরা আমাদের এখন শুধু চোখ টানছে, আলাপচারী ঠিকঠাক এগোলে এরা একদিন বিছানাতেও উঠবে। আগ বাড়িয়ে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করার ব্যাপারটা আরেকটু উচ্চস্তরের ব্যাপার আর এর মানে হল একটি বিশেষ মেয়েমানুষের সান্নিধ্যে তোমাকে আসতে হবে—তার সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ করে তুলতে হবে এবং আস্তে আস্তে সেই মেয়েটার ওপর তোমার দখলদারী কায়েম করতে হবে।
যে মানুষ অহংকার করে তার অতীতের দিকে তাকায় সে কিন্তু জোর দেবে সেইসব মেয়েদের নামের ওপর যাদের সঙ্গে সে শরীরী সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরেছে, কিন্তু যারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনের দিকে তাকাবে, ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে, তাকে সবচেয়ে বেশি করে দেখতে হবে যাতে তার সামনে দেখবার জন্য, আলাপ জমাবার জন্য প্রচুর মেয়েছেলে মজুত থাকে।

প্রেম নিবেদনের পরেও শেষস্তরের আর একটা কাজ থেকে যায় আর মার্টিনের সঙ্গে ভিন্নমত পোষণ করে, আমি সানন্দে বলতে পারি, যারা আর সব কিছু সরিয়ে দিয়ে শুধু ওই শেষস্তরের কর্মটির জন্য অপেক্ষা করে, তারা অত্যন্ত ঘৃণ্য, আদিম মানুষ। আর তাদের কথা ভাবলেই আমার গ্রামঞ্চলের ফুটবল খেলোয়াড়দের কথা মনে পড়ে, তারা শুধু বেহেস্তের মতো যেখান সেখান থেকে বিপক্ষের গোলে শট্ মারে, তারা ভুলে যায় এভাবে একটা গোল (কিংবা অনেক গোল) করা খুব বড় ব্যাপার নয়, উন্মাদের মতো গোল করার জন্য শট্ নেওয়ার চেয়ে সচেতন আর ছন্দোবদ্ধ একটা খেলা গোটা মাঠ জুড়ে ছড়িয়ে দেওয়াটাই প্রাথমিক প্রয়োজন।

গাড়ি চালাতে চালাতে আমি মার্টিনকে জিজ্ঞাসা করলাম "তুমি কি এর মধ্যে আবার ট্রপ্‌লিসের মেয়েটার পেছনে ছুটবে?

"সেটা কী নিশ্চিত করে বলা যায়?"

আমি বললাম, "সে যাই হোক আজকের দিনটা কিন্তু আমাদের জন্য।"

ক্রীড়াময়তা এবং প্রয়োজনীয়তা

আমরা, বেশ চমৎকার মেজাজে 'বি' শহরের হাসপাতালটায় পৌঁছে গেলাম। প্রায় সাড়ে তিনটে বাজে। আমরা হাসপাতালের লবি থেকে ফোনে আমাদের নার্সটির সঙ্গে কথা বললাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে তার সাদা ইউনিফর্ম আর সাদা ক্যাপ পরে ওপর থেকে নেমে এল, আমি দেখলাম তার গাল দুটো অল্প লজ্জারাঙা, আর আমার তো এটা লক্ষণ হিসেবে ভালোই লাগল।

মার্টিন তখনি তার সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিল, আর মেয়েটা আমাদের জানাল, তার কাজ শেষ হতে হতে সাতটা বাজবে আমরা যেন সেই সময়ে হাসপাতালের সামনে অপেক্ষা করি।

"তুমি কি তোমার বান্ধবীর সঙ্গে এর মধ্যে কথা পাকা করে নিয়েছ?" মার্টিন জিজ্ঞাসা করল আর মেয়েটা মাথা নাড়ল।

"চমৎকার", মার্টিন বলল, "কিন্তু আমার সঙ্গিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হচ্ছেই, এটাকে কি পূর্ব নির্ধারিত ধরে তখনই তাকে দেখব, সেটা কেমন যেন হবে না?"

"ঠিক আছে", মেয়েটা বলল, "আমরা এখনই তার সঙ্গে একবার দেখা করে নিতে পারি : ও সার্জিক্যাল ওয়ার্ডে আছে।"

আমরা ধীরপায়ে হাসপাতালের সামনের চত্বর পেরিয়ে যাচ্ছি—আমি একটু লজ্জা লজ্জা ভাব করে বললাম, "জানি না, আমার মোটা বইটা এখনও তোমার সঙ্গে আছে কি না?

নার্সটি মাথা নেড়ে বলল, বইটা তার কাছেই আছে আর ঘটনা হচ্ছে বইটা হাসপাতালেই আছে। আমার বুক থেকে একটা ভার যেন নেমে গেল আর আমি একটু আবদার করেই বললাম, সবার আগে বইটা ফেরত পেলে খুব ভালো লাগবে।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বভাবতই মার্টিনের এটা বিরাট অন্যায় মনে হল—আমাকে এখনই একটা মেয়ে দেখানো হবে, আর সেখানে খোলাখুলি মেয়েটার চেয়ে একটা মোটা বাইকে প্রাধান্য দিচ্ছি, কিন্তু আমি যে ভীষণ নিরুপায়। স্বীকার করাই ভালো, এট্রুসকান্ সংস্কৃতির বইটি এই কটা দিন আমার চোখের বাইরে থেকে গিয়েছিল, এতে আমি বেশ কষ্ট পেয়েছি। অবশ্য প্রচুর আত্মসংযম দেখিয়ে আমি সন্ন্যাসীর মতো ব্যাপারটা মেনে নিয়েছি কারণ এই যে একটা ক্রিয়াময়তা তার পরিবেশ আমি কোনওভাবেই নষ্ট করতে চাইছিলাম না ; আমি তো এই খেলার মূল্য সেই তরুণ বয়স থেকে বুঝতে শুরু করেছি যার ফলে আমার ব্যক্তিগত চাওয়া, আমার আগ্রহ সবকিছু এখন বিসর্জন দিতে আমি প্রস্তুত।

যখন আমি নতুন করে ফিরে পাওয়া বইটার স্পর্শ পাচ্ছি, মার্টিন তখনও সুন্দরী নার্সটির সঙ্গে বকবক করে যাচ্ছে আর ইতিমধ্যেই অনেকটাই আগ বাড়িয়ে মেয়েটাকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে ছেড়েছে যে সন্ধ্যার জন্য সে তার এক সহকর্মীর কাছ থেকে, কাছেই হটার লেকের ধারে একটা ঘর জোগাড় করে ফেলবে। আমরা সবাই বেশ খুশি খুশি। শেষ পর্যন্ত আমরা হাসপাতাল চত্বরে গিয়ে দাঁড়ালাম, সামনে ছোট একটা সবুজ রঙের বাড়ি—এটাই সার্জিক্যাল ওয়ার্ড।

আর তখনই দেখলাম ওয়ার্ড থেকে একজন নার্স আর এক ডাক্তার বেরিয়ে এসে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে। ডাক্তারটি অদ্ভুতদর্শন ঢ্যাঙঢ্যাঙে রোগা লম্বা আর তার কানদুটো বড়, অনেকটাই বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে—এতে আমার বেশ মজাই লাগছিল, আরও বেশি এইজন্য যে ঠিক সেই মুহূর্তে আমাদের নার্স মেয়েটি কনুই দিয়ে আমাকে একটা খোঁচা দিল। আমাদের পাশ দিয়ে ওরা চলে যাওয়া মাত্রই মার্টিন ঘুরে দাঁড়াল, বলল—"ভাগ্য করেছিলে তুমি। এরকম একজন অসাধারণ সুন্দরী তন্বী তোমার পাওয়ার কথাই ছিল না।"

আমার একটু লজ্জাই হচ্ছে বলতে যে, আমি তখন ওই কিম্ভুত ঢ্যাঙা রোগা ডাক্তারটা ছাড়া কিছুই দেখছিলাম, তবু আমার তো সম্মতি আছেই, এমন একটা ভান করলাম। যাই করি, এই ভান করার মধ্যে কোনও ছলনা ছিল না। আসল কথাটা হচ্ছে আমার নিজের পছন্দের চেয়ে আমি মার্টিনের পছন্দের ওপর বেশি আস্থা রাখি, কারণ আমি বিশ্বাস করি মার্টিনের পছন্দ আমার চেয়েও অনেক বেশি বড় মাপের আকাঙ্ক্ষার ওপর দাঁড়িয়ে আছে। আমি বাস্তববাদী এবং প্রত্যেক কাজেই একটা শৃঙ্খলা পছন্দ করি, এমনকী প্রেমের ব্যাপারেও, আর সেজন্যই একজন অভিজ্ঞ মানুষের মতামতকে আমার মতো আনাড়ির মতামতের চেয়ে ওপরে জায়গা দিই।

কেউ কেউ ভাবতেই পারেন, আমার নিজেকে আনাড়ি ভাবার মধ্যে খানিকটা বজ্জাতি আছে—আমি, এক বিবাহবিচ্ছিন্ন ভদ্রলোক, কথাটা বলছে তার ঠিক এই মুহূর্তের (যদিও ব্যাপারটা কোনওভাবেই একটা ব্যতিক্রম নয়) অ্যাফেয়ার সম্পর্কে। যাই হোক না কেন, আমি কিন্তু এখনও পর্যন্ত একেবারে আনাড়ি। বলা যেতে পারে আমি এমন একটা জিনিস নিয়ে খেলা করছি, যেটা মার্টিনের কাছে জীবন। মাঝে মাঝে আমার মনে হয়েছে যে, আমার বহুগামিতার সমগ্র জীবন আসলে অন্য বেশ কিছু মানুষের পুরোপুরি অনুকরণ ছাড়া আর কিছু নয়, অবশ্য স্বীকার করছি এমন অনুকরণ আমি যে খুব একটা অপছন্দ করি, তাও নয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এই অনুভূতিটাও আমি বাদ দিতে পারি না যে এই মেয়েছেলে পছন্দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করার ব্যাপারটা, প্রায় একই রকম—পুরোপুরি খোলামেলা, বেশ একটু খেলা-খেলা আর চাইলেই গোটা ব্যাপারটা বাতিল করা যেতে পারে, এটা এমন একটা ব্যাপার যার সঙ্গে আর্ট গ্যালারিতে ঘুরে বেড়ানো কিংবা বিদেশে বেড়াতে যাওয়ার বিশেষ পার্থক্য নেই—এমন যা কোনওভাবেই নিঃশর্ত কোনও আদেশের আজ্ঞাধীন নয়। আমি মার্টিনের প্রেমময় জীবন সম্বন্ধে সন্দেহ করছি। এটা তার ক্ষেত্রে সেই নিঃশর্ত, অনুজ্ঞা, যথার্থ বলতে গেলে, যার জন্য মার্টিন আমার চোখে বেশ খানিকটা উঁচুতে জায়গা করে নিয়েছে। কোনও মেয়েমানুষ সম্পর্কে তার বিচার যেন প্রকৃতির নিজে থেকে করে দেওয়া বলে আমার মনে হয়েছে। সেই প্রয়োজনীয়তা যেন নিজেকে প্রকাশ করেছে মার্টিনের ঠোঁট থেকে বেরিয়ে আসা শব্দের ভিতরে।

হোম সুইট হোম

যখন আমার সেই হাসপাতালের বাইরে এসে পৌঁছালাম—মার্টিন সরাসরি বলল যে, আমাদের জন্য সমস্ত কিছু অসম্ভব ভালোভাবে এগোচ্ছে আর তারপরেই বলল, "অবশ্য আজ সন্ধ্যায় আমাদের বেশ খানিকটা তাড়াও থাকবে, আমাকে নটার মধ্যে বাড়ি পৌঁছতেই হবে।"

আমি খানিকটা হতভম্ব : "নটার মধ্যে, মানে? তার মানে তো আটটার মধ্যে এখান থেকে বেরিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু তাহলে কোন কম্মে আমরা এখানে এলাম। আমি তো ভেবেছিলাম গোটা রাত্রিটাই এখানে থেকে যাব।"

"যেটুকুই সময় থাকুক, তুমি সেটা নষ্ট করতে চাইছ কেন?"

"কিন্তু একঘণ্টার জন্য এতটা রাস্তা গাড়ি হাঁকিয়ে ছুটে আসার কোনও মানে হয়? তুমি সাতটা থেকে আটটার মধ্যে কী এমন করতে পারবে?"

"সব কিছু। তুমি তো খেয়াল করেছ, আমি ঘরের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছি যাতে আমাদের জন্য সব কিছু জলে সাঁতার কাটার মতো সহজ হয়ে যায়। সমস্ত ব্যাপারটা এখন শুধু তোমার ওপর নির্ভর করছে—তোমাকে দেখাতে হবে যে তুমি যথেষ্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

"কিন্তু কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম "তোমাকে নটার মধ্যেই বাড়ি ফিরতে হবে কেন?"

"আমি জিরিঙ্কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছি। প্রত্যেক শনিবার ঘুমোতে যাবার আগে সে তাস নিয়ে আমার সঙ্গে রামি খেলে।"

"হে ভগবান!" আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

গতকাল আবার জিরিঙ্কার খুব খারাপ সময় কেটেছে অফিসে, সেজন্যই আমার উচিত শনিবারে তাকে সামান্য হলেও একটু হাসিখুশি রাখা, কী বল, উচিত নয়? তুমি তো জানো আজ পর্যন্ত আমি যত নারীসঙ্গ করেছি, তাদের কারও সঙ্গে জিরিঙ্কার কোনও তুলনা হয় না। তা সত্ত্বেও...." সে বলল "প্রাগে ফিরে তুমি যে গোটা রাত্রিটাই পেয়ে যাচ্ছ, এর জন্য কি তোমার সন্তুষ্ট হওয়া উচিত নয়?"

আমি দেখলাম মার্টিনকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বৃথা। তার স্ত্রীর মনের শান্তি নিয়ে মার্টিনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভুল ধারণাকে কখনওই বদলানো যাবে না এবং একই সঙ্গে প্রতি ঘণ্টায়, প্রতি মিনিটে প্রেমের জন্য, অভিসারের যে অনন্ত সম্ভাবনা আছে—সে সম্পর্কে তার অগাধ আস্থাকেও একটুও টালানো যাবে না।

—"চলো, চলো" মার্টিন বলল, "সাতটা বাজা পর্যন্ত আমাদের হাতে তিন ঘণ্টা সময় আছে। আমরা তো আর সময়টা বেকার বসে বসে কাটিয়ে দেব না।"

একটি বিভ্রান্তি

স্থানীয় পার্কটার প্রশস্ত রাস্তাটা ধরে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, রাস্তাটা স্থানীয় বাসিন্দাদের বেড়ানোর জন্য তৈরি। মনে হল, আমাদের পাশ দিয়ে হেঁটে যাওয়া, পার্কের বেঞ্চিগুলোয় বসে থাকা বেশ কটা অল্পবয়েসি মেয়েকে আমরা ভালোভাবে নজর করলাম—কিন্তু তাদের কাউকেই, তেমন পছন্দ হল না।

মার্টিন, তবুও এর মধ্যে দুটো মেয়েকে পাকড়াও করে ফেলেছে। তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও চালাতে শুরু করে দিয়েছে। আর শেষ পর্যন্ত তাদের সঙ্গে পরে আরও কথা হবে, বলে চলে এসেছে, কিন্তু আমি বুঝে গেলাম সে গোটা ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। এটা হচ্ছে সেই ধরনের মেয়ে লটকানোর পদ্ধতি, যেটা নিয়ে সে প্রায়শই ব্যস্ত থাকে, যাতে কোনওভাবেই কোনও মেয়ের সঙ্গে তার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না হয়ে যায়। ক্ষুণ্ণমনে আমরা পার্ক থেকে পাশের রাস্তাটায় বেরিয়ে এলাম, রাস্তাটা তখন এই ছোট্ট শহরের শূন্যতা আর একঘেয়েমিতে হাই তুলেছে।

"আমার খুব তেষ্টা পেয়েছে, চল গলায় কিছু ঢালি" আমি মার্টিনকে বললাম।

আমরা একটা দোকানও পেয়ে গেলাম, সামনেই—তার মাথার দিকে একটা সাইনবোর্ডে লেখা আছে 'কাফে'। দুজনে ভেতরে ঢুকলাম, কিন্তু ওখানে সেল্‌ফ্ সার্ভিসের ব্যবস্থা। টালি লাগানো ঘর, বেশ খানিকটা ঠান্ডা—আতিথেয়তার ব্যাপারটা বিশেষ নেই, আমরা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম আর মোটামতো এক মহিলার কাছ থেকে জল মেশানো লেমনেড্ নিলাম, তারপর গ্লাস হাতে নিয়ে দুজনেই একটা টেবিলে বসতে গেলাম। টেবিলটা ঝোলের দাগে ভেজা ভেজা—এখান থেকে যত তাড়াতাড়ি বিদায় হওয়া যায়, তাই যেন ভালো।

"এ নিয়ে দুঃখ কোরো না" মার্টিন বলল, "আমাদের এই পৃথিবীতে কুৎসিতেরও একটা সদর্থক ভূমিকা আছে। কেউ তো কোথাও চিরকাল থাকতে আসে না, লোকজন সবসময় ছুটছে আর এতেই জীবনের আকাঙ্ক্ষিত গতি আসে। এখানকার ব্যাপার নিয়ে আমাদের মাথা খারাপ করার কোনও মানে হয় না। এই কদাকার জায়গাটার নিরাপদ একটা কোণে বসে আমরা সবকিছু নিয়ে কথা বলতে পারি।" সে লেমনেডের গ্লাসে চুমুক দিল, তোমার সেই ডাক্তারির ছাত্রীটার সঙ্গে ইতিমধ্যে কি বেশ ভালোভাবে আলাপ জমাতে পেরেছো?"

"সেটাই তো স্বাভাবিক" আমি উত্তর দিলাম।

"তাহলে এখন তো বলতেই পার, তাকে দেখতে কেমন। তুমি আমাকে একটা যথাযথ বর্ণনা দাও, কেমন দেখতে লাগে তাকে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি তাকে ডাক্তারির ছাত্রীটির একটা মোটামুটি বর্ণনা দিলাম। এটা আমার পক্ষে খুব একটা শক্ত কাজ নয়, যদিও আমার জীবনে এরকম কোনও ডাক্তারির ছাত্রীর অস্তিত্বই নেই। হ্যাঁ, তাইই। এতে হয়তো আমার সম্বন্ধে একটা খারাপ ধারণা তৈরি হবে। বরং কথাটা এভাবে বলা ভালো : আমিই তাকে আবিষ্কার করেছি।

আমি সত্যিই বলছি, মার্টিনের ওপর বিদ্বেষ থেকে এটা করিনি, অথবা মার্টিনকে দেখিয়ে দেব আমি কী করতে পারি—এরকম মনোভাব থেকেও নয়, অথবা মার্টিনকে এই কল্পনার পথে আমি নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাব ভেবেও করিনি। মার্টিনের পীড়াপীড়িতে খানিকটা অতিষ্ঠ হয়ে আমি এই ডাক্তারির ছাত্রটিকে আবিষ্কার করেছি।

মার্টিন অবশ্য জোর দিয়ে বলে, এই সব ব্যাপারে আমার কীর্তি নাকি সীমাহীন। মার্টিন বিশ্বাস করত, আমি প্রতিনিই একটা না একটা মেয়েমানুষ পেয়ে যাচ্ছি। আমি যা নয়, ও আমাকে তাই ভাবত আর আমি যদি সত্যিকথা বলতাম যে গত এক সপ্তাহে আমি একটাও নতুন মেয়ে জোগাড় করতে পারিনি, এমনকী তেমন কারও কাছাকাছিও আসতে পারিনি—মার্টিন নির্ঘাত আমাকে কপট মনে করত, ভণ্ড ভাবত।

একেবারে এই কারণেই কদিন আগে আমি খানিকটা জোর করেই আমার স্বপ্নে এক ডাক্তারি ছাত্রীকে ধরে আনি। মার্টিন খুশি, সে ক্রমাগত আমাকে চাপ দিতে লাগল মেয়েটার সঙ্গে আগে ও ঘনিষ্ঠ হওয়ার জন্য। আর আজকে সে আমাকে মেপে নিচ্ছে, সত্যিই আমি কতটা এগিয়েছি।

"তবুও সে মেয়েটা, ঠিক কতটা সুন্দরী—সে কি অনেকটা...." মার্টিন চোখ বুজল, তুলনার জন্য অন্ধকারে অনেক মুখের সন্ধান করল : আর তারপরেই আমাদের দুজনেরই পরিচিত এমন একজনের নাম ওর মনে পড়ল, "সে কি মার্কেটার মতো সুন্দরী?"

"তার চেয়ে অনেক অনেক বেশি।" আমি বললাম।

"তুমি আমাকে বোকা বানাচ্ছ।" মার্টিন খানিকটা হতচকিত।

"তোমার জিরিঙ্কার সঙ্গে তার তুলনা দেওয়া যায়।

মার্টিনের কাছে তার নিজের স্ত্রী সৌন্দর্যের চূড়ান্ত মাপকাঠি। আমার রিপোর্টে মার্টিন তো খুশি, আমার কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই সে যেন একটা স্বপ্নের মধ্যে ডুবে গেল।

একটি সফল আলাপন

ঠিক এই সময়েই একটা অল্পবয়েসি মেয়ে, পরনে কর্ডের প্যান্ট, খাটো জ্যাকেট কাফেতে এসে ঢুকল। সে সোজা কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল, একটা সোডা নেওয়ার জন্য দাঁড়াল—তারপর সেটা হাতে নিয়ে আমাদের কাছাকাছি একটা খালি টেবিলের দিকে এগিয়ে এল। সে তার গ্লাসটা ঠোঁটে ছোঁয়াল, চেয়ারে না বসে দাঁড়িয়েই লেমনেডে চুমুক দিতে থাকল।

মার্টিন তার দিকে নজর দিল : "মিস্" সে বলল, "আমরা এখানে একেবারে নতুন। আমরা তোমার কাছে একটা ব্যাপারে জানতে চাইছি।"

মেয়েটা হাসল, তাকে দেখতে সত্যিই সুন্দর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এখানে আমাদের অসহ্য গরম লাগছে, ঠিক বুঝতে পারছি না, আমাদের কী করা উচিত।"
"জলে নেমে সাঁতার কাটুন।"
"ঠিক্ এই কথাটাই শুনতে চাইছিলাম। কিন্তু সাঁতার কাটার জন্য এখানে কোথায় যেতে হবে, আমরা তো সেটাই জানি না।"
"খুব কাছাকাছি সাঁতার কাটার কোনও জায়গা নেই।"
"সেটা কি সম্ভব?"
"আছে একটা খুব কাছে। কিন্তু সেটাতে প্রায় একমাস ধরে জল নেই, শুকনো পড়ে আছে।"
"কাছাকাছি কোনও নদী-টদী"
"সেখানে এখন মাটি কাটার কাজ চলছে।"
"তাহলে স্নানের জন্য আমরা কোথায় যাব?"
"একমাত্র হটের লেক আছে—কিন্তু সেটা এখান থেকে কমপক্ষে সাত কিলোমিটার দূরে।"
"ওহ্, তাহলে তো কিছুই নয়, আমাদের সঙ্গে একটা গাড়ি আছে, কিন্তু খুব ভালো হত, যদি তুমিও আমাদের সঙ্গে যেতে।"
"অন্ততপক্ষে আমাদের গাইড্ হিসেবে", আমি বললাম।
"আমাদের পথনির্দেশের আলো", মার্টিন বলল।
"আমাদের নক্ষত্র কিরণ" আমি বললাম।
"আমাদের উত্তর মেরুর ধ্রুবতারা" মার্টিন বলল।
"আমাদের আকাশের শুক্রগ্রহ" আমি বললাম।
"তুমি আমাদের তারামণ্ডলীতে, তোমাকে আসতেই হবে।" মার্টিন বলল।
আমাদের এই বোকাবোকা সম্ভাষণের উতোর চাপানে মেয়েটা কেমন যেন দ্বিধায় পড়ে গেল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সে বলল, যে সে আমাদের সঙ্গে যাবে, কিন্তু তার আগে কিছু কাজ শেষ করতে হবে, তারপর বাড়ি থেকে সে তার সুইমিং সুট নেবে, সে বলল এই একই জায়গায় তার ফিরে আসার জন্য আমাদের ঠিক একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে।
আমরা মহাখুশি। তার চলে যাওয়া শরীরের দিকে আমরা দুজনেই নির্নিমেষ তাকিয়ে রইলাম, তার পেছনটা কী আশ্চর্য ছন্দে সুন্দরভাবে দোল খাচ্ছে আর তার সঙ্গে তার মাথার কোঁকড়ানো কালো চুলের দুলুনি।
মার্টিন বলল, "দ্যাখ জীবনটা খুব সংক্ষিপ্ত। তা সত্ত্বেও, এরই মধ্যে আমরা প্রতিটি মিনিটের যেটুকু সুবিধা পাওয়া যায়, তার সমস্তটা নেব।

বন্ধুত্বের প্রশংসায়

আমরা আবার পার্কটাতে ফিরে এলাম। আবার আমরা বেঞ্চে জোড়ায় জোড়ায় বসে থাকা অল্পবয়েসি মেয়েগুলোকে বেশ ভালো করে দেখলাম, দেখা গেল, বেশ কিছু অল্পবয়েসি মেয়ে নিজেরা দেখতে বেশ ভালো, কিন্তু একটা ক্ষেত্রেও দেখলাম না যে তার সঙ্গিনী মেয়েটিকেও দেখতে ভালো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"এই ব্যাপারটাতে প্রকৃতির একটা নিজস্ব নিয়ম আছে", আমি মার্টিনকে বললাম। "খারাপ দেখতে মেয়েটিও তার সঙ্গে থাকা সুন্দরী বন্ধুর ঔজ্জ্বল্য থেকে বেশ খানিকটা লাভ করতে পারে। আবার সুন্দরী মেয়েটি, তার হিসেবে, পাশে থাকা অসুন্দরী বন্ধুর উপস্থিতিতে নিজেকে আরও বেশি উজ্জ্বল ভাবে, আর এই আবস্থাটা আমাদের ক্ষেত্রে আমাদের বন্ধুত্বকে সবসময়ই কঠিন পরীক্ষার মুখে ফেলে দেবে। আর এই বিষয়টাকে আমি যথাযথ গুরুত্ব দিতে চাই, যাতে আমাদের পছন্দ কখনও বিভিন্ন ঘটনার এলোমেলো বিবর্তনে প্রভাবিত না হয়, আমাদের নিজেদের মধ্যে আপসে ঝগড়ার মধ্যেও সমাধান নেই, আমাদের নিজেদের জন্য মেয়ে পছন্দের ব্যাপারটা সবসময়ই একটা বিনীত সৌজন্যের ব্যাপার হয়ে থাকবে। আমরা একে অপরকে সব সময় সুন্দরী মেয়েটিকে এগিয়ে দেব, অনেকটা পুরানো কেতার সেই দুজন ভদ্রলোকের মতো, যাদের কেউই খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকতে পারছে না, কারণ কেউই আরেকজনকে ফেলে আগে ঘরটাতে ঢুকতে চাইছে না।"

"হ্যাঁ তাই", মার্টিন আবেগে আপ্লুত হয়ে বলল, "তুমি আমার সত্যিকারের বন্ধু। এখন চল, আমরা একটু বসি, আমার পা দুটো যন্ত্রণায় টনটন করছে।'

সূর্যের দিকে আমাদের মুখ তুলে ধরে। আমরা এভাবেই বেশ আরাম করে বসলাম আর একেবারেই নজর না দিয়ে আমাদের চারপাশের পৃথিবীকে তার নিজস্ব গতিপথে ঘুরতে দিলাম।

সাদা পোশাকের সেই মেয়েটি

মার্টিন হঠাৎ উঠে দাঁড়াল (যেন সে স্পষ্টত কোনও রহস্যের গন্ধ পেয়েছে) আর তারপরই যে নিরালা এক রাস্তার দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে রইল। সাদা পোশাক পরা একটা ফুটফুটে বাচ্চা মেয়ে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে। যদিও মেয়েটা এখনও খানিকটা দূরে, যেখানে ঠিকভাবে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে তার শরীরের মাপজোখ বোঝা সম্ভব নয়, তাঁর মুখের ডৌল সম্বন্ধেও ধারণা করা শক্ত তবু আমরা বুঝে গেলাম, ভুল হওয়ার কোনও ব্যাপারই নেই—মেয়েটার মধ্যে একদম অন্যরকমের আর খুব নজরে পড়ার মতো লাবণ্যের একটা ছটা আছে—এক ধরনের পবিত্রতা আর পেলবতা তার সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে।

মেয়েটা যখন বেশ কাছাকাছি চলে এসেছে, তখন আমরা বুঝতে পারলাম মেয়েটার বয়স খুবই কম, বালিকা আর তরুণীর বয়সের মাঝামাঝি এক কিশোরী আর সেটাই আমাদের একেবারে ভিতর পর্যন্ত তোলপাড় করে দিল। মার্টিন বেঞ্চিতে বসে ছিল, প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল, "মিস আমি হচ্ছি পরিচালক ফোরম্যান, চিত্র পরিচালক আর কি, তোমাকে কিন্তু আমাদের একটু সাহায্য করতেই হবে।"

সে মেয়েটার দিকে হাত বাড়িয়ে দিল আর মেয়েটা হতচকিত মুখের ভাব নিয়ে তার সঙ্গে হাত মেলাল। মার্টিন আমার দিকে ঘাড় কাত করে ইশারা করল আর বলল "আর এই হচ্ছে ক্যামেরাম্যান...."

"আমার নাম আনড্রিসেক" আমি হাত মেলাবার জন্য হাত বাড়ালাম, মেয়েটা শুধু একটু মাথা নোয়াল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমার একটা বিদঘুটে পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছি, আমি এখানেই আমার ছবির জন্য আটডোর লোকেশনের সন্ধানে এসেছি—আমার এক সহকারী জায়গাটা ভালোভাবে চেনে, সে এখানেই আমাদের সঙ্গে দেখা করবে কথা ছিল, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তার পাত্তাই নেই। আর তার ফলে এই মুহূর্তে আমরা ভাবতেই পারছি না। কীভাবে এই শহরটা আর তার কাছাকাছি গ্রামগুলোতে আমরা একটা ছবির লোকেশন খুঁজে নেব। এই যে, আমার বন্ধু অ্যানড্রিসেক্, মার্টিন একটু ঠাট্টার সুরে বলল, "এ তো সবসময় মোটাসোটা একটা জার্মান বইয়ের মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে আছে, কিন্তু লোকেশনের ব্যাপারটা তো আর ওর বইয়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

যে বইটার সান্নিধ্য থেকে আমি গোটা একটা সপ্তাহ বঞ্চিত হয়ে আছি, সেটার প্রতি মার্টিনের এই পরোক্ষ ইঙ্গিতে আমি বেশ বিরক্তই হলাম : "খুব দুঃখের বিষয়, তুমি বইটা সম্বন্ধে একটু বাড়তি আগ্রহ দেখালে না," খানিকটা আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে আমি আমার পরিচালককে বললাম, "তুমি যদি আরেকটু ভালোভাবে তৈরি হতে পারতে, আর পড়াশোনার ব্যাপারটা তোমার ক্যামেরাম্যানের হাতে পুরোপুরি ছেড়ে না দিতে, তাহলে তোমার ছবি এত হালকা হয়ে যেত না, আর এত ফালতু জিনিস তাতে ঢুকত না। ভুল বললে মাফ করো।" আমি তারপর খানিকটা ক্ষমা চাইবার ভঙ্গিতে বাচ্চা মেয়েটার দিকে ঘুরে দাঁড়ালাম, "আমাদের কাজ নিয়ে এই ঝগড়াঝাঁটির মধ্যে ফেলে তোমাকে আমি বিব্রত করতে চাইছি না : আমাদের ছবিটা ঐতিহাসিক—বোহেমিয়ার প্রাচীন এট্রুসকান সংস্কৃতির ওপর একটা ছবি।"

"আচ্ছা", মেয়েটা ঘাড় নাড়ল।

"বইটা কিন্তু দারুণ ইন্টারেস্টিং—দ্যাখ।" আমি বইটা মেয়েটার হাতে দিলাম, আর মেয়েটা যেন একটা পবিত্র গ্রন্থ হাতে নিচ্ছে, এমন সম্ভ্রম দেখিয়ে বইটা হাতে নিল। আমি কী বলতে চাইছি, যেন সেইটা বুঝে নিয়ে, মেয়েটা হালকাভাবে বইটার কয়েকটা পাতা ওলটাল।

"পিহাসেক দুর্গটা নিশ্চয়ই এখান থেকে খুব একটা দূরে নয়" আমি কথার খেই ধরে বললাম" এটা ছিল বোহেমিয়ার এট্রুসকান সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র—সেখানে যেতে হলে, আমাদের কীভাবে যেতে হবে?"

"জায়গাটা খুব কাছে", উজ্জ্বল মুখে মেয়েটা বলল, কারণ পিহাসেক পর্যন্ত রাস্তাটা যে তার জানা, এটা বলতে পেরেই, সে যেন পায়ের নীচে শক্ত মাটি খুঁজে পেল অন্তত আমরা ওর সামনে যে দুর্বোধ্য আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছিলাম তার মধ্যে।

"তাই? তুমি এখানকার চারপাশের গোটা এলাকাটা চেন?" একটা পরম স্বস্তির ভাব দেখিয়ে মার্টিন বলল।

"নিশ্চয়ই আমি জানি তো!" মেয়েটা বলল, "দুর্গটা এখান থেকে এক ঘণ্টার রাস্তা।"

"পায়ে হেঁটে?" মার্টিন জিজ্ঞাসা করল।

"হ্যাঁ তাই, পায়ে হেঁটে", মেয়েটি বলল।

"যাই হোক, কপাল ভালো, আমাদের সঙ্গে একটা গাড়ি আছে।" আমি বললাম।

"তোমার কি আমাদের গাইড হতে কোনও আপত্তি আছে?" মার্টিন বলল। কিন্তু আমি আমাদের অভ্যস্ত কূটকচালির ধারাপাত পড়তে চাইছিলাম না। কারণ যথার্থ মনস্তত্ত্বের বিচারের ব্যাপারে আমার যোগ্যতা মার্টিনের চেয়ে বেশি। আর আমি তাই অনুভব করলাম, এই ব্যাপারটায় হালকা ইয়ারকি ফোক্কাউতে আমাদের ক্ষতিই হবে, নিশ্চিতভাবে ছবির

কাজের ব্যাপারে আমরা যে প্রচণ্ড সিরিয়াস, এটা দেখানোই আমাদের সবচেয়ে ভালো অস্ত্র হবে।

"মিস। আমরা কিন্তু কোনওভাবেই তোমাকে বিব্রত করতে চাই না।" আমি বললাম, "কিন্তু তুমি যদি দয়া করে আমাদের জন্য খানিকটা সময় দাও, আর আমরা যেসব জায়গা খুঁজে পেতে চাইছি, সেরকম কিছু জায়গা আমাদের দেখিয়ে দাও, তাহলে সেটাই বিরাটভাবে আমাদের সাহায্য করা হবে—আর আমরা দুজনেই সেজন্য তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।"

"নিশ্চয়ই" মেয়েটা সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়ল "আমি নিজেও খুব খুশি হব, কিন্তু আমি....", কেবল তখনই আমরা লক্ষ করলাম মেয়েটার হাতে একটা বাজারের ব্যাগ, যার মধ্যে থেকে দুটো লেটুসের মাথা উঁকি মারছে। "আমার মাকে এই লেটুসটা পৌঁছে দিতে হবে—কিন্তু আমার বাড়িটা খুব কাছেই, আমি যাব আর আসব।"

"নিশ্চয়ই, তোমার মায়ের কাছে লেটুসের ব্যাগটা তো পৌঁছে দিতেই হবে", আমি বললাম। "আমরা ততক্ষণ তাহলে, তোমার জন্য এখানেই অপেক্ষা করছি।"

আবার সে মাথা ঝুঁকিয়ে আমাদের অভিবাদন করল—আর তারপর, যেন খুব উত্তেজিত, দ্রুত এগিয়ে গেল।

"হা ঈশ্বর" মার্টিন বলল।

"একদম এক নম্বর, তাই না?"

"তুমি বাজি রাখ, এই মেয়েটার জন্য আমি ওই নার্স দুটোকে ফুটিয়ে দিতে রাজি আছি।"

অতিরিক্ত বিশ্বাসের ধর্ম বিশ্বাসঘাত

দশ মিনিট কেটে গেল, তারপর প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা, মেয়েটা ফিরে এল না।

"বেশি বিচলিত হয়ো না।" মার্টিন আমাকে সান্ত্বনা দিল, "যদি কোনও কিছু খুব নিশ্চিত থাকে, তাহলে সেটা এই মেয়েটা ফিরে আসবেই। আমরা যেটুকু নাটক করেছি সেটা যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত আর মেয়েটাও কেমন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, সেটাও দেখেছ তো।"

আমারও মতামত সেরকমই, আর সেজন্যই আমরা অপেক্ষায় রইলাম, প্রতি মুহূর্তে উত্তরোত্তর বাচ্চা মেয়েটার জন্য আকাঙ্ক্ষা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠছে, এমনি মনোভাব নিয়ে এর মধ্যেই সেই যে কর্ডের প্যান্টপরা মেয়েটা, তার সঙ্গে দেখা করার সময় পার হয়ে গেল, কিন্তু আমরা এই সাদা পোশাকের বাচ্চা মেয়েটাকে নিয়ে এমন বুঁদ হয়ে আছি যে আমাদের একবারও জায়গাটা ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা মনে আসছিল না।

আর এদিকে ক্রমশ সময় বয়ে যাচ্ছে।

"মার্টিন শোনো, আমার মনে হচ্ছে না যে মেয়েটা আর ফিরে আসবে।" শেষ পর্যন্ত আমি বলেই ফেললাম।

"তুমি কী করে এটা ব্যাখ্যা করবে? যাই বলো, মেয়েটা তো প্রায় ভগবানের মতো আমাদের বিশ্বাস করে ফেলেছে।"

"ঠিক কথা, আর সেটাতেই আমাদের কপাল পুড়েছে, সোজা কথায়, মেয়েটা আমাদের একটু অতিরিক্ত বিশ্বাস করে ফেলেছিল।"

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তার মানে? তুমি সম্ভবত চাইছিলে মেয়েটা আমাদের কথা বিশ্বাস না করুক।"

"সেটা হলে হয়তো ভালোই হত। অতিরিক্ত বিশ্বাস মানুষের সবচেয়ে খারাপ সাথী।" একটা চিন্তা ক্রমে এক কল্পনার রূপ নিল আর আমি তার মধ্যেই ডুবে গেলাম : "তুমি যদি সত্যিই কোনওকিছুকে অতিরিক্ত বিশ্বাস কর, তাহলে তোমার বিশ্বাস তোমাকে একটা অবাস্তব, অসম্ভবের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। কোনও মানুষ যদি প্রকৃতই বিশ্বাস করে, ধরা যাক, বিশেষ কোনও রাজনৈতিক দর্শনে, সে কখনওই সেই দর্শনের সূক্ষ্ম তত্ত্বগুলো নিয়ে মাথা ঘামাবে না—সে শুধু রাজনীতির মোটাদাগের বাস্তব লক্ষ্যগুলো নজরে রাখবে, সেটা আসেল লুকিয়ে থাকে ওই রাজনীতির সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বের আড়ালে। রাজনৈতিক স্লোগান আর তার সূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্ব কোনওটারই অস্তিত্ব নেই, কিন্তু তা হলেও, একটা বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি করার জন্য সেগুলো সাধারণ আর মোটামুটি স্বীকৃত কতকগুলো অ্যালিবাইয়ের ওপর নির্ভর করে। বোকাসোকা লোকজন যারা এগুলো খুব বিশ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে, তারা আজ হোক-কাল হোক এসবের অসঙ্গতিগুলোকে ধরতে পারে, হয়তো তখন তারা প্রতিবাদও জানায় এবং তখন তারা বিরুদ্ধবাদী, দলত্যাগী বিশেষণে এক অগৌরবে চূড়ান্ত পরিণতি পায়। না, অন্ধ বিশ্বাস কখনওই ভালো কিছুর জন্ম দিতে পারে না—এটা শুধু রাজনীতির বা ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধেই প্রযোজ্য নয়, আমাদের প্রথামাফিক আমরা এই মেয়েটাকে যেভাবে বিশ্বাস করাতে চেষ্টা করেছি, সেখানেও একই কথা প্রযোজ্য।"

"যাই বলো, আমি তোমার কথা এখন আর কিছুই বুঝতে পারছি না," মার্টিন বলল।

"ব্যাপারটা খুব সোজা। মেয়েটা আমাদের একটু বেশি বিশ্বাস করেছে, সমীহ করার মতো মানুষ ভেবেছে এবং সেই সব ভালোমানুষের বাচ্চারা যারা বাসে একজন বয়স্ক মানুষকে তার নিজের জায়গা ছেড়ে দেয়, সেই একই মনোভাব নিয়ে আমাদের খুশি করতে চেয়েছে।"

"তাহলে সে আমাদের খুশি করল না কেন শেষ পর্যন্ত?"

"কারণ সে সম্পূর্ণভাবে আমাদের বিশ্বাস করেছিল, সে তার মায়ের হাতে লেটুসের ব্যাগটাও পৌঁছে দিয়েছে আর খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে আমাদের সম্বন্ধে সবকিছু মাকে বলে দিয়েছে : ঐতিহাসিক ছবি, বোহেমিয়ার এট্রুসকান সংস্কৃতি আর সব শুনে তার মা...."

"হ্যাঁ ঠিক তাই, বাকিটা এখন আমার কাছে পুরোদস্তুর পরিষ্কার...." মার্টিন আমাকে থামিয়ে দিল আর বেঞ্চি ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

বিশ্বাসঘাতকতা

সূর্য শহরের বাড়িগুলোর ওপর দিয়ে ক্রমশ পশ্চিমে ঢলে পড়ছে : অল্প একটু ঠান্ডার ভাবও আসছে, আমাদের মন খারাপ হয়ে গেছে। আমরা সেই কাফেতে ফিরে গেলাম যদি সেখানে সেই কর্ডের প্যান্ট পরা মেয়েটা ভুল করেও এখনও পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকে এই আশায়। অবশ্যই সে সেখানে ছিল না। সাড়ে ছটা বাজে। আমরা ধীরপায়ে বাড়ির কাছে ফিরে এলাম, সহসাই আমাদের মনে হল, বিদেশের এক শহর আর তার আনন্দ থেকে আমাদের নির্বাসিত করা হয়েছে, আমরা মনে মনে বললাম, আর তো কিছুই রইল না এক মহাশূন্যে আমাদের গাড়িতে ফিরে যাওয়া ছাড়া।

"চলে এসো" গাড়িতে বসে যেন খানিকটা প্রতিবাদের স্বরে মার্টিন বলল, "হয়েছেটা কী, এত বিমর্ষ হবারই বা কী আছে? আর বিমর্ষ হবার কারণটাই বা কী? আমাদের সামনে এখনও তো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা পড়েই আছে।

জিরিস্কা আর তার রামি খেলার জন্য, সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটার জন্য আমাদের হাতে মাত্র একঘণ্টা সময় আছে—এই কথা বলে মার্টিনের উচ্ছ্বাসকে আমি বাধা দিতে চেয়েছিলাম—কিন্তু আমার মনে হল চুপ করে থাকাই ভালো।

"যাই হোক" মার্টিন বলে চলল "দিনটা একেবারে বৃথা যায়নি ট্রাপলিসের মেয়েটাকে কেমন সুন্দর দেখলাম, কর্ড পরা মেয়েটার সঙ্গে তো ভাব জমিয়ে ফেললাম, যাই বল, সবটাই ঠিকঠাক রইল, আমরা যখনই চাইব পেয়ে যাব। আমাদের একমাত্র গাড়ি চালিয়ে আসা ছাড়া আর বিশেষ কিছু করতে হবে না।"

এই কথাটায় আমি আপত্তি করলাম না। মেয়ে দেখা আর তাদের সঙ্গে ভাব জমানো দুটো ব্যাপারই বেশ চমৎকারভাবে ঘটে গেছে। সেগুলো সব ঠিকঠাকই ছিল। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে আমার মনে হল, গত একবছরের মার্টিন এই মেয়ে দেখা আর তাদের সঙ্গে ভাব জমানোর চেয়ে বলবার মতো বেশি কিছু করে উঠতে পারেনি।

আমি মার্টিনের মুখের দিকে তাকালাম। যেমন সব সময় দেখি, একজন কামুকের মতো তার চোখ দুটো জ্বলছে। এই মুহূর্তে অনুভব করলাম মার্টিনকে এবং তার নিজস্ব ধ্বজা যার নীচে সে সারাজীবন কুচকাওয়াজ করছে, মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করার জন্য, আমি পছন্দ করি।

সময় চলে যাচ্ছে, মার্টিন বলল "সাতটা বেজে গেল।"

আমরা গাড়ি চালিয়ে সেই হাসপাতালের দশ মিটারের মধ্যে এসে গেলাম যেখান থেকে গাড়ির আয়নার গেট থেকে কেউ বেরিয়ে এলেই সহজেই দেখা যাবে।

আমি এখন মার্টিনের ধ্বজা নিয়ে ভেবে যাচ্ছি, আর তার সঙ্গে এই সত্যটাও অনুভব করছি যে বছরের পর বছর মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করতে করতে মেয়েমানুষটাই গৌণ হয়ে গেছে—ধাওয়া করা ব্যাপারটাই ক্রমে মুখ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের এই ধাওয়া করার ব্যাপারটার চূড়ান্ত কোনও পরিণতি নেই আগে থেকে ধরে নিলে আমরা যত বেশি সংখ্যায় সম্ভব, মেয়েদের পেছনে ধাওয়া করতে পারি এবং এই ছুটে বেড়ানোর ব্যাপারটাই আমাদের পরম প্রাপ্তি হয়ে উঠতে পারে। হ্যাঁ, এই ছুটে বেড়ানোর ব্যাপারটা মার্টিনের পরম প্রাপ্তি।

আমরা মিনিট পাঁচেক অপেক্ষা করলাম, মেয়েদুটো এল না।

আমি অবশ্য এতে বিন্দুমাত্র হতাশ হলাম না, মেয়ে দুটো আসুক আর না আসুক, আমি পুরোপুরি নিরাসক্ত। এখন যদি তারা এসেও পড়ে, তাহলে ঘণ্টাখানেক গাড়ি চালিয়ে, আমরা সেই শুনশান ঘরে মেয়ে দুটোর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে পারব, তাদের সঙ্গে শারীরিকভাবে ঘনিষ্ঠ হতে পারব, আর আটটা বাজলে হাসিমুখে তাদের শুভরাত্রি জানিয়েই, রওনা হয়ে যেতে পারব? তা হবার নয়, আর মার্টিন এই মুহূর্তে আমাদের হাতে সময়কে অনেকখানি সংকুচিত করে এনেছে, রাত আটটায় ঘণ্টা পড়লেই সময় শেষ, সমস্ত ব্যাপারটাই সে একটা অত্মপ্রবঞ্চনার খেলায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দশ মিনিট কেটে গেল। হাসপাতালের গেটে কাউকেই দেখা গেল না। মার্টিন প্রচণ্ড রেগে গিয়ে আর প্রচণ্ড চিৎকার করে বলল "আমি ওদের আরও পাঁচ মিনিট সময় দিচ্ছি। তারপর আমি আর অপেক্ষা করব না।

মার্টিন তার যুবক বয়স বেশ কিছুকাল হল পার হয়ে এসেছে, আমি আরও একটু হিসেবনিকেশ করলাম, সে তার স্ত্রীকে সত্যিই ভালোবাসে। সত্যি কথা বলতে কী, যথেষ্ট প্রথাসিদ্ধভাবে তার বিয়ে হয়েছে। এটা বাস্তব। তা সত্ত্বেও এই বাস্তবের মাথার ওপর দিয়ে (এবং এই বাস্তবের সঙ্গেই) মার্টিনের যুবাবয়স চলছে, একজন উদ্দাম, হুল্লোড়বাজ এবং বিপথগামী যুবক এখন এক ক্রীড়নকে পরিণতি পেয়েছে, যে ক্রিয়া কোনও সময়েই তার বাস্তব জীবনের সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে না অথচ সে তার যুবক বয়সের খেলাকে এখন বাস্তব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে চলেছে আর যেহেতু প্রয়োজনের মুখোমুখি একজন মদগর্বী নাইটের মতো সে আচ্ছন্ন, সে তার সমস্ত প্রেমের ব্যাপারগুলোকে নির্দোষ একটা খেলায় পরিণতি দিয়েছে, হয়তো নিজেরও অজান্তে, সেজন্যই সে তার জ্বলন্ত আত্মা নিয়ে এখন সেই খেলাতে মজে আছে।

"ঠিক আছে", আমি নিজেকেই বললাম, "মার্টিন না হয় তার আত্মপ্রার্থনার ফাঁদে বন্দি হয়ে আছে, কিন্তু আমি কী করছি? আমি কে? এই উদ্ভট খেলায় আমি তাকে সাহায্য করি কেন? আমিই কেন, যখন আমি জানি সমস্ত ব্যাপারটাই মিথ্যা, আর তার পরেও আমি মার্টিনের সঙ্গে অভিনয় করে চলেছি। তাহলে কি আমি মার্টিনের চেয়ে অনেক বেশি উপহাসের পাত্র নয়? তাহলে কেন এখনও আমি বিশ্বাস করব কে আমার সামনে প্রেমের জন্য অভিযানের একটা বিস্তৃত পথ পড়ে রয়েছে—বিশেষ করে যখন আমি জানি পরিণতিহীন আগামী এক ঘণ্টায় অচেনা এবং অনাগ্রহী দুই যুবতী আমার জন্য অপেক্ষায় আছে?"

ঠিক সেই মুহূর্তে গাড়ির আয়নায় হাসপাতালের গেটে দুই যুবতীকে দেখা গেল। অতদূর থেকেও ওদের প্রসাধনের পাউডার আর রুজ ঔজ্জ্বল্য ছড়াচ্ছে, বোঝাই যায় তারা চোখে পড়ার মতো ফ্যাশন দুরস্ত—তাদের দেরি হওয়ার কারণ নিশ্চিত এই সাজগোজের বহর। দুজনে চারপাশটা একটু নজর করে নিয়ে ধীর পায়ে আমাদের গাড়ি দিকে এগিয়ে এল। "মার্টিন বিশেষ কিছু করার আছে বলে আমার মনে হয় না।" আমি মেয়েদুটোকে মন থেকে পরিত্যাগ করলাম।" পনেরো মিনিটের অনেক বেশি হয়ে গেছে, আমরা বরং রওনা দিই। আমি গাড়ির ইঞ্জিনে স্টার্ট দিলাম।

অনুতাপ

'বি' শহর ছেড়ে আমরা বেরিয়ে গেলাম। শহরের প্রান্তে ছোট ছোট বাড়িগুলো আমরা পার হয়ে গেলাম—তারপরেই গ্রামের রাস্তা, দুপাশে চাষের খেত বড় বড় গাছের ঘন বন কোথাও কোথাও আর সেই সব বনস্পতির মাথার উপর দিয়ে এক অতিকায় সূর্য আস্তে আস্তে পশ্চিম দিগন্তে নেমে যাচ্ছে। আমরা দুজনেই একেবারে চুপচাপ।

আমি জুডাস্ ইস্ক্যারিওটের কথা ভাবছিলাম, যার সম্পর্কে এক অসাধারণ লেখক বলেছেন, তিনি যিশুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন কারণ যিশুর দেবত্ব সম্পর্কে তার অগাধ বিশ্বাস ছিল। যিশু তার দৈবী ক্ষমতা কবে ইহুদিদের দেখাবেন, এর জন্য জুডা আর অপেক্ষা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে চাইছিলেন না সেজন্যই তিনি যিশুকে অত্যাচারীদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে যিশুকে সে অলৌকিক কাজে উদ্বুদ্ধ করা যায়, জুডা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল কারণ তিনি যিশুর মহান জয়কে ত্বরান্বিত করতে চেয়েছিলেন।

হা ঈশ্বর, আমি নিজেকে বললাম, এর চেয়ে অনেক কম মহৎ উদ্দেশ্যে আমি মার্টিনের সঙ্গে বিশ্বাঘাতকতা করেছি, আমি বিশ্বাসঘাতকতা করেছি কারণ তাকে আমি আর বিশ্বাস করতে পারছিলাম না (আর তার মেয়েছেলে পাকড়াবার দৈবী ক্ষমতাকেও), আমি জুডাস ইস্‌ক্যারিওট আর সেই লোকটা যাকে সবাই জানে সন্দেহবাতিকগ্রস্ত টমাস হিসেবে—এই দুয়ের এক ঘৃণ্য মিশ্রণ। আমি অনুভব করলাম। মার্টিনের ওপর আমি যে অন্যায় করেছি, তারই ফল হিসেবে, এখন যেন তার প্রতি আমার সহানুভূতি বেড়েই চলেছে, আর তার সেই চিরন্তন ধেয়ে চলার পতাকা (যেটা পত্‌পত্‌ করে এখনও আমাদের মাথার ওপর উড়ছে) আমার চোখে জল এনে দিল। আমার হটকারী সিদ্ধান্তের জন্য, আমি নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে শুরু করলাম।

আমি কি সহজে আমার স্বভাব ছেড়ে দেব, যে এখনও আমার মধ্যে যৌবনের লক্ষণ সূচিত করে? আর ছেড়ে দিলে, তারপরও কি আমার জন্য এমন কিছু থাকবে আমাদের এই জীবনচর্যার বাইরে, শুধু এই জীবনটার অনুকরণ করা ছাড়া, এর বাইরে শেষ পর্যন্ত নিজের জন্য নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাওয়া ছাড়া, আমার অন্যভাবের অর্থপূর্ণ জীবন আর বোকাবোকা কাজকর্মের মধ্যে আমি কী এমন খুঁজে পাব! গোটা ব্যাপারটাই একটা নিষ্ফল খেলা, কিন্তু তাতেই বা কী? আমি যে গোটা ব্যাপারটা ভালোমতো জেনে গেছি, তাতেই বা কী এসে গেল? খেলাটা নিষ্ফল বলে কি খেলাটাই বন্ধ করে দেব?

শাশ্বত কামনার সোনালি আপেল

মার্টিন আমার পাশেই বসে আছে আর ধীরে ধীরে বিরক্তিটাও কেটে যাচ্ছে।

"আচ্ছা শোনো" সে বলল, "তোমার সেই ডাক্তারির ছাত্রীটি প্রকৃতই যাকে বলে এক নম্বর?"

"আমি তো বললাম, সে প্রায় জিরিঙ্কার মতো, তার চেয়ে কম হবে না।"

মার্টিন আরও কিছু প্রশ্ন করতে লাগল। শেষপর্যন্ত আবার তার কাছে ডাক্তারির ছাত্রীটির বিশদ বর্ণনা দিলাম।

তারপরই সে বলল, "কিছুদিন গেলে, তুমি সম্ভবত মেয়েটাকে আমার হাতে তুলে দেবে?"

হলেও হতে পারে, আমি এমন একটা ভাব করলাম "ব্যাপারটা অবশ্য বেশ কঠিন। তুমি যে আমার বন্ধু, এই ব্যাপারটাই হয়তো মেয়েটাকে দ্বিধায় ফেলে দেবে। ও কিন্তু একটু শক্ত ধাতের নীতিনিষ্ঠ মেয়ে। "খুব নীতিবাগীশ", বিষণ্ণ মুখে মার্টিন বলল, "বোঝাই গেল সে খানিকটা হতাশ হয়ে পড়েছে, ও হতাশ হয়ে পড়ুক, আমি চাইছিলাম না।"

"আমি তোমাকে চিনি না, এরকম একটা ভান করলে", আমি বললাম, "তুমি হয়তো অন্য পরিচয়ে চালিয়ে নিতে পারবে।"

"চমৎকার, তাহলে আমি আবার চিত্রপরিচালক ফোরম্যান যেমনটা আজকে হলাম।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"ও চিত্র পরিচালকদের নিয়ে মাথা ঘামায় না। ও অ্যাথলিটদের বরং বেশ পছন্দ করে।"

"কেন নয়?" মার্টিন বলল, "সমস্ত ব্যাপারটাই তো সম্ভাবনা হিসেবে থেকে যেতে পারে।"

আর আমরা ওই আলোচনার সূত্র ধরে আরও খানিকটা সময় কাটালাম। প্রতি মুহূর্তে আলোচনার মধ্যে থেকে আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাটা পরিষ্কার হয়ে আসছিল। আর এর একটু পরেই পরিকল্পনাটা আসন্ন গোধূলির আকাশে আমাদের সামনে এক অতীব সুন্দর, পাকা, উজ্জ্বল আপেলের মতো দেখা দিল।

একটু আতিশয্য দেখিয়েই, আমাকে এই আপেলটার একটা নাম ঠিক করতে দেওয়া হোক : শাশ্বত কামনার সোনালি আপেল।

অনুবাদ : উদয় ভাদুড়ী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পান্থবালিকার চলন্ত গাড়ি থামিয়ে প্রেম প্রেম খেলা

The Hitchhiking Game

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

গ্যাস মাপার কাঁটাটা হঠাৎ নীচের দিকে নেমে দেখাতে লাগল গাড়ির গ্যাস শেষ হয়ে গেছে ; তরুণ চালক ঘোষণা করল স্পোর্টস কারটি পাগলের মতো কতটা গ্যাস খেয়ে ফেলেছে—"দেখো আমরা গ্যাস ছাড়া আর যেতে পারব না।" বাইশ বছরের মেয়েটি প্রতিবাদ করে ড্রাইভারকে মনে করিয়ে দিল এর আগেও অনেক জায়গায় এমন ঘটনা ঘটেছে। তরুণটি বলল সে এই ঘটনাটির জন্য চিন্তিত নয় কেননা এর মধ্যে অনেক অ্যাডভেঞ্চারের আকর্ষণ আছে। মেয়েটি বাধা দিয়ে বলল এর আগে হাইওয়েতে যেখানে গ্যাস ফুরিয়ে গেছে—সব ক্ষেত্রেই অ্যাডভেঞ্চার তার জন্যই ছিল। ছেলেটি লুকিয়ে পড়ত—আর মেয়ে তার সৌন্দর্যের অপব্যবহার করে বুড়ো আঙুল তুলে গাড়ি থামিয়ে কাছের কোনও স্টেশন থেকে গ্যাস ভরে আনত। ছেলেটি বলল মেয়েটি যতই কষ্টের কথা বলুক—গাড়ির চালকদের তাকে নিয়ে বেড়ানো কোনও দুঃখজনক ঘটনা ছিল না। মেয়েটি ন্যাকা ন্যাকা সুরে বলল—'খুবই আনন্দদায়ক ঘটনা।' কোনও কিছু শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই সে ভারী গ্যাসের পাত্র বয়ে আনত। তরুণটি মেয়েটিকে বলল 'শূকরী'। মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলল 'সে নয়, ছেলেটিই আসলে শূকর। ভগবান জানে কত কত মেয়ে হাইওয়েতে গাড়ি চালানোর সময় তাকে থামায় যখন সে একাই গাড়ি চালায়।' গাড়ি চালাতে চালাতে সে হাত বাড়িয়ে মেয়েটির গলা জড়িয়ে কপালে চুমু খেল। ছেলেটি জানত মেয়েটি তাকে ভালোবাসে আর ভালোবাসে বলেই হিংসা করে। যৌন ঈর্ষা খুবই ভালো জিনিস, যদি বাড়াবাড়ি না হয় (যদি ভদ্রতাবোধে মোড়া থাকে) আর এই স্পর্শকাতর বিষয়টি কোনও সমস্যা সৃষ্টি না করে। এটুকুই যুবকটি ভাবল, কেননা তার বয়স মাত্র আটাশ বছর। ওর অবশ্য ধারণা ছিল মানবীহৃদয় বোঝার জন্য তার যথেষ্ট বয়স হয়েছে। তার পাশে যে মেয়েটি বসেছে তাকে সে খুব গুরুত্ব দেয়, কেননা যেসব মেয়েকে সে দেখেছে তার মধ্যে খুব কমই পবিত্রতা বিষয়টি লক্ষ করেছে।

কাঁটাটি দেখাচ্ছিল গাড়ি খালি হয়েছে। চিহ্ন দেখে ছেলেটি ঘোষণা করল গ্যাস স্টেশন এখনও পৌনে একমাইল দূরে। বাঁদিকে সিগন্যাল দেখিয়ে ছেলেটি গ্যাস স্টেশনের কাছাকাছি গাড়িটাকে দাঁড় করালে মেয়েটি হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। গাড়িটা দাঁড়িয়েছিল বিশাল এক গ্যাসোলিন ট্রাকের পাশে, যেখানে এক বিশাল ধাতব শুঁড় দিয়ে গ্যাস ভরা হচ্ছিল। আমাদের মনে হয় বেশ খানিকক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। মেয়েটিকে কথাটি বলে যুবকটি গাড়ি থেকে নেমে এল। 'কতক্ষণ সময় লাগবে?' কর্মরত মানুষটির দিকে সে চিৎকার ছুঁড়ে দিল—'আর এক মুহূর্ত!' সহকারীটি জবাব দিল 'আমি তো এর আগেও এমন কথা শুনলাম!' ছেলেটি গাড়িতে গিয়ে বসতে চাইছিল। মেয়েটি গাড়ি থেকে নেমে একটু অন্য দিকে যেতে চাইছিল—'এই সময়টিতে আমি একটু হেঁটে নিই'—মেয়েটি বলল 'কোথায় যাবে' ছেলেটি মেয়েটির উদ্দেশ্য জানতে চাইল—কেননা মেয়েটির অস্বস্তি সে দেখতে চাইছিল। সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটিকে বছরখানেক ধরে জানে। জানে যে এই সময় সে তার সামনে চুপ করে থাকবে, সে এই নীরবতার মুহূর্তটি উপভোগ করতে চাইছিল। আংশিকভাবে— কেননা মেয়েটিকে এর আগে দেখেছে বলে চিনে নিতে পারে অথবা পরিবর্তনশীল বিশ্বের বিশেষ মুহূর্ত সম্বন্ধে সে সচেতন বলে মেয়েদের নীরবতা তার কাছে মূল্যবান জিনিস।

২

মেয়েটি অবশ্য গাড়ি চালানোর সময় (ছেলেটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা না থেমে গাড়ি চালায়) —কোনও ঝোপঝাড়ের আড়ালে গাড়ি থামাত না—এই বিষয়টি পছন্দ করত না। সে সবসময় রেগে থাকত—যখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করত, সে কেন দাঁড়াতে বলছে। সে অবশ্য জানত তার এই নীরবতা হাস্যকর এবং পুরনোপন্থী ; অবশ্য অনেক সময় এই নিয়ে হাসাহাসি হত ও তাকে উত্তেজিত করানোরও চেষ্টা চলত। সে আগে আগেই লজ্জা পেত এই ভেবে যে সে লজ্জা পেতে চলেছে। যে মনে মনে ভাবত, শরীর সম্বন্ধে এই সংকোচ বোধ বেশিরভাগ মহিলার থাকে, তা যেন তার না থাকাই উচিত। সে মনে মনে পুনরুচ্চারণ করত—সস্তার কোটি কোটি জীবন থেকেই মানুষের জন্ম হয়—তার মধ্যে হয়তো কোটি কোটি হোটেলের ঘরের মধ্যেই কেউ একজন নির্দিষ্ট ঘরটি পায়। ঘটনাচক্রে শরীর হল ভাগ্যনির্ভর, নৈর্ব্যক্তিক, সস্তার তৈরি কোনও ভাড়া করা জিনিস। সে অবশ্য নিজে নিজেই নতুনভাবে ভাবত—কিন্তু নিজের অনুভবকে কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারত না। শরীর ও মনের দ্বৈত দ্বন্দ্ব তাকে ক্রমশ নিঃসঙ্গ করে তুলত। নিজের শরীরের ভাবনা নিয়ে সে এত ব্যস্ত থাকত যে এ নিয়ে তার মধ্যে উদ্বেগ কাজ করত।

ছেলেটির সঙ্গে গত একবছরের সুখকর অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তার মধ্যে উদ্বেগ কাজ করত— হয়তো সে তার শরীর আর আত্মাকে আলাদা করতে পারত না—সে হয়তো সম্পূর্ণভাবেই বাঁচতে চাইত। এই ঐক্যের মধ্যেও অবৈধ কিছু তার জন্য অপেক্ষা করছে। হয়তো কোনও মহিলা ছেলেটির কাছে আকর্ষণীয় বা নেশা ধরানো তার চেয়ে বেশি, সে হয়তো এই সত্যটা গোপন করছে না। (সত্যিই যুবকটি তার জীবনে অনেকটা দেখেছে এবং মেয়েটি জানে ছেলেটি যেমনটি তার তুলনায় অনেক নবীন)। মেয়েটি চায় ছেলেটি সম্পূর্ণভাবে তারই হোক আর সমস্ত উজাড় করে তাকেই দিতে চায়, যা দিতে চায় না তা হল—হালকা আর ওপর ওপর ভালোবাসা। ওভাবে সে হয়তো গভীরতা আর হালকা প্রেমের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাতে পারবে না।

অবশ্য সে এখন এসব নিয়ে চিন্তিত নয়। তার ভাবনা এখন এসব থেকে অনেক দূরে। তার এখন ভালোই লাগছে। আজ তাদের ছুটির প্রথম দিন (অবশ্য এই দু'সপ্তাহের ছুটি নিয়ে সে সারা বছর ধরে স্বপ্ন দেখেছে)। আকাশ নীল (সারা বছর ধরে এই সময় আকাশ নীল থাকবে কিনা এ নিয়ে সে চিন্তিত ছিল) এবং সে তার পাশে বসে আছে। এই সময় "কোথায় যাবে?" এই প্রশ্ন শুনে সে লজ্জায় লাল হয়ে গাড়ি থেকে নামল। সে গ্যাস স্টেশনে চারদিকে হাঁটতে লাগল—হাইওয়ে থেকে কিছুটা দূরে নির্জনে (যে পথে তারা বেড়াচ্ছিল) একটা জঙ্গল রয়েছে। সে একটা ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হল এবং আনন্দময়

মুহূর্তে ডুবে গেল (হয়তো সে যাকে ভালোবাসে তাকে সম্পূর্ণরূপে পেলে তার আনন্দ হত, তার উপস্থিতি যদি নিয়মিত হত তাহলে তার অনুপস্থিতিতে তার আনন্দ হত। আর একাকিত্বের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে এই অনুভবকে ধরে রাখতে পারবে।)

যখন সে জঙ্গল থেকে বেরোল তখন গ্যাস স্টেশন দেখা যাচ্ছে। বিরাট গ্যাসোলিন ট্রাকটি এর মধ্যে চলে গেছে। স্পোর্টস কারটি ধীরে ধীরে পাম্পের রক্তিম চিহ্নটির দিকে এগোচ্ছে। একসময় তার চোখে পড়ল। সে থামল যেমন করে হিচহাইকার দুলে দুলে গাড়ি থামায়। স্পোর্টস কারটি তার সামনে ধীরে ধীরে থামল ; যুবকটি জানলাটি তুলে হেসে জিজ্ঞেস করল—'মিস্ কোনও সমস্যা?'

ব্রিসটিমা যাচ্ছেন?' মেয়েটি ফ্লার্ট করে বলল।

'হ্যাঁ, উঠে আসুন প্লিজ।' ছেলেটি গাড়ির দরজা খুলে দিল।

মেয়েটিকে তুলে নিয়ে গাড়িটি রওনা দিল।

৩

ছেলেটি খুব খুশি হত যদি তার প্রেমিকাটি খুব হাসিখুশি উচ্ছল হত। কিন্তু তা তো সম্ভব নয়; কেননা মেয়েটিকে একটি অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করতে হয়; অনেক ঘণ্টা বিনা পারিশ্রমিকে ওভারটাইম খাটতে হয়। বাড়িতে তার অসুস্থ মা। মাঝেমাঝেই তার ক্লান্ত লাগে। তার খুব শক্ত নার্ভ এবং অত্যধিক আত্মবিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও উদ্বেগে ভুগত। মেয়েটির উচ্ছলতা বা তার প্রাক্তন মা-বাবার জন্য উদ্বেগ এবং মাধুর্যময় সেবার প্রচেষ্টা সব কিছুকেই ছেলেটি সাদরে গ্রহণ করেছিল। মেয়েটির দিকে হেসে বলল, 'আমি খুব ভাগ্যবান। আমি প্রায় পাঁচ বছর গাড়ি চালাচ্ছি, কিন্তু তোমার মতো সুন্দরী পান্থবালিকা (হিচহাইকার) কখনও দেখিনি।

মেয়েটি ছেলেটির প্রতিমুহূর্তের সৌন্দর্যময় মিথ্যাবাদনে খুশি হচ্ছিল এবং এই উষ্ণ মুহূর্তকে ধরে রাখার জন্য বলল—

'তুমি খুব ভালো মিথ্যা কথা বলো।

'আমাকে মিথ্যাবাদী মনে হচ্ছে?

'মনে হচ্ছে মেয়েদের মিথ্যা কথা বলতে তুমি ভালোবাস'—তার পুরনো উদ্বেগে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল ছেলেরা মিথ্যা বলতে ভালোইবাসে।

মেয়েটির হিংসা ছেলেটিকে আগে বিরক্ত করত কিন্তু সে বিষয়টি এড়িয়ে যেত। কিন্তু অপরিচিত চালকটি এ বিষয়ে খুব সহজেই জিজ্ঞাসা করল—'এ বিষয়টিকে তোমাদের কে ভাবায়?

'আমি যদি তোমার সঙ্গে যেতে পারি, তাহলে নিশ্চয় নির্ভর করবে।' এই কথাটি যুবকটির কাছে কোনও গভীর বার্তা আনত কিন্তু অপরিচিত চালকটি বলল—"আমি তো তোমাকে চিনি না, তাহলে নির্ভর করবে কেন?"

"আসলে কোনও মেয়ের আপন মানুষ হলে নির্ভর করে কিন্তু অপরিচিত মানুষের কাছে ব্যাপারটি কিছুই নয় (এটি অবশ্য যুবকটির মেয়েটির কাছে গভীরবার্তা)—আমরা অপরিচিত

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগন্তুকমাত্র—সুতরাং দুজনে মিলে একসঙ্গেই ভাবব।
মেয়েটি গভীর অর্থটি বোঝার চেষ্টা করল না, সে মেয়েটিকে আন্তরিকভাবে জিজ্ঞাসা করল—
"আমরা যদি কিছুক্ষণ একসঙ্গে সময় কাটাই তাহলে সমস্যা হবে?"
"বিসট্রিকার সাথে হতে পারে।"
"কখন বেরোব তোমার সঙ্গে?"
মেয়েটি গভীরভাবে চাইল ছেলেটির দিকে। এ যেন কল্পনায় যৌন ঈর্ষার প্রকৃষ্ট মুহূর্ত। ছেলেটি যেভাবে বাড়িয়ে বলে তার সঙ্গে ফ্লার্ট করছে (যেন সে সত্যিই একজন হিচহাইকার) এবং কীভাবে সেই অনুভূতি তার নিজের হয়ে যাচ্ছে। সে বেশ আকর্ষণীয় মাদকতা মেশানো গলায় বলল—"সত্যিই আমার সঙ্গে যাবে, আমার অবাক লাগছে?"
"এত সুন্দর মেয়ের সঙ্গে সময় কাটাতে আমার কোনও কষ্ট হবে বলে মনে হয় না।" তরুণটি যে ভঙ্গিতে তার প্রেমিকার সঙ্গে কথা বলত, তার থেকে অনেক দূরে তার এই শরীরী প্রশংসা।
এই প্রশংসার মুহূর্তে মেয়েটির মনে হল ছেলেটিকে চেপে ধরলে এই কায়দা করা তার বের হয়ে যাবে। সে খুব বেদনা ও ঘৃণা মেশানো কণ্ঠে বলল, 'সত্যি এ কথা তোমার নিজের ভেতর থেকে বলছ?'
যুবকটি মেয়েটির দিকে চাইল। তার মুখের রং যেন বদলে গেলে। তার দুঃখ হল, সে যেন তার পরিচিত ভঙ্গিতে (খুব শিশুসুলভ ও সরল আচরণে সে অভ্যস্ত)—তার দিকে এগিয়ে সে তার গলা জড়িয়ে ধরল এবং নরম গলায় তাকে ডেকে বলল এবার সে চায় এই খেলাটি এবার বন্ধ হোক। মেয়েটি ছাড়িয়ে নিয়ে বলল—"তুমি কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এগোতে চাইছ।"
একটু দমকে গিয়ে যুবকটি বলল "ক্ষমা করবেন মিস।" তারপর নীরবে হাইওয়ের দিকে চাইল।

৪

মেয়েটি তার মায়াভরা হিংসাসহ খুব দ্রুত এগোতে লাগল। যাই হোক না কেন অনুভূতিপ্রবণ মেয়েটি তো জানে এ তো এক ধরনের খেলা। এ তো সত্যি কথা সে যদি হিংসা থেকে তার মানুষটিকে আঘাত করে তাহলে বিষয়টি হাস্যকর হয়ে যাবে। এ তো তার কাছেও সুখকর হবে না কেননা কাজটি সে নিজেই করেছে। ভাগ্যক্রমে মেয়েদের নিজেদের কাজ করবার পর অদ্ভুত ধরনের ব্যাখ্যা করবার ক্ষমতা থাকে। এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রচণ্ড রাগে সে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করে সিদ্ধান্ত নেয় খেলা সে চালিয়ে যাবে— তাদের ছুটির প্রথম দিন থেকেই।
সুতরাং সে এখন হিচহাইকার, এক্ষুনি সে নবপরিচিত ড্রাইভারটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে খেলাটি উত্তেজনাভরে চালিয়ে যেতে চাইল, সে অর্ধেকটা বেঁকে যুবকটির কাছে গিয়ে জানতে চাইল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমি আপনাকে আহত করতে চাইনি, মিস্টার।"

"ক্ষমা করবেন, আমি আপনাকে আর স্পর্শ করব না।" যুবকটি জানাল।

মেয়েটি তাকে গ্রহণ না করায় সে এত রেগে গিয়েছিল যে তার কোনও কথাই শুনছিল না। মেয়েটি যেহেতু সেই ভূমিকায় অভিনয় করেই যাচ্ছিল তাই তার সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল সেই অজানা হিচহাইকারের ওপর যার ভূমিকায় সে অভিনয় করছিল। একসময় সে তার নিজের ভূমিকাকে আবিষ্কার করল। সে মেয়েটিকে প্রশংসাসূচক মন্তব্য করবার ভদ্রোচিত রাস্তা ছেড়ে পুরুষালি ভূমিকায় গ্রহণ করতে শুরু করল ; সেই ইচ্ছা উগ্র ইচ্ছাসূচক বিপরীতমুখী আত্মবিশ্বাসী।

এই ভূমিকাটি মেয়েটির ভূমিকার সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যিই যতক্ষণ না সে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সে এমন রুষ্ট ভূমিকায় তার সঙ্গে কখনও ব্যবহার করেনি। সে এমনভাবে নিজেকে তুলে ধরেছে যে সে তার কঠিন ইচ্ছার প্রতিভূ। সত্যিই সে এমন শূন্যহৃদয় পুরুষ নয় যে নিজেকে শক্তিশালী এবং রুক্ষ করে তুলে ধরতে পারে। অবশ্য তার এইসব ইচ্ছা এতটাই শিশুসুলভ যে পূর্ণবয়স্ক বা প্রৌঢ়ত্বের পাকা বয়সে তা বেমানান। এইসব শিশুসুলভ ইচ্ছা এই ভূমিকায় অভিনয় করার ক্ষেত্রে সুবিধাজনক।

ছেলেটির এইসব ব্যবহার মেয়েটির কাছে ভালোই লাগছিল কেননা—নিজের আত্মা থেকে সে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারছিল। ঈর্ষা থেকে ক্রমশ আত্মগতভাবে নিজেকে সরিয়ে নেওয়া। যে মুহূর্তে সে তার পাশে মোহগ্রস্ত প্রেমিক যুবকটিকে সরিয়ে ফেলে তার নিস্পৃহ মুখটি দেখল—সেই মুহূর্ত থেকে তার ঈর্ষা থেকে ঈর্ষা যেন দূরে সরে গেল। মেয়েটি নিজেকে ভুলে তার নতুন ভূমিকার জন্য প্রস্তুত হল।

তার ভূমিকা? কী তার ভূমিকা? তার ভূমিকা তো সস্তা সাহিত্য থেকে উদগত। একজন হিচহাইকার গাড়িটা থামায় কেবলমাত্র গাড়ি চড়ে কোথাও যাওয়ার জন্যে নয়, গাড়ির চালককে আকর্ষণ করবার জন্য। সে তো জানে কেমন মোহের শিল্পে কীভাবে নেশা ধরাতে হয়। মেয়েটি সেই রোমান্টিক ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ল—আর নিজেই যেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল।

৫

যুবকটি তার জীবনের হালকা চালটিকে হারিয়ে ফেলেছিল। তার জীবনের সোজা রাস্তাটি হঠাৎই যেন স্থানচ্যুত হয়েছে। তার কাজ মেরেকেটে আটঘণ্টার বেশি নয়—বাকি সময় তার একঘেয়ে মিটিং ও বাড়ির পড়াশোনায় কাটত। আর অসংখ্য পুরুষ ও নারী সহকর্মীদের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টায়। তার নিজের ব্যক্তিগত জীবন কাটানোর জন্য পড়ে থাকত খুব—খুব কম সময়। তার ব্যক্তিগত জীবন অবশ্য খুব গোপন থাকত না আর অনেকরই রসালো আলোচনার খোরাক হত। এমনকী দুসপ্তাহের ছুটিও তাকে কোনও মুক্তির স্বাদ দিত না—একটা ধূসর বিষাদ সর্বত্র ছেয়ে থাকত। এ দেশে গরমকালে ঘর পাওয়ার অসুবিধা ছয়মাস আগে বুকিং করতে হত—ফলে তার অফিস থেকে রেকমেন্ডশন নিতে হত এবং ফলে সর্বত্রগামী বুদ্ধিমান লোকেরা অনেক আগে থেকে জানত কী হতে চলেছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলস্বরূপ সময়ে সময়ে সে ভয়ংকরভাবে ভাবত এই সোজা রাস্তাটা সে পেরিয়ে যাবেই—যে রাস্তায় চলতে চলতে সে সবকিছু দেখছে, সেখান থেকে সে সরে যাবেই। এই মুহূর্তে সে নিজের কাছে ফিরে এসেছে। যদিও সে সত্যিই রাজপথ দিয়ে গাড়ি চালাচ্ছে—কিন্তু পাগলামি তাকে গ্রাস করেছিল—

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কোথায় যেতে চাইছ?'

'বাঙ্কা বিসট্রিকা' সে উত্তর দিল।

'ওখানে কী করব?

'ওখানে আমার ডেট আছে।'

'কার সঙ্গে?'

'কোনও এক ভদ্রলোকের সঙ্গে।'

গাড়িটি তখন একটা মোড়ের মাথায় এসেছে। ড্রাইভার খুব ধীরে গাড়ির গতি কমিয়ে পথনির্দেশ পড়ে নিয়ে গাড়িটিকে ঘুরিয়ে দিল ডানদিকে।

'তুমি যদি ডেটিং করতে না যাও তবে কী হবে?'

'তাহলে তা তোমার দোষেই হবে না, মানে তুমি আমার যত্ন নেবে না।'

'তুমি নিশ্চয় নজর করেছ যে আমি গাড়ির গতি নোভ জামস্কির দিকে ফিরিয়ে দিয়েছি।'

'সত্যিই? তুমি তো পাগল হয়ে গেছ।'

'ভয় পেয়ো না। আমি তোমায় দেখছি।' যুবকটি উত্তর দিল।

তারপর ড্রাইভার আর হিচহাইকারের গল্পটা এমনভাবে চলতে লাগল যেন কেউ কাউকে চেনে না।

খেলাটা চলতে লাগল উঁচু তারেই। স্পোর্টস কারটি যেন বাঙ্কা বিসট্রিকার উদ্দেশ্যে একটি কাল্পনিক সীমা লক্ষ করে ছুটতে লাগল—আজ সকালে সে আসল লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে ছুটতে লাগল যে উদ্দেশ্য তার অন্তরে ঘুমিয়েছিল। টাটরাসে আগে থেকেই বুক করা ছিল। যুবকটা নিজের ভিতর থেকে সরে গেছে—সেই সোজা রাস্তাটা যেখানে এখন অব্দি সে কখনও থামেনি।

মেয়েটি অবাক হয়ে বলল—'আচ্ছা তুমি তো নিম্ন টাটরাসের দিকে চলেছ।'

'মিস্ আমার সেখানে যেতে ইচ্ছে, সেখানে যাচ্ছি। আমার সেখানে যেতে ভালো লাগবে সেখানে আমি যাব—কেননা আমি তো একজন মুক্ত মানুষ।"

৬

ওরা যখন নোভজামস্কিতে পৌঁছল তখন অন্ধকার হয়ে গেছে।

যুবকটি আগে এখানে আসেনি তার মনে হল নিজেকে খানিকটা বদলানো দরকার। যতবার সে গাড়ি থামিয়েছে, পথচারীদের হোটেলের রাস্তা জিজ্ঞেস করেছে। অনেকগুলি রাস্তাতেই গর্ত খুঁড়ে রাখা ছিল—তাই মাঝে মাঝেই কাছাকাছি হতে হচ্ছিল প্রয়োজনের তাগিদে

অনেকটা ঘুরে প্রায় পৌনে ঘণ্টা বাদে হোটেলের ঘরে পৌঁছল।

হোটেলটি তখনও নির্মাণের পথে—কিন্তু শহরের একটি মাত্র হোটেল, যুবকটিরও আর গাড়ি চালাতে ভালো লাগছিল না। মেয়েটিকে বলল—'অপেক্ষা কর'—তারপর গাড়ি থেকে নামল।

গাড়ি থেকে—না, সে অবশ্যই নিজের থেকে বেরোল। আজ সন্ধ্যায় সে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের লক্ষ্যে নিজেকে প্রস্তুত করতে বাধ্য করেছে—আর এটাই তো সেই বাস্তব ঘটনা—যা এতদিন ধরে সে চেয়েছে। সে নিজেকে একজন পতিত ব্যক্তি হিসাবে গ্রহণ করে আত্মানুসন্ধান করেছে। টাটরাসের ঘরটা আগামীকাল অব্দি অপেক্ষা করবে—ছুটির প্রথম দিনটা কোনও ক্ষতি না করেই, আকাঙ্ক্ষিত কোনও ঘটনা দিয়ে সে কাটাবে।

রেস্তোরাঁর দিকে সে হাঁটল—ধোঁয়াটে, গোলমেলে, ভিড়াক্রান্ত—সে রিসেপশনের খোঁজ করল, তাকে সিঁড়ির কাছের লবিতে এক লালচুলো বৃদ্ধ অনেক চাবির বোর্ড নিয়ে বসেছিলেন। অনেক কষ্টে সে ফাঁকা ঘরের চাবি চাইল।

মেয়েটি এতক্ষণ একা থাকতে থাকতে নিজের ভূমিকাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল। তার অবশ্য এই আকাঙ্ক্ষিত শহরে নিজেকে মোটা দাগের রসিকতার শিকার বলে মনে হচ্ছিল না। ও তো এই যুবককে এতটাই বিশ্বাস করে, প্রতি মুহূর্তে তার প্রতি কোনও সন্দেহই তার নেই। একেক সময় তার মনে ভাবনা আসছিল সে তা নয় ব্যবসার খাতিরে এই যুবককে এই ধরনের অনেক মহিলাসঙ্গ করতে হয়। অবশ্য এই ভাবনা থেকে সে ঘাবড়ে যাচ্ছিল না। আসলে, সে হাসতে হাসতে ভাবছিল—আজকের দিনটা কী সুন্দর—তার অন্য মেয়েটি দায়িত্বজ্ঞানহীন, অপরিশীলিত, সেই মেয়েটি—যাকে সে হিংসা করে সে নিজেই তেমনটি হয়ে উঠেছে। সে ছেঁটে কেটে তেমনি করে তৈরি করেছে—নিজের অস্ত্র সাজাচ্ছে—হালকা, লজ্জাহীন, অনম্র ধরনের নারী। এত অদ্ভুত তৃপ্তির অনুভূতি তাকে ঘিরেছিল—কেননা তার মনে হচ্ছিল—সবধরনের নারীর ভূমিকা গ্রহণ করে সে সম্পূর্ণ তার প্রেমিককে গ্রাস করবে। ছেলেটি গাড়ির দরজা খুলে রেস্তোরাঁর দিকে গেল। নোংরা ধোঁয়াটে কোণে একটি ফাঁকা টেবিল পড়েছিল।

৭

'এবারে তুমি কেমন করে আমার যত্ন নেবে?' মেয়েটি মাদকতাময় গলায় বলল।

'তুমি কি ক্ষুধাবর্ধক কোনও পানীয় নেবে?'

মেয়েটি মদ পছন্দ করত না, খেলেও ভারমাউথ গোছের হালকা ওয়াইন খেত—কিন্তু এখন ইচ্ছে করেই সে বলল—

'ভদকা।'

'বেশ' যুবকটি উত্তর করল, 'আমার মনে হয় তুমি আমার ওপর মাতলামি করবে না।'

যুবকটি ওয়েটারকে ডেকে দুটো ভদকা এবং দুপ্রস্থ ডিনারের অর্ডার দিল। মুহূর্তের মধ্যে ওয়েটার ছোট কাচের গ্লাস এনে তাদের সামনে হাজির করল।

ছেলেটি গ্লাসটি তুলে বলল, 'তোমার জন্যই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুমি কি আর কোনও বুদ্ধিদীপ্ত মন্তব্য করতে পারতে না?'

মেয়েটির খেলা তাকে উত্তেজিত করছিল। এখন মেয়েটির মুখোমুখি বসে তার মনে হল নিজেকে আগন্তুক মনে করাটা নিছক কথার কথা নয়—এবং সমগ্র সত্তার মধ্যেই একটা পরিবর্তন ঘটে গেছে। তার মুখ এবং দেহসত্তা এই পরিবর্তন বিশ্বাসযোগ্যভাবে ধরে রাখছে—সেই মেয়েটি তার চেনা এবং তার প্রতি তার বীতরাগ উপস্থিত হচ্ছে।

গ্লাসটি হাতে ধরে তাই—তার মন্তব্যটির সংশোধন করে বললেন—'বেশ, আমি তোমার নামে পান করছি না—কিন্তু তোমার মধ্যে পাশব এবং বিশ্রী বৃত্তির সঙ্গে মানবিকতার যে সহানুভূতিময় মিশ্রণ ঘটেছে—তার জন্য পান করছি।'

'কিন্তু 'সহানুভূতিময়' বলতে মেয়েদের তুমি কী বোঝাতে চাইছ?'

'আমি তাদের কথাই বলছি, যারা নারী এবং পশুর সার্থক সমন্বয় রসিকতার ছলেই তুলে ধরে।'

'বেশ'—যুবকটি তখনও গ্লাসটি তুলে ধরে আছে—'আমি পান করব না যদি তোমার আত্মা রাজি হয়।'

'তোমার আত্মা—তোমার মাথা থেকে পেট পর্যন্ত আলো ফেলবে আর সেই আলো ফিরে যাবে তোমার মাথা পর্যন্তই।'

মেয়েটি গ্লাসটি তুলে ধরে বলল—'বেশ, সেই আত্মার জন্য যা পেট অব্দি নেমে এসেছে।'

'আমি আবার শুধরে দিচ্ছি—তোমার আত্মা নেমে এসেছে তোমার পেট পর্যন্ত।'

'হ্যাঁ, আমার পেট'—মেয়েটি বলল—তার পেট—এখন যার নির্দিষ্ট নাম হয়েছে—প্রতি মুহূর্তের আহ্বানের জন্য প্রস্তুত হয়েছে।

ওয়েটার স্টেক নিয়ে আসার পরে যুবকটি আরেকটি ভদকা অর্ডার করল আর খানিকটা সোডা ওয়াটার (এই সময় তারা মেয়েটির বুক অব্দি পান করছিল) আর কথাবার্তা চলছিল অদ্ভুত আকর্ষণীয় সুরে। এই কথাগুলি ছেলেটিকে এমনভাবে উত্তেজিত করছিল যেন মেয়েটি আগুনভরা পণ্যাঙ্গনায় পরিণত হয়। যদি সে এই কাজটি করতে পারে—আসলে মেয়েটি হয়তো এইরকমই।

আসলে কোনও একক আত্মা তার ভিতরে জায়গা খুঁজতে ঢুকেছে। আসলে সে নিজে যেরকম সেইরকম অভিনয় করেছে। আসলে এ তার আত্মার প্রকাশ—হয়তো আগে বন্দি ছিল? এখন খাঁচা থেকে বেরিয়েছে। হয়তো মেয়েটি ভাবছে এই ঘটনা তার আত্মঅবমাননা—কিন্তু এ ছাড়া আর কি কোনও পথ ছিল? এমনিতে কি সে নিজেকে এই খেলার জন্য প্রস্তুত করে গড়ে তোলেনি? এক অদ্ভুত মেয়ে তার প্রেমিকার ঘাড়ে চেপে বসেছে। তবে এ হয়তো বিচিত্র ঘটনা নয়। মেয়েটির দিকে তাকাতে তাকাতে তার ঘৃণা এল।

এ তো শুধুমাত্র ঘৃণা—যতই মেয়েটির শরীর থেকে তাকে দূরে সরিয়ে দিতে চাইছে—ততই তার শরীরের প্রতি তার আকর্ষণ বাড়ছে। তার আত্মার ভিতরে লুকিয়ে থাকা সহানুভূতি, কোমলতা, মনোযোগ, ভালোবাসা আবেগের মেঘগুলি বাস্তবের ভূমিতে ফেলেছে—কিছু মেঘ হারিয়ে গেছে (হ্যাঁ, তার শরীরও হারিয়ে গেছে)। মনে হচ্ছে মেয়েটির শরীর সে যেন প্রথম দেখছে।

তৃতীয় ভদকাটি নেওয়ার পরে সে মোহময়ী গলায় বলল 'ক্ষমা করবে।'

'কোথায় যাবে?'
'হিসি করতে—যদি তুমি অনুমতি দাও।' বলে মেয়েটি টেবিলের পিছনে পর্দার আড়ালে চলে গেল।

৮

মেয়েটি এই ভেবে খুশি হয়েছিল তাকে ঘিরে যুবকটির যে জগৎ—সমস্ত সরলতার ভিতরে—সে এরকম কথা এর আগে কোনওদিন শোনেনি। উচ্ছ্বাসময় মাদকতার যে খেলা সে খেলছে এ তার চরিত্রের সত্য দিক নয়। কিন্তু সে খুশি হচ্ছে তার মন এখন সবচেয়ে ভালো। খেলাটি তাকে পেয়ে বসেছে। তার অনুভূতি এখন এমনই যে সেই এই অনুভূতি এর আগে উপলব্ধি করেনি। একটা দায়িত্বশূন্য আনন্দদায়ক খেলার অনুভূতি।
এর পরের পদক্ষেপে অসহায়তা তাকে হঠাৎই সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দিল। যে নিঃসঙ্গ জীবনে সে প্রবেশ করেছে তা লজ্জাশূন্য, দায়িত্বশূন্য। এই জীবন অস্বাভাবিকভাবে মুক্ত। একটি মেয়ে যে পথের মধ্যে চলন্ত গাড়ি থামিয়ে ওঠে—সে সব কাজই করতে পারে—সে বলতে পারে, করতে পারে, যা ইচ্ছে তাই।
সে ঘরটা দিয়ে যাওয়ার সময় সচেতন ছিল সমস্ত টেবিলের লোকই তাকে দেখছে। এ এক অদ্ভুত নতুন অনুভূতি—যাকে সে চিনতে পারছে না। এক বিচিত্র আনন্দ তার শরীর ছেয়ে রয়েছে যদিও এখন অব্দি চোদ্দো বছরের মেয়ের মতো স্তন নিয়ে অস্বস্তিতে ভোগে—কেননা শরীর থেকে বাইরে বেরিয়ে থাকা এই অংশটি অশালীন বলে বোধ হয়। যদিও সে তার সুন্দর দেহতনু নিয়ে গর্বিত এবং মাঝে মাঝে লজ্জায় তার সেই গর্ব খর্ব হয়ে যায়। তার নিশ্চিত বিশ্বাস মেয়েলি সৌন্দর্যের সবটাই যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রকাশক এবং তার এ বিষয়ে অনীহা আছে। তার বুকের দিকে তাকালে তার মনে হত—তার সবচেয়ে গোপনীয় অংশ অন্যদের চোখে পড়েছে—যার অধিকার কেবলমাত্র তার নিজের এবং তার প্রেমিকের। কিন্তু এখন সে হিচহাইকার যার কোনও লক্ষ্য নেই। সে সমস্ত কোমল অনুভূতি থেকে মুক্ত এবং তার শরীর এতে সাড়া দিয়েছে। তাই তার শরীর এবং মন এখন নিঃসঙ্গ এবং চোখ তা দেখছে।
তাই টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে সে যখন দেখল মাতাল লোকগুলি বন্যতা দেখিয়ে ফরাসিতে ডাকছে 'মাদমোয়াজেল এসো।' মেয়েটি বুঝতে পারল তার বুক পর্যন্ত তৃষ্ণা। প্রতিটি পদক্ষেপে নিতম্ব দুলিয়ে সে পর্দার আড়ালে অদৃশ্য হল।

৯

এ এক আগ্রহোদ্দীপক খেলা। এই খেলায়, উদাহরণস্বরূপ যুবকটি—একজন অপরিচিত ড্রাইভারটির ভূমিকায় খুব ভালো খেলছে। মরুভূমি করে দেওয়া যায় না—তেমনি খেলার সীমানা নির্দিষ্ট হয়ে আছে। মেয়েটি জানত খেলা থেকে সে যা পাবে তাকে তা নিতে হবে, কেননা এটাই খেলাই। সে জানত খেলা যত তীব্র হবে, বাধ্য মেয়ের ভূমিকা পালন করতে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। এই খেলা তার ভালো অনুভূতি জাগ্রত করতে ব্যর্থ এবং তার আহত আত্মা খেলা থেকে দূরে থেকে একে গভীরভাবে গ্রহণ করতে চায় না। আসলে তার আত্মার খেলা—সে ভয়ও পায়নি—খেলার বিরোধিতাও করেনি—ক্রমশ এর ভিতরে সে ডুবে গেছে।
যুবকটি ওয়েটারকে ডেকে পয়সা দিল। মেয়েটিকে তুলে ধরে জিজ্ঞাসা করল—'তুমি কোথায় যাবে?'
মেয়েটা অবাক হয়ে বলল—'কোথায়?'
'প্রশ্ন কোরো না, শুধু চলে এসো।' ছেলেটি বলল।
'কী সহজ প্রশ্ন তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করছ।'
'কোন সহজ রাস্তার কথা তুমি বলছ?'
'বেশ্যার রাস্তার কথাই বলছি।'—বলল যুবকটি।

১০

খুব খারাপ আলো জ্বালানো সিঁড়ি দিয়ে তারা চলল। সিঁড়ির নীচে দ্বিতীয় তলায় একদল নেশাগ্রস্ত মানুষ দাঁড়িয়ে বিশ্রাম নিচ্ছিল। ছেলেটি পিছন থেকে মেয়েটির স্তন চেপে ধরে উঠছিল। বিশ্রামাগারের লোকটি দেখে চিৎকার করে উঠল। মেয়েটি ছাড়াতে চাইছিল—কিন্তু যুবকটি হিসহিস করে উঠল 'চুপ করে থাকো।' মানুষটি লোভে চকচক করে কয়েকটি নোংরা মন্তব্য করতে লাগল। যুবকটি আর মেয়েটি দ্বিতীয় তলায় পৌঁছে দরজা খুলে আলো জ্বালল।
সেটা একটা ছোট্ট ঘর—সেখানে ছোট্ট টেবিল একটা চেয়ার আর মুখ ধোওয়ার বেসিন ছিল। ছেলেটি দরজা বন্ধ করে মেয়েটির দিকে ফিরল। মেয়েটি ছেলেটির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গভীর আবেগপূর্ণ চোখে তাকাল—ছেলেটি লালসাপূর্ণ দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে থাকা নরম অনুভূতিপূর্ণ মেয়েটিকে খুঁজছিল। যেন একই লেনসের ভিতরে সুপার ইমপোজ করা দুটি ছবি পরস্পরকে দেখছে। এই দুটো ভাবমূর্তি যেন মেয়েটি সম্বন্ধে স-ব কিছু বলবে—যেন তার আত্মা ভয়ংকরভাবেই নিরাকার এবং একই সঙ্গে বিশ্বাসযোগ্য এবং অবিশ্বাসযোগ্য। বিশ্বাসঘাতকতা এবং সরলতা, হালকা ও গভীরপ্রেম এই অনিয়মিত খেলা তার বিরক্তি উৎপাদন করছিল—যেন এক নোংরার পালের মধ্যে বৈচিত্র্যভরা, উভয়মুখী কল্পনা পরস্পরের মধ্যে এমনভাবে বহমান হচ্ছিল যে—মেয়েটি যেন অন্য মেয়ের ভিতরে ভাসমান কিন্তু তাদের মতোই গভীরে রয়েছে—সমস্ত সম্ভাব্য ভাবনা, অনুভূতি, খারাপ দিক, সমস্ত গোপন ভ্রান্ত অবদান এবং হিংসার পদক্ষেপ ; এই ভাবমূর্তি কিছু গোপন সীমানা ছাড়া অবদানে একক এবং অন্যদের ভ্রম ধরায়—সে দেখছে তার নিজের নামেই। এই মেয়েটি তার ভাবনাজাত ইচ্ছার সৃষ্টি ; আসল মেয়েটি আশাহীনভাবে নিঃসঙ্গ, আশাহীনভাবে অস্পষ্ট, সে মেয়েটিকে ঘৃণা করত।
'তুমি কীসের জন্য অপেক্ষা করছ? কাপড় খোলো।' সে বলল।
মেয়েটি মোহময়ী—মাথা নোয়াল—'খুব বেশি কি প্রয়োজন?'
সে যে গলায় কথা বলল তা খুব পরিচিত। মনে হল অনেকদিন আগে অন্য কোনও মেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! www.amarboi.com

এ কথা বলেছে। সে অপমান করার জন্য অপেক্ষা করছিল। কোন হিচহাইকারকে নয়, তার নিজের প্রেমিকাকেই। খেলাটি তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে। অপমানের খেলায় হিচহাইকার মেয়েটিকে তার নিজের প্রেমিকার জায়গায় প্রতিস্থাপিত করেছে। যুবকটি ভুলে গেছে সে কোন খেলা খেলছে। সে তার দিকে তাকিয়ে তার ব্যাগ থেকে পঞ্চাশ ক্রাউন বের করে মেয়েটিকে দিয়ে বলল—'যথেষ্ট?' মেয়েটি পঞ্চাশ ক্রাউন নিয়ে বলল 'তুমি নিশ্চয় এর চেয়ে কম দামি আমাকে ভাবছ না!'

'তুমি আরও কম দামি।'

'তুমি আমাকে এরকম ভেবো না। তুমি অন্য ভঙ্গি নিয়ে দেখ—তুমি খুব কমই কাজ করেছ। সে তার হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল—তার মুখে আঙুল দিয়ে নরম সুরে বলল—

'আমি সেই মেয়েটিকেই চুমু খাই—যাকে আমি ভালোবাসি।'

'তুমি আমাকে ভালোবাস না?'

'তোমার সে খবরে দরকার কী? কাপড় খোলো।'

১১

মেয়েটি এর আগে কখনও এভাবে কাপড় ছাড়েনি। তার লজ্জা, তার অন্তরের কাঁপুনি, যুবকের সামনে কাপড় ছাড়ার লজ্জা (সে অন্ধকারে লুকোতে পারে না)—সব চলে গেছে। মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে আত্মবিশ্বাসী ভঙ্গিতে, আলোতে স্নান করে—কোনও আকস্মিক ভঙ্গিতে, যে ভঙ্গি এর আগে তার হয়নি—কোনও মোহময়ী বেশ্যার ভঙ্গিতে। তার ছেড়ে আসা পোশাকের টুকরোর দিকে তাকাল—তার প্রতিটি ভঙ্গিতে যেন একক ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলেছে। আলগোছে প্রতিটি ভঙ্গিতে বিশেষ ভাবকে তুলে ধরেছে।

হঠাৎ সে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়াল—সেই মুহূর্তে তার মাথায় আলো জ্বলে উঠল—সমস্ত খেলার শেষে যে ভঙ্গিতে চেয়ে রইল—সেই ভঙ্গিটি হল সে সবকিছু ধুয়ে ফেলেছে ; ভালোবাসার খুব ঘনিষ্ঠ মুহূর্ত যেন তাকে অনুসরণ করেছে। সে নগ্ন হয়ে যুবকটির সামনে দাঁড়াল। তার সমস্ত খেলা বন্ধ হয়ে গেল। সে অস্বস্তিতে পড়ে হেসে উঠল এবং সেই হাসির মধ্যে অনিশ্চয়তা ছিল। এক মুহূর্তের জন্যও মেয়েটিকে হিচহাইকার ছাড়া অন্য কিছু ভাবেনি। মেয়েটি ছেলেটিকে অপরিচিত লোক হিসাবে আকর্ষণ করেছে—এবং পুরো বিষয়টির মধ্যে এমন তিক্ত সুবিধাবাদী দিক আছে—কয়েক ঘণ্টা ঘনিষ্ঠভাবে দেখে মনে হয়েছে মেয়েটি যেন তাকে ঠকাচ্ছে (যখন মেয়েটি তাকে ঠকাচ্ছে তখন তার মনে হচ্ছে মেয়েটি তাকে ঠকাতে পারে।) সে বিপরীতমুখী সম্মান দিচ্ছে—কেননা মেয়েটি তার সঙ্গে অসদাচরণ করেছে।

আসলে এটা এতটাই খারাপ—সে মেয়েটিকে ভালোবাসবার থেকেও বেশি পূজা করত। তার মনে হত স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতার বন্ধনে তার অন্তরটি সত্য হয়ে আছে। যখন সে দেখল—সে ভয়ংকর সীমানা পেরিয়ে, শালীনতার সীমা পেরোচ্ছে—সে রাগে পরিপূর্ণ হতে লাগল।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েটি রেস্টরুমে ফিরে আসার পর তাকে বলল, 'একটা লোক 'মাদমোয়াজেল' বলে ডাকছিল।'

'তোমার অবাক লাগছে নাকি। আসলে তোমাকে তো বেশ্যার মতো লাগছে।'

'তুমি জান তো এ বিষয়টি আমাকে ভাবায় না।'

'তাহলে সেই লোকটার সঙ্গে আমার যাওয়া উচিত ছিল।'

'হ্যাঁ, তা যাব।'

'হ্যাঁ, আমার কাছ থেকে যাওয়ার পরে যেও। আর সঙ্গে কোরো।'

'ওকে আমার আকর্ষণীয় মনে হয়নি।'

'কিন্তু নিয়ম অনুসারে তোমার তো এর বিরুদ্ধে যাওয়ার কথা নয়। একরাতেই অনেক লোককে নিতে হতে পারে।'

'কেন নয়—যদি তারা দেখতে ভালো হয়।'

'তোমার কেমন পছন্দ—একটার পর একটা—নাকি একই সঙ্গে?'

'এটা না হলে ওটা।' মেয়েটি বলল।

কথাবার্তা এমনভাবে এগোচ্ছিল যেন তা সম্পূর্ণ রুক্ষভাবেই শেষ হবে, মেয়েটি একটু আঘাত পেয়েছিল এবং প্রতিবাদও করেছিল। খেলার মধ্যেও সে স্বাধীনতা হারাচ্ছিল। এই খেলার মধ্যে খেলোয়াড়দের জন্যে ট্র্যাপ আছে। এটা যদি খেলা না হয়ে সত্যিই দুজন পথিকের কথাবার্তা হত—অনেক আগে থেকে হিচহাইকার অপমানিত হয়ে চলে যেত। কিন্তু খেলা থেকে বেরোনোর কোনও রাস্তা নেই। একটা দল খেলা শেষ না হলে মাঠ ছাড়তে পারে না। দাবার ছক থেকে যেমন গুটিগুলো তুলে যুবকটি তার কাছে এল না এবং খেলা শেষ হল না। ছেলেটি তার নিজের নারীর সুন্দর নিঃসঙ্গ দেহ দেখল যাকে সে ঘৃণা করে। অনুভূতিময়তার পরতে মোড়া সে এক বিশেষ অনুভূতি—সে তার কাছে আসতে চাইল—'যেখানে আছ থাকো—আমি তোমাকে ভালোভাবে দেখব।' আসলে সে তাকে বেশ্যার মতোই দেখতে চাইছিল। যুবকটি কখনও বেশ্যা দেখেনি—কেবলমাত্র বই পড়ে আর কানে শুনে জেনেছে। সুতরাং সেই ধারণার থেকে সে কালো ঊর্ধ্বাঙ্গের পোশাক ও মোজা পরা মেয়েকে দেখেছে—যেখানে কোনও পিয়ানো নেই, সেখানে কেবল একটি ছোট্ট টেবিল চাদর দিয়ে ঢাকা একটি দেওয়াল সে মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে বলল। মেয়েটি অনুনয় করে বোঝাতে চেষ্টা করল—কিন্তু ছেলেটি বলল—'তোমাকে পয়সা দেওয়া হয়েছে।' যখন সে ছেলেটির চোখে বিশেষ ভাবনার পাগলামি লক্ষ করল—তখনও সে খেলাটি চালিয়ে যেতে চাইল—কিন্তু কতক্ষণে খেলাটি শেষ হবে তা সে জানত না। মাত্র তিন ফুটের চৌকো টেবিলে এক পা ছোটই হচ্ছিল খুব অস্বস্তি নিয়ে সে দাঁড়াল।

কিন্তু যুবকটি তার নগ্ন শরীর নিয়ে খুশিই ছিল। মেয়েটির লজ্জাময় অনিশ্চয়তা তাকে প্রভাবিত করেছিল। সে মেয়েটিকে সমস্ত ভঙ্গিতেই দেখতে চাইছিল। সে অশ্লীল এবং লালসাপূর্ণ ভঙ্গিতে এমন সব কথা বলছিল মেয়েটি জীবনে শোনেনি। মেয়েটি প্রত্যাখ্যান করতে চাইছিল। ছেলেটি বলছিল এই নামে ডাকার অধিকার সে হারিয়েছে। সমস্ত অনিশ্চয়তায় তার চোখ দিয়ে প্রায় জল পড়ছিল। সে তার কথামতো নিচু হচ্ছিল—তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনে নিতম্ব দোলাচ্ছিল। কোনও এক ভয়ংকর মুহূর্তে তার পোশাক খুলে পড়ল এবং ছেলেটি জোর করে তাকে বিছানায় নিয়ে গেল।

তার সঙ্গে তার সঙ্গম শেষ হল। মেয়েটি খুশি হয়েছিল এই ভেবে সে দুর্ভাগ্যজনক খেলাটি অবশেষে শেষ হল। সেই দুজনের খেলা যারা পরস্পর পরস্পরকে ভালোবাসত। মেয়েটি ছেলেটির মুখটি তার দিকে ঘোরাতে চাইছিল। ছেলেটি বারবার পুনরাবৃত্তি করছিল যাকে সে ভালোবাসে না, তাকে সে চুমু খাবে না। মেয়েটি জোরে কেঁদে উঠল। কিন্তু তার কান্নার অনুমতি নেই। ছেলেটির রাগী আবেগ তার মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছিল। খুব তাড়াতাড়ি দুটি শরীর পরস্পরের মধ্যে একই সুরে বাঁধা হয়ে গেল, দুটি অনুভূতিপূর্ণ শরীর—পরস্পরের থেকে একা। যে অনুভূতিকে মেয়েটি সবচেয়ে ভয় পেত—যাকে সে এতদিন সরিয়ে রাখতে চেয়েছিল। ভালোবাসার খেলা ভালোবাসার আবেগশূন্য। সে জানত নিষেধের বেড়া ভাঙছে—বাধাহীনভাবে তারে চেতনা থেকে দূরে—সে ভয় পেল—সে এরকম অনুভূতি এর আগে কখনও পায়নি—সীমানা ছাড়ানো অনুভূতির আনন্দ।

১২

তারপর সব শেষ হল। ছেলেটি মেয়েটির উপর থেকে নেমে এল—বিছানায় ঝোলানো লম্বা দড়িটার উদ্দেশ্যে—আলো নিভিয়ে দিল। সে মেয়েটির মুখ দেখতে চাইছিল না। কেননা খেলা শেষ হয়েছে—এবার বেচাকেনার সম্পর্ক থেকে তাকে বেরোতে হবে। সে মেয়েটির পাশে বসেছিল অন্ধকারে—তাদের শরীর পরস্পরকে স্পর্শ করছিল না।

কিছুক্ষণ সে ফোঁপানি শুনল। মেয়েটির হাত শিশুর মতো তাকে স্পর্শ করল। সে তাকে স্পর্শ করে অনুনয়ের স্বরে নীরবতা ভঙ্গ করল। তার নাম ধরে ডেকে বলল—"আমি আমাকে... আমি আমিই—। ছেলেটি নীরব, নড়ছিল না। মেয়েটির ঘোষণার শূন্যতা সম্বন্ধে সে সচেতন ছিল।

ছেলেটি শুশ্রূষা শুরু করল (একটু দূর থেকে কেননা সে তার হাতের কাছেই)। সুতরাং মেয়েটিকে সে শান্ত করতে পারল। তখনও তেরোদিন ছুটি বাকি রয়েছে।

অনুবাদ : সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিম্পোসিয়াম

Symposium

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্র থ ম প র্ব

স্টাফরুম

ডাক্তারদের স্টাফরুমে পাঁচটি চরিত্র জড় হয়েছে (যে কোনও শহরের, যে কোনও হাসপাতালের, যে কোনও ওয়ার্ড হতে পারে, আপনি যেমনটি চান) তাদের কথাবার্তা এবং কাজকর্ম মিলে এক নিতান্ত সাধারণ কিন্তু এক মনোরম গল্প হয়ে উঠেছে।

ডাক্তার হাভেল এবং নার্স এলিজাবেট এখানে আছে (দুজনেরই আজ নাইট-ডিউটি পড়েছে), এছাড়া আরও দুজন ডাক্তার আছেন (কয়েক বোতল ওয়াইন সহযোগে কিছুটা সময় কাটাবার অছিলায় তারা এখানে এসেছেন), তাদের ভেতর একজন হচ্ছেন এই ওয়ার্ডের টেকো চিফ ফিজিসিয়ান এবং অন্য এক ওয়ার্ডের এক সুন্দরী তিরিশ বছরের মহিলা ডাক্তার, যাদের দুজনের সম্পর্কের কথা হাসপাতালের কারওর অজানা নয়।

চিফ ফিজিসিয়ান অবশ্যই বিবাহিত, আর কিছুক্ষণ আগেই তিনি তার প্রিয় উক্তিটি করেছেন, যা শুধুমাত্র তার রসবোধেরই নয়, তার অভিপ্রায়েরও জ্বলন্ত নিদর্শন—"মাই ডিয়ার কলিগস্, আপনারা জানেন একজন পুরুষ মানুষের সব চাইতে বড় দুর্ভাগ্য হচ্ছে সুখী বিবাহিত জীবন, বিবাহ বিচ্ছেদের যখন আর কোনও আশা ভরসাই নেই।"

এই চারজন ছাড়া এখানে আরও একজন আছেন, এই পঞ্চমজন এখন এখানে নেই, কারণ বয়সে কনিষ্ঠতম হওয়ার দরুণ তাকে আর একটি বোতল আনতে পাঠানো হয়েছে। ঘরে একটি মাত্র জানলা, আর তার গুরুত্ব হচ্ছে, সেটি উন্মুক্ত (খোলা) এবং বাইরের অন্ধকার থেকে ঘরের ভেতর এক উষ্ণ, চন্দ্রালোকিত সুগন্ধময় রাত সেই উন্মুক্ত জানলার ভেতর দিয়ে ঘরের ভেতর প্রবাহিত হচ্ছে। পরিবেশ যথেষ্ট মনোরম, সকলের সপ্রশংস খোশগল্প মূর্ত হয়ে উঠেছে, বিশেষত চিফ ফিজিসিয়ান যিনি নিজের প্রবচনই মুগ্ধবিস্ময়ে শুনছেন।

কিছুক্ষণ পরে, সন্ধের দিকে (আর এইখানেই আমাদের গল্পের শুরু) এক চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। ডিউটিতে থাকাকালীন একজন নার্সের যতটা মদ্যপান করার কথা, এলিজাবেট তার চাইতে অনেক বেশি পান করে ফেলেছে। তারপর প্রায় নির্লজ্জের মতো হাভেলের প্রতি তার প্রেম নিবেদনের খেলায় মেতে উঠেছে। এইসব হাভেলের প্রকৃতিবিরুদ্ধ, তিনি অত্যন্ত রুষ্ট হয়ে এলিজাবেটকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করেন।

হাভেলের ভর্ৎসনা

"মাই ডিয়ার এলিজাবেট, তোমাকে তো বুঝতে পারি না।

প্রতিদিন গলগলে ঘা-এর চারপাশে ঘুরে বেড়াও, বুড়ো লোকদের কুচকোনো পেছনে ইঞ্জেকশন ফোটাও, এনিমা দাও বেডপ্যান তোলো; তোমার জীবন তোমাকে শরীরসর্বস্ব মনুষ্যজীবনের ক্ষণিকত্ব এবং তার অর্থহীনতা বোঝার ঈর্ষণীয় সুযোগ জুগিয়েছে কিন্তু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার জীবনীশক্তি দেখে গা জ্বলে যায়। তোমার শুধু রক্তমাংসের শরীর হয়ে থাকা এবং শরীর ছাড়া আর কিছু না হওয়ার অদম্য বাসনাকে কেউ তাড়াতে পারবে না। তোমার বক্ষযুগল জানে, নিদেনপক্ষে পাঁচমিটার দূরে দাঁড়িয়ে থাকা কোনও ভদ্রলোকের গা কি করে ছুঁতে হয়। যখন তুমি হাঁটো, তখন তোমার অক্লান্ত পশ্চাৎদেশের অনন্ত দুলুনির কথা ভেবে আমার এখন থেকেই মাথা ঘোরাচ্ছে। জাহান্নামে যাও, আমার চোখের সামনে থেকে দূর হও! তোমার বক্ষযুগল সর্বত্র বিরাজমান—ঈশ্বরের মতো! মিনিট দশেক আগে তোমার ইঞ্জেকশনটা দেওয়া উচিত ছিল!"

ডঃ হাভেল হচ্ছেন মৃত্যু; উনি সবকিছু গ্রহণ করেন

নার্স এলিজাবেট (ঘটা করে বুঝিয়ে দিল যে সে আঘাত পেয়েছে), দুটো বৃদ্ধের পেছনে ছুঁচ ফুটোতে স্টাফরুম ছেড়ে চলে গেল, তখন চিফ ফিজিসিয়ান বললেন, "আমি জানতে চাই হাভেল, কেন তুমি বেচারা এলিজাবেটকে ফিরিয়ে দেবার জেদ ধরেছ বলো তো?"

এক সিপ ওয়াইন মুখে নিয়ে ডঃ হাভেল বললেন, "চিফ, আমার ওপর এইজন্য রাগ করবেই না, ও সুন্দরী নয় বলে, বা ওর বয়স হয়ে যাচ্ছে বলে যে ওকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, তা কিন্তু নয়, আপনি বিশ্বাস করুন, ওর চাইতে অনেক বেশি কুৎসিত এবং অনেক বেশি বয়স্কা মহিলাদেরও আমি গ্রহণ করেছি।"

"হ্যাঁ, এ সর্বজনবিদিত, তুমি হচ্ছ মৃত্যুর মতো, তুমি সকলকে গ্রহণ করো। কিন্তু তাই যদি হয়, তবে এলিজাবেটকে নয় কেন?"

"হয়তো বা এইজন্য", হাভেল বললেন, "নিজের ইচ্ছেটাকেও এমন প্রকটভাবে জাহির করে যে তাকে প্রায় এক ধরনের হুকুম বলে মনে হয়। আপনি বলছেন বটে মেয়েসংক্রান্ত ব্যাপারে আমি মৃত্যুর মতো, কিন্তু, এমনকি, মৃত্যুও কোনও হুকুম মানতে রাজি নন।"

চিফ ফিজিসিয়ানের মহান সফলতা

"তোমার কথাটা বুঝেছি বলে মনে হচ্ছে", চিফ ফিজিসিয়ান উত্তর দিলেন। "আমার বয়স যখন অনেক কম ছিল, একটি মেয়েকে আমি জানতাম, যে সকলের ভোগ্যা ছিল, আর মেয়েটি সুন্দরী ছিল বলে তাকে পাবার জন্য আমি আদা-জল খেয়ে লাগলাম। আর ভাব একবার, সে আমাকে ফিরিয়ে দিল। সে আমার কলিগদের সঙ্গে, ড্রাইভারদের সঙ্গে, এমনকি বয়লারম্যান, বাবুর্চি, আন্ডারটেকারদের সঙ্গেও সহবাস করেছে, কিন্তু আমার সঙ্গে নয়। ভাবতে পার?"

"খুব পারছি।" মহিলা ডাক্তারটি বললেন।

"বলছি শোনো", উনি একটু চটে গিয়ে বললেন, "আমার গ্র্যাজুয়েশনের পরের কথা, আর আমি তখন বেশ একজন কেউকেটা গোছের। আমার ধারণা ছিল সব মেয়েরাই সহজলভ্য, এবং তুলনামূলকভাবে, একটু দুষ্প্রাপ্যনারীদের অর্জন করার পর থেকে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়ে উঠেছিল। আর দেখো, এই সহজলভ্য নারীটি আমার শোকের কারণ হয়ে উঠল।"

"যদি আপনাকে ঠিক জেনে থাকি, তবে এই ব্যাপারে আপনার নিশ্চয়ই কোনও থিওরি হবে।" হাভেল বলে ওঠে।

"হ্যাঁ, আছে, চিফ ফিজিসিয়ান জবাব দিলেন।

"ইর-অ-টিসিজম্ শুধু শরীরেরই চাহিদা নয়, কিন্তু ঠিক সমপরিমাণে সম্মানের চাহিদাও বটে। যে সঙ্গীকে তুমি জিতে নিয়েছ, যে তোমাকে ভালোবাসে, যে তোমার সুখদুঃখের ভার নিয়েছে, সে তোমার যোগ্যতা এবং গুরুত্বের আয়না হয়ে ওঠে। আমার ছোট ছুঁড়িটার জন্য এ এক কঠিন কাজ হল। যখন তুমি সকলের ভোগ্যা তখন এই সাদামাটা কাজটার ভেতর যে কোনও বিশেষ গুরুত্ব থাকতে পারে, তা ভাবা যায় না, আর সেইজন্যই তুমি প্রকৃত ই-র-অ-টিসিজমের সম্মান তোমার সঙ্গীর কাছে খুঁজতে থাক, একমাত্র ব্যক্তি যে মেয়েটিকে তার যোগ্যতার যথার্থ মূল্য দিতে পারবে, সে হচ্ছে, যে ওকে আকাঙ্ক্ষা করেছে এবং যাকে ও নিজেই প্রত্যাখ্যান করতে পেরেছে। আর যেহেতু সে যথেষ্ট যুক্তিসংগতভাবে প্রমাণ করতে চেয়েছিল যে সে হচ্ছে, একজন শ্রেষ্ঠ নারী এবং শ্রেষ্ঠ সুন্দরী—সেইজন্য সে এমন এক পুরুষের সন্ধানরত ছিল যাকে সে অনেক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বেছে নিতে পারবে এবং তাকেই তার প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সম্মানিত করতে পারবে। সব শেষে যখন সে আমাকেই বেছে নিল, আমি বুঝেছিলাম যে আমার জন্য এ এক বিরল সম্মান, এবং আজ অবধি একে আমার ই-র-অ-টিসিজমের সব চাইতে বড় জয় বলে মনে করি।"

"জলকে যেভাবে আপনি ওয়াইনে পরিণত করলেন, তা সত্যিই অসাধারণ।" মহিলা ডাক্তারটি বললেন।

"তোমাকে জয় করাটা তেমন মহান মনে করিনি বলে কি তুমি মনে কষ্ট পেলে? আমাকে বোঝার চেষ্টা করো। যদিও তুমি একজন সাধ্বী নারী, আমি নই, তৎসত্ত্বেও (এ যে আমাকে কতটা দুঃখ দেয়, তা যদি জানতে) আমি তোমার জীবনের প্রথম এবং শেষ পুরুষ নই, কিন্তু ওই দেহোপজীবনীর কাছে আমি তাই ছিলাম। বিশ্বাস করো ও আমাকে কোনওদিন ভোলেনি এবং আজ অবধি ও আমাকে কীভাবে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সে কথা খুব আকুলভাবে মনে করে। এই কাহিনিটি হাভেলের এলিজাবেটকে প্রত্যাখ্যানের দৃষ্টান্তটা দেখাবার জন্য বললাম।"

মুক্তির গুণগানের জন্য

"গুড গড স্যার" হাভেল কঁকিয়ে ওঠে "আশা করি আপনি এই তো বলতে চাইছেন না যে এলিজাবেটের ভেতর অমি আমার মানবিক মূল্যের প্রতিচ্ছবির সন্ধান করছি!"

"এক্কেবারেই না", তিক্তস্বরে মহিলা ডাক্তারটি বললেন। "তুমি তো আগেই বলে দিয়েছ এলিজাবেটের প্ররোচিত করার ঢংটা, এক কড়া হুকুমের মতো তোমার মনে হয়, আর তোমার পছন্দের মেয়েটিকে তুমি নিজেই বেছে নেবে, আর সেই ভ্রান্তিটাকেই তুমি জিইয়ে রাখতে চাও।"

"যদিও জানেন, ব্যাপারটাকে বোঝাবার জন্য এই শব্দগুলোই আমি ব্যবহার করেছি, আসলে ঘটনাটা কিন্তু তা নয়।" হাভেল একটু চিন্তা করে, "যখন বলেছিলাম যে এলিজাবেটের প্ররোচিত করার ধরনটা আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়, তখন আসলে আমি একটু বেশিরকম

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চালাক হবার চেষ্টা করছিলাম। সত্যি কথা বলতে কী আমার অনেক মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হয়েছে, যারা আমাকে অনেক বেশিরকম উত্তেজিত করতে পেরেছে আর আমার তা ভালোও লাগত, কারণ ঘটনার গতি তার জন্য দ্রুত এগিয়ে যেত।"

"তবে কেন তুমি এলিজাবেটকে গ্রহণ করতে চাও না, বলো তো?"

"চিফ, আপনার প্রশ্নটা প্রথমে যত নির্বোধের মতো ঠেকেছিল, ততটা আসলে নয়, কারণ আমি দেখছি যে এর উত্তর দেওয়া বেশ কঠিন হয়ে পড়ছে। কেন ওকে গ্রহণ করতে পারছি না, সত্যি বলতে কী তার কারণ আমার জানা নেই। ওর চাইতে অনেক কুৎসিত, অনেক বয়স্ক মহিলারা, যারা আরও অনেক বেশিরকম উত্তেজনার খোরাক আমাকে জুগিয়েছে, তাদেরও গ্রহণ করেছি, তার থেকে এই ধরে নেওয়া যায় যে আমার ওকে গ্রহণ করা উচিত। স্ট্যাটিস্‌সিয়ানরা এই বলবে, সব সাইবারনেটিং-মেশিনও একই উপসংহারে পৌঁছাবে। হয়তো সেইসব কারণেও ওকে গ্রহণ করতে আমি নারাজ। প্রয়োজনকে হয়তো বা আমি ঠেকিয়ে রাখতে চাই, কার্যকারণ সম্পর্ককে ধূলিসাৎ করে দিতে চাই। বিশ্বের নির্ধারিত নীরস গতিকে খেয়ালের উন্মুক্ত ইচ্ছের দ্বারা উড়িয়ে দিতে চাই।"

"কিন্তু এর জন্য এলিজাবেটকেই বা বেছে নিলে কেন?" চিফ ফিজিসিয়ান জানতে চাইলেন।

"এর কোনও কারণ নেই বলে। যদি কোনও কারণ থাকত তবে তাকে আমি আগেই খুঁজে পেতাম, এবং আগে থেকেই কী করণীয় তা স্থির করতে পারতাম। এই কারণহীনতার জন্য সামান্যতম মুক্তি আমাদের ভাগ্যে জুটেছে, যে মুক্তির জন্য আমাদের অক্লান্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, যাতে এই কঠিন নিয়মে বাঁধা পৃথিবীতে কিছু মানবিক অনিয়ম টিকে থাকতে পারে। মাই ডিয়ার কলিগ্‌স্‌, দীর্ঘজীবী হোক মুক্তি।" হাভেল বলল এবং তার গ্লাসটা করুণভাবে তুলে ধরল।

মানুষের দায়িত্ব কতদূর যেতে পারে

এমন সময় ঘরে একটা নতুন বোতলের আবির্ভাব সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যে ছিপছিপে সুন্দর তরুণটি বোতল হাতে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিল; সে হচ্ছে ওয়ার্ডের ইনটার্ন ফ্ল্যাজম্যান। সে বোতলটি টেবিলের ওপর (খুব আস্তে আস্তে) রেখে, কর্কস্ক্রু (অনেকক্ষণ ধরে) খুঁজল, তারপর (বেশ আস্তে) বোতলের ভেতর স্ক্রুটি ঠেলে ঢুকিয়ে (একটু ভেবেচিন্তে) সেটিকে টেনে বার করল। এসব থেকে ওর চরিত্রের ধীরতা বোঝা গেল বটে, কিন্তু এর দ্বারা ওর আনাড়িপনার চাইতে অনেক বেশিরকম ওর আলস্যজড়িত আত্মপ্রেমের বহর প্রকাশ পেল। এই তরুণ ইনটার্ন বহির্বিশ্বের খুঁটিনাটি এড়িয়ে গিয়ে আত্মপ্রেমে বিভোর হয়ে তার হৃদয়ের অন্তঃপুরে শান্তিতে দৃষ্টি মেলে দিতেই বেশি পছন্দ করে। ডঃ হাভেল বলল, "আমরা এতক্ষণ ধরে যা কিছু বকে যাচ্ছিলাম, তার কোনওকিছুরই কোনও মানে হয় না। আমি এলিজাবেটকে প্রত্যাখ্যান করিনি, এলিজাবেটই আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। দুর্ভাগ্যবশত, যে কোনও কারণেই হোক না কেন ও ফ্ল্যাজম্যানের জন্য পাগল।"

"আমার জন্য?" বোতলের থেকে মাথা তুলে, ধীর পায়ে কর্কস্ক্রুটাকে স্বস্থানে স্থানান্তরিত করে, টেবিলে ফিরে, বড় বড় টাম্বলারে ওয়াইন ঢালতে থাকে।

"তুমি তো আচ্ছা লোক হে", চিফ ফিজিসিয়ান হাভেলের পক্ষ সমর্থন করে বলে উঠলেন। "তুমি ছাড়া সকলে এই ব্যাপারটা জানে, যবে থেকে তুমি এই ওয়ার্ডে এসেছ এলিজাবেটকে সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে উঠেছে। আজ দু'মাস ধরে এইরকম চলছে।"

চিফ ফিজিসিয়ানের দিকে তাকিয়ে থেকে ফ্ল্যাজম্যান বলল, "আমি সত্যিই তা জানতাম না।" তারপর আরও বলে "এসবে আমার কোনও উৎসাহ নেই।"

"আর তোমার ওইসব ভদ্রলোক জনোচিত বক্তৃতার কী হল? যতসব মহিলাদের সম্মান নিয়ে বকর-বকর?" হাভেল কঠিন হবার ভান করে বলে, "এলিজাবেটের কষ্টের কারণ তুমি তাতেও তোমার কোনও উৎসাহ নেই বলছ?"

"মহিলাদের জন্য আমার করুণা হয় কিন্তু তাদের জ্ঞানত কোনও দুঃখ দিতে আমি পারি না" ফ্ল্যাজম্যান বলে, "কিন্তু অজান্তে যদি কিছু করে ফেলি তার দায় কিন্তু আমার নয় কারণ তার রাশটানার কোনও ক্ষমতা যখন আমার হাতে নেই, সেইজন্য এই ব্যাপারে আমি দায়মুক্ত।"

তারপর এলিজাবেট ঘরে এল। এটা খুব স্পষ্ট বোধগম্য হল যে সে স্থির করেছে, অপমান ভুলে গিয়ে, যেন কিছুই হয়নি সেই ভাবে স্বাভাবিক আচরণ করাটাই সমীচীন, সেইজন্য সে সবচাইতে অস্বাভাবিক আচরণ করতে শুরু করল। চিফ ফিজিসিয়ান একটি চেয়ার টেবিলের কাছে এগিয়ে দিয়ে, ওকে একটি গ্লাসে ওয়াইন ঢেলে দিলেন। "ড্রিং এলিজাবেট, আর ভুলে যাও তোমার সঙ্গে যা কিছু হয়েছে।"

"নিশ্চয়ই", এক গাল হেসে এলিজাবেট গ্লাস খালি করে ফেলল।

আর চিফ ফিজিসিয়ান ফ্ল্যাজম্যানের দিকে আর একবার তাকালেন, "একজন মানুষের দায়িত্বশীলতা যদি তার জ্ঞানের সীমার ভেতর সীমাবদ্ধ থাকত তবে হাবাগোবারা তাদের দোষত্রুটির জন্য আগে থেকেই রেহাই পেয়ে যেত। শুধু মাইডিয়ার ফ্ল্যাজম্যান, জানাটা হচ্ছে কর্তব্য, জানতে হবে। একজন মানুষ যে তার অজ্ঞতার জন্য দায়ী। অজ্ঞতা এক অপরাধ। আর সেইজন্যই তোমার অপরাধ থেকে তুমি কোনওভাবেই মুক্তি পেতে পার না। সেইজন্য আমি ঘোষণা করছি মহিলা-সংক্রান্ত ব্যাপারে তুমি এক অভব্য-বর্বর, সে তুমি যতই তর্ক করো না কেন।"

নিষ্কাম প্রেমের প্রশংসায়

"ভাবছিলাম, মিস ক্লারাকে যেই অ্যাপার্টমেন্টটা সাবলেট করার কথা দিয়েছিলে, তা কি হয়েছে?" হাভেল ফ্ল্যাজম্যানকে জিজ্ঞেস করে, যে এক বিশেষ নারীর হৃদয় জয় করার অপপ্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে (যাকে এইখানে উপস্থিত সকলে চেনে)।

"না, হয়নি, কিন্তু চেষ্টা করে যাচ্ছি।"

"মহিলাদের প্রতি ফ্ল্যাজম্যানের ব্যবহার একেবারে ভদ্রসন্তানের মতো। আমাদের কলিগ ফ্ল্যাজম্যান মেয়েদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরায় না।" ফ্ল্যাজম্যানের হয়ে মহিলা ডাক্তারটি বললেন।

"মেয়েদের প্রতি নিষ্ঠুরতা আমার সহ্য হয় না, কারণ ওদের প্রতি আমার করুণা হয়।" ইনটার্ন বলল।

"সেই একই হল, ক্লারা এখনও তোমার কাছে নিজেকে সঁপে দেয়নি।" এই কথা ফ্ল্যাজম্যানকে বলে এলিজাবেট এমন বেয়াদপের মতো হাসতে শুরু করল যে চিফ ফিজিসিয়ানকে পরিস্থিতি সামাল দিতে আবার এগিয়ে আসতে হল।

"ও নিজেকে সমর্পণ করেছিল কি করেনি, সেটা অত গুরুত্বপূর্ণ নয়, এলিজাবেট, যেমনটি তুমি ভাবছ। একথা সর্বজনবিদিত যে অ্যাডেলেডকে কাসট্রেট করা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও হেলোয়া আর অ্যাডেলেড, দুজন দুজনের প্রতি প্রেমে বিশ্বস্ত ছিল। ওদের প্রেম অমর। জর্জ স্যান্ড সোঁপার সঙ্গে সাত বছর ছিলেন, কোনও শারীরিক সম্পর্ক ছাড়া, নিষ্কলঙ্ক কুমারীর মতো, আর প্রেমের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে তুমি কোনও প্রতিযোগিতায় নামবে তার সম্ভাবনা তোমার কোটিতে একটিও নেই!

প্রেমের এই মহত্ত্বের প্রসঙ্গে আমি সেই মেয়েটির কথা বলতে চাই না, যে তার প্রত্যাখ্যানের দ্বারা আমাকে প্রেমের মহত্তম পুরস্কারটি দিয়েছিল। কিন্তু ভালো করে শোনো, মাই ডিয়ার এলিজাবেট, প্রেম সম্পর্কে প্রতিনিয়ত তুমি যা চিন্তা করো, আসল প্রেমের সঙ্গে তার সম্পর্ক অত্যন্ত ক্ষীণ। ক্লারা যে ফ্ল্যাজম্যানকে ভালোবাসে সে ব্যাপারে তোমার নিশ্চয়ই কোনও সন্দেহ নেই! ফ্ল্যাজম্যানের সঙ্গে ওর সম্পর্ক খুব সুন্দর কিন্তু তা সত্ত্বেও ও ফ্ল্যাজম্যানকে প্রত্যাখ্যান করেছে। এটা শুনতে তোমার হয়তো খুব অযৌক্তিক মনে হবে, কিন্তু প্রেম হচ্ছে সংক্ষেপে এমন কিছু যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।"

"এতে অযৌক্তিকতার কী আছে?" আর একবার এলিজাবেট অশালীনভাবে হাসল। "ক্লারার অ্যাপার্টমেন্টটার প্রয়োজন আছে, সেইজন্য ও ফ্ল্যাজম্যানের সঙ্গে সৌহার্দ্য রেখেছে, কিন্তু ওর সঙ্গে ও বিছানায় যেতে নারাজ কারণ হয়তো বা ও অন্য কারুর শয্যাসঙ্গিনী, কিন্তু সে তো ক্লারাকে একটা অ্যাপার্টমেন্ট পাইয়ে দিতে পারবে না।"

এমন সময় ফ্ল্যাজম্যান তার মাথা উঁচিয়ে বলল, "তোমাকে আর সহ্য করা যাচ্ছে না, তুমি ঠিক একটা উঠতি বয়সের মেয়ের মতো করছ। এমনও তো হতে পারে যে ওর সম্ভ্রমবোধ ওকে ঠেকিয়ে রাখছে? তোমার মাথায় সেসব চিন্তা আসবে না, আসবে কি? এমনও তো হতে পারে যে ওর কোনও অসুখ আছে, আমার কাছ থেকে যা ও লুকিয়ে রাখতে চায়? কোনও অপারেশনের দাগ যা ওর সৌন্দর্যহানি করেছে? এইসব কারণের জন্য মেয়েরা অসম্ভব লজ্জা বোধ করে, কিন্তু তুমি এলিজাবেট, তুমি তো এসবের কিছুই বুঝবে না।"

"তা না হলে" চিফ ফিজিসিয়ান ফ্ল্যাজম্যানের সাহায্যে এগিয়ে এলেন, "ক্লারা যখন ফ্ল্যাজম্যানের সামনাসামনি থাকে, তখন সে তার প্রেমের যন্ত্রণায় এমন আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে ফ্ল্যাজম্যানের শয্যায় সঙ্গ দিতে পারে না। এলিজাবেট তুমি কি কাউকে এমন ভালোবাসতে পারবে যে, শুধু সেই জন্যই তুমি তার শয্যাসঙ্গিনী হতে পারলে না?"

এলিজাবেট স্বীকার করে যে সে তা কল্পনাও করতে পারে না।

সংকেত

এই অবধি এসে আমরা আলাপ-আলোচনাটা কিছু সময়ের জন্য স্থগিত রেখে (ওরা একটানা ওদের তুচ্ছতাচ্ছিল্য নিয়ে আলোচনা চালিয়েই যাচ্ছিল) এইটুকু বলতে চাই যে, ফ্ল্যাজম্যান এই পুরো সময়টা ধরে মহিলা ডাক্তারটির দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল,

কারণ ওকে প্রথম দেখার পর থেকেই (এক মাস আগে) ওকে ফ্ল্যাজম্যানের অসম্ভব আকর্ষণীয় মনে হয়েছে। ফ্ল্যাজম্যান ওকে দেখে মুগ্ধ, ওর ত্রিশ বছরের সৌন্দর্য ওর চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে। এতদিন অবধি ওকে শুধু ও যাওয়া আসার পথেই দেখেছে, কিন্তু আজ এই প্রথমবার ওর সঙ্গে এক ঘরে, এত দীর্ঘসময় কাটাবার সুযোগ পেয়েছে। ওর মনে হয়েছে প্রায় সময়ই ওদের দৃষ্টিবিনিময় হয়েছে আর এই কারণে ও যথেষ্ট উত্তেজিত বোধ করছিল।

এমনই এক দৃষ্টিবিনিময়ের পর, মহিলা ডাক্তারটি বিনা কারণে জানলার কাছে গিয়ে বলে, "বাইরেটা কী চমৎকার। আকাশে পূর্ণচন্দ্র...." আর তারপর ফ্ল্যাজম্যানের সঙ্গে দ্রুত দৃষ্টিবিনিময় হয়।

এহেন পরিস্থিতির প্রতি ফ্ল্যাজম্যান অন্ধ নয়, এবং ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে যে এটি একটি সংকেত—সংকেতটি ওরই জন্য। ওর বুক ফুলে উঠছে ও বুঝতে পারে। ওর বুক এক স্পর্শকাতর যন্ত্র, স্ট্রডিভিয়াসের ওয়র্কশপের মতো। থেকে থেকেই এই পূর্ববর্ণিত স্ফীতি ও অনুভব করতে থাকে, এবং প্রতিবার ও নিঃসংশয় হয়ে ওঠে যে এই স্ফীতির সঙ্গে এক ভবিষদ্বাণীর মতো অবশ্যম্ভাবী কিছু জড়িয়ে আছে, যা কোনও মহান এবং অভূতপূর্বের আবির্ভাবের কথা জানাচ্ছে, যা ওর সমস্ত স্বপ্নকে ছাপিয়ে উঠবে।

এইবার এই স্ফীতির দ্বারা ও কিছুটা হতবুদ্ধি এবং (হৃদয়ের এক কোণে এই নিশ্চলতা এখনও পৌঁছায়নি) কিছুটা আশ্চর্য হয়েছে। কী করে ওর ইচ্ছে এত জোরদার হয়ে উঠল যে তার ডাকে বাস্তবতা নতমস্তকে দ্রুত সত্যে পরিণত হয়ে উঠল? নিজের ক্ষমতার মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে ও অপেক্ষা করতে থাকে আলোচনাটা কখন উত্তপ্ত হয়ে উঠবে এবং আলোচনার অংশীদাররা ওর উপস্থিতির কথা বিস্মৃত হয়ে যাবে। পরিস্থিতি সেই জায়গায় পৌঁছানোমাত্র ও ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

জোড়হস্তে সুদর্শন যুবক

হাসপাতালের বাগানে (অন্যান্য প্যাভিলিয়নের পাশে) এক চমৎকার প্যাভিলিয়নের একতলার একটি ওয়ার্ডে এই অপরিকল্পিত মদের আসরটি বসেছে। ফ্ল্যাজম্যান এবার বাগানে এল। এক প্লান গাছের লম্বা গুঁড়িতে হেলান দিয়ে ও একটি সিগারেট ধরায়, তারপর আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। গ্রীষ্মকাল, বাতাসে ফুলের সুগন্ধ ভাসে, আর নিকষকালো আকাশে ঝুলে থাকে এক গোলাকৃতি চাঁদ।

পরবর্তী ঘটনাগুলি কী হতে পারে ফ্ল্যাজম্যান তা কল্পনা করার চেষ্টা করে। মহিলা ডাক্তার ওকে বাইরে যাবার ইচ্ছা জ্ঞাপন করার পর এখন সময় গুনছে তার টেকোমাথা কখন তার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে কথাবার্তায় জড়িয়ে পড়বে, আর, সেই অবসরে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ছুতোয় নিজেকে ওইখান থেকে ও সরিয়ে আনতে পারবে।

আর কী ঘটতে পারে? ইচ্ছে করেই ও আর কিছু ভাবতে চায় না। ওর স্ফীত হৃদয় এক প্রেমের খবর জানতে পেরেছে, আর ওর জন্য তাই যথেষ্ট, ওর সৌভাগ্যের ওপর ওর আস্থা আছে, ওর প্রেমের তারকার ওপর ওর আস্থা আছে, আর মহিলা ডাক্তারটির ওপরও ওর আস্থা আছে। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভরপুর হয়ে (এমনই এক আত্মবিশ্বাস যে নিজেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে নিজেই বিস্মিত), ও এক মনোরম নিষ্ক্রিয়তায় নিমজ্জিত হয়। অর্থাৎ নিজেকে চিরদিন সে অসম্ভব আকর্ষণীয় এক সফল পুরুষ বলে মনে করেছে, করজোড়ে সে এক ভালোবাসার অপেক্ষা করে যা ওর বাসনা চরিতার্থ করবে।

এই অবকাশে হয়তো বা উল্লেখ করা সমীচীন হবে যে ফ্ল্যাজম্যান একটানা কোনওরকমভাবে বাধাপ্রাপ্ত না হয়েই নিজেকে পর্যবেক্ষণ করতে পারে, ওর জোড়া ওর সঙ্গে সর্বক্ষণ থাকে, সেইজন্য ওর নিঃসঙ্গতাও হয়ে ওঠে যথেষ্ট কৌতূহলোদ্দীপক। এখন এক প্লান গাছের গায়ে হেলান দিয়ে ও শুধু সিগারেটই ফুঁকছে না, একই সঙ্গে আত্মপ্রেমের সঙ্গে নিজেকেও পর্যবেক্ষণ করছে। ও দেখছে কীভাবে এক প্লান গাছে হেলান দিয়ে (সুদর্শন ছেলেমানুষের মতো) বেপরোয়া মতো ও সিগারেট ফুঁকছে। প্যাভিলিয়ন থেকে হালকা পায়ের শব্দ আসার আগে অবধি ও ওর মনটাকে এই দৃশ্যে আবদ্ধ রাখে। ও ঘুরে দাঁড়ায় না ইচ্ছাকৃতভাবে। সিগারেটে আর এক টান দিয়ে, ধোঁয়া ছেড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকে। পায়ের শব্দ কাছে এগিয়ে এলে, এক কোমল, বিজয়ীর গলায় বলে ওঠে, "আমি জানতাম, তুমি আসবে।"

প্রস্রাব

"এটা বোঝা এমন কঠিন কিছু নয়," চিফ ফিজিসিয়ান বললেন। "আধুনিক ব্যবস্থাগুলো এতই যাচ্ছেতাই যে আমি সবসময় প্রকৃতির কাছে নিজেকে মুক্ত করতে চেষ্টা করি। আমার ক্ষীণ, সোনালি ঝরনা শিগগিরই আশ্চর্যরকমভাবে ঘাস, মৃত্তিকা, ধরিত্রীর সঙ্গে মিশে যাবে। কারণ, ফ্ল্যাজম্যান, আমি ধুলো থেকে উঠেছি, এখন অন্তত আমার কিছু অংশ ধুলোয় মিশে যাক। প্রকৃতির কাছে জলধারা ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এক ধর্মীয় আচার, যার দ্বারা ধরিত্রীকে কথা দেওয়া হল যে, তার কাছেই আবার ফিরে আসব।"

ফ্ল্যাজম্যানকে নীরব দেখে চিফ ফিজিসিয়ান জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কী হল? তুমি কি চাঁদ দেখতে এসেছিলে?" ফ্ল্যাজম্যান যখন জেদির মতো চুপ করেই রইল, তখন চিফ ফিজিসিয়ান বললেন, "তুমি একটা আস্ত পাগল ফ্ল্যাজম্যান, আর সেইজন্যই তোমাকে এত ভালো লাগে।" ফ্ল্যাজম্যান চিফ ফিজিসিয়ানের কথার ভেতর রসিকতার আভাস পেয়ে এবং নিজের সম্পর্কে ধারণাটা ঠিক রেখে বলল, "চাঁদের কথা থাক, আমিও নিজেকে মুক্ত করতে এসেছিলাম।"

"মাই ডিয়ার ফ্ল্যাজম্যান", চিফ ফিজিসিয়ান খুব কোমলস্বরে বললেন, "তোমার বুড়ো বসের জন্য এ এক অসাধারণ দাক্ষিণ্য বলে মনে করি।"

তারপর প্লান গাছের নীচে দাঁড়িয়ে দুজন নিজেদের বিমুক্ত করল। চিফ ফিজিসিয়ান অক্লান্ত উৎসাহে এক পবিত্র আচার হিসেবে এর বর্ণনা নানাভাবে করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় পর্ব

বিদ্রূপে ভরপুর সুদর্শন যুবক

চিফ ফিজিসিয়ান, ইনটার্নের কাঁধে সস্নেহে হাত রাখেন, তারপর করিডর পেরিয়ে স্টাফ রুমে আসেন। ফ্ল্যাজম্যানের দৃঢ় ধারণা, মহিলা ডাক্তারের সংকেত টেকোমাথার বোধগম্য হয়েছে, আর সেইজন্যই, বন্ধুত্বের এই আবেগ জড়িত উচ্ছ্বাসের আড়ালে উনি আসলে ওকে বিদ্রূপই করছেন। বস-এর হাত ওর কাঁধের ওপর থেকে সরাতে পারেনি বটে, কিন্তু তার জন্য ওর বুকের ভেতর আরও বেশিরকম রাগ জমা হতে থাকে। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, ও যে শুধু রাগে আগুন তাই নয়, নিজের এই অবস্থাটা পর্যবেক্ষণেও ও সক্ষম। সকলকে অবাক করে দিয়ে যে যুবক এইমাত্র স্টাফরুমে পা রেখেছে, সে এক পরিবর্তিত মানুষ, সে অসম্ভব রসিক, তীব্র বিদ্রূপে প্রায় ভয়ংকর, এবং নিজের রাগের এই ভয়ংকর রূপ ও উপভোগ করতে থাকে।

ওরা দুজন যখন ঘরে এল, এলিজাবেট তখন কদর্যভাবে কোমর দুলিয়ে টুইস্ট নাচছে, তার সঙ্গে নিম্নস্বরে গলা দিয়ে গান-এর মতো কিছু শব্দ নির্গত করছে।

ডঃ হাভেলের দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ আর মহিলা ডাক্তার ওদের মানসিক চোট একটু হালকা করার জন্য বললেন, "এলিজাবেট, নাচছে", ডঃ হাভেল আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বললেন, "ও একটু নেশাগ্রস্ত।"

এলিজাবেট তার পেছন দোলানো বন্ধ না করে, হাভেলের মাথার সামনে দাঁড়িয়ে শরীরের ওপরের অংশ দোলাতে থাকল।

"এমন সুন্দর নাচ, তুমি কোথায় শিখেছ?" চিফ ফিজিসিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

ফ্ল্যাজম্যান বিদ্রূপে ফেটে পড়ে এবং প্রকাশ্যে হাসতে থাকে।

"হা-হা-হা! খুব সুন্দর নাচ! হা-হা-হা!"

"ভিয়েনার একটা স্ট্রিপটিস জয়েন্টে দেখেছি।" এলিজাবেটের উত্তর।

"আচ্ছা, আচ্ছা", চিফ ফিজিসিয়ান একটু নরম করে ওকে শাসন করলেন, "তা, কবে থেকে আমাদের নার্সরা স্ট্রিপটিস জয়েন্টে যেতে শুরু করেছে?"

"এটা নিষিদ্ধ বলে তো আমার জানা ছিল না, চিফ।" চিফ ফিজিসিয়ানের চারপাশে শরীর দোলাতে দোলাতে এলিজাবেট বলল।

ফ্ল্যাজম্যানের পিত্তি জ্বলে ওঠে, ওর মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে, "স্ট্রিপ করার চাইতে, তোমার একটা ব্রোমাইড নেওয়া দরকার। তুমি আমাদের সকলকে ধর্ষণ করে তবে ছাড়বে।"

"কিছু চিন্তা কোরো না, মায়ের কোল থেকে বাচ্চাদের আমি ছিনিয়ে নিই না", এলিজাবেট হাভেলের চারপাশে শরীর দোলাতে দোলাতে পাল্টা উত্তর দেয়।

"আর তোমার স্ট্রিপটিস ভালো লেগেছিল?" চিফ ফিজিসিয়ান ওকে পিতৃসুলভ স্নেহে জিজ্ঞেস করেন।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"হ্যাঁ লেগেছিল, এলিজাবেট বলে।" ওখানে বিশাল বুক-অলা একটা মেয়ে ছিল, কিন্তু দেখুন, আমারটাও কত সুন্দর।" এই বলে ও বুকে হাত বোলায়।

পশ্চাৎদেশের আকারে শোক

এলিজাবেটের নাচ চলতেই থাকে, কিন্তু ভিয়েনার স্ট্রিপজয়েন্টের চাইতে তার দর্শকরা অনেক নিম্নমানের; হাভেল মাথা নামিয়ে রাখে, মহিলা ডাক্তারের চোখে মুখে ঘৃণা, বিরক্তি নিয়ে ফ্ল্যাজম্যান, এবং চিফ ফিজিসিয়ান পিতার তুল্য সহনশীলতা নিয়ে দেখতে থাকেন। নার্সদের সাদা-অ্যাপ্রনে ঢাকা এলিজাবেটের পশ্চাৎদেশ সূর্যের মতো বৃত্তাকারে ঘুরতে থাকে, কিন্তু সে যেন এক নির্বাপিত সূর্য, (শ্বেত-শুভ্র শবাচ্ছাদন বস্ত্রে আচ্ছাদিত), সে এমনই এক সূর্য, উপস্থিত ডাক্তারদের উদাসীন এবং বিমূঢ় দৃষ্টির আতিশয্যই যার একমাত্র নিয়তি।

একটা সময় যখন মনে হয় এলিজাবেট, সত্যি সত্যি তার জামাকাপড় ছুঁড়ে ফেলে দেবে, চিফ ফিজিসিয়ান অস্বস্তির সঙ্গে প্রতিবাদ করে ওঠেন, "এলিজাবেট ডিয়ার, তোমার ভিয়েনার শো এইখানে আমি দেখাতে দেব না।"

"আপনার কিসের ভয়, চিফ! একজন নগ্ন নারীকে দেখতে ঠিক কেমন হওয়া উচিত, তা আপনি দেখতে পাবেন।" এলিজাবেট চেঁচিয়ে ওঠে, তারপর হাভেলের দিকে আর একবার ঘুরে তার বক্ষযুগল দিয়ে শাসাতে শাসাতে বলে, "হাভেল, আমার সোনা, কী হল? তোমার ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে যেন কোনও শোকসভায় এসেছ, মাথা তোলো! তোমার কি কেউ মারা গেছে! আমার দিকে দেখো। আমি অন্তত বেঁচে আছি! আমি মারা যাইনি, কিছুক্ষণের জন্য অন্তত আমি বেঁচে আছি। আমি মারা যায়নি। বেঁচে আছি।" এই কথাগুলো বলার পর ওর পশ্চাৎদেশ আর পশ্চাৎদেশ থাকেনি, এক সাক্ষাৎ কারুণ্য, সাক্ষাৎ কারুণ্যে পরিণত হয়, এক সুন্দরভাবে সৃষ্ট শোক, ঘরের চতুর্দিকে নৃত্যরত।

"এলিজাবেট, তুমি এসব বন্ধ করো।" মেঝেতে দৃষ্টিনিবদ্ধ রেখে হাভেল বলে।

"বন্ধ করবো?" এলিজাবেট বলে ওঠে, "কিন্তু শুধু তোমার জন্যই তো নাচছি। এখন তোমার জন্য একটা স্ট্রিপটিস করব। মহান স্ট্রিপটিস।" এই বলে ও তার স্মক্‌টা খুলে ফেলে, এবং নাচতে নাচতে ওটাকে টেবিলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে।

চিফ ফিজিসিয়ান, আর একবার ভয়ে ভয়ে প্রতিবাদ করলেন, "এলিজাবেট, মাই ডিয়ার, তোমার স্ট্রিপটিসটা অন্য জায়গায় করলে ভালো হবে, কিন্তু এটা হাসপাতাল, তা তো তোমাকে বুঝতে হবে।"

মহান স্ট্রিপটিস

"চিফ, কতটা কী করতে পারি, তা আমি জানি!" এখন এলিজাবেট, সাদা কলার দেওয়া, নীল রং-এর স্টেট ইউনিফর্ম পরে আছে, আর ওর কোমর দোলানো থামেনি।

কোমরের ওপর হাত রেখে নাচতে নাচতে হাতদুটো শরীরের গা বেয়ে মাথার ওপর উঠিয়ে দেয়। তারপর ডান হাত দিয়ে বাঁ হাত, আর বাঁ হাত দিয়ে ডান হাত বুলোয়, তারপর দু'হাত দিয়ে এমন ভাব করে যেন, ফ্ল্যাজম্যানের দিকে ওর ব্লাউজটাকে ছুঁড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

দিচ্ছে। চমকে ওঠে ফ্ল্যাজম্যান, তারপর এক লাফ দিয়ে পিছিয়ে যায়। "মায়ের ছোট খোকাটি, তুমি ধরতে পারলে না!" এলিজাবেট চিৎকার করে বলে।

তারপর ও ওর দুই হাত আবার কোমরে রেখে, পা বেয়ে হাত দুটো নীচে নামিয়ে দেয়। ও ঝুঁকে নিচু হবার পর প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পা উঠিয়ে দেয়, তারপর চিফ ফিজিসিয়ানের দিকে তাকিয়ে ডান হাত দিয়ে ওর কাল্পনিক স্কার্টটাকে ছুঁড়ে ফেলে। চিফ ফিজিসিয়ান তার আঙুল ছড়িয়ে, হাত বাড়িয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাতের মুঠির ভেতর ধরে নেন। তারপর হাঁটুর ওপর এক হাত রেখে, অন্য হাতের আঙুল দিয়ে এলিজাবেটের দিকে এক চুম্বন ছুঁড়ে দেন।

আরও একটু দুলুনি আর নাচের পর এলিজাবেট পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে, হাত দুটো ভাঁজ করে পেছন দিকে নিয়ে যায়। তারপর নাচের ছন্দের সঙ্গে সঙ্গে, হাতদুটোকে সামনে এনে, ডান হাত দিয়ে বাঁ কাঁধে, আবার বাঁ হাত দিয়ে ডান কাঁধ বুলোয়, তারপর আবার কাল্পনিক কিছু নামিয়ে আনার পর, হাভেলের দিকে ছোঁড়ে। হাভেলও অন্যমনস্কভাবে তার হাতটাকে নাড়ায়।

এইবার এলিজাবেট, সোজা হয়ে, ঘরের চারিদিকে রাজকীয় ভঙ্গিতে ঘুরতে থাকে, চারজন দর্শকের কাছেই পালা পালা করে গিয়ে, সকলের দিকে ওর শরীরের ওপরের অংশের কাল্পনিক নগ্নতার আঘাতে আহত করার ভান করে। সব শেষে হাভেলের সামনে এসে ও থামে, আর একবার ওর কোমর দুলিয়ে, সামান্য নিচু হয়ে, দুই হাত দুই পায়ের ওপর দিয়ে নীচে নামিয়ে আনে, এবং আগের মত, প্রথম এক পা, পরে দ্বিতীয় পা-টা তোলে। এরপর বিজয়ীর মতো সোজা উঠে দাঁড়ায় ডান হাত তুলে, বুড়ো আঙুল আর মধ্যমা দিয়ে এক অদৃশ্য স্লিপ ধরে থাকে। এইবার স্লিপটাকে হাভেলের দিকে ছুঁড়ে দেয়।

ওর কাল্পনিক নগ্নতার পূর্ণ সৌন্দর্যে ও আবার ওর পায়ের আঙুলের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে। ও আর কারওর দিকে তাকাচ্ছিল না, হাভেলের দিকেও নয়, কিন্তু ওর অর্ধনিমীলিত চক্ষু আর ওর আনত মাথা, ওর নিজের দোমড়ানো শরীরটার দিকে তাকিয়েছিল।

হঠাৎ ও যে ভঙ্গিতে দাঁড়িয়েছিল, তা থামিয়ে হাভেলের হাঁটুর ওপর বসে পড়ে। "আমার ঘুম পাচ্ছে" হাই তুলতে তুলতে ও বলল। হাত বাড়িয়ে হাভেলের গ্লাস থেকে একটু গলায় ঢালে। "ডাক্তার, তোমার কোনওরকম পেপ-পিল নেই, আমি ঘুমিয়ে পড়তে চাই না।" হাভেলকে বলে।

"তুমি যা চাও, ডিয়ার!" বলে হাভেল এলিজাবেটকে হাঁটু থেকে সরিয়ে একটা চেয়ারে বসিয়ে ডিসপেনসারির দিকে হাঁটা দেয়; ওখান থেকে দুটো কড়া ঘুমের বড়ি এনে এলিজাবেটকে দেয়।

"এতে আমায় জাগিয়ে রাখবে?" ও জিজ্ঞেস করে।

"তা নয়তো, আমার নাম হাভেল নয়", হাভেল বলল।

এলিজাবেটের বিদায়বাণী

দুখানা পিল গলা দিয়ে নামানোর পর এলিজাবেট আবার হাভেলের পায়ের ওপর বসার চেষ্টা করে কিন্তু হাভেল পা সরিয়ে নেওয়ায় এলিজাবেট মেঝেতে পড়ে যায়।

ঘটনাটার জন্য হাভেল দুঃখিত, কারণ ও ইচ্ছে করে এলিজাবেটকে এমন অসম্মানজনকভাবে নীচে ফেলে দিতে চায়নি কিন্তু এলিজাবেটের শরীরের সঙ্গে সংযোগের অসহনীয় ঘৃণা ওর অজ্ঞাতসারে ওর পা-কে সরিয়ে দিয়েছে।

হাভেল সেইজন্য ওকে আবার ওঠাবার চেষ্টা করে, কিন্তু এলিজাবেট, এইসব অবজ্ঞা করে, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে মেঝেতে চেপে বসে থাকে।

ফ্ল্যাজম্যান এমন সময় এসে বলে, "তোমার নেশা হয়ে গিয়েছে, তুমি এবার শুতে যাও।" এলিজাবেট অপরিসীম ঘৃণায় বলে (মেঝেতে পড়ে থাকার এক বিকৃত আনন্দ উপভোগ করতে করতে) "তুমি জানোয়ার, এক বোকা কোথাকার!" আবার বলে, "তুমি এক বোকা কোথাকার!"

হাভেল ওকে আবার ওঠাবার চেষ্টা করে, কিন্তু সজোরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এলিজাবেট কাঁদতে শুরু করে। কেউ কোনও কথা খুঁজে পায় না। শুধু ওর কান্না, ভায়োলিনের নিঃসঙ্গ ছড়ের মতো নিস্তব্ধ ঘরে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। মহিলা ডাক্তারটি কিছুক্ষণ বাদে শিস দিয়ে ওঠেন। এলিজাবেট চট করে উঠে, দরজার হাতল ধরে, সকলের দিকে ঘুরে বলে ওঠে, "শুধু যদি তোমরা, জানোয়ারগুলো, জানতে, জানোয়ারগুলো! তোমরা কিচ্ছু জানো না।"

ফ্ল্যাজম্যানের প্রতি চিফ-ফিজিসিয়ানের অভিযোগ

এলিজাবেট চলে যাবার পর, ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করে চিফ ফিজিসিয়ান বললেন, দেখেছ, ফ্ল্যাজম্যান মাই বয়, তোমার মেয়েদের জন্য করুণা হয় বলছ কিন্তু এলিজাবেটের জন্য হয় না কেন?

"ওর জন্য আমার কীসের মাথাব্যথা", ফ্ল্যাজম্যান প্রতিবাদ করে।

"এমন ভান করো না যে তুমি কিচ্ছু জানো না। ও যে তোমার জন্য পাগল সে কথা তোমাকে কিছুক্ষণ আগে আমরা বলেছি।"

"তার আমি কী করতে পারি?" ফ্ল্যাজম্যান জিজ্ঞেস করে।

"তুমি কিছুই পার না", চিফ ফিজিসিয়ান বললেন। "কিন্তু তুমি তো ওকে দুঃখ দিতে পার, ওর প্রতি নিষ্ঠুর হতে পার। গোটা সন্ধেটা তোমার এক টুকরো হাসি, চোখের চাওয়া, তোমার দুটো মিষ্টি কথার আশায়, ও বুক বেঁধে ছিল, আর মনে করে দেখো তুমি ওকে কী বলেছিলে!"

"ওকে এমন ভয়ংকর কিছু তো বলিনি", ফ্ল্যাজম্যান প্রতিবাদ করে বটে কিন্তু ওর কণ্ঠস্বরে তেমন জোর নেই।

"তেমন ভয়ংকর কিছু নয়, বলছ?" চিফ ফিজিসিয়ান বিদ্রুপ করে বললেন। "ও শুধু তোমার জন্যই নাচছিল, আর তুমি ওর নাচ নিয়ে রসিকতা করছিলে, ওকে একটা ব্রোমাইড নিতে বললে, ভয়ংকর না? ও যখন স্ট্রিপটিস করছিল ওর ব্লাউজটা যাতে মাটিতে পড়ে যায়, তুমি তাই করলে।"

"কী ব্লাউজ?" ফ্লাজম্যান প্রতিবাদ করে।

"ওর ব্লাউজ", চিফ বললেন। "আর বোকা সেজো না, সব শেষে ওর পেপ-পিল নেওয়া সত্ত্বেও তুমি ওকে শুতে পাঠিয়ে দিলে।"

"কিন্তু ও তো হাভেলকে চায়।" ফ্ল্যাজম্যান তখনও প্রতিবাদ করে চলে।
"না বোঝার ভান কোরো না তো", চিফ ফিজিসিয়ান বললেন। "তুমি যখন ওর প্রতি কোনও মনোযোগই দিচ্ছ না তখন আর ও কী করবে? তোমাকে ও উত্তেজিত করার চেষ্টা করছিল, তোমাকে শুধুমাত্র ও ঈর্ষাকাতর করে তোলার চেষ্টা করছিল। তুমি আবার ভদ্র সন্তানের কথা বলছ।"
"ওকে আর অত্যাচার করবেন না তো", মহিলা ডাক্তারটি বললেন। "ও নিষ্ঠুর কিন্তু বয়সে কাঁচা।"
"ও হচ্ছে এক প্রতিহিংসাপরায়ণ এক দেবদূত।" হাভেল বলে।

পৌরাণিক-কাহিনির অভিনেতাদের ভূমিকা

"হ্যাঁ, ঠিক তাই", মহিলা ডাক্তারটি বললেন, "একবারটি শুধু ওকে দেখো, এক দুষ্টু, সুদর্শন, দেবদূত।"
"আমরা হচ্ছি এক সত্যিকারের পৌরাণিক-কাহিনির দল", ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে চিফ ফিজিসিয়ান মন্তব্য করলেন, "কারণ তুমি হচ্ছ ডায়ানা, শক্তপোক্ত, ঠান্ডা, প্রতিহিংসাপরায়ণ।"
"আর তুমি হচ্ছ এক বনদেবতা, অর্ধেক মানব, অর্ধেক জন্তু, এক ঝগড়ুটে, বুড়ো লম্পট।" মহিলা ডাক্তার বললেন।
"আর হাভেল হচ্ছে ডন জুয়ান, বুড়ো হয়নি কিন্তু হতে চলেছে।"
"মোটেই না! হাভেল হচ্ছে সাক্ষাৎ মৃত্যু", চিফ ফিজিসিয়ান, তার পুরনো থিওরি-তে ফিরে গিয়ে বললেন।

ডন জুয়ানদের অবসান

"আমাকে যদি জিজ্ঞেস করেন, আমি কে? মৃত্যু না ডন জুয়ান—তবে চিফ ফিজিসিয়ানের মতো খুবই দুঃখের সঙ্গে বলতে হবে যে," গ্লাসে এক লম্বা চুমুক দিয়ে হাভেল বলে, "ডন জুয়ান ছিলেন, সে আপনারা যাই বলুন, আর তাই বলুন না কেন, ডন জুয়ান ছিলেন এক মহান বিজয়ী, এবং তা একেবারে বড় বড় হরফে, এক মহান বিজয়ী। কিন্তু যে জগতে সব কিছু করার অনুমতি আছে, সব কিছু সম্ভব, যে জগতে কেউ কিছু দিতে অস্বীকার করে না, সেইখানে জয় করবার কী আছে-জানতে পারি কি? ডন জুয়ানের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আজ ডন জুয়ানের বংশধর আর জয় করে না, সে শুধু তোলা তোলে। মহান তোলাবাজ এখন মহান বিজয়ীর জায়গা দখল করে নিয়েছে, শুধু তোলাবাজের সঙ্গে ডন জুয়ানের কোনও মিল নেই। ডন জুয়ান ছিলেন এক ট্র্যাজিক ব্যক্তিত্ব, তার অপরাধের দ্বারা ভারাক্রান্ত। তিনি মনের আনন্দে দুরাচার করে গেছেন এবং ঈশ্বরকে নিয়ে হেসেছেন। ঈশ্বরের সমালোচনা করার জন্য শেষমেশ তাকে নরকভোগ করতে হয়েছিল।
"ডন জুয়ান তার কাঁধে এক নাটকীয় দায়ভার বহন করতেন, যার সম্পর্কে মহান তোলাবাজের কোনও ধারণাই নেই, কারণ মহান তোলাবাজের পৃথিবী থেকে সব দায়ভারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওজন হারিয়ে গিয়েছে। ভারী ভারী পাথরের চাঁইগুলো পালকের মতো হালকা হয়ে গিয়েছে। বিজয়ীর পৃথিবীতে সামান্যতম দৃষ্টির যা মূল্য ছিল, তোলাবাজের জগতে তা দীর্ঘ দশ বছরের আকুল প্রেমের সমতুল্য।

'ডন জুয়ান ছিলেন এক শিক্ষক, আর তোলাবাজ, সে তো ক্রীতদাস। ডন জুয়ান ঔদ্ধত্যের সঙ্গে লঙ্ঘন করেছেন সমস্ত প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, আইন-কানুন, আর মহান তোলাবাজ আনুগত্যের সঙ্গে, সমস্ত প্রাচীন নিয়ম এবং আইনের কাছে মাথা নুইয়েছেন কারণ তোলা-তোলা তো হয়ে উঠেছে এক দিব্যি চমৎকার প্রথা, ভালো এক কায়দা, বলতে গেলে প্রায় এক ধরনের বাধ্যবাধকতা। সে যাই হোক না কেন, যদি কোনও অপরাধ আমাকে ভারাক্রান্ত করে তোলে, সে হচ্ছে আমার এলিজাবেটকে গ্রহণ করার অক্ষমতা।

"মহান তোলাবাজ ট্র্যাজেডি না নাটকের কিচ্ছু জানে না। সে যুগের আকস্মিক বিপত্তি এবং তার দুঃখময় পরিণতির সব চাইতে বড় কারণ ছিল ইর-অ-টিসিজম, আজ মহান তোলাবাজের কৃপায় তা জলভাত হয়ে গিয়েছে, খানিকটা যেন স্ট্যাম্প-জোগাড় করা, টেবিল-টেনিস খেলার মতো, যদি না বাজার করা বা ভাড়া-গাড়ি চড়ার মতো হয়ে না থাকে। ইর-অ-টিসিজমকে উনি দৈনন্দিন জীবনযাত্রার মলিনতার ভেতর নামিয়ে এনেছেন। একে উনি এমন এক মঞ্চে পরিণত করেছেন, যেখানে কোনও প্রকৃত নাটক আর অভিনীত হয় না। হায়, আমার বন্ধুগণ," হাভেল অভিযোগ করে, "হায়, আমার ভালোবাসাগুলোও, (যদি তাদের এই আখ্যা দেওয়া যায়), এমনই এক মঞ্চ যেখানে আর কিছুই ঘটছে না।

"মাই ডিয়ার ডাক্তার এবং আপনি, মাই ডিয়ার চিফ, আপনারা ডন জুয়ান এবং মৃত্যুকে প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড় করিয়েছেন। পুরো ঘটনার সারাংশ, আপনি, সে বরাতের জোরেই হোক, বা অন্য যে কোনও কারণেই হোক, ধরতে পেরেছেন। দেখুন ডন জুয়ান, অসম্ভবের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং তাকে এক মানবিক ধর্ম-ই বলা যায়; কিন্তু মহান তোলাবাজের জগতে কোনওকিছুই অসম্ভব নয়, কারণ সে জগৎ, মৃত্যুর জগৎ, মহান তোলাবাজ হচ্ছে মৃত্যু, সে খুঁজছে ট্র্যাজেডি, প্রেম, নাটক। মৃত্যু যে এসেছিল ডন জুয়ানকে খুঁজতে। সেই নরকের অগ্নিতে ডন জুয়ান জীবিত, যেখানে সেনাপতি তাকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু মহান তোলাবাজের পৃথিবীতে, যেখানে আবেগ, অনুভূতি শূন্যে পালকের মতো ভাসমান, সেই পৃথিবীতে ডন জুয়ান চিরদিনের মতো মৃত।

"একেবারেই না, মাই ডিয়ার ডাক্তার," করুণভাবে হাভেল বলে, ডন জুয়ান আর আমি, কোনওমতেই হতে পারে না। সেনাপতিকে দেখার জন্য, তার অভিশম্পাতের দুর্বহ ভার আমার অন্তরাত্মায় অনুভব করার জন্য, এবং আমার ভেতরে এক মহান ট্র্যাজেডি জাগ্রত করার জন্য—আমি কী-ই না দিতে চাইনি। একেবারেই না, ডাক্তার, আমি বড়জোর এক কমিক চরিত্র হতে পারি, তা-ও ডন জুয়ানের জন্য, তাতেও আমার কোনও কৃতিত্ব নেই, কারণ একমাত্র তার ট্র্যাজিক উৎফুল্লতার ঐতিহাসিক পটভূমিকায় আমার নারীজাতির প্রতি দুর্বলতাজনিত অস্তিত্বের হাস্যকর করুণ চেহারাটার সামান্যতম অংশ দৃষ্টিগোচর হতে পারে; আর এ ছাড়া আমার অস্তিত্ব এক গতানুগতিক জীবনযাত্রার নিস্তরঙ্গ তুচ্ছতায় পর্যবসিত হবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকতর সংকেত

হাভেল তার দীর্ঘ বক্তৃতায় (চিফ ফিজিসিয়ান মাঝপথে দু-দুবার ঘুমে ঢুলে পড়েছিলেন) ক্লান্ত হয়ে থামলেন। এক আবেগাপ্লুত মুহূর্তের পর মহিলা ডাক্তার তার নীরবতা ভঙ্গ করলেন। "আপনি যে এমন সাবলীলভাবে বলতে পারেন, তা আমি জানতাম না ডাক্তার। নিজেকে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যেন আপনি এক হাস্যকর, নিষ্প্রভ চরিত্র, যাকে একেবারে শূন্য বলা চলে। দুর্ভাগ্যবশত, যেভাবে এতক্ষণ বললেন তা প্রায় একটু বেশিরকমের উচ্চমার্গের হয়ে গিয়েছে। বড্ড ধূর্ত আপনি, নিজেকে নিঃস্ব, কপর্দকহীন বলতে চান, কিন্তু বলার সময় এমন সব শব্দ চয়ন করেছেন, সে-সব এতই রাজকীয় যে, আপনাকে একেরারে রাজার মতো শোনাচ্ছিল। প্রতারণায় আপনি অনেক প্রাচীন, হাভেল। দাম্ভিক আপনি আত্মসমালোচনায়ও। আপনি সত্যিকারের এক প্রাচীন প্রতারক।"

ফ্ল্যাজম্যান সজোরে হেসে ওঠে, মহিলা ডাক্তারের কথার ভেতর ও হাভেলের প্রতি ঘৃণা এবং অবজ্ঞার আভাস খুঁজে পেয়েছে বলে ওর দৃঢ় ধারণা হয়েছে এবং তাতে ও পরম আনন্দিত। মহিলা ডাক্তারের উপহাস এবং নিজের হাসির দ্বারা উৎসাহিত হয়ে ফ্ল্যাজম্যান জানলার কাছে এগিয়ে এসে অর্থপূর্ণভাবে বলে ওঠে, "কী এক রাত!"

"হ্যাঁ," মহিলা ডাক্তার বললেন, "এক ঝলমলে সুন্দর রাত এবং হাভেল মৃত্যুর ভূমিকায় অভিনয় করছে। তুমি কি দেখেছ, হাভেল, রাতটা আজ কত সুন্দর?"

"ও কিচ্ছু দেখেনি," ফ্ল্যাজম্যান বলল, "কারণ হাভেলের কাছে এই মহিলাও যা অন্যজনও তাই, এই রাত অন্যরাতের মতো, শীত গ্রীষ্মের মতো। ড. হাভেল কোনওকিছুর অপ্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোকে চিহ্নিত করতে অক্ষম।"

ফ্ল্যাজম্যান চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছালেন যে এইবার ওর মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হওয়া নির্ঘাত সফল হবে। চিফ ফিজিসিয়ান ইতিমধ্যে প্রচুর মদ্যপান করে ফেলেছেন আর কিছুক্ষণ ধরে তার ঘুম তার বুদ্ধির তৎপরতাকে ভোঁতা করে দিয়েছে। এ হেন পরিস্থিতিতে ফ্ল্যাজম্যান সন্তর্পণে বলে, "ওঃ, আমার ব্লাডারটা", এবং তারপর মহিলা ডাক্তারের দিকে এক অর্থপূর্ণ দৃষ্টিবাণ নিক্ষেপ করে ও বাইরে বার হয়ে যায়।

গ্যাস

ফ্ল্যাজম্যান পুরো সন্ধের ঘটনাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে করিডর পার হতে থাকে—মহিলা ডাক্তার কীভাবে হাভেল এবং চিফ ফিজিসিয়ান দুজনকে নিয়েই বিদ্রুপ এবং উপহাস করছিলেন, হাভেলকে এইমাত্র কেমন ন্যায়সংগতভাবে প্রতারক বলে সম্বোধন করেছেন, সেইসব ভাবতে ভাবতে ও এগিয়ে যেতে থাকে। মহিলারা ওকে পছন্দ করে এবং অভিজ্ঞ পুরুষদের চাইতেও বেশি পছন্দ করে এই ব্যাপারটা আবার ঘটছে দেখে ও আশ্চর্য হয়ে যায়, প্রতিবারই যখন নতুন করে এই ব্যাপারটা ঘটে, তখন ও মুগ্ধ হয়ে যায়, আর এ তো প্রায় নিয়মিতভাবেই ঘটে চলেছে। মহিলা ডাক্তার যিনি অসম্ভব বুদ্ধিমতী, বেশিরকমের বাছবিচারসম্পন্না এবং একটু (পছন্দজনকভাবে) মেজাজি, তাকে, বিশেষ করে জিতে নেওয়া এক নতুন রকমের অপ্রত্যাশিত জয় বলে ফ্ল্যাজম্যানের মনে হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এইসব মনোরম, সুখকর ভাবনাচিন্তা নিয়ে ফ্ল্যাজম্যান যখন করিডর পার করে প্রায় দরজাটা ঠেলে বাগানে যাচ্ছে, তখন হঠাৎ গ্যাসের গন্ধ ওর নাকে আসে। গন্ধটা নার্সদের স্টাফরুম থেকে আসছিল। ও তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে এক প্রচণ্ড ভয় ওকে পেয়ে বসেছে।
ওর প্রথমে দৌড়ে গিয়ে হাভেল এবং চিফ ফিজিসিয়ানকে ডেকে আনার কথা মনে হয়েছিল, পরে ও দরজাটার কোনও ব্যবস্থা করা যায় কিনা, সেই কথা চিন্তা করে (হয়তো বা ওর মনে হয়েছিল দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ অথবা কিছু দিয়ে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে)। কিন্তু আশ্চর্যের কথা দরজাটা খোলা। ঘরের সিলিং থেকে এক কড়া আলো জ্বলছে, যার আলোয় কোচে শায়িত এক নগ্ন নারীর শরীর আলোকিত। ফ্ল্যাজম্যান ঘরের চারপাশে চোখ বুলিয়ে গ্যাসের রেঞ্জের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমেই গ্যাসটা বন্ধ করে দেয়, তারপর দৌড়ে জানলাটা ধাক্কা দিয়ে খুলে দেয়।

এই বিষয়সংক্রান্ত একটি মন্তব্য

(ফ্ল্যাজম্যান যথেষ্ট উপস্থিত বুদ্ধি এবং তৎপরতার সঙ্গে সমস্ত ব্যবস্থা করতে পেরেছিল বটে কিন্তু একটি ব্যাপারের গুরুত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি। এলিজাবেটের নগ্ন শরীরের দিকে মুহূর্তের জন্য হতবাক হয়ে চেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু মানসিক আঘাত তাকে এমনভাবে অভিভূত করে ফেলেছিল যে, সেই চাপের আবরণ ভেদ করে, সেই অসামান্য শরীরের সৌন্দর্য উপলব্ধি করে উঠতে পারেনি, যা আমরা স্বল্প দূরত্বের ব্যবধান সত্ত্বেও সম্পূর্ণভাবে করতে সক্ষম হয়েছি।

এলিজাবেটের শরীর এক অসামান্য সম্পদ। ও চিৎ হয়ে শুয়েছিল, মাথা একপাশে হেলানো, একদিকের কাঁধ একটু ভেতরদিকে ঢোকানো থাকায়, ওর অসাধারণ বক্ষযুগল তাদের নিখুঁত সৌন্দর্যে প্রতীয়মান, এক পা লম্বাভাবে ছড়ানো, অন্য পা হাঁটুর কাছে ভাঁজ হয়ে আছে, তার দরুন ওর চমৎকার নিটোল থাই এবং একরাশ কালো চুলের ঝাড় নজরে পড়ে।

সাহায্যের ডাক

জানলা দরজা সম্পূর্ণ খুলে ফ্ল্যাজম্যান করিডরে দৌড়ে গিয়ে সাহায্যের জন্য চিৎকার করে ওঠে। তারপর যে সব ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, সেইসব দ্রুত নেওয়া হল, যেমন, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেওয়া, এমার্জেন্সিতে ফোন করা, ডিউটিতে যে ডাক্তার আছে, তার কাছে অসুস্থ মহিলাকে নেবার জন্য চাকা দেওয়া গাড়ি আনা, রক্ত দেওয়া, অবশেষে যখন বোঝা গেল যে ও বিপদমুক্ত হয়েছে, তখন স্বস্তির এক গভীর শ্বাস নেওয়া।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় পর্ব

কে কী বলেছিল

যখন চারজন ডাক্তারই এর্মাজেন্সি রুম থেকে ভেতরের ঘেরা বাগানে পৌঁছলেন, তখন সকলেই বিধ্বস্ত।

চিফ ফিজিসিয়ান বললেন, "বেচারা এলিজাবেট আমাদের মদের পার্টি-টাই নষ্ট করে দিল।"

মহিলা ডাক্তার বললেন, "অতৃপ্ত মহিলারা সব সময়ই দুর্ভাগ্য নিয়ে আসে।"

হাভেল বলল, "ওর সুন্দর শরীরটা দেখাবার জন্য ওকে শেষকালে গ্যাস খুলে দিতে হল, ভেবে খুব অবাক লাগছে।"

এই কথা শোনার পর ফ্ল্যাজম্যান হাভেলের দিকে এক দীর্ঘ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে বলে, "আমার ড্রিং করবার বা মজা মারবার কোনও মুড নেই, গুড নাইট।" বলে ও বাইরের দিকে হাঁটা দেয়।

ফ্ল্যাজম্যানের থিওরি

ফ্ল্যাজম্যান ওর কলিগদের কথায় তিতিবিরক্ত হয়ে ওঠে। ওদের ভেতর ও বয়স্ক মানুষদের নির্মমতা, তাদের পরিণতবয়সের নিষ্ঠুরতা দেখতে পায়, যা ওর তারুণ্যের সামনে এক প্রতিকূলতার প্রাচীর হয়ে ওঠে। ওর এই একাকিত্ব সেইজন্য ওকে একটু স্বস্তি দেয় এবং নিজের মানসিক চাঞ্চল্য সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্য ও ইচ্ছে করেই হাঁটতে শুরু করে। এলিজাবেট মৃত্যুর খুব সন্নিকটে ছিল এবং সেই মৃত্যুর জন্য ও দায়ী হতে পারত—বারবার এই কথাকটি ওর হৃদয়ের আনাচে-কানাচে ঘোরাঘুরি করতে থাকে, এবং সেই আতঙ্কের সঙ্গে মিশ্রিত আছে এক আনন্দ।

এ কথা ও খুব ভালোভাবে জানে যে আত্মহত্যা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অনেকগুলি কারণের জন্য সংঘটিত হয়ে থাকে, কোনও একক কারণের জন্য নয়, তবুও এই দায় ওর অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই যে, সেইরাতে, সেইখানে ওর আচরণ এবং শুধু ওর উপস্থিতি-ই হয়তো বা আসল কারণ হয়ে উঠেছিল। নিজেকে ওর আত্মকেন্দ্রিক মনে হয়, যে শুধু তার প্রেমের সফলতার দম্ভ নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। মহিলা ডাক্তারের ওর প্রতি উৎসাহ প্রদর্শনে ওর চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার জন্য ও নিজেকে উপহাস করতে থাকে। ঈর্ষাকাতর চিফ ফিজিসিয়ান যখন ওর রাত্রির মিলনে ব্যাঘাত ঘটায় তখন ওর আক্রোশকে এলিজাবেটের ওপর বর্তানোর জন্য এবং এলিজাবেটকে এক তুচ্ছ বস্তুতে পরিণত করার জন্য ওর নিজেকে অপরাধী মনে হতে থাকে। কোন্ অধিকারে একজন নিরপরাধ মানুষের প্রতি ও এইরকম ব্যবহার করেছিল?

সে যা-ই হোক না কেন, এই তরুণ ইনটার্ন কোনও সেকেলে জীব নয়, ওর পুরো মানসিক

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থা জুড়ে আছে, অস্তি-নাস্তির পরিপ্রেক্ষিতে এক বিচারধারা এখন ওর অন্তরের উপদেষ্টা, অন্তরের অভিযোগকারীর অভিযোগগুলিকে আত্মরক্ষার খাতিরে লঙ্ঘন করতে থাকে—যে সব বাঁকা বাঁকা মন্তব্য ও এলিজাবেট সম্পর্কে করেছিল তার কোনও প্রয়োজন ছিল না, কিন্তু তার এমন করুণ ফলাফল হত না যদি না এলিজাবেট ওকে ভালোবাসত। ওর প্রেমে কেউ পড়েছে বলে কি ফ্ল্যাজম্যান তার জন্য দায়ী? তার ফলে এই মহিলার জন্য স্বাভাবিকভাবে ও-ই কি দায়ী হয়ে পড়ল?

এইখানে এসে ফ্ল্যাজম্যান একটু থামে। এই হচ্ছে সমস্ত মনুষ্যজীবনের অস্তিত্বের মূল রহস্যের চাবিকাঠি। ও ভালোভাবে সবদিক বিচার করে, হাঁটা বন্ধ করে, উত্তর দেয়—হ্যাঁ, ওর ভুল হয়েছিল, যখন ও চিফ ফিজিসিয়ানকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, যা ওর অজ্ঞাতসারে ঘটেছে, তার দায় ওর নয়। নিজের যেই অংশটুকু শুধুমাত্র সচেতন এবং উদ্দেশ্যময় সেইটুকুতেই কি নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায় না? যা কিছু ও ওর নিজের অজান্তে ঘটিয়েছে, তার দায়-ও কি ওর চরিত্রের উপর বর্তায় না? ও ছাড়া, আর কে এর জন্য দায়ী হতে পারে? হ্যাঁ, ও অপরাধী, অপরাধী, এলিজাবেটের ভালোবাসার জন্য, সে কথা না জানার জন্য অপরাধী, ওর প্রতি কোনওরকম মনোযোগ না দেওয়ার জন্য অপরাধী, অপরাধী। একজন মানুষকে, বলতে গেলে, ও প্রায় খুন করে ফেলেছিল।

চিফ ফিজিসিয়ানের থিওরি

ফ্ল্যাজম্যান যখন নিজের অন্তরের গভীরে অনুসন্ধানরত চিফ ফিজিসিয়ান এবং মহিলা ডাক্তারটি তখন স্টাফ-রুমে ফিরে এসেছেন। মদ্যপানে ওদের আর কোনও বাসনা নেই। কিছুক্ষণ সক্কলে চুপচাপ থাকে তারপর হাভেল দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, "এই পাগলামিটা এলিজাবেটের মাথায় কে ঢোকাল আমি তাই ভাবছি।"

"এ তো কোনও ভাবপ্রবণতা নয়, ডাক্তার", চিফ ফিজিসিয়ান বললেন।" কেউ যখন এমন মূর্খের মতো কিছু করে বসে তখন আমার কোনও প্রতিক্রিয়া হয় না। যদি তুমি এত জেদ না ধরতে, যদি তুমি আর সকলের সঙ্গে যা করতে একটুও দ্বিধা বোধ কোরো না, এলিজাবেটের সঙ্গে তাই করতে, তবে ব্যাপারটা এই অবধি গড়াত না।"

"একটা আত্মহত্যার জন্য যে আমাকে দায়ী করলেন তার জন্য ধন্যবাদ।" হাভেল বলল।

"আসল কথায় এসো", চিফ ফিজিসিয়ান বললেন।

"এটা আত্মহত্যার কথা নয়, কিন্তু আত্মহত্যা হলে ব্যাপারটা কেমন হত, আর যেটা এমনভাবে করা হয়েছে যেন তাতে কোনও বড় রকমের বিপর্যয় না ঘটে। মাই ডিয়ার ডাক্তার, যে মানুষ গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে মরতে চায়, সে অন্তত দরজাটায় ছিটকিনি লাগাবে, শুধু তাই নয়, যত রকমের ফাঁকফোকর আছে, সেগুলো বন্ধ করবে, যাতে গ্যাসের গন্ধটুকু অন্তত যতক্ষণ সম্ভব ঠেকিয়ে রাখা যায়। এলিজাবেট তার মৃত্যুর কথা ভাবছিল না, কিন্তু তোমার কথা ভাবছিল।

"কতদিন ধরে তোমার সঙ্গে নাইট-ডিউটি পাবার কথা ও ভেবেছে, সে শুধু ঈশ্বরই জানেন। সন্ধ্যের শুরু থেকে বেহায়ার মতো তোমাকে ওর দুর্বলতার কথা বোঝাবার চেষ্টা করছিল, কিন্তু তুমি তো এক হৃদয়হীন, পাষণ্ড। আর তুমি যত হৃদয়হীনতা দেখিয়েছো, ও তত মদ

গিলেছে, আর, আরও বেশিরকম বেহায়াপনা করেছে, বাজে বকেছে, নোচেছে, এমনকী স্ট্রিপটিস-ও করতে চাইছিল।

"দেখো, এ সবের ভেতর মর্মস্পর্শী কিছু আছে কিনা জানি না, তবে যখন ও তোমার চক্ষু, কর্ণ কিছুই আকর্ষণ করতে পারল না, তখন ও সবকিছু গন্ধের ওপর বাকি রেখে গ্যাসটা চালিয়ে দিল। আর গ্যাসটা চালাবার আগে নিজেকে বিবস্ত্র করল। ওর যে এক অসাধারণ সুন্দর শরীর আছে সে ও জানে, আর, তোমাকে তা জোর করে ও দেখাতে চেয়েছিল। দরজায় দাঁড়িয়ে ও কি বলেছিল মনে আছে—শুধু যদি তুমি জানতে, তুমি কিচ্ছু জানো না, তুমি কিচ্ছু জানো না। তা এখন তো তুমি জানলে। কুরূপা এলিজাবেট যে এক অসাধারণ সুন্দর শরীরের অধিকারী, তা তো তুমি নিজেই স্বীকার করেছ। এখন দেখেছ তো, ও কিন্তু খুব নির্বোধের মতো কিছু করেনি। জানি না, এত কিছুর পরেও, তোমার কিছু বোধগম্য হল কিনা।"

হাভেলের থিওরি

"আপনি যা বললেন চিফ, আপাতদৃষ্টিতে তাকে ন্যায়সংগত মনে হতে পারে, কিন্তু আপনার যুক্তির ভেতর কিছু ত্রুটি আছে। এই নাটকে আমার ভূমিকার গুরুত্বকে আপনি অতিমাত্রায় বাড়িয়ে দিয়েছেন, কারণ ব্যাপারটা শুধুমাত্র আমাকে নিয়েই নয়; শুধু যে আমিই ওকে শয্যাসঙ্গিনী করতে নারাজ ছিলাম, তা মোটেই নয়, আসল কথাটা হচ্ছে কেউই ওকে শয্যাসঙ্গিনী করতে চায়নি।

"আপনি আগে যখন জানতে চেয়েছিলেন কেন এলিজাবেটকে প্রত্যাখ্যান করেছি, তখন, আমি কিছু আজেবাজে কারণ দেখিয়েছিলাম, যেমন বলেছিলাম, সৌন্দর্যের খামখেয়ালিপনার কথা, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা হারাবার কথা, কিন্তু আসলে ওইসব ছিল সত্যকে আড়াল করার এক ধরনের বোকা-চালাকি। আসল কথাটা কিন্তু একেবারেই আলাদা, এবং তা মোটেই সুখকর নয়। ওকে আমি প্রত্যাখ্যান করেছি, তার কারণ হচ্ছে, আমার পক্ষে মুক্তপুরুষদের মতো আচরণ করা সম্ভব নয়। ওর সঙ্গে সহবাস না করাটাই হচ্ছে ফ্যাশন, এবং কেউ-ই ওর সঙ্গে সহবাস করে না। যদি-ও বা কেউ করে থাকে, সে কখনো তা কবুল করবে না, তার কারণ হচ্ছে তবে সে সকলের কাছে এক হাসির পাত্র হয়ে উঠবে। ফ্যাশন এক ভয়ংকর কঠোর নিয়ম ডাক্তার, আর আমি তার অনুগত দাস, তার কাছে মাথা নুইয়েছি। তার সঙ্গে আরও একটা ব্যাপার হচ্ছে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মহিলা হওয়ার দরুন, এলিজাবেটের সপ্রতিভতা অনেকটাই ভোঁতা হয়ে গিয়েছে, এ ছাড়া, এই কথা সর্বজনবিদিত যে আমার কোনও মহিলাতেই অরুচি নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ওকে প্রত্যাখ্যান করেছি, সেইটেই হয়তো বা ওর সপ্রতিভতাকে আরও বেশিরকম ভোঁতা করে দিয়েছে।

"আর আপনি ঠিকই বলেছেন চিফ, ওর শরীর যে এক অসাধারণ সম্পদ তা-ও জানে, সেইজন্যই জীবনের এই অবস্থাটা ওর কাছে অন্যায্য এবং ডাহা অর্থহীন মনে হয়েছে, এবং সেইজন্যই ও প্রতিবাদ জানাচ্ছিল। মনে করে দেখুন পুরো সন্ধেটা ওর শরীরের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রচেষ্টা ও চালিয়ে গেছে, একবারের জন্যও থামেনি। আসলে চিফ, এ ছিল ওর এক ধরনের নিজেকে খুলে ধরার চেষ্টা।

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আর এবার ওর স্ট্রিপটিসটা মনে করুন, কী গভীরভাবে ও অনুভব করছিল। যতগুলো স্ট্রিপটিস আমি দেখেছি এ ছিল তার ভেতর করুণতম। আবেগতাড়িত হয়ে ও সব কিছু খুলে ফেলতে চাইছিল, কিন্তু একইসঙ্গে ও নার্সের ইউনিফর্ম, যাকে ও অসম্ভব ঘৃণা করে, তাতে আবদ্ধ ছিল। ও জানত যে ও কিছুই স্ট্রিপ করবে না, কিন্তু তবুও ও চেষ্টা করে চলেছিল, কারণ ওর স্ট্রিপ করার করুণ এবং অতৃপ্ত বাসনাকে ও আমাদের কাছে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছিল। চিফ, ও স্ট্রিপ করছিল না, ও স্ট্রিপের শোকসংগীত গাইছিল, ও গাইছিল স্ট্রিপ করা কত দুরূহ, তার কথা, প্রেম করা কত দুরূহ, তার কথা, এবং বেঁচে থাকা কত কঠিন তার কথা! আর আমরা তা শুনতে অবধি চাইনি, আমরা কোনও সহানুভূতি না দেখিয়ে মেঝের দিকে তাকিয়েছিলাম।"

"তুমি এক রোম্যান্টিক মহিলাবাজ কোথাকার, তুমি কি ভেবেছিলে, ও সত্যি সত্যি মরতে চেয়েছিল?" চিফ ফিজিসিয়ান চিৎকার করে ওঠেন।

"মনে রাখবেন", হাভেল বলে "নাচতে নাচতে ও বলছিল, 'আমি এখনও বেঁচে আছি! কিছু সময়ের জন্য হলেও বেঁচে আছি!' 'মনে পড়েছে?' যখন থেকে ও নাচতে শুরু করেছে, তখন থেকেই ও জানে ও কী করতে চলেছে।"

"তবে কেন ও বিবস্ত্র হয়ে মরতে গিয়েছিল, হুঁঃ? তোমার কাছে তার কোনও সমুচিত জবাব আছে কি?"

"যেমন করে কেউ প্রেমিকের বুকের ওপর নিজেকে অর্পণ করে, ঠিক সেইভাবে ও মৃত্যুর বুকের ওপর নিজেকে সমর্পণ করতে চেয়েছিল, সেইজন্যই ও বিবস্ত্র হয়েছিল, চুল বেঁধেছিল, মুখে মেক-আপ লাগিয়েছিল—"

"আর, সেইজন্যই ও দরজায় ছিটকানি লাগায়নি, তার কী হবে? প্লিজ নিজেকে এই বোঝাবার চেষ্টা কোরো না যে ও সত্যি সত্যি মরতে চেয়েছিল।"

"হয়তো ও ঠিক কী চায় তা জানত না। আপনি কী জানেন আপনি কী চান? আমরা কি কেউ জানি, আমরা কী চাই? ও মরতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি। ও সত্যি সত্যি মরতে চেয়েছিল এবং তার সঙ্গে নিজের গুরুত্বের পাল্লা ভারী করার জন্য, এই নাটক যা ওকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, তাকে দীর্ঘতর করতে চেয়েছিল। ওর পোড়া, কালো, দুর্গন্ধময়, বিকৃত শরীরটাকে ও একেবারে দেখাতে চায়নি, ও চেয়েছিল ওর অসাধারণ সুন্দর শরীরটা, যা মৃত্যুর সঙ্গে সংযুক্ত হতে চলেছে, যার মূল্য আমরা বুঝিনি, সেই শরীরটা তার পূর্ণ মহিমায় আমাদের কাছে প্রকাশিত হোক। ও চেয়েছিল, এমনই এক ব্রহ্মমুহূর্তে ওই ঐশ্বর্যময় শরীরের আকাঙ্ক্ষায় আমরা আকুল হয়ে পড়ি এবং মৃত্যুর প্রতি ঈর্ষাকাতর হয়ে উঠি।"

মহিলা ডাক্তারের থিওরি

"মাই ডিয়ার জেন্টেলমেন", মহিলা ডাক্তার যিনি এতক্ষণ নিঃশব্দে মনোযোগ সহকারে শুনছিলেন, তিনি এবার প্রতিবাদ করে উঠলেন, "মহিলা হিসেবে আমার যতটা বোঝা সম্ভব তাতে মনে হয়, আপনারা দুজনেই যুক্তিসংগত কথাই বলেছেন। আপনাদের থিওরিগুলো আপাতদৃষ্টিতে ন্যায়সংগত বলেই মনে হচ্ছে, আর আশ্চর্যজনকভাবে যেগুলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com

গভীর জীবনবোধের পরিচয়ও দিয়েছে। শুধু তাতে ছোট্ট একটু খুঁত রয়ে গেছে, আর সে হচ্ছে এর ভেতর সত্যের কোনও বালাই নেই; এলিজাবেট আত্মহত্যা করতে চায়নি, সত্যিকারেরও নয়, সাজানোও নয়, কোনওটাই নয়।"

তার কথার যে প্রতিক্রিয়া হয়, সামান্য কিছু সময়ের জন্য মহিলা ডাক্তারটি তা উপভোগ করেন, তারপর আবার বলতে শুরু করেন, "মাই ডিয়ার জেন্টেলমেন, বুঝতে পারছি, আপনারা খুবই অনুতপ্ত। এমার্জেন্সি রুম থেকে যখন আমরা ফিরে আসছিলাম, আপনারা তখন নার্সদের স্টাফরুমটা এড়িয়ে গেলেন, একবারটি দেখতে পর্যন্ত গেলেন না। এলিজাবেটকে যখন কৃত্রিমভাবে শ্বাস দেওয়া হচ্ছিল, আমি তখন ঘুরে দেখে নিয়েছি। একটা ছোট্ট পাত্র গ্যাসের ওপর ছিল, এলিজাবেট, কফি বানাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, জল ফুটে উথলে পড়ায় আগুন নিভে গিয়েছিল।"

দুজন ডাক্তারই তাড়াতাড়ি মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে নার্সদের স্টাফরুমে গেলেন এবং দেখলেন যে বার্নারের ওপর সত্যি সত্যিই একটা পাত্র রয়েছে এবং তাতে তখনও কিছুটা জল আছে।

"কিন্তু তাই যদি হবে তবে ও বিবস্ত্র কেন?" অবাক হয়ে চিফ ফিজিসিয়ান জিজ্ঞেস করলেন।

"দেখুন", মহিলা ডাক্তার ঘরের কোনাগুলির দিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন, জানলার নীচে, মেঝেতে ওর নীল ইউনিফর্মটা পড়ে আছে, সাদা রঙের ওষুধের আলমারির ওপর ওর ব্রা ঝুলছে, আর উলটোদিকের কোনায় ওর এক জোড়া সাদা আন্ডারপ্যান্ট দেখা যাচ্ছে। এলিজাবেট তার জামাকাপড় বিভিন্ন দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তাতে একটা জিনিস পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যে এলিজাবেট অন্তত তার স্ট্রিপটিসটা, যা আপনি ডাক্তার সাবধানতার খাতিরে থামিয়ে দিয়েছিলেন, সম্পূর্ণ করতে চেয়েছিল, যদি বা তার নিজের জন্যও হয়। সব কাপড়জামা খোলার পর এলিজাবেট বোধহয় ক্লান্ত বোধ করছিল, আর, যেহেতু ও রাতের আশা ত্যাগ করেনি, এই ক্লান্তি ওর ভালো লাগেনি, ও জানত যে আমরা সক্কলে চলে যাব, শুধু হাভেল, একা এখানে থাকবে। নির্ঘাত সেইজন্যই ও পেপ-পিলগুলো চেয়েছিল। নিজের জন্য কফি বানাবে বলে ও পটটাকে বার্নারে বসিয়েছিল, তারপর আবার ওর নিজের শরীরের দিকে দৃষ্টি যাওয়ায় ও উত্তেজিত হয়ে পড়ে। মাই ডিয়ার জেন্টেলমেন, এলিজাবেটের এক মস্ত বড় সুবিধে হচ্ছে যা অন্যদের নেই, ও ওর মস্তিষ্কটার দর্শন পায় না, সেইজন্যই ওর কাছে ও নিখুঁত সুন্দরী। এ সবের দ্বারা উত্তেজিত হয়ে ও কোচে শুয়ে পড়ে, এক অত্যন্ত লোভনীয় ভঙ্গিতে, কিন্তু শারীরিক আনন্দে অভিভূত হবার আগে, ঘুম ওকে অভিভূত করে ফেলে।"

"তা ঠিক", হাভেল বলে, "বিশেষ করে আমিই যখন ওকে ঘুমের বড়িগুলো দিয়েছিলাম।"

"তুমি যেমন", মহিলা ডাক্তার বললেন, "তার আর কি কিছু বোঝার বাকি আছে?"

"আছে", হাভেল বলে, "ও যেই কথাগুলো বলেছিল মনে আছে—আমি মরছি না! আমি বেঁচে আছি। আমি এখনও বেঁচে আছি। আর ওর সেই শেষ কথাগুলো, ও এমন করুণভাবে বলেছিল যেন সেগুলো ওর শেষ বিদায়ের বার্তা—যদি তুমি জানতে! তুমি কিচ্ছু জানো না! তুমি কিছু জান না!"

"কিন্তু হাভেল", মহিলা ডাক্তারটি বললেন, "যেন তুমি জানো না, আমরা যত কিছু বলি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তার নিরানব্বই ভাগই বাজে কথা। শুধু বকার জন্যই কি তুমি বেশিরভাগ সময় বকো না?"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর ডাক্তাররা প্যাভিলিয়নের সামনে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। হাভেলের সঙ্গে করমর্দন করার পর চিফ ফিজিসিয়ান আর মহিলা ডাক্তারটি চলে গেলেন।

গ্রীষ্মের রাত জুড়ে ফুলের সুবাস ভাসে

অবশেষে ফ্ল্যাজম্যান, ওর সুবারবন স্ট্রিটের ছোট্ট ভিলায় এসে পৌঁছাল, এইখানে ওর মা-বাবার সঙ্গে ও থাকে। গেট খুলে ও বেঞ্চিতে বসে, বেঞ্চির মাথায়, ওর মা-এর যত্নে বর্ধিত গোলাপের ঝাড় কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে।

গ্রীষ্মের রাত জুড়ে ফুলের সুগন্ধ ভাসে, তার সঙ্গে এই শব্দগুলো 'অপরাধী', 'আত্মকেন্দ্রিক', 'মৃত্যু' ওর বুকের ভেতর ওঠাপড়া করতে থাকে, আর ওকে এমন এক গভীর আনন্দে ভরিয়ে দেয় যেন ওড়বার জন্য ওর দুটো ডানা গজিয়েছে।

এই করুণ আনন্দের প্রথম অভিঘাতে ও অনুভব করে যে এইরকম ভালো ওকে এর আগে আর কেউ বাসেনি; বেশ কিছু মহিলা, অবশ্যই ওর প্রতি আসক্তি প্রকাশ করেছে, কিন্তু এ-সবের আড়ালে প্রকৃত সত্য ওকে এখন অনুসন্ধান করতে হবে—সত্যিই কী সে-সব ভালোবাসাই ছিল? কোনও ভ্রান্ত ধারণার শিকার কি কখনও হয়নি? নিজের কথার ফাঁদে কি ও নিজেকে জড়িয়ে ছিল? ক্লারা কি সত্যি করে ওর প্রেমে অনুরক্ত ছিল। না, বেশিরকম হিসেবি ছিল? যেই অ্যাপার্টমেন্টটা ওর ক্লারাকে পাইয়ে দেবার কথা ছিল, ওর প্রতি অনুরাগের চাইতে তার গুরুত্ব কি ওর কাছে বেশি ছিল? এলিজাবেটের এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সব কিছু ম্লান হয়ে গেল।

হাওয়ায় ভাসে ভারী ভারী শব্দের রাশি, আর ফ্ল্যাজম্যান ভাবে প্রেমের একটিই মাপকাঠি, সে হচ্ছে মৃত্যু, প্রকৃত প্রেমের শেষে আছে মৃত্যু, এবং যে ভালোবাসা মৃত্যুতে পরিণতি পায়, সে-ই হচ্ছে প্রকৃত ভালোবাসা।

রাত্রি জুড়ে ফুলের সুবাস ভাসে, আর ফ্ল্যাজম্যান ভাবে, এই কুরুপার মতো কেউ কি আমাকে ভালোবাসবে? প্রেমের কাছে সুন্দরই বা কী, আর, অসুন্দরই বা কী। এ এক এমন আবেগ, যার মাহাত্মের ভেতর, মহানের নিজের প্রতিচ্ছবিই প্রতিবিম্বিত হয়, তার কাছে এক সামান্য মুখের সৌন্দর্যহীনতা কী?

(মহান) হ্যাঁ। এই যুবকটি, সম্প্রতি, অনিশ্চয়তায় পরিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্কদের পৃথিবীতে নিক্ষিপ্ত হয়েছে, যতই সে নারীচারিতায় মগ্ন থাকুক না কেন, সব কিছু ছাপিয়ে সে এমন এক আলিঙ্গনের সন্ধানরত, যা অন্তহীন, যা ওকে দেবে স্বস্তি এবং মানসিক মুক্তির স্বাদ, যা ওকে এই সদ্য আবিষ্কৃত ভয়াবহ পৃথিবী থেকে বাঁচতে সাহায্য করবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ পর্ব

মহিলা ডাক্তার ফিরে এলেন

একখানা উলের কম্বল গায়ে চাপিয়ে ড. হাভেল একটা কোচে শুয়েছিলেন, এমন সময় জানলায় খটখট আওয়াজ কানে আসে। চাঁদের আলোয় মহিলা ডাক্তারের মুখ দেখার পর, জানলাটা খুলে জিজ্ঞেস করলেন, "কী ব্যাপার?"

"আমাকে ভেতরে আসতে দাও!" এই বলে মহিলা বাড়ির সদর দরজাটার দিকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলেন।

এক দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাভেল, শার্টের বোতাম লাগাতে লাগাতে, ঘর থেকে বার হলেন, দরজার তালাটা খোলামাত্র, মহিলা ডাক্তার, তার এত রাতে আসার কোনও কারণ না দেখিয়ে, সোজা স্টাফরুমে চলে এলেন। তারপর উলটোদিকের চেয়ারে বসে হাভেলকে বোঝাতে থাকেন, যে আজ ও বাড়ি ফিরতে পারেনি, আর এই পুরো ঘটনাটায় মানসিকভাবে ও যে কতটা বিপর্যস্ত তা ওর সবেমাত্র বোধগম্য হয়েছে, কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে ওর মানসিক উত্তেজনা প্রশমিত করার জন্য মহিলা হাভেলকে অনুরোধ করেন।

মহিলা ডাক্তার যা বলছিলেন, হাভেল যে তার একটি বর্ণও বিশ্বাস করছিলেন না, তা উনি হাবেভাবে বুঝিয়ে দিতে ছাড়েননি।

সেইজন্য মহিলা ডাক্তারটি বললেন, "তুমি তো আমার কথা একেবারেই বিশ্বাস করছ না, আর ধরেই নিয়েছ যে আমি তোমার সঙ্গে রাত কাটাতে এসেছি।"

হাভেল অভিযোগ অস্বীকার করার ভান করেন কিন্তু মহিলা ডাক্তার বলতে থাকেন : "তুমি এক অসম্ভব আত্মাভিমানী ডন জুয়ান। সেইজন্য যে মহিলার দৃষ্টিই তোমার ওপর পড়ে, তুমি তার সঙ্গে ওই একটি কর্ম ছাড়া আর কিছু ভাবতে পার না, তারপর এই একঘেয়েমিতে ক্লান্ত, তিতিবিরক্ত হয়ে তোমার যা করণীয় তা সমাধা কর।"

আর একবার হাভেল অস্বীকার করার চেষ্টা করে, মহিলা ডাক্তারটি সিগারেট ধরিয়ে বেপরোয়ার মতো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলেন, "আমার করুণ ডন জুয়ান, তুমি কিচ্ছু চিন্তা করো না, তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি, তুমি একেবারেই মৃত্যুর মতো নও, সে হচ্ছে আমার চিফ ফিজিসিয়ানের খুদে রসিকতা, সকলকে তুমি গ্রহণ কোরো না কারণ তোমার কাছে সকলে আত্মসমর্পণ করবে না। তোমাকে আমি কথা দিচ্ছি, যেমন ধর আমিই তোমার প্রতি আসক্ত নই।"

"এই বলার জন্যই কি তুমি এসেছিলে?"

"হয়তো-বা। তোমাকে এই বলে সান্ত্বনা দিতে এসেছি। তুমি একেবারেই মৃত্যুর মতো নও, আর তোমার কাছে নিজেকে আমি সমর্পণ করছি না।"

হাভেলের নীতিবোধ

"ভালো কথা," হাভেল বলল, "তুমি যে তোমাকে গ্রহণ করতে দেবে না, আর সেই কথা আমাকে বলার জন্য এসেছ, তা মন্দ নয়। আমি সত্যিই মৃত্যুর মতো নই, আর আমি যে শুধুমাত্র এলিজাবেটকেই গ্রহণ করব না, তা-ই নয়, আমি তোমাকেও গ্রহণ করব না।"
"ওঃ", মহিলা ডাক্তারটি বললেন।
"এই কথাটা বলার মানে এই নয় যে, আমি তোমার প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করি না, বরং উলটোটা।"
"তবু-ও ভালো।"
"হ্যাঁ, তোমাকে বড্ড আকর্ষণীয় লাগে।"
"তবে কেন তুমি আমাকে গ্রহণ করবে না? তোমাকে নিয়ে আমি বিশেষ একটা মাথা ঘামাই না বলে?"
"না, তার সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক আছে বলে মনে করি না।" হাভেল বলে।
"তবে, কীসের সঙ্গে?"
"তুমি তো চিফ ফিজিসিয়ানের রক্ষিতা।"
"তো?"
"চিফ ফিজিসিয়ান, এ ব্যাপারে একটু ঈর্ষাকাতর। এতে উনি দুঃখ পাবেন।"
"তাতে কি তোমার কোনও নীতিগত বাধা আছে?" মহিলা ডাক্তারটি হেসে জিজ্ঞেস করেন।
"জানো", হাভেল বলল, "জীবনে আমি ঢের মহিলার সঙ্গে সম্পর্ক করেছি, আর তার থেকে একটা জিনিস শিখেছি, পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকতে। যে বন্ধুত্ব ইর-অ-টিসিজমের নির্বুদ্ধিতার দ্বারা কলঙ্কিত নয়, আমার কাছে জীবনে একমাত্র তার-ই মূল্য আছে।"
"চিফ ফিজিসিয়ানকে তুমি তোমার বন্ধু মনে করো?"
"আমার জন্য উনি অনেক করেছেন।"
"আমার জন্য তার চাইতে-ও বেশি করেছেন।" মহিলা ডাক্তার বলেন।
"হয়তো বা", হাভেল বলল, "কিন্তু এ কৃতজ্ঞতার কথা নয়, উনি বন্ধু, সেইটুকুই সব, উনি এক মহান ব্যক্তি আর উনি সত্যি সত্যিই তোমার জন্য চিন্তাভাবনা করেন। তোমার সঙ্গে যদি কোনও কিছুতে জড়িয়ে পড়ি, তবে সত্যি করে নিজেকে একটা বেজন্মা মনে হবে।"

চিফ ফিজিসিয়ানের নামে মিথ্যা কলঙ্ক

"আমি কখনও ভাবিনি", মহিলা ডাক্তারটি বললেন, "তোমার কাছ থেকে বন্ধুত্বের এমন হৃদয়বিদারক গীতিকাব্য শুনতে পাব। ডাক্তার, তুমি তোমার এক নতুন অপ্রত্যাশিত ছবি আমার সামনে তুলে ধরলে। তোমার যে শুধুমাত্র আবেগ ধারণেরই ক্ষমতা আছে তাই নয়, তুমি একজন বুড়ো, টেকো, সাদা মাথার ভদ্রলোক—যাকে মনে রাখার একমাত্র কারণ

হচ্ছে, সে বড়ই মজাদার—তার ওপর তোমার সব আবেগ বর্ষণ করলে। আজ সন্ধেবেলা ওকে লক্ষ করেছিলে? নিজেকে সারাক্ষণ কীরকম জাহির করছিলেন? যা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না, উনি সবসময়, তাই প্রমাণ করতে ব্যস্ত।

"প্রথমত, উনি প্রমাণ করতে ব্যস্ত যে উনি খুব রসিক। লক্ষ করেছিলে, উনি কেমন একটানা বাজে বকে যাচ্ছিলেন, সকলের মনোরঞ্জন করছিলেন, ড. হাভেলকে যে মৃত্যুর মতো মনে হয়, তাই নিয়ে রসিকতা করছিলেন, সুখী বিবাহ যে কত দুর্ভাগ্যজনক, তাই নিয়ে আত্মবিরোধী কথা বলছিলেন (যেন এগুলো আমি অন্তত বার পঞ্চাশেক শুনিনি), ফ্ল্যাজম্যানকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাবার জন্য যা কিছু করা দরকার, সব করেছেন, (যেন এই কাজটা করার জন্য কোনও অসাধারণ মেধার প্রয়োজন আছে)।

"দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, ও দেখাতে চায়, ও খুব বন্ধুবৎসল কিন্তু আদতে, যার মাথায় চুল আছে, তাকে উনি একেবারেই পছন্দ করেন না, আর সেইজন্য আরও বেশি করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে সে তার পছন্দের মানুষ। আমাকে তোষামোদ করছিলেন, তোমাকে তোষামোদ করছিলেন, এলিজাবেটের প্রতি এক পিতৃসুলভ দাক্ষিণ্য দেখাচ্ছিলেন, আর ফ্ল্যাজম্যানের পেছনে এমন সূক্ষ্মভাবে লেগেছিলেন যে ও ধরতেই পারল না।

"তৃতীয়ত, আর এইটেই হচ্ছে আসল কথা, ও সবসময় প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ওই হচ্ছে হরতনের টেক্কা, ওর এখনকার চেহারা ওর আগের চেহারার আড়ালে লুকিয়ে রাখতে চায়, দুর্ভাগ্যবশত, সে চেহারা তো আর নেই, আর আমাদের কারওর সেই চেহারার কথা মনেও নেই। সেই ঘটনাটা, সেই বাজে মেয়েটাকে নিয়ে, যে ওকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, সেই ঘটনাটা ও কী নিঁখুতভাবে বলল, নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ, এইগুলো ও করে ওর সেই যৌবনের দুর্দমনীয় মুখখানাকে মনে করিয়ে দেবার জন্য। আর ওর করুণ টেকো মাথাটাকে ভুলিয়ে দেবার জন্য।"

চিফ ফিজিসিয়ানের পক্ষ সমর্থন

"যা কিছু তুমি বললে, তার সবটাই সত্যি ডাক্তার", হাভেল বলে, "এই কারণগুলোর জন্যই চিফকে আমি অনেক বেশি পছন্দ করি, আর তুমি যা ভাবছ, তার চাইতে এই ব্যাপারগুলো আমার হৃদয়ের অনেক কাছের ব্যাপার। ওর মাথার টেকো চাঁদিটা নিয়ে কেন আমি রসিকতা করতে যাব, যা আমার নিজেরও এড়িয়ে যাবার কোনও উপায় নেই? উনি যা নন, তা প্রমাণ করার ওর আন্তরিক প্রচেষ্টাকে নিয়ে কেন আমি উপহাস করব? এক বৃদ্ধ সবচাইতে বেশি এই প্রমাণ করার চেষ্টা করবে যে, ও এখন যা, ও তা-ই, সেই প্রাক্তন মানুষটার এক শোচনীয় ধ্বংসাবশেষ মাত্র, অথবা সে এই গোছের কিছুই করবে না। এই অবস্থাটার চরম সুযোগ নেওয়া ছাড়া ও আর কী-ই বা করতে পারে? ও এখন যা, ও তা নয়, এই ছলনাটুকু ছাড়া ওর আর কিছু করারও থাকে না। ও এখন আর যা নয়, যা কিছু ওর গত, সেই সব কিছুকে কঠিন ছলাকলার দ্বারা, যেমন ওর জীবনীশক্তি এবং প্রাণচাঞ্চল্যকে নতুন করে সৃজন করা ছাড়া ওর আর কোনও গত্যন্তর থাকে না; সেই যৌবনের আমিটাকে জাগিয়ে তুলে, তাতে বিলীন হয়ে, তাকে আজকের আমির জায়গায় প্রতিস্থাপিত করা ছাড়া কোনও পথ থাকে না। চিফ ফিজিসিয়ানের ছলনার খেলায় আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিজেকে দেখতে পাই, নিজের ভবিষ্যৎকে দেখতে পাই—তবে যদি আমার, এই ঔদাসিন্যকে, যা এই করুণ ছলনার চাইতেও বেশি ক্ষতিকর, নসাৎ করে দেবার মতো আমার যথেষ্ট শক্তি থাকে, তবে সে অন্য কথা।

"হয়তো তুমি চিফ ফিজিসিয়ানকে ঠিক চিনেছ। উনি যা ওকে আমি সেইজন্যই বেশি পছন্দ করি, ওকে কখনওই আমি দুঃখ দিতে পারব না, তার থেকে এই বোঝা যাচ্ছে যে তোমার সঙ্গে আমি কিছু করতে পারব না।"

মহিলা ডাক্তারের উত্তর

"মাই ডিয়ার ডাক্তার", মহিলা ডাক্তার উত্তর দিলেন, "তুমি যা ভাবছ, তার চাইতে অনেক কম মতানৈক্য আমাদের ভেতর আছে। আমারও ওকে ভালো লাগে। তোমার মতো আমারও ওর জন্য দুঃখ হয়। ওর কাছে কৃতজ্ঞ থাকবার কারণ তোমার চাইতে আমার অনেক বেশি আছে। আজ আমি যেই পজিশনে আছি, ও না থাকলে হত না। (যাইহোক তুমিও এসব জানো, সকলে এসব খুব ভালো করে জানে।) তোমার কি মনে হয়, আমি ওকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাই? ওকে আমি ঠকাই। আমার অন্য অনেক প্রেমিক আছে? এসব খবর কত খুশি হয়ে ওরা ওর কানে দেবে। ওকে আমি কষ্ট দিতে চাই না, নিজেকেও কষ্ট দিতে চাই না, আর সেইজন্যই, তুমি যত না ভাবছ, তার চাইতে অনেক বেশিরকমভাবে আমি আটকে পড়েছি। কিন্তু আমার এই ভেবে ভালো লাগছে যে আমরা দুজন দুজনকে এখন বুঝতে পেরেছি, কারণ তুমিই হচ্ছো একমাত্র মানুষ, যার সঙ্গে মিলে চিফ ফিজিসিয়ানকে আমি ঠকাতে পারব। তুমি ওকে সত্যি সত্যি পছন্দ কর, আর তুমি ওকে কখনও দুঃখ দিতে পারবে না। তোমার সাবধানতার কোনও মার নেই। তোমার ওপর আমি ভরসা করতে পারি, তোমার সঙ্গে বিছানায় যেতে পারি—" আর হাভেলের হাঁটুর ওপর ও বসে, ওর জামার বোতাম খুলতে শুরু করে।

ডাঃ হাভেল কী করল?

আন্দাজ করুন....

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম পর্ব

মহান আবগের ঘূর্ণিবাত্যা

রাত পার করে সকাল হল, কিছু গোলাপ কাটতে ফ্ল্যাজম্যান পেছনের বাগানে গেল। তারপর রাস্তা থেকে একটা ভাড়াগাড়ি ধরে হাসপাতালের দিকে রওনা দিল।

এলিজাবেট এমার্জেন্সি ডিপার্টমেন্টের একটা প্রাইভেট রুমে ছিল। নাইট টেবিলে ফুলগুলো রেখে, ফ্ল্যাজম্যান ওর বিছানার পাশে বসে ওর পাল্‌সটা দেখে। তারপর জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা এখন একটু ভালো বোধ করছ তো?"

"হ্যাঁ।" এলিজাবেট বলে।

আর ফ্ল্যাজম্যান আবেগমথিত কণ্ঠে বলে, "এইরকম বোকার মতো কাজ তোমার করা ঠিক হয়নি, মাই গার্ল।"

"ঠিকই বলেছ", এলিজাবেট বলল, "কিন্তু আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। কফির জন্য জল বসিয়ে, বোকার মতো ঘুমিয়ে পড়লাম।"

ফ্ল্যাজম্যান অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকে, কারণ এতটা মহত্ত্ব ওর কাছে ও আশা করেনি। ওর অনুশোচনা দিয়ে এলিজাবেট ওকে ভারাক্রান্ত করতে চায়নি, ওর ভালোবাসা দিয়ে ওকে ও ভারাক্রান্ত করতে চায়নি, আর সেইজন্যই ওর এই আত্মত্যাগ।

ফ্ল্যাজম্যান এলিজাবেটের মুখে হাত বুলোতে লাগল, আবেগতাড়িত হয়ে কোমলস্বরে বলে, "আমি সব জানি, কোনও মিথ্যে বলার প্রয়োজন নেই তোমার। কিন্তু ওই মিথ্যেটুকুর জন্য তোমাকে ধন্যবান।"

ও বুঝেছে, অন্য কোনও মহিলার ভেতর এমন বিবেচনাবোধ, আনুগত্য এবং রুচিশীলতার সন্ধান পাওয়া অসম্ভব, এলিজাবেটকে ওর স্ত্রী হবার প্রস্তাব দেওয়ার এক নিদারুণ বাসনা ওকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, কিন্তু এই হঠকারিতার কাছে নিজেকে সঁপে দেওয়ার পূর্বমুহূর্তে ওর আত্মসংযমের নাগাল ও পেয়ে যায় (বিয়ের প্রস্তাবের জন্য সবসময়ই সময় থাকে), আর ও শুধু এইটুকু বলে, "এলিজাবেট, এলিজাবেট, মাই গার্ল, তোমার জন্য এই গোলাপগুলো এনেছি।"

এলিজাবেট হাঁ হয়ে ফ্ল্যাজম্যানের দিকে তাকিয়ে থেকে তারপর বলে, "আমার জন্য?"

"হ্যাঁ। তোমার জন্য, কারণ তোমার সঙ্গে এখানে থাকতে আমার ভালো লাগছে, কারণ তুমি যে আদৌ আছ, সে কথা ভেবে ভালো লাগছে এলিজাবেট। হয়তো তোমাকে আমি ভালোবাসি, হয়তো তোমাকে আমি অসম্ভব ভালোবাসি, হয়তো সেইজন্যই আমরা যেমন আছি তেমন থাকলেই ভালো। আমার মনে হয় একজন পুরুষ এবং নারী যখন আলাদা থাকে, তখন তারা একজন অন্যজনকে অনেক বেশি ভালোবাসতে পারে এবং তারা যে শুধু বেঁচে আছে এইটুকু যখন তারা জানতে পারে এবং যখন তারা একজন অন্যজনের কাছে শুধু বেঁচে থাকার জন্যই কৃতজ্ঞ থাকে, তখন তাদের সুখের জন্য ওইটুকুই যথেষ্ট।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, ডিয়ার এলিজাবেট, শুধু তুমি আছ বলে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।"
এলিজাবেট এর কিছুই বুঝল না, এক নির্বোধ, অস্পষ্ট আশা এবং আনন্দে ভরা সুখের হাসি ওর মুখে ছড়িয়ে পড়ে।
এরপর ফ্ল্যাজম্যান উঠল। এলিজাবেটের কাঁধ চটকে (সংযত প্রেমের সূক্ষ্ম নিদর্শন), ঘুরে দাঁড়িয়ে, চলে গেল।

সবকিছুর অনিশ্চয়তা

"আমাদের সুন্দরী মহিলা সহকর্মীটিকে, আজ ভরা যৌবনে উদ্ভাসিত লাগছিল, আর মনে হয় সেই ঘটনার সব চাইতে সঠিক ব্যাখ্যা ও-ই দিতে পেরেছে।" চিফ ফিজিসিয়ান, যখন ওয়ার্ডে হাভেল এবং মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হল, তখন বললেন, "এলিজাবেট কফি বানাতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল, অন্তত তাই ও দাবি করছে।"
"দেখলেন।" ডাক্তার মহিলা বললেন।
"আমি কিছুই দেখতে পাচ্ছি না", বাঁধা দিলেন চিফ ফিজিসিয়ান। "সত্যি কথা বলতে কী, কী যে হয়েছিল তা কিন্তু কেউ জানে না। কফির পটটা হয়তো বা আগে থেকেই ওইখানে ছিল। ওর যদি গায়ে আগুন লাগাবারই ছিল, তবে পটটা সরাবার তো কোনও দরকার নেই।"
"কিন্তু ও নিজেই তো তাই বলছে।" ডাক্তার মহিলা বললেন।
"আমাদের নাচ দেখিয়ে ভয় দেখাবার পর, ও যে পটটার ওপর দোষ চাপাবে, তাতে আশ্চর্য হবার কী আছে? ভুলে যেও না, আমাদের দেশের হবু আত্মঘাতীদের চিকিৎসার জন্য মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হয়, আর কেউ ও রাস্তা মাড়াতে চায় না।"
"আপনি আত্মহত্যার গল্প শুনতে চান চিফ?" মহিলা ডাক্তারটি জিজ্ঞেস করলেন।
"আমি চাই, একবারের জন্য হলেও, হ্যাভেল অন্তত অনুশোচনায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাক।" হাসতে হাসতে চিফ ফিজিসিয়ান বললেন।

হাভেলের অনুশোচনা

চিফ ফিজিসিয়ানের বক্তব্যে হাভেলের বিবেক দংশনের যা শোনা যায়, সাংকেতিক ভাষায় এ এক অনুযোগ বটে, যার মাধ্যমে স্বর্গের দেবতারাও ওকে অতি সতর্কতার সঙ্গে শাসন করছেন, আর হাভেল বলে, "চিফ ফিজিসিয়ান ঠিকই বলেছেন। আসলে এটা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ছিল না, কিন্তু হতে পারত। এছাড়া সোজা কথা হচ্ছে, এলিজাবেটকে এর জন্য আমি দায়ী করব না। বলুন তো, জীবনের কোন মূল্যটা আছে, যার জন্য আত্মহত্যাকে নীতিগতভাবে সম্পূর্ণ অনাবশ্যক মনে করতে হবে? প্রেম? বন্ধুত্ব? আপনাকে আমি কথা দিতে পারি, বন্ধুত্ব প্রেমের চাইতে কিছু কম ঠুনকো নয় এবং তার ওপর কিছু প্রতিষ্ঠা করা একেবারে অসম্ভব। আত্মপ্রেম? যদি তাও সম্ভব হত," হাভেল এখন প্রায় আকুলভাবে বলে ওঠে, যা প্রায় অনুশোচনার মতো শোনায়, "কিন্তু চিফ, আমি হলফ করে বলতে পারি, নিজেকে আমি একটুও পছন্দ করি না।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাই ডিয়ার জেন্টেলমেন", মহিলা ডাক্তার হেসে বললেন, "এতে যদি পৃথিবীটা তোমাদের কাছে আরও বেশি আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে, তোমার আত্মার শান্তি হয়, তবে প্লিজ চলো, আমরা ধরে নিচ্ছি যে এলিজাবেট আত্মহত্যা করতেই চেয়েছিল। ঠিক আছে?"

শুভ পরিণতি

"কোনও মানে হয় না", চিফ ফিজিসিয়ান বললেন। এসব ছাড়ো তো। এই সুন্দর সকালটা তোমার বক্তিমে দিয়ে নষ্ট কোরো না তো! তোমার চাইতে আমি পনেরো বছরের বড়, আমি একজন অসুখী মানুষ কারণ আমি এক সুখী বিবাহিত পুরুষ, বিবাহ-বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনাও সেই কারণে নেই। আর আমার প্রেমের জায়গায়ও আমি অসুখী, কারণ যাকে আমি ভালোবাসি যে হচ্ছে দুর্ভাগ্যবশত এই ডাক্তার মহিলা। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বেঁচে থাকতে আমার ভালো লাগে!"

"ঠিক, ঠিক", চিফ ফিজিসিয়ানের হাত জড়িয়ে ধরে অসম্ভব কোমলভাবে মহিলা ডাক্তার বলেলন, "বেঁচে থাকতে আমি ভালোবাসি।"

এমন সময় এই তিনজন ডাক্তারের সামনে উপস্থিত হয়ে ফ্ল্যাজম্যান বলল, "এলিজাবেটকে দেখতে গিয়েছিলাম, ও এক আশ্চর্যরকমের সম্ভ্রান্ত মহিলা, ও সবকিছু অস্বীকার করে, সব দোষ নিজের ঘাড়ে নিয়েছে।"

"দেখলে", হাসতে হাসতে চিফ ফিজিসিয়ান বললেন, "আর হাভেল আমাদের সক্কলকে আত্মহত্যার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল।"

"ঠিক তাই", মহিলা ডাক্তারটি বললেন, তারপর জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে বলেন, "আকাশটা এত নীল, আবার একটা সুন্দর দিন আসছে। মাই ডিয়ার ফ্ল্যাজম্যান, তোমার কী মনে হচ্ছে?"

কিছুক্ষণ আগে অবধি ফ্ল্যাজম্যান এক গুচ্ছ গোলাপ আর কিছু মিষ্টি কথায়, অতি চালাকের মতো, সবকিছু মিটিয়ে ফেলার জন্য নিজেকে অনুযোগ করছিল, কিন্তু এখন ওর এই ভেবে আনন্দ হচ্ছে যে ও কোনও কিছু তাড়াহুড়ো করে করে ফেলেনি। ডাক্তার মহিলার সংকেত ও শুনেছে এবং তার অর্থ ও রীতিমতো ভালোভাবে বুঝেছে। রোমান্সের সুতোটা কাল যেখানে ছিঁড়ে গিয়েছিল, যখন গ্যাসের গন্ধে ওর মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে মিলনের পথ বন্ধ হতে চলেছিল, আজ আবার সেইখান থেকে শুরু হল। ঈর্ষাকাতর চিফ ফিজিসিয়ান সামনে থাকা সত্ত্বেও মহিলা ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে ও না হেসে পারল না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পুরোনো মৃতেরা যাক সরে, নব্য মৃতেরা জায়গা পাক

Let the Old Dead Make Room for the Young Dead

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১

চেকোশ্লোভাকিয়ার বোহেমিয়া অঞ্চলের একটি ছোট শহরের রাস্তায় সে বাড়ি ফিরছিল, যে শহরটাতে সে দীর্ঘ অনেকগুলো বছর বসবাস করে চলেছে তার নিজের গতানুগতিক জীবনের সঙ্গে, আক্রমণাত্মক পাড়াপড়শিদের সঙ্গে, আর একঘেয়ে এক চাষাড়েপনার সঙ্গে সমঝোতা করে, কাজেকর্মে সর্বদা তাকে ঘিরে থাকে যে চাষাড়েপনা, আর সে এমনই অন্যমনস্ক হাঁটছিল যেন সে দেখছিল না কিছুই। যেন সে চলেছে এক বহুবার হেঁটে যাওয়া রাস্তায়, যার প্রতিটি বাঁক ও গোপনতা তার পরিচিত। এইভাবে হাঁটছিল বলে সে প্রথমে মেয়েটিকে দেখতেই পায়নি। কিন্তু মেয়েটি তাকে দূর থেকে দেখেছিল ও চিনতে পেরেছিল অবধারিত, তাই কাছাকাছি হতেই হেসেছিল তাকে দেখে আর একদম শেষ মুহূর্তে যখন তারা প্রায় এ ওকে ছেড়ে যেতে বসেছে, ওই আলগা হাসি তার স্মৃতিতে একটা বাজনা বাজিয়েছিল ঝঙ্কার তুলেও সে সহসা তার ওই আচ্ছন্নতা থেকে ফিরে এসেছিল নিজের চেতনায়।

"—আমি হয়তো তোমাকে চিনতেই পারতাম না"—সে ক্ষমা চেয়েছিল। কিন্তু এই ক্ষমা চেয়ে নেওয়ার ব্যাপারটা কিছুটা আড়ষ্ট লেগেছিল। কারণ তারা দুজনেই এই চেনা-না চেনার টানাপোড়েন থেকে অন্য এক বিষাদজনক ঘটনায় সহসা ঢুকে পড়েছিল, যে ঘটনা সম্পর্কে বেশি কিছু না বলাই সঙ্গত। ওরা একে অন্যকে দেখেনি গত পনেরো বছর এবং বলা বাহুল্য এই পনেরো বছরে দুজনেই ক্রমশ বয়স্ক হয়ে পড়েছে।

"—আচ্ছা, আমি কি খুব বেশি বদলে গেছি?" মেয়েটি জিজ্ঞেস করছিল। সে উত্তর দিয়েছিল এই বলে যে তেমন কিছু বদলে যায়নি মেয়েটি। যদিও মিথ্যে বলেছিল, কিন্তু তা বলে সম্পূর্ণ মিথ্যে নয়, কারণ বহুদিনের দেখা-না-হওয়া থেকে স্বাভাবিকভাবে জন্মানো এক ঔৎসুক্য ও উদগ্রতা মেয়েটির হাসিতে বোঝা গিয়েছিল, আর সে এতগুলো বছর পরে ওই চাহনির সামনে দাঁড়িয়ে সহসা বেশ খানিকটা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। সাময়িকভাবে, এমনই বিচলিত হয়ে পড়েছিল সে, যে উদ্‌ভ্রান্তের মতো মনের গহিনে থাকা মেয়েটির আগেকার চেহারাটা সে খুঁজতে চেয়েছিল প্রাণপণে আর বারংবার চেষ্টা সত্ত্বেও অপারগ হয়ে সে ওই পুরোনো চেহারা, পুরোনো শরীর ভুলতে চেষ্টা করেছিল, দূরে সরিয়ে দিয়েছিল, আর এখন ঠিক মেয়েটি যা, তাই দেখতে চেয়েছিল পূর্ণ দৃষ্টিতে। বাস্তবিক মেয়েটি এখন যথেষ্ট বয়স্কা, প্রায় বিগত যৌবনা এক নারী, যাকে সে দেখতে চেয়েছিল ঠিক ওই ভাবেই, অন্য কোনও রূপ ও যৌবনের ভনিতার বাইরে।

সে মেয়েটির কাছে জানতে চায়, কোথায় যাচ্ছে ও আর কীই বা তার অন্যান্য কাজকর্ম। উত্তরে মেয়েটি বলেছিল যে তেমন কিছুই নয়, শুধু প্রাগ্‌-এ পৌঁছনোর ট্রেনের জন্য অপেক্ষমাণ থাকা ছাড়া তার আর কোনও কাজই নেই। সে এই হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়ার এক অনাবিল খুশি মেয়েটিকে জানিয়েছিল আর কাছে পিঠের দু দুটো রেস্তরাঁ বন্ধ থাকায়, যেমন তারা দুজনেই অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই রাজি ছিল, আমন্ত্রণ জানিয়েছিল তার একলা

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার আস্তানায় আসবার জন্যে, যেটা খুব একটা দূরে নয়, যেখানে কফি বা চা দুটোই মজুত ও যে আশ্রয়টুকু তাদের হঠাৎ প্রয়োজন অনুযায়ী, পরিষ্কার ও শান্তিপূর্ণ।

২

শুরু থেকেই আজ একটা নষ্ট দিন। মেয়েটির মনে পড়েছিল প্রায় পঁচিশ বছর আগে, সদ্যবিবাহিতা, সে অল্প কয়েকটি দিন এই শহরে কাটায় তার স্বামীর সঙ্গে। সেইসব ঝোড়ো হাওয়ার দিনগুলোর অব্যবহিত পরেই তারা প্রাগ্-এ চলে যায়। বছর দশেক হতে চলল সে স্বামীহারা আর এমনই যোগাযোগ যে তার স্বামীর উইলে লেখা শেষ ইচ্ছে অনুযায়ী, এই শহরেই, কোনও কবরখানায় আপাতত শান্তির ঘুমে শুয়ে আছে তার স্বামী। কবর দিতে এসে মেয়েটি দশ বছরের অগ্রিম ভাড়া দিয়েছিল কবরখানার কর্তৃপক্ষকে। কিন্তু কয়েকটা দিন আগেই মেয়েটির মনে হতে থাকে যে সে ওই দশ বছরের সময়টুকু পেরিয়ে এসেছে ও চুক্তি নবীকরণ না হওয়ায় তার স্বামীর কবরটি এখন বেআইনি শুয়ে আছে ওই কবরখানায়। প্রথমেই সে ভেবেছিল কবরখানার কর্তৃপক্ষকে চিঠি লিখে জানাবে এই ঘটনা ও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নেবে। কিন্তু পরক্ষণেই সে বুঝতে পারে ওইসব চিঠিপত্রে শুধু ঝামেলাই বাড়বে, তাই, আজ, সে নিজেই চলে এসেছিল এই শহরে।

স্মৃতি থেকে, তার স্বামীর কবরে পৌঁছনোর রাস্তাটুকু তার জানা আছে, মনে হয়েছিল। কিন্তু তাও, আজ তার কাছে ওই কবরখানা, মনে হয় যেন সে প্রথমবার দেখছে। সে ঠাহর করতে পারেনি কোথায় তার স্বামীর কবর। সে ভেবেছিল নির্ঘাত তার স্মৃতি হয়ে পড়েছে জড় ও স্থবির। একটু সময় লেগেছিল তার বুঝতে। যেখানে ধূসর-বর্ণের বালি পাথরের মনুমেন্টে তার স্বামীর নাম লেখা ছিল স্বর্ণাক্ষরে, ঠিক সেই স্থানটিতে এখন দাঁড়িয়ে রয়েছে কালো রঙের একটি দামি পাথরের এপিটাফ্, যাতে অবধারিত অন্য কোনও নাম লেখা।

ক্ষুব্ধ হয়ে এর পর সে কবরখানার কর্তৃপক্ষের কাছে যায়। কর্তৃপক্ষ তাকে বলে ভাড়ার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে কবরস্থানটুকু আইনত বাতিল হয়ে যায়। এটাই নিয়ম। মেয়েটি তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করে যে কেনই বা তারা ওই মেয়াদপূর্তির সময় তাকে আগে থাকতে জানায়নি। উত্তরে কর্তৃপক্ষ জানায় কবরখানায় স্থানাভাব চূড়ান্ত। তাছাড়া এটাই তো ঠিক যে—

'পুরোনো মৃতেরা জায়গা ছাড়ুক নতুন মৃতদের জন্য।'

এই সব কথাবার্তা মেয়েটিকে যারপরনাই বিচলিত করেছিল। উগরে আসা কান্না চেপে মেয়েটি তাদের বলে যে মনুষ্যত্বের প্রতি বা একে অন্যের প্রতি মর্যাদা কীভাবে দিতে হয় তাদের অজানা। অবশ্য কথা বলতে বলতেই মেয়েটি বুঝেছিল যে কথা বলার কোনও মানে থাকছে না।

ঠিক যেমন সে বহু চেষ্টাতেও তার স্বামীকে বাঁচাতে পারেনি, তেমনই সে ওই কবর হারিয়ে যাওয়ার দ্বিতীয় মৃত্যুর ক্ষেত্রেও প্রতিরোধহারা। পুরোনো কোনও এক মৃতের ওই এক, আবারও মৃত্যু, যে কিনা হলুদ ও বিবর্ণ, যার ক্ষেত্রে, এমনকী, 'মৃত' হিসেবে বেঁচে থাকাটুকুও অনভিপ্রেত।

বাধ্যতই এর পর, নাজেহাল অবস্থায় কবরখানা ছেড়ে মেয়েটি শহরে চলে গিয়েছিল। তার বিপন্নতার সঙ্গে এবার মিশতে শুরু করেছিল উৎকণ্ঠা, কীভাবে সে তার ছেলেকে ওই কবর না পাওয়ার কথা বলবে? কীভাবেই বা ঢাকবে স্বামীর প্রতি তার এই তাচ্ছিল্য?

শেষে এক অপরিসীম ক্লান্তি তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলতে থাকে, সে বুঝে উঠতে পারছিল না কী ভাবে তার প্রাগ্-এ যাওয়ার ট্রেন ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত লম্বা সময় এই শহরে সে কাটাবে। ঠিক এই মুহূর্তে এই শহরে তার চেনা পরিচিত কেউ নেই। উদ্দেশ্যহীনভাবে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতেও তার ভালো লাগছিল না কারণ এই শহর বদলে গেছে বড় দ্রুত। এককালের পরিচিত জায়গাগুলি তার কাছে এখন অচেনা মনে হয়েছিল।

আর এইসব কারণেই সে ওই বহু আগের পরিচিত বা বলা যায়, প্রায় বিস্মৃত মানুষটির সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে যাওয়া আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেনি। যাই হোক না কেন, লোকটির বাথরুমে সে অন্তত তার হাতদুটো অবশ্যই ধুয়ে নিতে পারবে, বসতে পারবে একটা নরম আরামকেদারায়, কারণ তার পা দুটি ব্যথাভারাতুর, ও শুনতে পারবে ফুটে ওঠা জলের মায়াবী বুদ্‌বুদের শব্দ, বসার ঘর ও রান্নাঘরের মাঝে টাঙানো পর্দার মোহিনী আড়াল থেকে।

৩

বেশি দিন হয়নি, সে পঁয়ত্রিশ ছুঁয়েছে। দেখতে পেয়েছিল মাথার ঠিক সামনের জায়গাটার চুল পাতলা হতে শুরু করেছে। টাক পড়েছে, না বলা গেলেও অদূর ভবিষ্যতে এক অবশ্যম্ভাবী টাকমাথা তাকে বয়ে বেড়াতে হবে, সুনিশ্চিত। মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়াকে জীবন মরণ সমস্যা হিসেবে ধরে নেওয়া হাস্যকর হলেও তার মনে হয়েছিল কেশহীনতা তার মুখশ্রীটাকেই এরপর সম্পূর্ণ পালটে দেবে আর কয়েক বছর আগের তার তারুণ্য ও দীপ্তি, যা সত্যিই ছিল তারিফ করবার মতো, এখন ক্রমশ অবলুপ্তির পথে।

এসব কথা মনে পড়তেই সে তার নিজের জমাখরচের হিসেবটা একটু খতিয়ে দেখতে চেয়েছিল। মাথাভর্তি ঝলমলে চুল ও সুন্দর চেহারার এক পুরুষ এখন এমনই এক প্রান্তসীমায় দাঁড়িয়ে, যেখান থেকে তার অবক্ষয় শুরু হতে চলেছে তিল তিল করে। এ যাবৎ এই জীবন থেকে তার অভিজ্ঞতাই বা কী হল এবং কতটা সে উপভোগ করল এই বেঁচে থাকা? একটু চিন্তা করতেই সে মুষড়ে পড়েছিল কারণ সেই অর্থে তার অভিজ্ঞতা বলতে তেমন কিছু সঞ্চিত নয়। তার খারাপ লেগেছিল। সে লজ্জিত হয়েছিল কারণ এই পৃথিবীতে এতটা সময় বাঁচবার পরেও তা তেমন কিছুই অভিজ্ঞতা জন্মায়নি বা যেটুকু জন্মেছে তা ওই বেঁচে থাকা অনুপাতে নগণ্য।

কিন্তু 'অভিজ্ঞতা জন্মায়নি' বলতে সে ঠিক কী বোঝাতে চাইছে? ঘুরে বেড়ানো, কাজ করা, সরকারি চাকরি, খেলাধুলা না মেয়েমানুষ? হয়তো সব কিছুই সে বোঝাতে চেয়েছিল, কিন্তু সর্বোপরি ছিল 'মেয়েমানুষ'। কারণ অন্য সবকিছু যদি তার জীবনে কোনও কারণে কম থাকত, তার আক্ষেপ থাকত ঠিকই কিন্তু নিজেকে সে দোষারোপ করত না। কাজকর্ম তার ছিল নীরস আর তাতে কোনও ভবিষ্যতের উন্নতি ছিল না, তেমন কিছু দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়নোর সুযোগ সে পায়নি কারণ যথেষ্ট অর্থাভাব তাকে জর্জরিত করত অথবা তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনও পৃষ্ঠপোষকও জোটেনি ওই দেশ বিদেশে যাওয়ার ব্যাপারে তার খরচ সামলাতে, আর বছর কুড়ি বয়সে হাঁটুতে চোট পাওয়ার জন্য পরম প্রিয় খেলাধুলাও তাকে ছাড়তে হয়েছিল মাঝপথে। এসব সমস্যা তাকে আকীর্ণ করলেও সে বেপথু হয়ে পড়েনি কখনও। অন্যদিকে নারীসান্নিধ্য ও সখ্যতা তার কাছে একটা স্বাধীনতার দরজা খুলে দিত। এই নারীসম্পর্ক নিয়ে সে কোনওদিনও কোনও অজুহাত দেয়নি। যা কিছু জীবনের সম্পদ, সে উজাড় করে দিতে প্রস্তুত ছিল এই সম্পর্কের ক্ষেত্রে।

ভালোবাসার নারীদের সান্নিধ্য তার কাছে ছিল জীবনটা প্রগাঢ় ও আরামের হয়ে ওঠবার পরিমাপ।

কিন্তু ভাগ্য ছিল বিরূপ। সারা জীবনই, কোনও না কোনওভাবে, নারীসম্পর্কের ক্ষেত্রে তার বাধা এসেছিল অনেক। পঁচিশ বছর বয়স পর্যন্ত, তার সুন্দর পুরুষালি চেহারা থাকা সত্ত্বেও, এক চূড়ান্ত লাজুক মনোবৃত্তি তার কণ্ঠ রোধ করে রাখত। এরপর সে কোনও মতে প্রেমে পড়ে, বিয়ে করে এবং দীর্ঘ সাত বছর সহবাসের পর বোঝে, যে কোনও একটি নারীর মধ্যেই অসংখ্য যৌন সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকতে পারে। কয়েক বছরের মধ্যেই তার বিবাহ বিচ্ছেদ হয় ও তাৎক্ষণিক, ওই একক নারী ও বহু যৌন সম্ভাবনা জাতীয় বিমূর্ত ধারণা আবার ভাঙতে শুরু করে। বদলে, তার মধ্যে নারী সম্পর্কে এক সাহস ও আস্বাদলোলুপতা জেগে উঠেছিল। বহু নারী ও বহুমাত্রিক তাদের ব্যক্তিগত যৌনব্যবহার, কিন্তু প্রত্যেকেই নিজস্ব পরিমাপে সীমাবদ্ধ। দুর্ভাগ্যবশত, আর্থিক দুরবস্থার কারণে সে তার নব আরব্ধ ওই প্রবৃত্তির চরিতার্থতায় অপারগ হয়েছিল। প্রাক্তন স্ত্রীকে প্রতিমাসেই শিশুপ্রতিপালনের খরচ হিসেবে দিতে হত বেশ কিছু অর্থ অথচ বাচ্চাটাকে সে দেখতে পেত বছরে মাত্র একবার কি দুবার। তাছাড়া ছোট শহর বলে প্রতিবেশীরা ছিল এমনই অনুসন্ধিৎসু, যার মোকাবিলায় তাকে সঙ্গ দেওয়ার মতো নারী খুঁজে পাওয়াই ছিল দুরূহ।

এখন সময় পেরিয়ে যেতে শুরু করেছিল দ্রুত আর সে দাঁড়িয়ে ছিল বাথরুমের ডিম্বাকৃতি আয়নাটার সামনে, ওয়াশবেসিনের ওপর অল্প ঝুঁকে, ডান হাতে আরও একটি গোল আয়না মাথার ওপরে ধরে, সামনের বড় আয়নায় দেখতে চেয়েছিল মাথার মধ্যিখানে গজিয়ে ওঠা চুল পাতলা হয়ে যাওয়া জায়গাটুকু। এই দৃশ্য হঠাৎই তার সামনে, কোনও প্রস্তুতি ছাড়াই এক নির্মম সত্যের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছিল। জীবনে যা কিছু সে হারিয়েছে, কোনওদিনও ফিরবে না আর, সে বুঝতে পেরেছিল। তার নিজেকে মনে হয়েছিল চিরকালীন পরিহাসের পাত্র ও কখনও বা সে ভেবেছিল আত্মহত্যা ছাড়া অন্য কোনও গত্যন্তর তার আর রইল কোথায়? একটা কথা বলা প্রয়োজন, যে তার ওই চিন্তাস্রোত অনুধাবন করলে তাকে পাগল অথবা ছন্ন বলে মনে হতে পারে, কিন্তু ঘটনাটা সেরকম কখনওই নয়। কারণ ওই চিন্তাস্রোতের একটা ব্যঙ্গাত্মক দিকও তার কাছে একই সময়ে ধরা পড়ে আর সে বোঝে, যা সে ভাবছে তা সে করে বসবে না কখনওই। সে নিজের মনে নিজেই হেসেছিল, সুইসাইড নোটে সে কখনওই লিখবে না, মাথায় গজানো টাকের কারণে এই আত্মহত্যা।

কিন্তু যাই সে ভাবুক বিপরীতে, এটা তো ঠিক যে ওইসব গর্হিত চিন্তা তার মাথায় একবার অন্তত এসেছিল। যতই অশরীরী তারা হোক না কেন, একবার তাকে বিচলিত করেছিল তো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিশ্চিত। আরও একটু পরিষ্কার করে বলতে হলে উদাহরণস্বরূপ একজন ম্যারাথন দৌড়বিদের কথা বলতে হয়, যে কি না দৌড়ের মাঝ রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে ক্রমশ বুঝতে থাকে যে সে হেরে যাচ্ছে, তার এখনই দৌড়নো ছেড়ে দেওয়া প্রয়োজন। অত্যন্ত লজ্জায় সে মাটিতে মিশে যেতে থাকে কারণ এই হার তার নিজেরই ভুলের জন্য, নিজেরই দোষে। ওই ম্যারাথন দৌড়বিদের মতো এখন সেও ভেবেছিল যে সে ফুরিয়ে গেছে, আর ওই ইঁদুর দৌড়ের শামিল তার না হলেও চলে।

আর সে এখন ওই ছোট টেবিলটার ওপরে ঝুঁকে সামনের আরামকেদারাটির সান্নিধ্যে এককাপ গরম কফি রেখেছিল, কারণ সে ওই কেদারাটিতে বসবে এখনি ও আরও একটি কাপ রেখেছিল অন্য একটি আরামকেদারার নাগাল বরাবর, যেটিতে তার অতিথি বসে আছে। সে নিজের মনেই নিজেকে বলেছিল, মেয়েটির সঙ্গে আজ এই দেখা হওয়ার আড়ালে একটা ব্যথা লুকিয়ে আছে। একটা অপরিচিত বুকের কষ্ট কারণ এই মেয়েটির সঙ্গে একসময়ে সে চূড়ান্ত, পাগলের মতো প্রেমে পড়েছিল। কিন্তু একটা সময় নিজেরই দোষে সে যেতে দিয়েছিল মেয়েটিকে। বাধ্যতই। আজ যখন আবার মেয়েটি কাছে এল ততদিনে তো সে নিজেই বদলে গেছে সম্পূর্ণ, এ এক এমনই সময় যে এখন আর সম্ভব নয় কোনও কিছু নতুন করে ফিরে পাওয়া।

৪

মেয়েটি ভাবতেই পারেনি, যে পুরুষটির চোখে সে এখনও ওই নারী যে তাকে ছেড়ে গিয়েছিল কোনওদিন। মেয়েটির মনে আছে ওই রাত, যা তারা দুজনে একসঙ্গে কাটিয়েছিল। মেয়েটির মনে পড়ে পুরুষটিকে তখন কেমন দেখতে ছিল, বছর কুড়ি বয়স, জামাকাপড় অবিন্যস্ত, কথায় কথায় গাল লাল হয়ে ওঠে, লজ্জা পায়, এক কথায় সম্পূর্ণ বালকসুলভ ভাবভঙ্গি, মেয়েটির মজা লাগত ওকে দেখে। আর নিজে তখন সে কেমন ছিল মেয়েটির তাও মনে পড়ে, প্রায় বছর চল্লিশ বয়স, আপাদমস্তক ভর করে থাকত এক বেবাক-মায়া, যা তাকে একের পর এক পরপুরুষের সঙ্গ করতে বাধ্য করত। আবার সম্পর্কগুলো ছেড়ে যেতেও সময় লাগত না ওই একই কারণে। মেয়েটির মনে হত জীবনটা যেন চিরকালই এক জাঁকজমকপূর্ণ বল নাচের আসর। ওর ভয় হতো, বারে বারে স্বামীর প্রতি তার এই বিশ্বাসঘাতকতা একটা নোংরা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে না তো?

সে তার সৌন্দর্য নীলামে চড়িয়েছিল, ঠিক যেভাবে মানুষ নৈতিক ভালোমন্দকে নীলামে চড়ায় বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। যদি সত্যিই সে তার নিজের বেঁচে থাকায় কোনও নোংরামি খুঁজে পেত, সে হতাশার শিকার হয়ে পড়ত নিঃসন্দেহে। কিন্তু তা কখনওই হয়নি। আর এখন, এই ঘরে, ওই পুরুষটির সামনে বসে সে বুঝতে পারছিল দীর্ঘ পনেরো বছরের সময় আক্রান্ত তার শরীর, নিঃসন্দেহে ওই পুরুষটির কাছে বয়স্কা মনে হবে। বয়সের সঙ্গে তৈরি হওয়া আনুষঙ্গিক কুরূপ ও জীর্ণতা ঢাকতে মেয়েটি চটজলদি তার নিজের মুখের সামনে এক সুদৃশ্য হাতপাখা মেলে ধরতে চেয়েছিল আর ওই পুরুষটিকে প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল পরের পর, যদি বা কিছুটা অন্যমনস্ক করা যায় ওকে। মেয়েটি জিজ্ঞেস করেছিল, এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরে সে এল কী করে, কী তার পেশা, তারপর পুরুষটির এই ছোট, আরামদায়ক ও অকৃতদার হয়ে থাকবার পক্ষে উপযোগী অ্যাপার্টমেন্টটির প্রশংসা করে বলেছিল, ছাত থেকে শহরের যেটুকু দেখা যায়, ওই দৃশ্যে যেন অদ্ভুত এক স্বাধীনতা রয়েছে, আর রয়েছে অনেকটা খোলা হাওয়া। মেয়েটি দেয়ালে টাঙানো বেশ কয়েকটি ইমপ্রেশনিস্ট্ ধাঁচে আঁকা ছবির আর্টিস্টদের নাম বলে দিতে পেরেছিল, যেটা অবশ্য তেমন কিছু শক্ত কাজ নয় কারণ গরিব চেকোশ্লোভাকিয়ান্ ইনটেলেকচুয়ালদের অনেকের বাড়িতেই ওইসব ছবি টাঙানো থাকে। এবার মেয়েটি টেবিল থেকে তার অর্ধসমাপ্ত কফির কাপ হাতে নিয়ে উঠে পড়ে অল্প দূরের একটা ছোট লেখার টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, যেখানে একটা ফটো স্ট্যান্ডে বেশ কয়েকটি পারিবারিক ফটোগ্রাফ আটকানো রয়েছে। অবশ্য মেয়েটি লক্ষ করেছিল যে টেবিলে কোনও কমবয়সি মহিলার ছবি নেই। এক বয়স্কা মহিলার ছবি দেখিয়ে পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করতেই সে মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলেছিল, হ্যাঁ ইনিই। ওই বয়স্কা মহিলার ছবিটি তার মা-র।

এবার পুরুষটি তাকে জিজ্ঞেস করে, কিছু জিনিসপত্রের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এই শহরে আসা বলতে সে কী বোঝাতে চেয়েছে। মেয়েটি ওই কবরখানার ঘটনা নিয়ে কথা বলতে আদৌ চায়নি। এই ছ'তলা উঁচু কক্ষে বসে তার নিজেকে মনে হচ্ছে অনেক ছাতের চাইতেও উঁচুতে বসে আছে সে। আরও মনে হচ্ছে সে তার নিজের জীবনের চাইতেও অনেক উঁচুতে রয়েছে। কিন্তু পুরুষটির চাপে পড়ে সে অবশেষে স্বীকারোক্তি করবার মতো অল্প কথায় ঘটনাটা বলতে বাধ্য হয়েছিল। ছোট ও সংক্ষিপ্ত কথাবার্তা। বোকার মতো অকপটে অনাবশ্যক কথা বলে যাওয়া তার পছন্দ নয় কোনওদিনই। মেয়েটি বলেছিল কোনও একটা সময়ে, বহু আগে তারা এই শহরে ছিল, এখানে তার স্বামীর কবর রয়েছে এবং সে ও তার ছেলে প্রত্যেক বছর নিয়ম করে "অল্ সোউলস্ ডে"-তে এখানে আসে। ওই কবর খুঁজে না পাওয়ার ঘটনা সে এড়িয়ে গিয়েছিল। বলেনি একবারও।

৫

'প্রত্যেক বছর?' মেয়েটির এই কথা তাকে দুঃখময় করে তুলেছিল। আরও একবার সে ভাগ্যের পরিহাস নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিল। যদি ঠিক আজ থেকে মাত্র ছ'বছর আগে তাদের দেখা হত, ঠিক যে বছর সে এই শহরে এল, সব কিছুই, যে যেমনটি চায়, ঘটত তাহলে। সবকিছুই সম্ভব হত। মেয়েটি নিশ্চিত আজকের মতো বয়সের ছাপ বয়ে বেড়াত না। ওর উপস্থিতি, কখনওই, আজ থেকে পনেরো বছর আগে যে মেয়েটিকে সে ভালোবেসেছিল, তার চাইতে অন্য হত না। বরং সে নিজের চেষ্টায় মেয়েটির পুরোনো ও নতুন অর্থাৎ তখন ও এখনকার চেহারার মধ্যে একটা সমঝোতা খুঁজে পেত। দুটিকেই সে মেলাতে পারত। কিন্তু এখন ওই দুই চেহারাই তার চেতনায় দুটি ভিন্নতর বিন্দুতে দাঁড়িয়ে, ও সে, নিরুপায়, তা মেনে নিতে বাধ্য হয়ে পড়েছে।

মেয়েটি কথা বলতে বলতে কফি পান করছিল। অন্যদিকে সে আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছিল বুঝতে যে ঠিক কতটুকু বদলে যাওয়ার কারণে মেয়েটি দ্বিতীয়বার তাকে ছেড়ে যাচ্ছে।

মেয়েটির মুখের চামড়া শুকনো ও কোঁচকানো, পাউডারের হালকা স্তর ভেদ করে ওই মালিন্য এখন প্রকট। মেয়েটির গলায় অনেক অযথা ভাঁজ, যতই সে উঁচু কলারে ঢেকে রাখুক তার গলা। তার চিবুক এখন অনাবশ্যক বেশ ঝুলে রয়েছে ও তার সৌন্দর্যমণ্ডিত মাথার চুল এখন হয়ে পড়েছে বিবর্ণ। কিন্তু এই সবকিছুর চাইতে মেয়েটির হাতদুটি তার কাছে আরও বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল। হাতদুটিতে কোনও পাউডার বা রঙের প্রলেপ নেই তাই সহজে দেখতে পাওয়া যায় বেশ কয়েকটি নীল শিরা প্রকট জাগ্রত, ঠিক যেন পুরুষের হাত, তার মনে হয়েছিল।

ক্রোধ মিশ্রিত অনুকম্পায়, পুরুষটি এখন দেখতে চেয়েছিল সবকিছু, যেমন সে দুজনের বহু বছরের দূরে-সরিয়ে-রাখা আজকের এই দেখা হওয়ার ঘটনা ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল পানীয়তে। সে মেয়েটিকে কনিয়্যাক পান করবার আহ্বান জানায় কারণ প্রায়-ভর্তি একটি বোতল পর্দার আড়ালের ক্যাবিনেটে এখনও জলজ্যান্ত রয়ে গেছে। মেয়েটি উত্তরে জানিয়েছিল যে সে উৎসাহী নয় আদৌ, ছেলেটির মনে পড়েছিল যে পনেরো বছর আগেও, মেয়েটি, ওই তাদের শেষ সাক্ষাতের দিন এক বিন্দু মদ্যপান করেনি, যেন সুরুচি ও শালীনতার বাইরে হঠাৎ কিছু হয়ে যেতে পারে যদি সে মদ্যপান করে। আর আজ যখন সে ওই কনিয়্যাক পান করবার আমন্ত্রণ, হাতের এক অবর্ণনীয় সুন্দর মুদ্রায় প্রত্যাখ্যান করল, সে বুঝতে পেরেছিল যে সেই মোহ, সেই জাদু ও সেই আবিলতা, মেয়েটির মধ্যে এখনও একইভাবে রয়ে গেছে, কিন্তু সেসব এখন বয়সের মুখোশের আড়ালে ভারাক্রান্ত। অথচ বয়সের আড়াল সত্ত্বেও এখনও বড় চটুল ও আকর্ষণীয় মেয়েটির উপস্থিতি। যদিও সমস্তটাই রয়েছে গরাদ ঢাকা এক লৌহকপাটের আড়ালে, যেন ছোঁয়ার কোনও উপায়ই নেই, এমনই এক কাঠিন্যের বাতাবরণ আড়াল করে রেখেছে মেয়েটিকে। যখনই এই ভাবনাপ্রক্রিয়ায় তার একবারের জন্যে হলেও মনে হয়েছিল যে ওই লৌহকপাট আসলে আর কিছুই নয়, একমাত্র মেয়েটির বয়স্কা হয়ে যাওয়া ছাড়া—তার অপরিসীম দয়া জন্মেছিল মেয়েটির জন্য। আর দয়াপরবশ এই মনোভাবই মেয়েটিকে তার খুব কাছে এনে দিয়েছিল। সেই মেয়ে, এককালে যে এমনই ঝলমলে ছিল যে তার সামনে দাঁড়ালে, তার মুখে কথাই সরত না। আর এখন ওই বিগত-যৌবনার সঙ্গেই সে মুখোমুখি বসে কিছু কথা বলতে চাইছে, ঠিক যেভাবে এক বন্ধু কথা বলে অন্য বন্ধুর সঙ্গে, দীর্ঘ কথাবার্তা, এক বিষাদময়, নীল শূন্যতায় আচ্ছন্ন পরিবেশে।

সে কথা বলতে শুরু করেছিল, আর ঘটনাক্রমে তা ছিল বেশ লম্বা সময় নিয়ে কথা বলে চলা। কথা বলতে বলতে, নিরাশজনক যে চিন্তারাশি এখন তাকে মাঝে মাঝেই ঘিরে ধরে, সে চলে এসেছিল ওই পর্যায়ে। স্বাভাবিকভাবেই সে তার মাথার চুল পাতলা হয়ে যাওয়া ইত্যাদি নিয়ে কোনও প্রসঙ্গ তোলেনি। ঠিক যেমন মেয়েটির ওই নীরব থাকা, স্বামীর কবর না পাওয়ার বিষয়ে। অন্যদিকে তার মাথায় চুলের ক্রমস্বল্পতা বা টাক পড়ে যাওয়ার ওই ঈশ্বরপ্রদত্ত দৃশ্যমানতা, এক প্রায়-দার্শনিক মতবাদের মতো সে বোঝাতে চেয়েছিল, যে সময়, অবশ্যই, মানুষ যেটুকু জীবন যেভাবে বাঁচতে পারে, তার চাইতে বহু দ্রুত চলে যায়। তাছাড়া, জীবন ভয়াবহ, কারণ এই জীবন ও বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িত সব কিছুই ক্রমশ এগিয়ে যায় ধ্বংসের দিকে। এইসব কথা বলতে বলতে সে চুপ করে অপেক্ষা করেছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুটা সময়, ভেবেছিল সহানুভূতিপূর্ণ প্রত্যুত্তর পাবে মেয়েটির কাছ থেকে। কিন্তু সেসব কিছুই তার ভাগ্যে জোটেনি।

'—আমি পছন্দ করি না এই ধরনের কথাবার্তা। যা তুমি বলছ তার সবটাই ভয়াবহভাবে কৃত্রিম ও চাপিয়ে দেওয়া।' মেয়েটি প্রবল আপত্তি জানিয়ে তাকে বলেছিল।

৬

মেয়েটির ওই বয়স বেড়ে যাওয়া নিয়ে আলোচনা বা মৃত্যু সম্পর্কিত কথাবার্তা ভালো লাগেনি। কারণ ওইসব কথায় এক কুৎসিত দেহ এসে সামনে দাঁড়ায়, যা তার পক্ষে সহ্য করা দুরূহ। অনেকবারই, বিরক্তিসহকারে সে ছেলেটিকে বলে যে, ওইসব কথা, তার মনে হয় ওপর থেকে চাপানো, কারণ আর যাই হোক, একটা মানুষ, অন্ততপক্ষে, ক্রমশ গলিত ও পচনশীল একটি দেহের তুলনায় অনেক উঁচু মাপের। তার 'কীর্তি' সে মৃত্যুর পরে ছেড়ে যায় পিছনে, অন্য অনেকের জন্যে। মেয়েটির এই ধরনের মতামত নতুন কিছু নয়, কারণ সর্বপ্রথম সে এই ধরনের মতামতের সাহায্য নিয়েছিল আজ থেকে তিরিশ বছর আগে যখন সে তার অধুনা মৃত স্বামীর প্রেমে পড়েছিল, যে কিনা ছিল বয়সে তার থেকে অন্তত উনিশ বছরের বড়। মেয়েটি তাকে পূর্ণ হৃদয়ে সম্মান দিতে কখনও ভোলেনি, নিজে যতই সে পরের পর অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ুক স্বামীর অজান্তে বা তার স্বামীরও সে সব নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল কই? মেয়েটি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করত তার স্বামীর মেধা ও তার সামাজিক প্রয়োজনীয়তা, অবশ্যই স্বামী হিসেবে বেমানান তার বয়সের ভারকে দূরে সরিয়ে দেবে।

কণ্ঠহাসি হেসে পুরষটি জিজ্ঞেস করেছিল—

—কী ধরনের কাজ? আমি জানতে চাই। কী সে এমন কীর্তি যা আমরা পিছনে ছেড়ে এসেছি?

মেয়েটি তার মৃত স্বামীর কথা, প্রসঙ্গক্রমে নিয়ে আসতে চায়নি, যদিও তার দৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে সারাজীবনে তার স্বামী যা কিছু (অর্থ ব্যতিরেকে) অর্জন করেছে, তার দীর্ঘস্থায়িত্বের ওপর। সে ছেলেটির কথার উত্তর হিসেবে শুধু এটুকুই বলেছিল যে আসলে প্রত্যেক মানুষই কিছু না কিছু অর্জন করে সারা জীবনে, আপাতদৃষ্টিতে তা যৎসামান্যই হোক, সে চলে যাওয়ার পরে পড়ে থাকে ওই অর্জিত সম্পদ আর ওইটুকুই হল মানুষটির বেঁচে থাকবার মূল্য। তারপর মেয়েটি বলতে থাকে তার নিজের কথা, প্রাগ্ শহরে প্রান্তে একটি সাংস্কৃতিক সংস্থায় সে কীভাবে কাজ করেছিল দীর্ঘদিন, কীভাবে সে বক্তৃতা ও কবিতাপাঠের সভার আয়োজন করত, মেয়েটি আত্মমগ্ন হয়ে কথা বলে চলছিল ও এক উত্তেজনার ছাপ ছিল তার ভঙ্গিতে, যা পুরুষটির কাছে মনে হয়েছিল হঠকারী, মেয়েটি বলছিল দর্শকদের বিনম্র ও ধন্য হয়ে যাওয়া মুখগুলির কথা। তারপর প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে মেয়েটি বলতে শুরু করে তার সন্তানের জন্ম দেওয়ার গল্প। কত সুন্দর অনুভব এই সন্তানের জন্ম হওয়া, নিজের চেহারা নিজের সন্তানের মধ্যে খুঁজে পাওয়ার মতো আনন্দ আর কোথাও নেই, (মেয়েটির দৃষ্টিতে তার ছেলে, হয়েছিল ঠিক তারই মতো) আরও আশ্চর্যের কথা যখন

সেই চেহারা ক্রমশ বদলে গিয়ে এক পুরুষের রূপ ধারণ করে। কত সুন্দর, এক মা হিসেবে সন্তানকে নিজের সবকিছু উজাড় করে দেওয়া। আর পরবর্তী সময়ে, ক্রমশ, সবকিছু দিয়ে নিজে কোনও রহস্যের আড়ালে বা ওই সন্তানের জীবনের আড়ালে এক আলোকবর্তিকা হয়ে, অর্ধভাসমান, ক্রমশ অন্তর্লীন হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে অবস্থান করা।

মেয়েটি অবশ্য দৈবাৎ তার পুত্র সম্পর্কে কথা বলতে শুরু করেনি। সারাদিন, তার চিন্তায়, তার ছেলে বারে বারে এসেছে আজ, যখনই তার সকালের ওই কবরখানার ঘটনার কথা মনে পড়েছে। আশ্চর্য এই যে, কোনওদিনই সে চায়নি যে অন্য কারও ইচ্ছে অনিচ্ছে তার ওপর আরোপিত হোক কিন্তু তার নিজের ছেলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা অন্য হয়ে গিয়েছিল। কী এমন হল মেয়েটি বুঝতে পারেনি কিন্তু কেমন একটা বাধ্যতামূলক ঘটে গিয়েছিল যা ঘটবার। কবরখানার ঘটনায় তার একাকী পরাজয়ে এমনই মুষড়ে পড়েছিল সে যে তার বারে বারে মনে হয়েছিল ছেলের কাছে সে চরম দোষী বলে সাব্যস্ত হবে ও অনেক গঞ্জনা তাকে শুনতে হবে ছেলের কাছ থেকে। যদিও অনেকদিনই সে বুঝতে পেরেছে যে তার ছেলে কোনও এক নিষ্ঠুর স্বার্থপরতার সঙ্গে চায় যে মা হিসেবে পিতৃস্মৃতিকে সে নিয়ম করে সম্মান জ্ঞাপন করুক। প্রত্যেকটা 'অল সোউলস ডে'-তে তাদের ওই কবরখানায় আসবার প্রস্তাবটা তার ছেলেই দিয়েছিল, মনে হয়েছিল যতটা না মৃত পিতার প্রতি ভালোবাসায়, তার চাইতে অনেক বেশি নিজের মাকে সে বৈধব্যের সঠিক পরিমাপ ও কাঠিন্যের খোলশের মধ্যে দেখতে চেয়েছিল।

এটাই ঠিক, এমনই হয়েছিল সবকিছু, ছেলে যদিও কোনওদিন মুখে কিছু বলেনি ও সেও মনেপ্রাণে চেষ্টা করেছে এমন কিছু যেন না ঘটে—কিন্তু ছেলে কখনওই চায়নি যে এখনও তার মা-র যৌনজীবন বলে কিছু থাকুক। তার মধ্যে যা কিছু এমন রয়েছে যা ঘৃণাক্ষরেও যৌনতার ইঙ্গিত বলে মনে হয়, ছেলের কাছে অসহ্য মনে হতে শুরু করেছিল। যৌনতা বা অন্য অর্থে যুবতীসুলভ যা কিছু তার মধ্যে এখনও রয়ে গেছে, ছেলে ওই সব কিছুই ঘৃণা করতে চাইত। ছেলে বয়স্ক হয়ে পড়েছিল ও তার কাছ থেকে যুবতীসুলভ মাতৃস্নেহ পাওয়ার কারণে অন্য মেয়েদের সঙ্গে তার সম্পর্ক দানা বাঁধছিল না, যদিও মা ছাড়া অন্যান্য মেয়েরাও এখন তাকে আকৃষ্ট করতে শুরু করেছিল। ছেলে চাইত সে একজন বয়স্কা মা হয়েই থাকুক, যার স্নেহ ভালোবাসা তার কাছে আগ্রাসী মনে হবে না কোনওদিন ও যাকে সে নিজেও ভালোবাসতে পারবে। এই সমস্ত কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে কখনও কখনও তার মনে হত যে ছেলে তাকেও ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে কবরের ঠান্ডার দিকে, যদিও নিয়তিবাধ্যের মতো সে মেনে নিয়েছিল সব কিছু। ছেলের চাপে পড়ে এই যে তার নতিস্বীকার, সে ভাবতে শুরু করেছিল তার জীবনের সৌন্দর্য এখন ক্রমশ অন্য এক জীবনের ছায়ার আড়ালে অপস্রিয়মাণ। এই ভাবনা তার মধ্যে রোপিত না হলে মুখের ওই বলিরেখা তাকে আরও কষ্ট দিত। আর ওই ভাবনা থেকে উদ্ভূত অভাবনীয় এক বিশ্বাস গলায় এনে সে এখন তার সামনে বসে থাকা পুরুষটির সঙ্গে তর্ক করে চলেছিল।

কিন্তু হঠাৎই পুরুষটি টেবিলের ওপরে ঝুঁকে পড়েছিল। নিচু টেবিলটাতে চাপড় মেরে বলেছিল, ক্ষমা করো, আমার কথাবার্তায় কিছু মনে কোরো না, তুমি তো জানোই যে আমি বরবারই বোকা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭

তর্কবিতর্কে পুরুষটি মোটেই বিরক্ত হয়নি। বরং তার কাছে মেয়েটির উপস্থিতি আরও প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। তার নিরাশাব্যঞ্জক কথাবার্তার প্রতিবাদ করায় মেয়েটিকে সেই পুরনো দিনের চেহারায় খুঁজে পেয়েছিল সে, অবশ্যই এই প্রতিবাদ কদর্যতা ও নিম্নরুচির বিরুদ্ধে বলে মনে হয়েছিল তার। মেয়েটির সঙ্গে পুরনো দিনের ওই রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতার কথা তার আনুপূর্বিক মনে পড়ে গিয়েছিল। সে প্রাণপণে চেয়েছিল যেন বহুবছরের পর ফিরে আসা আজকের এই গভীর ও ঘন মুহূর্ত কখনও নষ্ট না হয়, কিছু আগে তাই সে মেয়েটির হাত স্পর্শ করে নিজেকে 'বোকা' বলেছিল, সে চেয়েছিল ক্রমশ দীর্ঘায়িত হোক এই সময় ও সে তাদের পুরনো দিনগুলির কথা মেয়েটিকে আবার মনে পড়িয়ে দিক্, কারণ তার কাছে ওই পুরনো, বহু বছর আগে ফেলে আসা মুহূর্তগুলির এক চরম সত্যতা এখনও জীবিত। এখন তাকেই সমস্ত কিছু গুছিয়ে বলতে হবে।

ঠিক কীভাবে তাদের দেখা হয়েছিল, এখন আর তার মনে পড়ে না। হয়তো কোনও কারণে মেয়েটি তার কোনও ছাত্রের বন্ধুর সূত্রে তার কাছে পরিচিত হয়ে থাকবে, কিন্তু তার পরিষ্কার মনে আছে প্রাগ্ শহর ছাড়িয়ে আসা সেই কাফে'র কথা, যেখানে প্রথম তারা একে অন্যের সঙ্গে অনেকটা সময় কাটিয়েছিল। সেই সময়টা মনে পড়ে যখন এক কোণে মুখোমুখি বসেছিল তারা, সে ছিল মনমরা ও চুপচাপ কিন্তু অন্যদিকে তার মনের গভীরে সে ছিল আলোড়িত কারণ মেয়েটির হাবেভাবে সে বুঝতে পেরেছিল যে মেয়েটিও ক্রমশ তাকে গ্রহণ করতে চেষ্টা করছে। এক ঝলক সে দেখতে চেয়েছিল, যদিও এসব স্বপ্নের কোনও চরিতার্থতা নেই, যে মেয়েটিকে কেমন দেখাবে যখন সে তাকে চুম্বন করবে, তাকে জামাকাপড় সরিয়ে নগ্ন করবে ও তার সঙ্গে যৌনতায় লিপ্ত হবে। কিন্তু সে ওই স্বপ্ন পুরোটা ভেবে উঠতে পারেনি, কারণ একটা কিছু এমনই ছিল যে মেয়েটিকে হাজারো বার সে কল্পনা করতে চেয়েছিল বিছানায়, কিন্তু ভেবে উঠতে পারেনি কখনও বা মনের মধ্যে তৈরি হওয়া ছবিটা নষ্ট হয়ে গেছে বারেবারেই। মেয়েটি তার দিকে শান্ত চেয়ে থাকত, আলগা হাসিতে ভরে উঠত তার মুখ আর পুরুষটি তীব্র চেষ্টাতেও ওই মুখশ্রীতে কোনও যৌন উন্মাদনা আরোপিত করতে পারেনি কখনও। মেয়েটি তার কল্পনাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে প্রত্যেকবারই।

প্রথম সাক্ষাতের ওই মুহূর্তগুলি, পুরুষটির জীবনে ফিরে আসেনি আর। অথচ সেই সময় সে দাঁড়িয়েছিল এক 'অকল্পনীয়'র সামনে, স্বর্গীয় ওই কয়েকটি মুহূর্তমাত্র, যখন কল্পনা হয়ে ওঠেনি অভিজ্ঞতা-ভারাক্রান্ত, সবকিছু হয়ে যায়নি রুটিনমাফিক, যখন জ্ঞানের পরিধি সীমিত ও অল্প একটু এগিয়ে চলবার রাস্তাটুকুই মাত্র জানা আর তাই 'অকল্পনীয়'র উপস্থিতিও মেনে নিতে আপত্তি করবার উপায় নেই কোনও। যদি কল্পনার সাহায্য ব্যতিরেকেই ওই 'অকল্পনীয়' কোনওদিন সত্যে পরিণত হয় তো মানুষ ভয়ে দিশাহারা হয়ে যাবে, যন্ত্রণায় ফেটে পড়বে তার মাথা। অবশ্য ওই তীব্র শিরঃপীড়া তাকে অতিক্রান্ত করেছিল বলা যায়, যখন বেশ কয়েকবার তাদের দেখা হওয়ার পর, (যে সময়টুকুতে সে নিজে কোনও সিদ্ধান্তেই উপনীত হতে পারেনি) একদিন মেয়েটি তাকে বারংবার ডর্মিটারিতে তার পড়ার ঘর সম্পর্কে জানতে চেয়েছিল, যা'তে মাত্র অল্পদিনের মধ্যেই মেয়েটি তাকে জোর করতে পারে ওই ঘরের নির্জনতায় তাকে আহ্বান জানাতে।

ডর্মিটারিতে ওই ঘরটি সে অন্য একটি ছাত্রের সঙ্গে ভাগ করে ব্যবহার করত আর একদিন ওই ছাত্রবন্ধুটি মাত্র এক গ্লাস রাম্-এর বিনিময়ে রাজি হয়েছিল মাঝরাত্রি পর্যন্ত তাদের বিরক্ত না করতে। আজকের এই অবিবাহিতের আস্তানার সঙ্গে সেদিনের ওই ঘরটির কোনও সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া শক্ত কারণ ঘরটিতে ছিল দুটি লোহার খাট, দুটো চেয়ার, একটি কাপবোর্ড ও একটি শেড না লাগানো উৎকট আলোর বাল্‌ব আর সবকিছু মিলিয়ে এক ভয়াবহ অগোছালো চেহারা। ঘরটি অল্পবিস্তর সাফসুফ করে নিতে চেষ্টা করেছিল সে ও ঠিক সাতটায় মেয়েটি কড়া নেড়েছিল দরজায়, স্বভাবগতভাবেই মেয়েটি সময়ের ব্যাপারে ছিল সতর্ক। সেপ্টেম্বর মাস। তাই ক্রমশ নামছিল রাত, অন্ধকার ঢেকে ফেলছিল চারিদিক। তারা একটা খাটের ধারে পাশাপাশি বসে একে অন্যকে চুমু খেতে শুরু করেছিল। তারপর অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছিল। পুরুষটি আলো জ্বালাতে চায়নি কারণ সে খুশি হয়েছিল এই ভেবে যে মেয়েটির সামনে নগ্ন হওয়ার লজ্জায় তাকে পড়তে হবে না, অন্ধকার ঢেকে দেবে তার নগ্নতা। যদি অবশ্য সে অল্পবিস্তর জানত কীভাবে কোনও মহিলার ব্লাউজের বোতাম খুলতে হয় একের পর এক, সে অবধারিত নিজে ক্ষিপ্রতার সঙ্গে নগ্ন হতে দ্বিধা বোধ করত না। এখন অবশ্য মেয়েটির ব্লাউজের প্রথম বোতামটি সরাতেই সে ভয় পাচ্ছিল, মনে হয়েছিল এই নগ্ন হয়ে যাওয়ার প্রথম ধাপে অবশ্যই থাকা উচিত রুচি ও আভিজাত্যময় কোনও প্রক্রিয়া, যা হয়তো অভিজ্ঞতাসম্পন্ন মানুষরাই একমাত্র জানে। সে ভয় পেয়েছিল অভিজ্ঞতা তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে বলে। এর পরে অবশ্য, অন্ধকারে মেয়েটিই দাঁড়িয়ে উঠেছিল, হেসে তাকে জিজ্ঞেস করেছিল, এইসব জবড়জং আমি আর কতকাল পরে থাকব? তারপর সে পোশাক খুলতে শুরু করেছিল। অন্ধকারে পুরুষটি শুধু তার শরীরের ছায়া দেখতে পায়। সে নিজেও, এই ফাঁকে, ঝটিতি খুলে ফেলেছিল নিজের পোশাক আর (ধন্যবাদ মেয়েটির ধৈর্যকে) কিছুটা নিজের ওপর বিশ্বাস খুঁজে পেয়েছিল, যখন তারা যৌন-মিলনে রত হয়েছিল। পুরুষটি তাকিয়েছিল মেয়েটির মুখের দিকে, কিন্তু অন্ধকারে সেই মুখের কোনও নির্দিষ্ট অবয়ব ছিল না। সে অনুশোচনা জানিয়েছিল অন্ধকারের জন্যে, কিন্তু সেই মুহূর্তে মেয়েটির কাছ থেকে তার উঠে যাওয়ার বা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আলোর সুইচ জ্বালিয়ে দেওয়ার কোনও উপায়ই ছিল না। তাই তীব্র দৃষ্টিতে সে মেয়েটিকে ওই অবস্থায় দেখতে চাইলেও, ব্যর্থ হয়েছিল। প্রখর তাকিয়েও সে চিনতে পারেনি কোনও কিছু। তার মনে হয়েছিল অবয়বহীন এক শরীর, অসত্য ও অন্ধকারময় এক নারীদেহের সঙ্গে সে প্রখর সঙ্গমরত।

এরপর মেয়েটি তাকে শুইয়ে, তার শরীরের ওপর উঠে, বিপরীত বিহারে রত হয় ও সে দেখতে থাকে মেয়েটির উত্তেষ্ঠিত ছায়াশরীর। পাছা নাচাতে নাচাতে মেয়েটি জড়ানো গলায় কিছু বলেছিল তাকে, বা ফিস্ ফিস্ করে হাওয়ার শব্দের মতো, সে বোঝেনি তাকেই বলছে বা মেয়েটি নিজেকেই বলছে কী না। সে মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, যে সে কী বলতে চাইছে। মেয়েটি আধো স্বরে, অন্ধকারে, ও যেমন হতে পারে আধো তন্দ্রায়, কথা বলতেই থাকে, দুর্বোধ্য সব কথা ও আধোকথন, ও শেষে যখন সে মেয়েটিকে জড়িয়ে নিজের বুকে টেনে এনেছিল, শুনতে পেয়েছিল তখনও কথা বলে চলেছে মেয়েটি, কিন্তু বোঝেনি ঠিক সে কী বলছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮

মেয়েটি একমনে পুরুষটির কথা শুনছিল ও ক্রমশ গভীর অনুসন্ধিৎসায় ডুবে গিয়ে ভাবতে চেষ্টা করছিল ওই সমস্ত ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ, যা সে প্রায় ভুলেই গেছে এখন। উদাহরণস্বরূপ, মেয়েটির মনে পড়েছিল যে ওইসব দিনে সে একটি হালকা নীল, গ্রীষ্মের পোশাক পরত, আর যেটি পরলে তাকে দেখাত এক অসামান্যা সুন্দরী পরির মতো, পোশাকটি হুবহু মনে পড়েছিল তার। আরও মনে আছে তার মাথার চুলে সে একটি বড়সড় হাতির দাঁতের চিরুনি আটকাত, অনেকে যেটা দেখে বলত যে পুরনো আভিজাত্যের এক চেহারা ওই চিরুনি ব্যবহার করলে, কথা বলে ওঠে তার শরীরে। কাফেতে সে চা'য়ের সঙ্গে 'রাম্'-এর অর্ডার করত, বেশ একটা নিয়মের মতো। আর এইসব আপাত বিসদৃশ ব্যবহারই তাকে আজও তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায়, সে কবরখানার ঘটনাবলি থেকে নিজের অজান্তে দূরে সরে যায়, তার স্বামীর এপিটাফ খুঁজে না পেলেও বিচলিত হয় না তেমন, তার দুপায়ের আবহমান ছুটে বেড়ানোর অপরিসীম ক্লান্তি সে ভুলে যায় সাময়িক, নিজের পরিবারের তথাকথিত আভিজাত্যের বাইরে ও তার ছেলের দুচোখের তীব্র ভর্ৎসনার আড়ালে এক নিজস্ব জগতের খোঁজ পায় সে। মেয়েটি ভেবেছিল, এখন সে যাই হোক না কেন, এই পুরুষটির মনে তার কম বয়সের দিনগুলোর কথা যদি একটুও জমে থাকে, তাহলেই সে মনে করতে পারবে যে এই এতগুলো বছর সে নিষ্ফলা বেঁচে থাকেনি। এটুকু মনে হতেই তার সমূহ বিশ্বাসের তালিকায় আরও একটি পালক যোগ হয়েছিল, মনে হয়েছিল, মানুষের দাম তখনই বাড়ে যখন সে নিজেকে অন্যের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়, নিজের বাইরে অন্য অনেকের মধ্যে যখন সে বাঁচে।

মেয়েটি একাগ্রচিত্তে পুরুষটির কথা শুনতে থাকে, বাধা দেয়নি কথা বলতে বলতে যখন পুরুষটি তার হাত দুটি ধরেছিল। পুরুষটি কথা বলছিল অদ্ভুত এক মায়াবী কণ্ঠস্বরে, মেয়েটির হাতে আলগা চাপড় দিতে দিতে বলে যাওয়া ওই কথাগুলি বা ওই স্মৃতি রোমন্থন ছিল নৈর্ব্যক্তিক। কার উদ্দেশ্যে কথা বলে চলেছে সে? যে মেয়েটির কথা সে বলছে, না কী যাকে সে কথাগুলি শোনাচ্ছে, কার সঙ্গে সে ভাগ করে নিতে চাইছে তার একান্ত গোপন অভিজ্ঞতাগুলো? কিন্তু যাই হোক না কেন, মেয়েটির ভালো লাগছিল যখন পুরুষটির আলগা হাত তার হাতে স্পর্শ করছিল, মনে মনে সে প্রায় বলেই ফেলেছিল যে পনেরো বছর আগের ওই বালকপ্রতিম ও অনভিজ্ঞ পুরুষটির তুলনায় আজকের এই মানুষটি অনেক বেশি গ্রহণীয়।

এরপর পুরুষটির দিক থেকে বলা যায় যে যখন সে ওই বিশেষ মুহূর্তের বর্ণনায় পৌঁছে গিয়েছিল যে মেয়েটির সচল ছায়াশরীর তার শরীরের ওপর উত্থিত ও সদাজাগ্রত ও মেয়েটির মৃদুস্বরের চাপা কথা বলা অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও তার অবোধ্য থেকে যাচ্ছে, পুরুষটি কয়েকমুহূর্তের জন্যে শান্ত ও চুপচাপ হয়ে যায়। আর মেয়েটি, বোকার মতো, যেন ওর কথা পুরুষটি সত্যিই বুঝতে পেরেছে ও মনে করে রেখেছে আবার বহু বছর পরে, ভুলে যাওয়া রহস্যের মতো তাকে মনে করিয়ে দেবে বলে,—নরম গলায় পুরুষটিকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আমি তখন কী বলেছিলাম তোমার মনে আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

'আমি জানি না', পুরুষটি বলেছিল। কারণ সত্যিই সে জানত না কী ঘটছে। মেয়েটি, ওই মুহূর্তে, তার কল্পনা এবং বোধের বাইরে চলে গিয়েছিল। এমনকী তার দৃষ্টি ও শ্রবণের পরিমাপও অতিক্রম করে গিয়েছিল মেয়েটি। যখন ডর্মিটরির ওই ঘরের আলো জ্বালিয়েছিল পুরুষটি, মেয়েটি ততক্ষণে পরে নিয়েছিল তার পোশাক ও তার সব কিছুই হয়ে উঠেছিল ঝকঝকে, চমৎকার ও ঠিকঠাক আর পুরুষটি আনাড়ির মতো আলোকময় মেয়েটির এখনকার মুখের সঙ্গে একটা সাযুজ্য খুঁজতে চেষ্টা করেছিল কিছু আগে, অন্ধকারে যে মুখটি সে কল্পনায় এঁকেছিল, তার। তখনও তারা এ ওকে ছেড়ে যায়নি, কিন্তু পুরুষটি তাকে দেখতে দেখতেই, তাকে মনে করতে চেষ্টা করেছিল। সে ভাবতে চেয়েছিল মেয়েটির অদেখা মুখশ্রী ও অদেখা শরীর ঠিক কেমন দেখাচ্ছিল কিছু আগে, যখন তাদের চরম ভালোবাসাবাসি চলছে। এমনই এক যৌনতা, যার কোনও চরিতার্থতা নেই কারণ মেয়েটি এখনও তার কল্পনার বাইরে থেকে গেছে।

পুরুষটি মনে মনে ভেবেই নিয়েছিল যে পরের বার যখন তারা সঙ্গম করবে, অবশ্যই সে জ্বালিয়ে রাখবে ঘরের আলো। কিন্তু সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত পরবর্তী যৌনতার উপাখ্যান শুরুই হয়নি আর। কারণ সেই দিন থেকেই মেয়েটি অত্যন্ত চাতুর্যের সঙ্গে তাকে এড়িয়ে যেতে শুরু করে। পুরুষটি বিশ্রীভাবে হারতে থাকে। অথচ বুঝে উঠতে পারে না কার্যকারণ। যদিও তারা যথেষ্ট আবেগ ও তৎপরতার সঙ্গে যৌনমিলনে সফল হয়েছিল, পুরুষটির মনে আছে একদম আরম্ভের দিকে সে নিজে ছিল কিছুটা আনাড়ি ও সে ব্যাপারে সে লজ্জা পেয়েছিল বিস্তর, কিন্তু এখন মেয়েটির তাকে এড়িয়ে চলায় নিজেকে তার মনে হতে শুরু করেছিল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া আবর্জনার মতো। বাধ্যতই সে মেয়েটিকে আর কোনও ভাবেই প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা করেনি।

—"বলো তুমি? কেন তুমি সেইসব পুরনো দিনগুলোয় আমাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করেছিলে?"

—"ক্ষমা করো"—অত্যন্ত মার্জিত ভঙ্গিতে মেয়েটি বলেছিল, "এতদিনের পুরনো ঘটনা, আমার মনে নেই কিছু।"

আর যখন পুরুষটি তাকে আরও চাপ দিতে থাকে বলবার জন্যে, মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলেছিল, "এটা কখনওই ঠিক নয় যে তোমাকে সর্বক্ষণই অতীতে ফিরে যেতে হবে। আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতীতের দিকে চোখ রেখে আমরা যে এতটাই সময় কাটাই, এটাই কী যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ নয়?"

মেয়েটি অবশ্যই কথাগুলো অন্য প্রসঙ্গে বলেছিল। কেননা শেষের কথাগুলো বলবার সঙ্গে সঙ্গে অল্প কিছুটা হতাশার চেহারা তার গলার আওয়াজে ফুটে উঠেছিল, যা থেকে বোঝা গিয়েছিল, যে সে কথাগুলো বলছে ওই কবরখানা সংক্রান্ত সকালের ঘটনার বিষয়ে। কিন্তু পুরুষটির কাছে মেয়েটির কথা অন্য অর্থ বহন করে এনেছিল, সে বুঝেছিল অতীতের ওই মেয়েটি ও এখন তার সামনে বসে থাকা প্রৌঢ়া রমণী, দুজনে কখনওই আলাদা মানুষ নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বরং সেই এক ও অকৃত্রিম, পনেরো বছর আগে যে তাকে ছুঁড়ে ফেলে তার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, আজ সে আবারও ফিরে এসেছে তার কাছে।

—'তুমি ঠিকই বলেছ, অতীতের কথা আর নয়, এখন যা ঘটছে সেটাই দরকারী আর সে বিষয়েই আমাদের কথা বলা উচিত'—পুরুষটি এমনভাবে বলেছিল যেন সে ওই কথাগুলির অন্তর্নিহিত মানেটা সত্যিই বোঝাতে চাইছে। আর কথা বলতে বলতে সে উদগ্র তাকিয়েছিল মেয়েটির মুখের দিকে। মেয়েটির মুখে একটা আলগা হাসি ছড়িয়ে রয়েছে ও তার ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট দুটির মাঝখানে সাদা দাঁতের সারি দেখতে পেয়েছিল পুরুষটি। আর তখনই পুরোনো এক স্মৃতি মাথায় একঝলক ধাক্কা দিয়েছিল তার, মনে পড়েছিল ডর্মিটরিতে, অন্ধকারে, মেয়েটি তার হাতের আঙুল নিজের মুখে নিয়ে চুষতে চুষতে কামড় দিয়েছিল সজোরে, যতক্ষণ না সে ব্যথায় চিৎকার করে ওঠে। অবশ্য অল্প ওই অবসরে সে তার হাতের আঙুলে মেয়েটির মুখের ভিতরের সব কিছু স্পর্শ করেছিল, এখনও মনে আছে পিছনের দিকে ওপরের সারিতে সে বুঝতে পেরেছিল মেয়েটির একটি দাঁত নেই। অবশ্য মেয়েটির বয়সের অনুপাতে ওই অল্প খুঁত তার খারাপ লাগেনি বরং সে আকৃষ্ট হয়েছিল আরও ও তার যৌনতা বাড়তে শুরু করেছিল।

কিন্তু এখন মেয়েটির দাঁতগুলি ও ঠোঁটের কোণের মধ্যেকার ফাঁকটুকুতে সে দেখেছিল ঝকঝকে সাদা সবকটি দাঁত ঠিকঠাক বসানো রয়েছে। সে শিউরে উঠেছিল এই দৃশ্যে। আবারও মেয়েটি তার চোখে আপনা থেকেই দুটুকরো হয়ে গিয়েছিল। দুটি ভিন্ন নারী শরীর আবারও ভেসে উঠেছিল তার সামনে। কিন্তু সে তা আদৌ মানতে চায়নি, সে চেয়েছিল ওই দুই আলাদা নারীশরীর তার একান্ত ইচ্ছে অনুযায়ী একত্রিত হয়ে মিশে যাক একটাই শরীরে। শুধু এইটুকুর জন্য সে বলপ্রয়োগ করতে, আর হিংস্র হয়ে যেতেও যেন বা রাজি। পুরুষটি তাই বলেছিল, 'তুমি কি সত্যিই এক পাত্র কনিয়্যাক নিতে প্রস্তুত?'

যা সে ভেবেছিল ঠিক তাই, মেয়েটি অদ্ভুত হেসে, ভুরু অল্প উঁচিয়ে তাকে বলেছিল যে সে রাজি নয়। আর সামলাতে পারেনি সে, দৌড়ে গিয়েছিল পর্দার আড়ালে, বোতলটা হাতে নিয়ে, প্রথমেই এক ঢোক ঢেলেছিল নিজের গলায়। ঠিক তারপরই মনে হয়েছিল মেয়েটি যদি তার মুখ থেকে গন্ধ পায়, তাহলে পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে উত্তেজনায় অস্থির হয়ে কনিয়্যাকে চুমুক দেওয়ার দৃশ্যটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যাবে। তাই সে দুটো ছোট গ্লাস ও বোতলটি হাতে নিয়ে চলে এসেছিল ঘরের মধ্যে। মেয়েটি আরও একবার মাথা নাড়িয়েছিল। পুরুষটি বলেছিল, 'ঠিক আছে, তুমি নিও না কিন্তু অভিনয়টা অন্তত করতেও তো পারো।' কথা বলতে বলতে দুটো গ্লাসই ভর্তি করেছিল সে। মেয়েটির গ্লাসের সঙ্গে নিজের গ্লাসটা ঠেকিয়ে 'চিয়র্স' করেছিল, তারপর বলেছিল, 'এসব কিন্তু শুধু তোমাকে নিয়েই এখনকার সময়টাকে ধরে কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়ার জন্য।' পুরুষটি এক চুমুকেই শেষ করেছিল নিজের গ্লাস, মেয়েটি জিভ বুলিয়ে নরম করে নিয়েছিল নিজের ঠোঁটদুটি। পুরুষটি উঠে এসে মেয়েটির চেয়ারের হাতলে বসে মেয়েটির হাতদুটি আঁকড়ে ধরেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

মেয়েটি আগে থাকতে কোনও সন্দেহই করেনি যে পুরুষটির এই একলা থাকার আস্তানায় এসে সে ওই সমূহ স্পর্শ ও চুম্বনের ঝড়ে ভেসে যেতে বসবে। প্রথমটা সে প্রায় ভীত হয়ে পড়েছিল। যেন ওই স্পর্শের মুহূর্ত, নিজেকে তৈরি করবার আগেই তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সর্বদা ওই ধরনের যৌন স্পর্শের জন্য নিজেকে তৈরি করে রাখা, যা বেশির ভাগ যুবতীদের পক্ষেই সম্ভব, বহুদিন আগেই মেয়েটি ওইসব শরীরী ম্যাজিক থেকে দূরে সরে গেছে। এখন তার ওই ভীত হয়ে পড়া, একদম নতুন কোনও কিশোরীর প্রথম চুমুর অভিজ্ঞতার সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। কারণ নতুন কিশোরীটি যদি ধরে নেওয়া হয় 'এখনও তৈরি নয়', তাহলে মেয়েটির ক্ষেত্রে এই অবস্থাটিকে বলা যায় 'আর সে তৈরি নয়।' কারণ ওই 'এখনও' এবং 'আর' শব্দ দুটি, রহস্যজনকভাবে 'বালিকা বয়স' ও 'প্রৌঢ়ত্ব' এই দুটি বিশেষ সময়কে বুঝতে সাহায্য করে।

এখন পুরুষটি চেয়ারের হাতল ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে মেয়েটিকে আশরীর জড়িয়ে ধরে, সোফার দিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। সমস্ত শরীর জুড়ে, মেয়েটি অনুভব করেছিল, পুরুষটির হাত তাকে ছুঁয়ে আছে। পুরুষটির আলিঙ্গনে মেয়েটির শরীর মনে হয়েছিল আকারবিহীন এক তাল মাংসের মতো। নরম, কারণ মেয়েটির শরীর বেশ কয়েকবছর আগেই হারিয়েছিল যৌনতা, পেশিগুলিকে টান টান ধরে রেখে, বহু অজানা শিহরন জাগানো তাদের আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ, কবেই শেষ হয়ে গিয়েছিল তার।

কিন্তু মুহূর্তের ওই ভয়, পুরুষটির শরীরী আলিঙ্গনে সহজেই হারিয়ে গিয়েছিল ও তার একসময়ের রূপ থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়েও, মেয়েটি অত্যন্ত দ্রুত হয়ে যেতে চেয়েছিল সেই আগের মতো, পেতে চেয়েছিল সেই আগেকার অনুভূতি, তার শরীরে জেগে উঠেছিল পরিপূর্ণ যৌন অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক নারীর আত্মবিশ্বাস। আর যেহেতু এই আত্মবিশ্বাস সে ফিরে পেল বহুদিন পরে, সে আরও গভীরে অনুভব করেছিল নিজের এই বদলে যাওয়া, আর তার শরীর, কিছু আগেও যা ছিল, বিস্মিত, ভয়ার্ত, নিভে যাওয়া এক তাল মাংসের মতো নরম, এখন সহসা হয়ে উঠেছিল কামনা-মদির। নিজেই নিজের অনুভূতিকে সাড়া দিতে শুরু করেছিল তার শরীর ও সে প্রবল খুশি হয়েছিল। এইসব স্পর্শজাদু, যেভাবে সে পুরুষটির শরীরে তার মুখ ডুবিয়ে দিয়েছিল, তার দুই ভারী নিতম্ব যেভাবে সঞ্চালিত হয়েছিল পুরুষটির আলিঙ্গনে—তার মনে হয়েছিল হঠাৎ শেখা কোনও বিভঙ্গ নয়, এসব তার ভেতর থেকে উৎসারিত ও পুরুষটির সান্নিধ্যে এখন এসব খেলা স্বতঃস্ফূর্ত জন্ম নেওয়ায় সে খুশিতে ভরে উঠছিল বারবার। আরও বলবার যে এসব কিছু তারই নিজস্ব, আর এই আপন ভঙ্গিমাগুলি আবার ফিরে পাওয়ায় তার মনে হয়েছিল সে তার আপন দেশে ফিরে এসেছে, তার সৌন্দর্যের স্বদেশ, যেখান থেকে সে বিতাড়িত হয়েছিল কোনওদিন, কিন্তু এখন আবার ফিরে এল উৎসব সমারোহে।

তার ছেলে অবশ্যই এখন তার কাছ থেকে অনেক দূরে। পুরুষটি তাকে জড়িয়ে ধরবার সময় মনের এক কোণে উঁকি দিয়েছিল তার ছেলের মুখ, যেন তাকে সাবধান করে নির্দেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিচ্ছে বারংবার, কিন্তু এক লহমায় সেই ছবি মিলিয়ে গিয়েছিল শূন্যতায়, উত্তপ্ত ওই পুরুষটির আলিঙ্গন ও শরীরী স্পর্শের মুগ্ধতায় ডুবে গিয়েছিল সে।

কিন্তু হঠাৎই সব কিছু আবার বদলে গিয়েছিল, এরপর, পুরুষটি যখন তাকে চুমু খাওয়ার চেষ্টায় তার ঠোঁটে চেপে ধরেছিল নিজের ঠোঁটদুটি ও জিভ দিয়ে মেয়েটির মুখ ফাঁক করে দিতে চেয়েছিল, জেগে উঠেছিল মেয়েটি। দাঁতে দাঁত টিপে মুখ বন্ধ করে রেখেছিল এমনই তীব্র, যে নিজেই বুঝেছিল নিচের দাঁতের পাটি ওপরের তালুতে ঠেকছে। ক্রমশ পুরুষটিকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে করতে সে বলেছিল, 'উঁহু, কক্ষনো নয়, দয়া করো, আমি পারব না।'

কথা না শুনে পুরুষটি যখন তাকে ভয়াবহ জোরাজুরি করতে থাকে, সে পুরুষটির কবজি ধরে আবার তাকে জানিয়েছিল যে সে অপারগ। তারপর বাধ্যতই এক কঠিন সত্য প্রকাশ করবার মতো মেয়েটি বলেছিল, অনেক দেরি হয়ে গেছে এই ভালোবাসাবাসির, সে পুরুষটিকে বয়সের কথাটা মনে করিয়ে দিয়েছিল, সবকিছু উপেক্ষা করে এখন যদি তারা যৌনতায় ডুবতে চায় তো পুরুষটির তাকে বিরক্তিকর লাগবে, যা সে সহ্য করতে পারবে না, কারণ বহুদিন আগে ফেলে আসা সময়টি নিয়ে কিছু আগে পুরুষটি যেভাবে তাকে শুনিয়েছে মনের গহিনে রাখা স্মৃতি, মেয়েটির কাছে তার চেয়ে দামি ও প্রয়োজনীয় আর অন্য কিছুই নেই। মেয়েটির দেহ মরণশীল ও তা এখন ধ্বংসের পথে। কিন্তু এখন সে অবশ্যই বোঝে, যেভাবে একটি তারার সহসা জ্বলে যাওয়ার পরও অনেকক্ষণ এক আলোকবলয় ঘোরাফেরা করে আকাশে, ঠিক সেভাবে তার বয়স বাড়লেও ক্ষতি নেই কোনও, যদি তার কম বয়সের দিনগুলো সঠিক বেঁচে থাকে অন্য কারও মধ্যে। "তোমার স্মৃতিতে তুমি আমাকে উদ্দেশ্য করে এক সৌধ গেঁথেছ, আমরা কী করে তাকে নষ্ট হতে দেব? দয়া করে আমাকে বোঝবার চেষ্টা করো"—মেয়েটি বলেছিল। আবার-ও পুরুষটিকে বাধা দিতে দিতে বলেছিল, "যা চাইছ তা হতে দিও না কখনও, শোনো আমার কথা, ভেঙে দিও না সবকিছু।"

১১

পুরুষটি তাকে আশ্বস্ত করে বলেছিল যে সে এখনও সেই একইরকম সুন্দর, আসলে কোনও কিছুই বদলায় না, মানুষ চিরকাল একই থাকে, কিন্তু এসব কথা বলা সত্ত্বেও পুরুষটি জানত যে সে মেয়েটির সঙ্গে তঞ্চকতা করছে। মেয়েটিই ঠিক বলেছে। নারী শরীর নিয়ে নিজের ওই অতি মাত্রায় সতর্কতার কথা পুরুষটির মনে পড়েছিল, ইদানীং তো নারীশরীরের কণামাত্র খুঁতও তার নজর এড়ায় না, তাই সে এখন খুঁজে নেয় কম বয়স থেকে আরও কম বয়সের মেয়েদের। অত্যন্ত তিক্ততার সঙ্গে সে বুঝেছিল অতিথি মেয়েটি ঠিক বলেছে যে দৈবাৎ তারা যৌনমিলনে রত হলে, কিছু পরেই সে ঘেন্না বোধ করবে আর এই ঘেন্না তখন কাদা ছুঁড়ে দেবে শুধুমাত্র এখনকার ঘটনার ওপর নয়, সেই অতীতের ফেলে আসা দিনগুলির ওপরেও পড়বে তার গ্লানিমা, যা তার স্মৃতিতে আজও প্রিয় এবং প্রখর জাগ্রত।

পুরুষটি এই সব কিছুই তার মেধায় বুঝতে পেরেছিল কিন্তু এই অসম্ভব কামনার কাছে মেধা

www.amarboi.com

বা মনন অত্যন্ত তুচ্ছ, সে একই বৃত্তে ঘুরতে থাকে যে এমনই এক মেয়ে, যে, তার কাছে, অনেকবছর আগে থেকেই মনে হয়েছিল কোনওদিনও কাছে পাবে না, দীর্ঘ পনেরো বছর পরে তাকে সে সামনাসামনি দিনের আলোয়, দেখতে পাচ্ছে। অন্তত আজকের এই যৌবন অতিক্রান্ত তার দেহ যদি সে খোলামেলা দেখতে পেত, সে আন্দাজ করতে পারত বহু বছর আগে, ওইসব দিনগুলোয় তাকে নগ্ন কেমন দেখতে ছিল। যদি তার মুখশ্রী, সঙ্গম মুহূর্তে, অন্ধকারে দেখতে পেত সে, বুঝতে পারত ওই প্রত্নসঙ্গমে তার মুখ, ঠিক কী চেহারা নিয়ে তার কাছে ধরা দিয়েছিল। হয়তো সে অবিস্মরণীয় ওই কোনও মুখ দেখতে পেত আজ, যদি সে যৌনতায় লিপ্ত হতে পারত মেয়েটির সঙ্গে।

মেয়েটির দু কাঁধ ধরে, তার চোখের দিকে পরিপূর্ণ তাকিয়ে পুরুষটি বলেছিল, "আমাকে বাধা দিও না, আমাকে বাধা দেওয়া বৃথা।"

১২

কিন্তু তীব্র মাথা ঝাঁকিয়ে প্রতিবাদ জানিয়েছিল মেয়েটি, কারণ সে জানত যে পুরুষটিকে প্রত্যাখ্যান করা তার পক্ষে খুব একটা দুরূহ নয়। মেয়েটি জানে প্রত্যেকটি পুরুষ কেমন হয় ও নারীশরীরের ওপর দখল কায়েম করবার ক্ষেত্রে তাদের ভাবগতিক ঠিক কেমন হতে পারে। সে ভালোই বোঝে যে প্রেমের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত আদর্শবাদীরাও, নারীশরীরের অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনীয়তাটুকু অস্বীকার করতে পারে না কখনও। এটা সত্যি যে আজও তার দেহবল্লরী সেই একই আকর্ষণীয়, সমস্ত পরিমাপ ও অনুপাতগুলি আজও ঠিকঠাক আর পোশাক পরিহিতা তাকে সত্যিই, আজও দেখায় যুবতীসুলভ, কিন্তু সে জানে যে নগ্ন অবস্থায় তার গলায় বয়সের ভারে গুটিয়ে যাওয়া চামড়া প্রকট হয়ে উঠবে ও ছুরির এক দীর্ঘ সাদা দাগ দেখতে পাওয়া যাবে তার পেটে, বছর দশেক আগে থেকে শল্য চিকিৎসার কারণে যা সে বয়ে বেড়াচ্ছে।

আর এখনকার ওই চিত্রবিচিত্র শরীরের কথা মনে হতেই, যা মেয়েটি এই অল্প আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিস্মৃত ছিল, প্রায় যেন নিচের রাস্তা থেকে উঠে এসেছিল তার সকালের উৎকণ্ঠা। এখনও পর্যন্ত তার কাছে এই ঘরের অভ্যন্তরস্থ জীবন ছিল তার নিজের জীবনের তুলনায় বেশ খানিকটা উঁচু মাপের। কিন্তু আর তা বহাল রইল না।

উৎকণ্ঠা ও বিপর্যয়ের পূর্বাভাসে ভরে উঠছিল এই ঘর, কাচের ওপরে আঁকা ছবিগুলির পিছনে দেখা যাচ্ছিল তার ছায়াশরীর, আরামকেদারা বা টেবিল, এমনকী খালি পড়ে থাকা কফির কাপের ওপরেও ভেসে বেড়াচ্ছিল ওই অপ্রতিরোধ্য পিছুটান, আর মেয়েটি দেখতে পেয়েছিল এই সমস্ত কিছু ছাপিয়ে, নির্নিমেষ দৃষ্টি মেলে অনুশাসনরত তার ছেলের মুখ। যখন সে তার ছেলের চোখে ধরা পড়ে গিয়েছিল, সে পালাতে চেষ্টা করেছিল নিজেরই কোন গভীর ও গোপন অভ্যন্তরে। তার ছেলের বেঁধে দেওয়া রাস্তা থেকে বোকার মতো পালাতে চেয়েছিল সে কিছু আগে, যে রাস্তা ধরে সে এতকাল হেঁটে আসছিল হাসিমুখে ও নিজের চেষ্টাতেই অনেকটা উৎসাহ সম্বল করে। কিন্তু অন্তত মুহূর্তের জন্যে হলেও সে কিছু আগে ওই গণ্ডির বাইরে আসতে চেয়েছিল আর এখন তাকে আবার ফিরতে হবে ওই

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একই চৌহদ্দিতে, মেনে নিতে হবে যে এই রাস্তাই একমাত্র উপযুক্ত তার পক্ষে। ছেলের মুখটা এমনই ঠাট্টা করছে তার এই অবস্থায় যে সে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশে যেতে শুরু করেছিল। সে ক্রমশ ছোট হয়ে যেতে যেতে, অনুশোচনায় জ্বলতে জ্বলতে চামড়ার ওপরে এক ফালি ছুরির দাগের মতো হয়ে গিয়েছিল, নিজের পেটে যে দাগ সে বহু বছর বয়ে নিয়ে চলেছে।

পুরুষটি আবারও তার দুকাঁধ ধরে, তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে বলেছিল, "আমার সঙ্গে তুমি যুদ্ধ করতে চাইছ কেন? আমাকে তুমি প্রতিবাদ জানিয়ে হটাতে পারবে না কখনওই।" আর মেয়েটি আবারও মাথা ঝাঁকিয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। কিন্তু এবার সেই প্রতিবাদ ছিল যন্ত্রবসানো পুতুলের মতো কারণ তার দুচোখের দৃষ্টির ভাসমানতায় আর এই সদ্য দেখা হওয়া পুরুষটি ছিল না, বদলে ছিল তার ছেলের শত্রুতা। সে নিজে ক্রমশ যত ছোট ও অপমানিত হয়েছিল, সে ততই ঘৃণা করতে শুরু করেছিল নিজের ছেলেকে। মেয়েটি শুনতে পেয়েছিল কবরের জায়গাটা বাতিল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাকে যথেচ্ছ গালিগালাজ করছে তার ছেলে। আর এখন, মাথার ভিতরে স্মৃতি ক্রমশ জট পাকিয়ে এক ভোঁ লাগা অবস্থায়, কোনও রকম উচিত অনুচিতের তোয়াক্কা না করে, মেয়েটি বাধ্যতই চিৎকার করে উঠেছিল দৃষ্টিবিভ্রমে ভাসমান তার ছেলের মুখের সামনে—

'পুরোনো মৃতদের সরতেই হবে জায়গা ছেড়ে—
নতুন মৃতরা সেখানে শোবে, অবশ্যই,
এটাই নিয়ম, এটাই হবে, বুঝতে পারছ তুমি?'

১৩

শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত ঘটনাটি পরিণত হবে অহেতুক ঘৃণায়, পুরুষটির কোনও সন্দেহই ছিল না এই ব্যাপারে। এমনকী এখনও যেভাবে সে চেয়ে আছে মেয়েটির দিকে, কিছু যেন খুঁজতে চাইছে ও সেই সঙ্গে বুক ভেদ করে দেখে নিতে চাইছে সবকিছু, এমনই এক দৃষ্টি, যাতে মিশে রয়েছে অবশ্যম্ভাবী একধরনের তাচ্ছিল্য ও ঘৃণা। কিন্তু আশ্চর্য এই যে পুরুষটি তেমন মনে করেনি কিছু। অন্যদিকে মেয়েটির এই প্রত্যাখ্যান তাকে আরও খানিকটা উত্তেজিত করে তুলেছিল, মনে হয়েছিল যেন সে ওই তাচ্ছিল্য থেকে মজা পাচ্ছে, যৌনমিলনের আকাঙ্ক্ষা থেকে ক্রমশ জন্ম নিচ্ছে ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যের অভিপ্রায়। পুরুষটি যেন পড়তে চেয়েছিল মেয়েটির শরীর, যা তার কাছে, করুণাবশত, অজানা থেকে গেছে এই দীর্ঘ সময় জুড়ে ও পরক্ষণেই ওই শরীর সংক্রান্ত গোপন তথ্যগুলি নষ্টও করে ফেলতে চেয়েছিল সে।

কিন্তু কোথা থেকে আসছে এত লিপ্ত হওয়ার তাগিদ? পুরুষটি বুঝতে পারুক বা না পারুক, তার সামনে এক উজ্জ্বল সম্ভাবনা এখন পাখা বিস্তার করে রয়েছে। মেয়েটি তার কাছে অবশ্যম্ভাবী এক সত্য। যা সে কোনওদিন পায়নি মেয়েটি সেই সব কিছু অথবা যা তাকে ফেলে গিয়েছিল কোনওদিন। সে প্রতিমুহূর্তে আক্ষেপ করেছে যা না পেয়ে, আর যা থেকে বঞ্চিত হয়ে তার এই এখনকার বয়স ও বেঁচে থাকা ক্রমশ হয়ে উঠেছে অসহনীয়। যেমন

তার ক্রমশ পাতলা হয়ে আসা মাথার চুল ও আর্থিক দারিদ্র। আর এইসব পুরোটা না বুঝলেও এক আলগা সন্দেহের চোখে, পুরুষটি, ফেলে আসা ওই চূড়ান্ত সুখানুভূতির একটা রূপ ও রং এখন দেখতে পেয়েছিল। রঙের কথা অবশ্যই বলতে হয়, কারণ ওই না-পাওয়া চরম সুখের ঝলমলে রঙিন উপস্থিতিই তার পরবর্তী জীবনটাকে করে তুলেছিল দুঃখজনকভাবে রংহীন ও ম্যাড়মেড়ে।

কিন্তু এতদিন পরে ওই হিরণ্য-উদ্ধার, তার কাছে আজ মনে হয়েছিল মূল্যহীন, মনে হয়েছিল ওসব আসলে মুহূর্তের চাকচিক্য, যা আবার পরক্ষণেই স্বাভাবিক নিয়মে নষ্ট এবং চ্যুত, ধূলিকণা যদি কখনও পরিবর্তিত হতে হতে আপাতদৃষ্টিতে হয়ে ওঠে বর্ণাঢ্য তো আবার কিছু পরে তার পুনরায় ধূলিকণা হয়ে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না—সে ভেবেছিল যে তার প্রতিশোধ নেওয়া উচিত, সে তাচ্ছিল্য করতে পারে বা প্রয়োজন হলে ধ্বংসও করতে পারে ওই সবকিছু।

'আমার সঙ্গে তুমি আর যুদ্ধ করবার চেষ্টা কোরো না'—সে মেয়েটিকে আবার বলেছিল, বেশ খানিকটা জোরের সঙ্গে কাছে টেনে নেওয়ার মুহূর্তে।

১৪

দৃষ্টি বিভ্রমে এখনও জেগে আছে তার ছেলের উদগ্র চেয়ে থাকা, ক্রূর ও দুর্বিনীত, যেন শাসনই করতে শিখেছে শুধু, আর যখন তাকে পুরুষটি জোর করে কাছে টেনে নেয়, সে বলেছিল, 'দয়া করে আমাকে মুহূর্তের জন্যে অন্তত একলা থাকতে দাও।' পুরুষটির আলিঙ্গনের বাইরে চলে এসেছিল সে, কারণ সে চায়নি মাথার মধ্যে দৌড়তে থাকা আজকের ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো বাধাপ্রাপ্ত হোক, পুরনো মৃতরা অবশ্যই সরে যাক ও জায়গা করে দিক নতুন মৃতদের জন্য, আরও মনে হয়েছিল যে কোনও স্মারক বা কবরের চিহ্নবহনকারী এপিটাফ সবকিছুই অর্থহীন, এমনকী তা যদি তার নিজের এপিটাফও হয়, তাও কোনও অর্থ বহন করে না তার কাছে। যেমন এই পুরুষটি গত পনেরো বছর তাকে স্মৃতিতে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছে, মনের গভীরে নির্মাণ করেছে তার স্মৃতিসৌধ, কিন্তু অবশ্যই সেই সবকিছু অর্থহীন, যে কোনও স্মারকই যেভাবে কারও কাছেই মানে রাখে না কোনও। এই সমস্ত কথাই সে নীরব হয়ে থাকবার মধ্য দিয়ে বলতে চেয়েছিল তার ছেলের উদ্দেশ্যে। আর প্রতিশোধ নেওয়ার খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে দেখতে চেয়েছিল তার কথা শুনতে শুনতে কীভাবে সারা মুখ রাগে ও অশ্রদ্ধায় কুঁচকে যাচ্ছে তার ছেলের, সে শুনতে পেয়েছিল ছেলের চিৎকার—'চুপ করো তুমি, এভাবে তুমি আমার সঙ্গে কোনওদিনও কথা বলোনি আগে।' সে নিজেও জানে যে এভাবে সত্যিই সে আগে কোনওদিন কথা বলেনি বা ভাবেনি এই সবকিছু, কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, এক অদ্ভুত আলো জেগে রয়েছে তার চারপাশে ও সেই আলোর নীচে সব কিছুই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে।

সত্যিই কোনও কারণই নেই, যে সে কেন একটি স্মৃতিসৌধকে জীবনের চাইতেও অনেক বেশি অগ্রাধিকার দেবে। ওই পুরুষটির মনের মধ্যে তিল তিল করে গত পনেরো বছর ধরে গড়ে ওঠা তার নিজের স্মৃতিসৌধেরও শুধু একটাই মানে হতে পারে তার কাছে, যে এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্তে সে ওই স্মৃতিফলকটিকে ভেঙে ফেলতে পারে তার মূল্যহীন শরীরের বিনিময়ে। যে পুরুষটি তার পাশে বসে আছে, সে আকুতি জানিয়েছে তার কাছে। পুরুষটি বয়সে তার চাইতে অনেক ছোট আর এও নিশ্চিত যে এইভাবে শরীরের জন্য কাতর প্রার্থনা জানানোর ক্ষেত্রে আজকের ওই পুরুষটিই শেষতম ব্যক্তি তার জীবনে। একমাত্র ওকেই মেয়েটি আজ পেতে পারে সম্পূর্ণ একলা, আর ওই একলা পাওয়ার ব্যাপারটাই সবচেয়ে মূল্যবান কারণ তারপরই যদি পুরুষটি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে তার প্রতি ও মনের গভীরে থাকা মেয়েটিকে নিয়ে রচিত তার স্মৃতিলহর নষ্ট হয়ে যায়, তাহলেও মেয়েটির যাবে আসবে না কোনওকিছু। কারণ আর যাই হোক, স্মৃতিসৌধটি তার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, ঠিক যেমন পুরুষটির ভাবনা ও স্মৃতি কখনওই তার সঙ্গে সরাসরি জড়িয়ে নেই, যা-কিছু তাকে ছুঁয়ে তার শরীরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বাঁধা নেই, সেইসব নিয়ে সে আদৌ চিন্তিত নয় কোনওদিনও।

'তুমি আমার সঙ্গে এভাবে কোনওদিনও কথা বলোনি, মা, আমি তোমাকে বলছি, তোমাকে' —মেয়েটি শুনতে পেয়েছিল তার ছেলে গর্জাচ্ছে, কিন্তু কোনও মনোযোগই সে দেয়নি ওইদিকে। সে হাসছিল মৃদু।

'এসো, তুমি ঠিকই বলেছ, আমি কেনই বা বাধা দেব তোমাকে'—শান্তভাবে কথাগুলো বলে মেয়েটি উঠে দাঁড়িয়েছিল। তারপর ক্রমশ খুলতে শুরু করেছিল তার পোশাক। সন্ধ্যা তখনও বেশ কিছু দূরে। ঘরের প্রতিটি ভাঁজ, সমতল, উচ্চনীচ, ও কন্দরে খেলা করছিল এক অচেনা আলো। আলোয় ভরে ছিল ঘর।

অনুবাদ : অঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডা. হাভেলের স্বাস্থ্যোদ্ধার

Dr. Havel After Twenty Years

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডা. হাভেল যখন চিকিৎসার জন্য একটি স্পা-এর উদ্দেশে যাত্রা করছিলেন তখন তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর চোখে টলটল করছিল জল। এই অশ্রু যেমন সহানুভূতির (কারণ, পূর্বে কখনও তিনি অসুস্থ না হলেও, কিছুদিন ধরে ডাক্তার গলব্লাডারের সমস্যায় ভুগছিলেন), তেমনই তিন সপ্তাহের অসাক্ষাৎ সম্ভাবনাজনিত ঈর্ষাকাতর মনোবেদনার কারণেও।

কিন্তু কেন? এই অভিনেত্রী, যিনি জনপ্রিয়, সুরূপা ও ডাক্তারের চেয়ে অনেক বছরের কনিষ্ঠ—তিনি কেন ঈর্ষাকাতর হয়ে পড়ছিলেন এই বয়স্ক ভদ্রলোকের প্রতি, যিনি বিগত ক-মাস তীব্র যন্ত্রণা থেকে উপশম পেতে পকেটে ওষুধের শিশি না নিয়ে কখনও বাড়ির বাইরে যাননি?

বস্তুত, যদিও সেটাই ঘটনা, তবু কারও পক্ষেই তার মনোভাব অনুমান করা সম্ভব ছিল না। ডা. হাভেলও পারতেন না; তাঁর স্ত্রীর আচার ব্যবহার দেখে তাকে তাঁর মহীয়সী বলেই মনে হত। ক'বছর আগে থেকে তিনি তাঁর প্রতি আরও মুগ্ধতা অনুভব করতেন—তাঁর স্ত্রীর সারল্য, ঘরোয়াভাব ও লাজুক স্বভাব তিনি উপলব্ধি করতেন সব কাজে। বিবাহের পর থেকেই এই অভিনেত্রী নিজের যৌবন ও সৌন্দর্য সম্পর্কে কেবল নিরাসক্তই ছিলেন না, তিনি এগুলির মাধ্যমে কখনও কোনও বাড়তি সুযোগ সুবিধাও দাবি করেননি। যেন তিনি বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন স্বামীর প্রতি তাঁর প্রেম ও তাঁর মেয়েবাজ হিসেবে বিশেষ সুনামের মাঝখানে। এর জন্যই সর্বদা স্বামীকে তাঁর কেমন অধরা মনে হত, মনে হত অতলস্পর্শ; যদিও তাঁর স্বামী তাঁকে প্রতিদিন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে (এবং আন্তরিকতার সঙ্গে) বোঝাতেন যে তিনি ছাড়া তাঁর জীবনে অন্য কোনও নারী কখনও ছিল না এবং আগামী দিনেও থাকবে না। তবু তিনি ভীষণভাবে, পাগলের মতো ঈর্ষা অনুভব করতেন। যদিও তাঁর সহজাত সংস্কারের দ্বারা তিনি এই নোংরা মনোভাবকে চাপা দিয়ে রাখতেন, তবু ঈর্ষার বুদ্বুদগুলি তাঁর ভিতরে আরও বেশি উপদ্রব করত।

হাভেল এ সবই জানতেন। এটা তাকে কখনও মর্মপীড়া দিত। কখনও আবার এর জন্য তিনি রেগেও যেতেন; আবার কখনও কখনও এর জন্য তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। কিন্তু, যেহেতু তিনি স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন তাই তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করতেন তাঁর এই মনোবেদনা নিরসনের। এবারও তিনি তাঁকে আশ্বস্ত করতেই চেয়েছিলেন, তিনি তাঁর অসুস্থতার কথা তাঁর স্ত্রীকে বহুগুণ বাড়িয়ে বলতেন, কারণ তিনি জানতেন অসুস্থতার খবরে তাঁর স্ত্রী যে ভয় পাবেন তা তাঁকে সন্দেহ ও ঈর্ষা থেকে কিছুটা হালকা ও স্বাভাবিক করবে। একই সঙ্গে তাঁর অসুস্থতার খবরে যে ভয় উৎপন্ন হবে (ভয়টা অবৈধ সম্পর্কের ও পদস্খলনের) তা তাকে খানিকটা বিধ্বস্ত করেও তুলবে। গত ক'দিনে তিনি তাঁর চিকিৎসক, যার অধীনে তিনি স্পা-তে থাকবেন, সেই ফ্র্যান্‌টিসকার কথা স্ত্রীর কাছে বারবার উত্থাপন করেছেন। অভিনেত্রীও তাঁকে জানতেন এবং তাঁর যা শরীর সংস্থান তা এতই পবিত্র ও তা ব্যভিচার সম্ভাবনা থেকে এত দূরে অবস্থিত যে এতে অভিনেত্রী কিছুটা ভারমুক্ত হতে পেরেছিলেন।

ফুটপাতে দাঁড়ানো সুন্দরী স্ত্রীর জলভরা চোখের দিকে তাকিয়ে বাসে বসা ডা. হাভেলের এখন সত্যি কথাটা বলতে ইচ্ছে করছিল—সত্যিটা এই যে, তাঁর স্ত্রীর ভালোবাসা কেবল সুমধুর-ই নয়, তা শ্বাসরোধকারীও বটে। স্পা-তে পৌঁছে তিনি তেমন স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন না। দিনে তিনবার করে যে খনিজ জল তাঁকে গ্রহণ করতে হবে তার প্রথমটি গ্রহণ করার সময় তাঁর মনে হল জলটা তার সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়ছে। যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব, তিনি অবসন্ন হয়ে পড়ছিলেন। এরপর যখন তিনি প্রশস্ত প্রাঙ্গণে সুদর্শনা নারীদের দেখলেন তখন বিস্মিত হয়ে উপলব্ধি করলেন যে নিজেকে কেমন বুড়োবুড়ো লাগছে এবং তিনি তাদের একজনের প্রতিও কোনও কামনা অনুভব করছেন না। অসংখ্য নারীদের মধ্যে তাঁর জন্য যিনি নির্দিষ্ট, সেই সুভদ্রা ফ্র্যান্‌টিসকা তাঁর শরীরে ইনজেকশান ঢোকাচ্ছিলেন, রক্তচাপ নিচ্ছিলেন, পেট টেপাটিপি করছিলেন আর তাঁকে জানিয়ে যাচ্ছিলেন স্পা-এর কোথায় কী ঘটেছে, তাঁর দুটি বাচ্চা কেমন—এইসব। তবে তিনি তাঁর পুত্রের কথাই বিশেষ করে বলছিলেন, যে নাকি, তাঁর মতে, অনেকটা তাঁরই মতো দেখতে হয়েছে।

এইরকম মানসিক অবস্থা যখন তাঁর, তখন তিনি তাঁর স্ত্রীর কাছ থেকে একটি পত্র পেলেন। অহো! হায়! এই চিঠিতে তাঁর স্ত্রী তাঁর সুকৃত সংস্কার দ্বারা ঈর্ষাকে কোনওভাবেই চেপে রাখতে পারেননি। গোটা চিঠি জুড়ে কেবল অভিযোগ আর অনুযোগ। তিনি লিখেছেন—তিনি তাঁকে কোনও বিষয়েই উত্ত্যক্ত করতে চান না, তবে ঘটনা এই যে তিনি গতরাতে একেবারে ঘুমোতে পারেননি; তিনি জানেন যে তাঁর প্রেম ডাক্তারের কাছে বোঝা বলেই মনে হয় এবং তিনি কল্পনা করতে পারছেন যে তাঁর কাছ থেকে আলাদা থেকে ও বিশ্রাম করতে পেরে তিনি কেমন সুখে আছেন; হ্যাঁ, তিনি জানেন, কতটা তিনি ডাক্তারকে বিরক্ত করেন। আর এ-ও তিনি জানেন যে ডাক্তারের জীবন যে অসংখ্য মহিলার দ্বারা বিজড়িত তাকে বদলে দেবার ক্ষমতা তাঁর মতো দুর্বলের নেই—হ্যাঁ, হ্যাঁ, তিনি এসব জানেন এবং এরজন্য কোনও প্রতিবাদও করেন না; তবু তিনি কাঁদতে কাঁদতে সারারাত ঘুমোতে পারেননি।

যখন ডা. হাভেল হতাশা ও অভিযোগের পুরো ফিরিস্তিটা পড়ে ফেললেন তখন তাঁর মনে পড়ে গেল সেই তিন বছর আগের কথা-যখন তিনি ধৈর্যের সঙ্গে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন নিজেকে তাঁর স্ত্রীর কাছে একজন পরিশীলিত ও উদারমনা প্রেমিক-স্বামী হিসেবে চিত্রিত করতে। এখন তিনি নিদারুণ ক্লান্তি ও অবসাদ বোধ করতে লাগলেন। রাগে তিনি চিঠিটা দুমড়ে মুচড়ে বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলেও দিলেন।

২

পরদিন তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন। গলব্লাডারের যন্ত্রণা একেবারেই নেই এবং তিনি সামান্য হলেও, সকালে প্রাঙ্গণে হেঁটে চলা বহু মহিলাদের মধ্যে কয়েকজনের প্রতি মিশ্রিত কামনা বোধ করলেন। তাঁর এই সামান্য প্রাপ্তি যদিও অচিরেই মুছে গেল খুব খারাপভাবে। তিনি বুঝতে পারলেন ওইসব মহিলার একজনও তাকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না; তিনি যেন প্রচুর খনিজ জলপায়ী মলিন রোগীদের সমাবেশে একজন রোগীই কেবল!

'দেখুন, আপনার অবস্থা ভালোর দিকেই যাচ্ছে।' সকালে তাঁকে পরীক্ষা করতে এসে

বললেন ফ্র্যান্‌টিসকা। 'কিন্তু ডায়েট একেবারে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। প্রাঙ্গণে যে মহিলাদের ভিড়ে আপনি গিয়ে হাজির হয়েছিলেন, ভাগ্য ভালো, তারা বয়স্ক ও অসুস্থ—সে জন্যই তারা কেউ আপনাকে আমল দেননি। এটা আপনার পক্ষে ভালোই হয়েছে, কারণ, সর্বোপরি এখন আপনার বিশ্রামেরই প্রয়োজন।'

হাভেল প্যান্টের ভিতর জামা গুঁজছিলেন। কোনায় ওয়াশ বেসিনের ওপরে দেয়ালে ঝোলানো ছোট আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বিরক্তির সঙ্গে নিজের মুখাবয়ব নিরীক্ষণ করছিলেন। তিনি গভীর বেদনার সঙ্গে বললেন, 'আপনি ভুল করছেন, আমি খুব ভালোভাবেই লক্ষ করেছি যে ওই বুড়িদের মধ্যেও অনেক সুন্দরী যুবতী প্রাঙ্গণে হাঁটাচলা করছে। একবার তাকানো ছাড়া তারা আমাকে কোনও পাত্তাই দেয়নি।'

'আপনার যা মতামত তা আমি বিশ্বাস করব, কেবল এই বিষয়টি ছাড়া।' মহিলা ডাক্তার উত্তর দিলেন। হাভেল আয়নার করুণ দৃশ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে তাঁর সরল ও বিশ্বাসী চোখের দিকে তাকালেন। তার প্রতি কেমন যেন কৃতজ্ঞতাও অনুভব করলেন তিনি; যদিও তিনি জানতেন ডাক্তার তাঁর চিরাচরিত বিশ্বাসের কথাই ব্যক্ত করেছেন কেবল। সেই বিশ্বাস উঠে এসেছে তাঁর নিজেরই দীর্ঘকালীন যাপনের বিষয়ে ডাক্তার পরিচিতি থাকার জন্য এবং সেই যাপনের প্রতি (নম্রভাবে হলেও) তাঁর অপছন্দের কারণে।

তখন কেউ ডাক্তারের চেম্বারের দরজায় টোকা দিল। ফ্র্যান্‌টিসকা দরজাটা সামান্য ফাঁক করতেই একজন যুবকের সৌজন্যমূলক মাথা নোয়ানো লক্ষ করা গেল। 'ওঃ আপনি? আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম', বলে তিনি ওই যুবকটিকে কাউন্সেলিং রুমে প্রবেশ করতে দেন এবং হাভেলকে বলেন, 'ইনি স্পা-প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদক। ভদ্রলোক গত দু-তিনদিন ধরে আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাইছেন।'

অসময়ে তাঁকে বিরক্ত করার জন্য যুবকটি নানাভাবে হাভেলের কাছে দুঃখপ্রকাশ করতে লাগল। এটা যদিও একটা বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশ তৈরি করল, তবু তার এই আচরণকে কেমন কৃত্রিম ও খাপছাড়া মনে হতে থাকল। তাঁর শান্তি বিঘ্নিত করার জন্য সে ডা. হাভেলকে ডা. ফ্র্যান্‌টিসকার প্রতি অপ্রসন্ন না হবার জন্য অনুরোধ জানাল। যদিও সে একথা জানাতে ভুলল না যে সে যে কোনও প্রকারেই তাঁকে পাকড়াও করতই, এমনকি বাথটবেও কার্বনিক জলে তাঁর শরীর ভেজানোর সময়। সে তথাপি ডা. হাভেলকে তার অভব্যতা মাপ করতে বলল, কারণ এটা তার সাংবাদিক পেশার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং এ ব্যতীত তার গ্রাসাচ্ছাদনের অন্য কোনও উপায়ও নেই।

তারপর সে স্পা থেকে প্রতিমাসে প্রকাশিত হওয়া চিত্রিত পত্রিকাটি সম্পর্কে বকবক করেই চলল। সে জানাল যে এই পত্রিকাতে প্রতি সংখ্যায় স্পা-তে শরীর সারাতে আসা বিশিষ্ট রোগীদের কোনও একজনের সাক্ষাৎকার ছাপা হয়। সে ক-জন বিশিষ্টজনের নাম বলল—যাঁদের মধ্যে একজন সরকারি সদস্য, একজন মহিলা গায়িকা ও একজন হকি খেলোয়াড়ও আছেন।

'দেখুন, প্রাঙ্গণের সুন্দরীরা আপনার প্রতি আকর্ষণ অনুভব না করলেও সাংবাদিকরা কিন্তু আকৃষ্ট হচ্ছেন।' বললেন ফ্র্যান্‌টিসকা।

'এটা বিশ্রী ধরনের অবনমন।' বললেন হাভেল, যদিও এই আকর্ষণের কারণেও তিনি খুশি

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিলেন, আর তাই তিনি সম্পাদকের দিকে তাকিয়ে সহাস্যে তার প্রস্তাব নস্যাৎ করে, খুব আন্তরিকতায় ও স্পষ্ট অবিশ্বস্ততার সঙ্গে বললেন, 'মাই ডিয়ার স্যার, আমি সরকারি সদস্য বা হকি খেলোয়াড় নই, মহিলা গায়িকা তো নয়ই। যদিও আমি আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণাকে ছোট করতে চাই না, তবু বলছি, এই গবেষণা সংক্রান্ত আলোচনা সাধারণ পাঠকের চেয়ে বিশেষজ্ঞদেরই আকর্ষণ করবে বেশি।'

'কিন্তু আমি তো আপনার ইন্টারভিউ নিতে চাইছি না, ওটা আমার মাথাতেও আসেনি।' ছোকরা সম্পাদক সপ্রতিভ সারল্যে উত্তর দেয়, 'আমি আপনার স্ত্রী-র সঙ্গে কথা বলতে চাই। শুনেছি, আপনাকে দেখতে তিনি এখানে আসবেন।'

'তাহলে তো আপনি তাঁর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশিই খবর রাখেন।' শীতলভাবে উত্তর দিলেন হাভেল। তিনি আবার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ নিরীক্ষণ করলেন। তাঁর ভালো লাগল না। তিনি তাঁর জামার সবচেয়ে ওপরের বোতামটি লাগিয়ে নিশ্চুপ রইলেন। ফলে সম্পাদক কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে তার সহজাত সাংবাদিকসুলভ চপলতাও হারিয়ে ফেলল। সে মহিলা ডাক্তারের কাছে এবং ডা. হাভেলের কাছেও ক্ষমা চাইল, যেন সে ঘর থেকে বেরোতে পারলেই বাঁচে।

৩

সম্পাদকটি যতটা না নির্বোধ তার চেয়ে বেশি খ্যাপাটে স্বভাবের। মাসিকপত্রটি নিয়ে তার বিশেষ চিন্তা নেই, যদিও প্রধান ও একমাত্র সম্পাদক হিসেবে প্রতিমাসে ছবি ও লেখা জোগাড় করে তাকে এটি প্রকাশ করতে হয়। গরমকালে কাজটা সহজ, কারণ, তখন স্পা জমজমাট থাকে প্রখ্যাত অতিথিদের নিয়ে। মুক্ত কনসার্ট মঞ্চে নানাবিধ অর্কেস্ট্রার আয়োজন হয়, আর ওই সময় স্পা-র পরিমণ্ডলে কেচ্ছা-কেলেঙ্কারির কোনও অভাব থাকে না। কিন্তু ঠান্ডা ও স্যাঁতসেঁতে মাসগুলোতে এলাকাটি ভরা থাকে গেঁয়ো মেয়েছেলে আর অবসাদে, সুতরাং, সে এমন একটা সুযোগ হাতছাড়া করতে রাজি ছিল না। যখন সে জানতে পারল সে কোনও এক প্রখ্যাত অভিনেত্রীর স্বামী এই স্পা-তে শুশ্রূষারত, এবং ওই অভিনেত্রীটির নবতম গোয়েন্দা কাহিনি নির্ভর ছবিটি বর্তমানে এখানকার প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হচ্ছে অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে এখানকার অতিথিদের বিষণ্ণতা বিদূরণের জন্য তখন সে অভিনেত্রীর স্বামীর খোঁজে নিজেকে নিয়োজিত করেছিল।

কিন্তু এখন তার বেশ লজ্জাই করছিল।

নিজের যোগ্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত নয় বলেই সে যাদের সংস্পর্শে আছে তাদের প্রতি এক ধরনের দাসসুলভ নির্ভরতা পোষণ করে। এইসব লোকের দৃষ্টিভঙ্গি ও মতামতের ওপর নির্ভর করেই সে তার যোগ্যতার মূল্যায়ন করে। এখন সে সিদ্ধান্তে এল যে আজ সে নির্বোধ, অপদার্থ ও বিরক্তি উৎপাদক বলেই প্রতিপন্ন হয়েছে। এটা বেশি করে খারাপ লাগল এ কারণেই যে যাঁর কাছে সে এমন প্রতিপন্ন হল তাঁকে তার বেশ পছন্দই হয়েছিল। সেদিনই কিছু পরে অস্বস্তি নিয়েই সে মহিলা ডাক্তারকে ফোন করে জানতে চাইল অভিনেত্রীর স্বামীর পরিচয় এবং তদুত্তরে সে জানল যে তিনি কেবল একজন উচ্চস্তরের পদার্থবিজ্ঞানীই

নন, তিনি আরও নানা বিষয়েও বিখ্যাত। তাকে মহিলা ডাক্তার এ প্রশ্নও করলেন যে, তাঁকে কি সে আগে জানত না।

সে তার না-জানা কবুল করলে মহিলা ডাক্তার যেন একটু প্রশ্রয়ের সুরেই বললেন, 'বেশ, বেশ! তুমি এখনও খোকাটিই আছ বোঝা যায়। আর সৌভাগ্যবশত, হাভেল যে ক্ষেত্রটিতে চূড়ান্ত বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, সে ক্ষেত্রে তুমি একেবারেই অজ্ঞ।'

আরও অনেকের কাছে আরও অনেক প্রশ্নের পর যখন জানা গেল যে ডা. হাভেলের বিশিষ্টতার ক্ষেত্র রমণীমোহনতা ও রতিবিলাস এবং তিনি তাঁর স্বদেশে এ বিষয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, তখন সম্পাদক একেবারে মুষড়ে পড়ল এবং সে যে 'অজ্ঞ' নামেরই যোগ্য তা-ও সে স্বীকার করে নিল, কারণ, এমন এক মহাজনের নাম সে আগে কখনও শোনেনি। যেহেতু তাঁর স্বপ্ন ছিল কালে সে এই মানুষটির মতোই দক্ষ ও কুশলী হয়ে উঠবে, তাই, তাঁরই সামনে, তাঁর গুরু-র সামনে এমন অপদার্থ ও বোকার মতো আচরণের জন্য একেবারে ভেঙে পড়ল সে। তার মনে পড়ে গেল, ক্ষেত্রবিশেষে তার অবান্তর কথাবার্তা, বোকাবোকা রসিকতা ও কৌশলী হতে না পারার অক্ষমতার সব ঘটনা। সে বিনীতভাবে মেনে নিল যে তার প্রতি তার গুরুদেবের যে মূল্যায়ন—যা প্রকাশিত হয়েছে তাঁর উপেক্ষা, নীরবতা ও আয়নার দিকে অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে থাকার মাধ্যমে, তা যথার্থ।

যে স্পা-শহরে এই ঘটনাটি ঘটছিল সেটি বিশেষ বড় ছিল না; চান বা না চান শহরবাসীদের একে অপরের সঙ্গে দিনে একাধিকবার দেখাও হয়ে যেত। সুতরাং, যাঁর কথা সম্পাদক ভাবছিল তাঁর সঙ্গে অচিরেই দেখা হয়ে গেল। শেষ বিকেলে প্রাঙ্গণের থামগুলির চারপাশে গলব্লাডারের রোগীরা ধীরে ধীরে পায়চারি করছিলেন। ডা. হাভেলও হাঁটতে হাঁটতে মাঝে মধ্যেই পোর্সেলিনের মগ থেকে কটু গন্ধযুক্ত জল পান করছিলেন আর তাঁর মুখমণ্ডল বিকৃত হয়ে উঠছিল।

তরুণ সম্পাদক তাঁর কাছে হাজির হয়ে অপ্রস্তুতভাবে মার্জনা ভিক্ষা করতে লাগল। সে বলল যে তার কোনও সন্দেহই ছিল না যে তিনি, ডা. হাভেলই ওই অভিনেত্রীর স্বামী—অন্য কোনও হাভেল তিনি নন। বোহেমিয়াতে তো হাভেল নামে বহু মানুষই থাকেন—কিন্তু বিখ্যাত অভিনেত্রীর স্বামী হাভেলের কথা চিন্তার সময় তার মাথাতেই আসেনি প্রখ্যাত ডাক্তার হাভেলের কথা। যদিও সে নিশ্চিতভাবেই পদার্থবিজ্ঞানী হাভেলের কথা পূর্বেই শুনেছে—কিন্তু, সে আরও বলতে চাইল যে কেবল পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবেই নয়, আরও নানা গুজবে ও নানাজনের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনির মাধ্যমেও সে শুনেছে ওই বিশিষ্ট ডাক্তার হাভেলের কথা।

কোনও সন্দেহই নেই যে এই যুবকের কথাগুলো তাঁর, বর্তমানে খিঁচড়ে যাওয়া, মানসিক অবস্থায় বেশ ভালোই লাগল। কারণ, হাভেল ভালোই জানতেন যে এই গুজব জিনিসটা মানুষেরই মতো—এটিও পর্যায়ক্রমে বার্ধক্য ও নিশ্চিহ্ন হবার নিয়মেই চলে।

'আরে, না না, তোমার ক্ষমা চাওয়ার দরকারই নেই', তিনি যুবকটিকে বললেন এবং যেহেতু সম্পাদকের অপ্রস্তুত ভাবটা তাঁর চোখ এড়ায়নি তাই তিনি আলতোভাবে তার বাহুতে হাত রেখে প্রাঙ্গণের মধ্যে ভ্রমণ করতে লাগলেন। 'যাইহোক, এসব কথার অবশ্য বিশেষ মূল্য নেই'—তিনি সম্পাদককে যেন সান্ত্বনা দিতে চাইলেন। একই সঙ্গে তিনি ক্ষমা চাওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যাপারটা ভাবছিলেন আর তাই বোধহয় বারবার বলতে থাকলেন, 'ওহ্, তাহলে তুমি আমার ব্যাপারে শুনেছ', এবং প্রতিবার তিনি এই কথা বলে প্রাণ খুলে হাসতে লাগলেন।
'হ্যাঁ', সম্পাদক আগ্রহের সঙ্গে শুরু করলেন, 'কিন্তু আপনি যে এমন তা আমি কল্পনাও করতে পারিনি।'
'বেশ। তুমি আমায় কী রকম ভেবেছিলে?' ডা. হাভেল আন্তরিক আগ্রহের সঙ্গে জানতে চাইলেন। এতে সম্পাদক কী বলা উচিত ভেবে যখন তোতলাতে লাগল তখন হাভেল বিষণ্ণভাবে বললেন, 'জানি জানি, গল্পের, জনশ্রুতির, পুরাণের চরিত্ররা সব এমন বস্তু দিয়ে তৈরি যে তারা কাল দ্বারাও বিনষ্ট হয় না। না, তার মানে, আমি এটা তোমায় বোঝাতে চাইছি না যে পৌরাণিক কাহিনি, গল্প, জনশ্রুতিরা অমর—তারাও বিলক্ষণ জীর্ণ হয়, বুড়ো হয় তাদের চরিত্ররাও। কিন্তু, তারা এমনভাবে জীর্ণ হয় যে তাদের অবয়ব বদলে যায় না বা বিকৃত হয়ে যায় না, কিন্তু তারা ধীরে ধীরে মলিন হতে থাকে, হয়ে ওঠে স্বচ্ছ এবং পরিণতিতে তা মহাকাশের স্বচ্ছতার সঙ্গে মিশে যায়। এইভাবেই, শেষে, পোপ লে মোকো অদৃশ্য হয়ে যান, যেমন যান সংগ্রাহক হাভেল, তেমনই অদৃশ্য হন মেজেস, প্যালাস এথেনা এবং সেন্ট ফ্র্যান্সিস অব্ অ্যাসিসি। কিন্তু, ভাবো, ফ্র্যান্সিস ধীরে ধীরে মলিন হয়ে উঠতে থাকবেন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব ছোট ছোট পাখিরাও, যারা তাঁর কাঁধের ওপর বসে আছে, আর ওইসব লতাগুল্মরাও যারা ছুঁয়ে আছে তার পদযুগল, আর ওই সব দ্রাক্ষাকুঞ্জগুলি, যারা তাঁকে ছায়া দান করে; চিন্তা করে দেখো, তাঁর সমগ্র পরিপার্শ্ব তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই হয়ে উঠবে স্বচ্ছ, তারপর ক্রমশ বদলে যাবে প্রশান্ত নীলিমায়। যখন আমি, প্রিয় সখা, যখন এই আমি, নগ্ন, পুরাণ থেকে বিশ্লিষ্ট, প্রশান্ত ধূসর প্রকৃতির মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছি প্রাণবন্ত উচ্ছল যৌবনের দৃষ্টির সম্মুখে—ভাবো, ভাবো সে কথা।'
হাভেলের বক্তৃতা যুবকটিকে বিভ্রান্ত ও উত্তেজিত করে তুলেছিল। তারা দীর্ঘ সময় হাঁটতেই থাকলেন ক্রমশ ঘন হতে থাকা সন্ধ্যায় ধূসরতায়। যখন তারা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছেন তখন হাভেল জানালেন যে তিনি তাঁর তালিকা নির্দিষ্ট খাবারে ক্লান্ত এবং পরদিন তিনি নৈশভোজের জন্য বাইরে যেতে চান। তিনি সম্পাদকের কাছে জানতে চাইলেন যে তিনি তাঁকে সঙ্গদান করতে সম্মত কি না।
অবশ্যই সেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন সেই তরুণ সম্পাদক।

৪

টেবিলে সম্পাদকের উলটোদিকে বসে হাতে মেনু ধরে হাভেল বললেন, 'আমার ডাক্তারকে আবার এ-সব বোলো না যেন। ডায়েটের ব্যাপারে আমার নিজস্ব একটা মতামত আছে। আমি যে-সব খাবার পছন্দ করি না, তা একদম এড়িয়ে চলি।' এরপর তরুণটির কাছে জানতে চাইলেন নৈশভোজের পূর্বাহ্নে ক্ষুধাবর্ধক কোন মদ্য সে পছন্দ করে।
সম্পাদক এসব কেতায় অভ্যস্ত নয়, তাই কোনও কিছু মাথায় না আসায় সে বলে উঠল 'ভোদ্‌কা।'
ডা. হাভেল অখুশি গলায় বললেন, 'ভোদ্‌কা। ভোদকা থেকে যে রাশান আত্মার পচা গন্ধ বেরোয় গো।'

'তা সত্যি!' বলল সেই সম্পাদক এবং তখন থেকেই হারিয়ে ফেলল আত্মনিয়ন্ত্রণ। সে যেন স্কুল ফাইন্যালের মৌখিক পরীক্ষায় প্রশ্নকর্তাদের সামনে দণ্ডায়মান ছাত্র। এরপর থেকে সে যা ভাবছিল তা আর বলার চেষ্টা করছিল না, আর যা করতে চাইছিল তা থেকেও বিরত থাকছিল। কেবলমাত্র প্রশ্নকর্তাদের তুষ্ট করাই তার কাজ যেন। সে তাঁর মর্জি ও খেয়ালকেই পরিতৃপ্ত করতে চাইছিল, সে চাইছিল তাঁর যোগ্য হয়ে উঠতে। সে কোনওভাবেই বলতে চাইছিল না যে অতি সাধারণ, অতি সাধারণ পেট-ভরানো খাবার খেতেই অভ্যস্ত সে। সে স্বীকার করতে প্রস্তুত ছিল না যে এ-ও তার ধারণাতে নেই যে কোন পদের সঙ্গে কোন মদিরা জুতসই হয়। ডা. হাভেল নির্দ্বিধায় তাকে নির্যাতন করছিলেন; যখন সে তাঁর সঙ্গে খাবারের প্রধান পদ, সুরা ও চিজ দিয়ে সহমত পোষণ করছিল, তখনও।

যখন সম্পাদক অনুধাবন করল যে পরীক্ষক আহারশাস্ত্র পরীক্ষায় তার অনেক নম্বর কেটে নিয়েছে, তখন সে বাড়তি উৎসাহে ক্ষতি পুষিয়ে নিতে উদ্যোগী হল। আর এখন অরস্ দ্য উভ্যর ও মেন কোর্সের মধ্যবর্তী বিরতিতে সে লোভীর মতো রেস্তরাঁয় উপস্থিত মেয়েদের দিকে তাকাতে লাগল আর তাদের সম্পর্কে নানারকম সরস মন্তব্য করার মাধ্যমে প্রাণপণে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিল তার অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষার কথা। কিন্তু এবারও তার পরাজয় ঘটল। যখন দু-টেবিল দূরে বসা এক লাল চুলের মেয়েকে দেখে মন্তব্য সে করল যে এই ললনাটি রক্ষিতা হিসেবে অতি উত্তম হবে, তখন হাভেল, মনে কোনও তিক্ততা না নিয়েই তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে কী দেখে সে এই সিদ্ধান্তে এল। সম্পাদক একটা আবোল তাবোল উত্তর দেবার পর যখন ডাক্তার তাকে লালচুলোদের সঙ্গে তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে বললেন, তখন সে মিথ্যার জালে এমন জড়িয়ে পড়ল যে নিশ্চুপ হয়ে যাওয়া ছাড়া তার আর গত্যন্তর রইল না।

অন্যদিকে, তাঁর প্রতি সম্পাদকের প্রশংসা-আপ্লুত দৃষ্টি দেখে হাভেলের বেশ তরতাজা ও হালকা লাগছিল। তিনি মাংসের সঙ্গে এক বোতল রেড ওয়াইনের অর্ডার দিলেন, আর তরুণটি মদ্যের উচ্ছ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে আবারও তার গুরুর স্নেহের যোগ্য হয়ে উঠতে তৎপর হল। সে বিস্তারিতভাবে তার সঙ্গে সম্প্রতি আলাপ হওয়া একটি মেয়ের কথা বলতে লাগল, যাকে সে ক-সপ্তাহ ধরে পটিয়ে-পাটিয়ে নাকি বিছানায় পাবার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হয়েছিল। তার বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার মতো যথেষ্ট উপাদান না থাকায় সে মুখে একটা অপ্রয়োজনীয় হাসি ফুটিয়ে যা বলতে চাইছিল তা এত বানানো ও অদ্ভুত যে সে যা বলতে চাইছিল তা-তো বলা হলই না, বরং যেন এর মাধ্যমে সে তার মধ্যেকার অসহায়তাকেই প্রকাশ করে ফেলল। হাভেল পুরো ব্যাপারটা অনুধাবন করলেও সম্পাদকের প্রতি যেন করুণার্দ্র হয়েই তাকে তার সঙ্গিনীটির শারীরিক বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতে বললেন, যাতে তাকে তার পছন্দের বিষয়ে আরও কিছুক্ষণ আটকে রাখা যায় এবং তাকে সুযোগ দেয়া যায় আরও অকপট হবার। যদিও, যুবকটি এবারও নিজেকে চরম ব্যর্থতায় টেনে নামাল। দেখা গেল যখন সে যথেষ্ট নিপুণতার সঙ্গে মেয়েটির শরীরে স্থাপত্য ও নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যগুলি বর্ণনা করতেই অপারগ, তখন সে মেয়েটির মানসিক অবস্থা সম্বন্ধে আর কী-ই বা বলবে। তখন, একরকম বাধ্য হয়েই, ডা. হাভেল তার সংগৃহীত তথ্য থেকে বিস্তারিত বর্ণনা ও বিশ্লেষণে উদ্যোগী হলেন। এই সন্ধ্যার উষ্ণ সৌহার্দ্র ও পানসুখ তাঁকে এমনই তৃপ্তি দিচ্ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে তিনি মজাদার সংলাপে, নিজস্ব স্মৃতিচারণে, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার রমণীয়তায় ও সরস মন্তব্যে সম্পাদককে একেবারে বিহ্বল ও হতবাক করে দিলেন।

সম্পাদক মদের গেলাসে ছোট ছোট চুমুক দিতে দিতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর কথা শুনছিল; শুনছিল এবং একই সঙ্গে অবোধ্য এক আবেগে অভিভূত হচ্ছিল। একাধারে তার মন ছিল ভারাক্রান্ত; সে অনুভব করছিল তার মূঢ়তা ও ক্ষুদ্রতা। অন্যদিকে তার মনে হচ্ছিল প্রশ্নাতীত প্রজ্ঞাসম্পন্ন এক গুরুর কাছে সে দণ্ডায়মান, উত্তরদানে বাধ্য এক শিক্ষানবিশ। মুখ খুলতে তার লজ্জা করছিল, তবু একই সঙ্গে সে এই সুখ ও গর্ব অনুভব করছিল যে তার গুরু তার সম্মুখে উপবিষ্ট এবং এক দীর্ঘ সুন্দর বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপে মগ্ন; যিনি তাঁর বিস্তৃত, বর্ণময়, একান্ত নিজস্ব ও মূল্যবান সব অভিজ্ঞতা দ্বারা তাকে সমৃদ্ধ করছেন।

হাভেলের বক্তৃতা যখন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে তখন সম্পাদক শেষমেশ মুখ খুলে তার অভিমত ওই বক্তৃতার পরিশিষ্ট হিসেবে যুক্ত করতে চাইল, চাইল তাঁর সহযোগী হিসেবে নিজেকে তাঁর সঙ্গে একীভূত করতে। সে জন্যই সে আবারও ওই মহিলার সম্পর্কে আলোচনা করতে করতে হাভেলকে আমন্ত্রণ জানাল তার সঙ্গিনীকে একবার দেখে, তাঁর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাকে জানাতে যে মেয়েটি কেমন। সে আবেগমত্ত থাকার কারণে এ-ও বলল যে তিনি যেন মেয়েটিকে 'পরখ' করে দেখেন।

কিন্তু হঠাৎ পরখ করার কথাটা সে বলল কেন? কী ভাবছিল সে? এ কথা বলার মাধ্যমে আসলে সে তিনটি সুযোগের সন্ধানে ছিল : এই পরখ করার মাধ্যমে তার সঙ্গে তার গুরুর এক গোপন সম্পর্ক স্থাপন হতে পারে এবং সম্পাদকের অভিপ্রায় অনুসারে তাদের মধ্যে দোস্তি গড়ে উঠতে পারে।

—যদি গুরুজি মেয়েটি সম্পর্কে সম্মতি জানান (এ ব্যাপারে সম্পাদক নিশ্চিত ছিল এবং মেয়েটির প্রতি প্রচণ্ড আকৃষ্ট হয়ে পড়ছিল) তাহলে তার নিজের মতামত ও রুচি সম্পর্কেও পরোক্ষে গুরুর সম্মতি মিলবে, যাতে করে সে গুরুর চোখে এক সাধারণ শিক্ষানবিশ থেকে একজন পেশাদার হিসেবে চিহ্নিত হবে, তদুপরি, এর ফলে সে নিজের কাছেও পূর্বের চেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠবে।

—সর্বোপরি, এর ফলে মেয়েটিও তার কাছে আরও আকর্ষণীয়া হয়ে উঠবে। এবং তার উপস্থিতিতে সম্পাদক যে সুখ অনুভব করে তা-ও কাল্পনিক না থেকে হয়ে উঠবে বাস্তব (কারণ সম্পাদকের প্রায়ই মনে হত সে যে জগতে বাস করে তা মূল্যবোধের বধ্যভূমি, তার সঠিক মূল্য সম্বন্ধে সে সামান্যই ওয়াকিবহাল ছিল। তাই তার মনে হত ওই সব কাল্পনিক মূল্যবোধ ও ধ্যানধারণাগুলি যথার্থ বাস্তবতায় পরিণত হবে তখনই যখন তা কোনও বিশিষ্টজন দ্বারা অনুমোদিত হবে।)

৫

পরদিন ঘুম ভাঙতে গতকালের নৈশভোজের কারণে তিনি গলব্লাডারে সামান্য যন্ত্রণা অনুভব করলেন। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন মাত্র আধ ঘণ্টার মধ্যে তাঁকে একটি হাইড্রোপ্যাথিক সেশানের জন্য প্রস্তুত হতে হবে, ফলে তাড়াহুড়ো করা ছাড়া আর উপায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেই। এই তাড়াহুড়ো করাটাকেই তিনি সবচেয়ে অপছন্দ করতেন। চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতে আয়নায় নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে তার ভালো লাগল না। দিনটা বাজে ভাবেই শুরু হচ্ছিল।

প্রাতরাশ করারও সময় ছিল না (এটাও তাঁর কাছে অশুভ বলেই গণ্য হল)। তিনি যে বাড়িতে স্নানঘরগুলি অবস্থিত সেদিকে দ্রুত ধাবমান হলেন। টানা বারান্দার একপাশে পরপর দরজা; তিনি একটি দরজায় টোকা মারতে এক সোনালি চুলের সাদা পোশাকপরা তরুণী তাঁকে ডাকল; এবং বেরসিকের মতো দেরি করার জন্য তাঁকে বকাঝকা করতে করতে তাঁকে ভিতরে ঢুকতে নির্দেশ দিল। পর্দাটানা ছোট্ট খুপরির মধ্যে ঢোকার পরক্ষণেই তিনি শুনলেন, 'আপনি কি একটু চটপট করবেন?' ম্যাসাজ করা মেয়েটার কণ্ঠস্বর ক্রমান্বয়ে কর্কশ হচ্ছে দেখে তিনি বিরক্ত হলেন এবং এই বিরক্তি তাঁকে প্রত্যাঘাত করতে উদ্যোগী করল (কিন্তু হায়! এই দীর্ঘ সময় ডা. হাভেল কেবলমাত্র একটি উপায়েই মেয়েদের প্রত্যাঘাত করতে অভ্যস্ত), তিনি তাঁর অন্তর্বাস খুলে ফেললেন, নিঃশ্বাস বন্ধ করে ভুঁড়িটাকে সংকুচিত করে বুক ফুলিয়ে খুপরির বাইরে আসতে চাইলেন। কিন্তু এহেন আচরণ তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় বলে অপ্রস্তুত হলেন এবং অন্য কেউও এমনটা করলে যে তাঁর কাছে ব্যাপারটা হাস্যকর ঠেকত তা বুঝে বুক ও পেটকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনে উদাসীনভাবে (এটাকে তাঁর মর্যাদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ বলে মনে হল) বিরাট বাথটবের দিকে এগিয়ে তার ঈষদুষ্ণ জলে নিজেকে নিমজ্জিত করলেন।

ম্যাসাজকারিণী যখন তাঁর পেট ও বুকের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীন থেকে কন্ট্রোল বোর্ডে নানা ধরনের নল লাগাচ্ছে, তখন ডা. হাভেল বাথটবের তলায় হাত-পা ছড়িয়ে শুয়েছিলেন। মেয়েটি জলের নীচে তাঁর বাঁ পায়ের পাতাটা চেপে ধরে একটি নলের ছুঁচোলো মুখ, যা থেকে তীব্রভাবে জল ছিটকে বেরোচ্ছে, তা তাঁর পায়ের চেটোয় চেপে ধরল। সুড়সুড়ি লাগায় ডা. হাভেল পায়ে ঝটকা মারতেই মেয়েটা আবার মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল।

সোনালি চুলউলির শীতল ব্যবহার ও কর্কশ স্বরকে কিছু চুটকি, কেচ্ছা, গালগপ্পো ও রসালো প্রশ্ন দ্বারা বদলে দেয়া কিছু অসম্ভব নয়, কিন্তু হাভেল তার ব্যবহারে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অপমানিত হওয়ায় সে পথে গেলেন না। তিনি নিজেকেই বললেন যে এই সোনালি চুলউলি ছুঁড়ির শাস্তি পাওয়া উচিত এবং তার আচরণকে নিরুদ্ধ করাও দরকার। যখন সে হোসটা তাঁর কুঁচকির কাছে আনল তিনি দু-হাতে তার জননাঙ্গ আড়াল করলেন যাতে তীব্র জলধারা সেগুলিকে ব্যথা না দেয়। তিনি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলেন যে সে আজ সন্ধ্যায় কী করছে? তার দিকে না তাকিয়ে মেয়েটি উলটে তাঁকেই জিজ্ঞেস করল যে তাতে তাঁর কী দরকার। তিনি তাকে বুঝিয়ে বললেন যে তিনি একটি সিঙ্গল রুমে একাই বাস করছেন আর তাঁর ইচ্ছা সন্ধ্যায় সে যেন তাঁর ঘরে আসে। 'আপনি বোধহয় অন্য কারও সঙ্গে আমাকে গুলিয়ে ফেলছেন', সোনালি চুল এ কথা বলে তাঁকে উপুড় হয়ে শুতে নির্দেশ দেয়।

সুতরাং ডা. হাভেল উপুড় হয়ে শুয়ে মুখটা ওপর দিকে তুলে ধরলেন যাতে নাকে জল না ঢুকে যায়। তিনি বুঝতে পারলেন তীব্র জলধারা দ্বারা তার পায়ের ডিমগুলি ম্যাসাজ করা হচ্ছে এবং তার মনে হল ম্যাসিউজকে তিনি ঠিকভাবেই কথাগুলো বলেছেন। প্রতিবাদী ও অবাধ্য মেয়েদের, ডা. হাভেলের শাস্তিদানের প্রক্রিয়া হল যে তিনি নিরুত্তাপ ও শীতলভাবে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের বিছানায় নিয়ে যান। তারপর কোনওরকম মধুর ব্যবহার তো নয়ই, এমনকি কোনও বাক্যালাপ ছাড়াই একইরকম শীতলতার সঙ্গেই কাজশেষে তাদের বিদায় করেন। একটু পরেই তাঁর মনে হল সন্দেহাতীতভাবেই তিনি ম্যাসাজকারিণীর সঙ্গে কঠোর ও শীতল ব্যবহার করেছেন কিন্তু তাকে তিনি বিছানায় টেনে আনতে পারেননি এবং তার সম্ভাবনাও নেই। তিনি বুঝতে পারলেন তাঁকে অবজ্ঞা ও বর্জন করা হল। তাঁর কাছে এ-ও এক নবতম অপমান। এইজন্যই সেশানের শেষে খুপরি ঘরে টাওয়েল দিয়ে গা মুছতে তার একরকম স্বস্তিই হচ্ছিল। তিনি তড়িঘড়ি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে হনহন করে হেঁটে টাইম সিনেমা হলের ডিসপ্লে বোর্ডের সামনে পৌঁছলেন। ফিল্মের তিনটি স্থিরচিত্র বিজ্ঞাপন হিসেবে সেখানে টাঙানো ছিল। তারই একটিতে তাঁর স্ত্রী আতঙ্কিত অবস্থায় হাঁটুমুড়ে একটি মৃতদেহের ওপর ঝুঁকে ছিলেন। ডা. হাভেল সেই মাধুর্যময় মুখটির দিকে তাকালেন, যে-টি এখন ত্রাসে বিকৃতপ্রায় হলেও তিনি তাঁর প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা ও অফুরন্ত কামনা অনুভব করলেন। বহুক্ষণ পর্যন্ত তিনি ওই ডিসপ্লে বোর্ডের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে আনতে পারলেন না। এরপরই তিনি ফ্র্যান্‌টিসকার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার সিদ্ধান্ত নিলেন।

৬

'অনুগ্রহ করে আপনি বাইরে ফোন করার বন্দোবস্ত করে দিন, আমার স্ত্রী-র সঙ্গে আমায় কথা বলতে হবে।' যে রোগীকে দেখছিলেন তাকে ছেড়ে হাভেলকে ঘরে আসতে বলতেই ঘরে ঢুকে তিনি একথা বললেন।

'কিছু হয়েছে কি?'

'হ্যাঁ', হাভেল বললেন, 'আমার বড্ড একা লাগছে।'

ফ্র্যান্‌টিসকা অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাঁকে দেখলেন এবং ফোন তুলে অপারেটারকে বাইরের লাইন চেয়ে তাঁকে হাভেলের বলা নম্বরটা আওড়ালেন। অতঃপর তিনি ফোন নামিয়ে বললেন, 'তাহলে নিঃসঙ্গ লাগছে আপনার?'

'কেনই বা লাগবে না বলুন?' রাগতভাবে বললেন হাভেল। 'আপনি আমার স্ত্রীর মতোই! আপনি আমার মধ্যে যে-মানুষটাকে দেখছেন, তাকে আমি নিজেই বহুকাল দেখিনি, আমি ক্লান্ত, আমি নিঃসঙ্গ, আমি বিষণ্ণ! বিগত সময়গুলো আমার ওপর বোঝার মতো চেপে বসে আছে। আর যা বলছি শুনুন, এই অনুভূতিটা খুব তৃপ্তিদায়ক নয়।'

'আপনার সন্তানাদি থাকার দরকার ছিল', মহিলা ডাক্তার উত্তর দিলেন, 'তাহলে আপনি নিজের সম্পর্কে এতটা ভাবতেন না। চলে যাওয়ার সময় ভারের মতো আমার ওপরও চেপে বসে, কিন্তু আমি তা নিয়ে ভাবি না, যখন দেখি আমার ছেলেটা বেড়ে উঠছে। আমি কেবল ভাবি বড় হলে সে কেমন হবে। আর যে সময় চলে গেছে তা নিয়েও আমার কোনও অভিযোগ নেই। আপনি কল্পনা করতে পারেন, কাল আমার ছেলে আমায় কী বলল? সে বলল, পৃথিবীতে এত ডাক্তার কেন, যখন সবাই জানে কোনও না কোনওভাবে প্রত্যেকেই মারা যাবে?—এর উত্তরে কী বললেন? তাকে কী বলবেন আপনি?'

ভাগ্যক্রমে ডা. হাভেলের উত্তর দেবার অবকাশ হল না, কারণ টেলিফোনটা বেজে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তিনি রিসিভার তুললেন এবং যে মুহূর্তে স্ত্রীর গলা শুনলেন তৎক্ষণাৎ গর্জন করে উঠলেন, বলতে লাগলেন তিনি কী ভীষণ দুঃখে ও কষ্টে আছেন, এখানে একটা কথা বলার বা দেখার মতো মানুষও নেই, তিনি কীভাবে এখানে একা এইসব সহ্য করবেন?

রিসিভারটির ভিতর থেকে এটি মিহি কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল। সেই কণ্ঠস্বরে প্রথমে অবিশ্বাস, পরে বিমূঢ়তা ও তারপর কেমন ভেঙে পড়া ভাব থাকলেও তাঁর স্বামীর কথার প্রেক্ষিতে কেমন একটু অনমনীয় মনে হচ্ছিল।

'দয়া করে এখানে আমাকে দেখতে এসো, দয়া করে এসো। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব', ডা. হাভেল বললেন এবং এর উত্তরে তাঁর স্ত্রীকে বলতে শুনলেন যে তিনি আসতে চান, কিন্তু প্রতিদিনই তাঁর একটা না একটা অনুষ্ঠান লেগেই আছে।

'প্রায় প্রতিদিন মানে তো আর প্রত্যেকদিনই নয়।' হাভেল অনুযোগ করলেন এবং তাঁর স্ত্রীকে বলতে শুনলেন যে পরের দিন তিনি ফাঁকা আছেন, কিন্তু তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না কেবল একটি দিনের জন্যে এখানে এসে কোনও প্রয়োজন সিদ্ধ হবে কি না।

'তুমি এ কথাটা কী করে বলতে পারলে? তুমি কি বুঝতে পারছ না আমাদের এই ক্ষুদ্র জীবনে একটা দিনও কত মূল্যবান?'

'কিন্তু, তুমি আমার ওপর রাগ করোনি তো?' রিসিভারের ভিতর থেকে একটি মিহি কণ্ঠ বলল।

'কেন আমি রাগ করতে যাব?'

'কারণ, ওই চিঠিটির জন্য। তুমি যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছিলে আর আমিও ওরকম একটা বিচ্ছিরি বোকাবোকা ঈর্ষাকাতর মেয়েলি চিঠি লিখেছিলাম, তাই।

ডা. হাভেল নিচু স্বরে বিড়বিড় করে মিষ্টি-মধুর অথচ অসার কিছু কথা বললেন মাউথপিসে এবং তাঁর স্ত্রী (এখন অনেক নরম হয়ে আসা গলায়) জানালেন যে তিনি পরদিনই এখানে আসছেন।

'আপনি যা-ই বলুন, আমি কিন্তু আপনাকে ঈর্ষা করি', হাভেল রিসিভার নামিয়ে রাখলে ফ্র্যান্‌টিসকা বললেন। 'আপনার সব আছে। ডাকলেই মেয়েরা আপনার কাছে হাজির হয়, আবার বিবাহিত জীবনও আপনার কত সুখের।'

হাভেল তাঁর দিকে তাকালেন। তিনি ঈর্ষা থেকে এ-কথা বললেন, কিন্তু তাঁর উদার ও মহৎ হৃদয়ের জন্যই হয়তো তিনি এই আবেগটি বহন করতে অপারগ। বরং তাঁর দুঃখই হল তাঁর জন্য, কারণ, ভদ্রমহিলা জানেন সন্তানদের কাছ থেকে যে আনন্দ পাওয়া যেতে পারে তা অন্যসব আনন্দের বিকল্প হতে পারে না। তাছাড়া যে আনন্দে দায়বদ্ধতা, কর্তব্যের বোঝা সংশ্লিষ্ট সেই আনন্দ দিয়ে অন্যসব আনন্দকে পুষিয়ে দিতে গেলে অচিরেই বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

এরপর হাভেল লাঞ্চে গেলেন। খাবার পর সামান্য ঘুমোলেন। ঘুম ভাঙার পর তাঁর মনে পড়ল যে ওই তরুণ সম্পাদক তাঁর জন্য কাফেতে অপেক্ষা করবেন তার সঙ্গিনীকে তাঁর সামনে উপস্থাপিত করতে। তিনি পোশাক পরে বাইরে বেরোলেন। রোগীদের থাকার জন্য নির্দিষ্ট বাড়িটির সিঁড়ি দিয়ে যখন তিনি নামছেন, তখন হলে, ক্লোকরুমের সামনে তাঁর নজর পড়ল এক ঢ্যাঙা মহিলার দিকে—যাকে অনেকটা সওয়ারি ঘোটকির মতো দেখতে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা ভালো, এই ধরনের মহিলাদের প্রতি চিরকাল হাভেল অদম্য আকর্ষণ অনুভব করেন। ক্লোকরুমের সহকারী সেই মহিলার হাতে তার কোটটা দিতে যাচ্ছেন দেখে হাভেল দৌড়ে ওই মহিলার কাছে পৌঁছে তাকে কোট পরতে সাহায্য করলেন। ঘোটকির মতো দেখতে দৃপ্ত মেয়েটি তাঁকে ধন্যবাদ জানাল আর তার উত্তরে সপ্রতিভ হাভেল বললেন, 'আমি কি আপনার জন্য আর কিছু করতে পারি?' তিনি যদিও তার দিকে তাকিয়ে হাসছিলেন তবু মহিলা একটুও না হেসে জবাব দিল যে, না, আর কিছু করার দরকার নেই, এবং সে-কথা বলে গটগট করে হেঁটে বাইরে বেরিয়ে গেল।
হাভেলের মনে হল কেউ তাকে চপেটাঘাত করল। এবং আরও গভীর বিষণ্ণতা নিয়ে তিনি কাফের পথ ধরলেন।

৭

সম্পাদক অনেকক্ষণ একটি কেবিনে তার বান্ধবীকে পাশে নিয়ে বসেছিল। সে এমন জায়গায় বসেছিল যেখান থেকে কাফের কাচের প্রবেশদ্বারটি পরিষ্কার দেখা যায়। সে তার সঙ্গিনীর কথায় মনোযোগ দিতে পারছিল না, যদিও অন্যসময় তাদের মধ্যে অবিরল উচ্ছ্বাসের সঙ্গে কথোপকথন হয়ে থাকে। হাভেলের আগমনের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল সে। আজই প্রথম সে তার প্রেমিকাকে সমালোচকের দৃষ্টি দিয়ে নিরীক্ষণ করছিল (ভাগ্যক্রমে সে মেয়ে অনর্গল কথাই বলে যাচ্ছিল, তাই সম্পাদকের উৎকণ্ঠা তার নজরে আসেনি)। সম্পাদক এখন তার বান্ধবীর রূপে অনেক খুঁত খুঁজে পাচ্ছিল। এটা তাকে বিচলিত করলেও সে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে বোঝাল যে এসব ছোটখাট খুঁতগুলোই তার রূপকে আরও মোহময় করেছে, আর এজন্যই সে মেয়েটির সমগ্র সত্তার প্রতিই উষ্ণ অন্তরঙ্গতা অনুভব করে থাকে।
অর্থাৎ সে মেয়েটিকে ভালোবাসে। কিন্তু যদি সে মেয়েটিকে ভালোইবাসে তবে কেন সে মেয়েটিকে এমন অদ্ভুত পরীক্ষার সামনে হাজির করছে, যা তার পক্ষে অবমাননাকর? এই ব্যভিচারী ডাক্তারের দ্বারা তাকে যাচাই করাবার খেলায় বা সে কেন উৎসাহী হল? যদি আমরা তাকে এই বিড়াম্বনাময় পরিস্থিতি সৃষ্টি করার জন্য ছাড়ও দিই এবং ধরে নিই এটা তার কাছে এক নিছক মজা তাহলে কেন সে এই মজার বিষয়েও এত লজ্জিত ও অস্বচ্ছন্দ? কিন্তু সে কি এতই বোকা ও অনভিজ্ঞ যে সে একজন সুন্দরীর সঙ্গে একজন কুরূপার তফাত বুঝতে পারে না?
না, তা-ও নয়। তরুণটি অত অনভিজ্ঞ নয়; সে বেশ কিছু মহিলাকে জানে এবং তাদের সঙ্গে তার সম্পর্কও ছিল; কিন্তু তাদের সঙ্গে সংযুক্ত থাকার সময়েও সে তাদের প্রতি নয় বরং তার নিজের প্রতিই অধিক মনোযোগ দিয়ে থাকত। ব্যাপারটা দেখা যাক—তরুণটি পরিষ্কার মনে করতে পারে কখন, কোন মহিলার সঙ্গে সঙ্গ করার সময় সে কী পোশাক পরেছিল; সে জানে কোনদিন সে একটু বেশি চওড়া প্যান্ট পরেছিল এবং এর জন্য অস্বস্তিতে ভুগেছিল। তার মনে আছে অন্য একদিন সে সাদা একটা সোয়েটার পরেছিল যাতে তাকে স্টাইলবাজ খেলোয়াড়ের মতো লাগছিল। কিন্তু তার কোনও ধারণাই নেই সেই সব দিনে বা অন্য সময়ে তার সঙ্গিনীরা কেমনভাবে সেজেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ, এটিও উল্লেখযোগ্য যে, তার ছোটখাট অভিসারের পূর্বে প্রতিবার সে দীর্ঘ সময় ধরে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আয়নায় নিজেকে জরিপ করত। অথচ যার সঙ্গে অভিসারে যাচ্ছে সে-ই মহিলার সম্পর্কে তার কেবল একটা ভাসাভাসা ধারণাই থাকত। তার কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেয়েদের সামনে তাকে কেমন দেখাচ্ছে তার ওপর। তাদের কাছে সে কীভাবে গণ্য হচ্ছে তা নিয়ে সে ভাবত না। তার মানে, আমি একথা বলতে চাইছি না যে মেয়েটি সুন্দর না অ-সুন্দর সে ব্যাপারটা সে ধর্তব্যের মধ্যেই আনত না।

তার মতে, সে-ই কেবল তার বান্ধবীর চোখে কেমনভাবে প্রতিভাত হচ্ছে সেটা বড় কথা নয়, বরং একসঙ্গে তারা দুজনে অন্যদের দ্বারা (বা বলতে গেলে, পৃথিবীর চোখে) কেমনভাবে প্রতিপন্ন হচ্ছে, সেটাই ছিল আসল কথা। তার কাছে এটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তার সঙ্গে থাকা বান্ধবীর রূপ ও সৌন্দর্যে যেন দর্শকরা মুগ্ধ হয়। কারণ সে জানত, এর মাধ্যমেই তার রুচি, পছন্দ, অবস্থান বা এককথায়, তার-ই মূল্যায়ন হবে। তার কাছে প্রধান বিচার্য ছিল অন্যের মূল্যায়ন। এই এখন ছাড়া সে কোনওদিন তার নিজের দৃষ্টি বা মতামতের ওপর আস্থা রাখেনি। এতকাল ধরে তার মনে হয়েছে জনতার অভিমত জানা ও তাকে গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত।

কিন্তু সাধারণ জনতার মতামতের সঙ্গে একজন গুরুস্থানীয় ব্যক্তির, একজন বিশিষ্টের মূল্যায়নের কি তুলনা চলে? সম্পাদক অধীরভাবে দরজার দিকে তাকিয়েছিল। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর যখন ডা. হাভেলকে দরজার কাছে দেখল তখন অবাক হবার ভান করে মেয়েটিকে সে বলল যে তার কাগজের জন্য যে বিশিষ্ট ব্যক্তিটির ক-দিনের মধ্যে সাক্ষাৎকার নেবার কথা তিনি হঠাৎ এখানে এসে পড়েছেন। সে চটপট উঠে হাভেলের কাছে পৌঁছে তাঁকে টেবিলে নিয়ে এল। মহিলাটি এই সময় তার কথা থামাতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু অচিরেই সে পুরনো কথার সূত্র ধরে আবার অনর্গল বকে যেতে লাগল।

মাত্র দশ মিনিট পূর্বে ঘোটকির মতো সুন্দরীটির দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এখন ডা. হাভেল বাচাল মেয়েটিকে লক্ষ করছিলেন আর বিরক্তির গভীরে ধীরে ধীরে ডুবে যাচ্ছিলেন। মেয়েটি সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ মিষ্টি, আর সন্দেহ নেই যে ডা. হাভেল (যাকে মৃত্যুর সঙ্গে তুলনা করা হয়, কারণ তিনি সর্বভুক) যে-কোনও সময়েই মেয়েটিকে সানন্দে গ্রহণ করতে প্রস্তুত। মেয়েটির এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা তাকে অদ্ভুত ও অনির্দিষ্ট কিছু মাধুরী দান করেছে। তার নাকের নিচে, ঠোঁটের উপর কতকগুলি দাগ রয়েছে যাকে তার গাত্রবর্ণের সঙ্গে বেশ মানানসই বলা যায়। কিন্তু অন্যভাবে বিচার করলে, এ-ও বলা যায় যে ওই দাগগুলি মেয়েটির রূপে এক প্রখরতা দিয়েছে। মেয়েটি বেশ লম্বা; এই লম্বা হবার জন্য তার অন্যান্য নারীসুলভ বৈশিষ্ট্যগুলি সুগঠিত না হয়ে তাকে আদর্শ নারীশরীর হতে দেয়নি। কিন্তু আবার অন্যভাবে দেখলে, একটা যুবতী শরীর হওয়া সত্ত্বেও ওই রোগাপাতলা ভাবটার জন্য ওই শরীরে এক বালিকাসুলভ আকর্ষণও আছে। মেয়েটি অত্যন্ত বেশি কথা বলে, যাকে অসংলগ্ন বাচালতাই বলা চলে। কিন্তু, আবার অন্যভাবে এটিকে একটি প্রয়োজনীয় গুণও বলা যায়, কারণ এর ফলে তার পুরুষ সঙ্গীটি যখন খুশি ধরা পড়ার ভয় না পেয়ে নিজ চিন্তাভাবনায় নিমগ্ন হয়ে পড়তে পারে এই কথামালার ছায়ায়।

সম্পাদক আড়চোখে আশঙ্কা নিয়ে ডাক্তারের মুখের দিকে চেয়ে ছিল। যখন তার মনে হল

মুখটা বিপজ্জনকভাবে (এবং তার প্রত্যাশার বিপক্ষে) চিন্তামগ্ন, তখন সে ওয়েটারকে ডেকে তিনটে কগ্‌ন্যাকের অর্ডার দেয়। মেয়েটি প্রতিবাদ করে বলল যে সে মদ্যপান করে না। এরপর সম্পাদক তাকে অনুরোধ করে বলল যে সে একবারের জন্য মদ্যপান করতেই পারে, করা উচিতও তার।

ডা. হাভেল দুঃখের সঙ্গে অনুধাবন করলেন যে সৌন্দর্যের নিরিখে অদ্ভুত এই মেয়েটা তার কথার ঝড়ের মধ্য দিয়ে তার অন্তর্গত সারল্য এমনভাবে প্রকাশ করছে যে, তিনি যদি আজ তাকে তাঁর ঘরে আহ্বান করেন তবে তিনি আজ তৃতীয় বারের জন্য ব্যর্থ হবেন। কারণ, ডা. হাভেল একদা মৃত্যুর মতো অমোঘ থাকলেও আজ আর যেন তেমনটা নেই।

ওয়েটার কগ্‌ন্যাক আনলে তাঁরা তিনজন গ্লাস তুলে স্পর্শ করলেন এবং ডা. হাভেল মেয়েটির নীল চোখের দিকে এমনভাবে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন যেন তিনি কোনও বেয়াড়া মেয়ের চোখের দিকে তাকিয়ে আছেন যাকে তিনি নিজের মতো করে কখনও পাবেন না। যখন তিনি নিশ্চিত হলেন যে এই চোখ দুটি আক্রমণাত্মক তখন তিনি সেই আক্রমণাত্মক দৃষ্টিতেই তাকে প্রতিরোধ করলেন এবং অকস্মাৎ চোখের সামনে দেখলেন তার নান্দনিক বিচারে মেয়েটি স্বচ্ছ হয়ে উঠছে—এ মেয়েটা কিছুই নয়, একটা রোগাভোগা, মুখভরা বিশ্রী দাগওলা অসহ্য রকম বখাটে ও বাচাল প্রাণীমাত্র।

তবু এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পরিবর্তনের পরেও, তরুণটির জিজ্ঞাসু ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি যেন তাঁর দিকেই নিবদ্ধ। তা দেখে হাভেল কিছুটা তৃপ্তি পেলেন। যদিও যে তিক্ততা তার মধ্যে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করেছে তার তুলনায় এ-তৃপ্তি অতি নগণ্য। হাভেলের মনে হল এই আড্ডা যা তাকে কোনও আনন্দই দেবে না তাকে প্রলম্বিত করা ঠিক নয়। সুতরাং তিনি ওই যুগলের আলোচনায় ঢুকে পড়লেন, কিছু মজাদার উক্তি করলেন তরুণ ও তরুণীর প্রতি, তাদের সঙ্গে সুন্দর সময় কাটানোর জন্য তাদের ধন্যবাদ দিলেন এবং অন্যত্র কাজ আছে বলে বিদায় নিলেন।

যখন ডাক্তার কাচ-দরজার সামনে তখন সম্পাদক কপালে আঙুলের টোকা মেরে বলল যে হায়। ইন্টারভিউ-এর সময় নিতেই সে ভুলে গেছে। সে টেবিল থেকে ছিটকে বেরোল এবং রাস্তায় এসে ধরে ফেলল হাভেলকে।

'হ্যাঁ, বলুন, কেমন দেখলেন ওকে?' সে ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করল।

ডা. হাভেল খানিকক্ষণ তরুণটির চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, তরুণের আগ্রহী দৃষ্টি তাকে বেশ মজা দিল। অপরপক্ষে হাভেলের নিরুত্তর থাকা সম্পাদককে একদম ঠান্ডা করে দিল, তাই সে আগেই রক্ষণাত্মক ভঙ্গিতে বলল 'আমি জানি, ও তেমন সুন্দরী নয়...'

হাভেল উত্তর দিলেন, 'না, মেয়েটা সুন্দরী নয়।'

সম্পাদক মাথা নামিয়ে বলল, 'ও একটু বেশি কথা বলে, তাছাড়া ও বেশ ভালোই...'

হাভেল বললেন : 'হ্যাঁ, মেয়েটি সত্যিই ভালো। কিন্তু একটা কুকুর, একটা ক্যানারি, বা উঠোন দিয়ে চলতে থাকা হাঁসের ছানা—ওরাও তো বেশ ভালো। বন্ধু, জীবনে কতজন নারীর সঙ্গে সঙ্গ হল সেটা বড় কথা নয়, কারণ, ওটা সাফল্যের একটা ভাসা ভাসা ধারণা। বরং যা প্রয়োজন তা হল, নিজের চাহিদার রুচিকে চর্চিত করা, সংস্কৃত করা। কারণ, এর মাধ্যমেই কোনও একজনের মূল্যায়ন হয়ে থাকে। মনে রেখো বন্ধু, জেলেরা জাল থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছোট মাছগুলো ফের জলেই ফেলে দেয়।'

তরুণটি ক্ষমা চাওয়ার অবস্থায় পৌঁছে করুণ ভাবে তাঁকে জানাল যে মেয়েটির সম্পর্কে তারও যথেষ্ট সংশয় আছে। আর সেজন্যই সে হাভেলের মতামতের মুখাপেক্ষী ছিল।

'ওটা কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয়', হাভেল বললেন।

তথাপি সম্পাদক ক্ষমা চাইতে ও নিজের কাজকে যুক্তিপূর্ণভাবে দেখাতে সচেষ্ট রইল। সে এ-ও বলল যে শরৎকালে এই স্পা-শহরে লাস্যময়ী সুন্দরীদের যথেষ্ট দেখা মেলে না, তাই মানুষকে হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

'আমি তোমার সঙ্গে এ বিষয়ে সহমত পোষণ করতে পারছি না।' বললেন হাভেল। তিনি আরও যোগ করলেন, 'আমি তো তোমাদের এখানে বেশ ক'জন অসম্ভব আকর্ষণীয় মেয়েদেরও দেখলাম। কিন্তু, আমি তোমায় অন্য কিছু বলব, মেয়েদের কিছু কিছু কৃত্রিম সৌন্দর্য থাকে, যেটা ছোট শহরের লোকেরা প্রকৃত সৌন্দর্য বলে ভুল করে। যদিও এখানে একেবারে উদ্ভিন্ন যৌবনা নারীরাও আছেন। যদিও একবারমাত্র দেখে তাঁদের চিহ্নিত করা সম্ভব নয়। এটা তো একটা শিল্প।'

কথা শেষে তরুণটির সঙ্গে করমর্দন করে তিনি বিদায় নিলেন।

৮

সম্পাদক এক বিশ্রী পরিস্থিতির মধ্যে পড়ল; তার মনে হল সে এক নিপাট গর্দভ, সে এক অসীম (অসীম শব্দটাই তার মাথায় এল) অরণ্যে পথহারা, যে অরণ্য আসলে তার যৌবনই। তার মনে হল ডা. হাভেলের চোখে অনেক ছোট হয়ে গেছে সে, আর সন্দেহাতীতভাবে তার মনে হল তার সঙ্গিনীটি একেবারে আকর্ষণহীনা, তুচ্ছ এবং সৌন্দর্যহীন। ফিরে এসে সে যখন আবার মেয়েটির পাশে বসল তখন সে বুঝতে পারছিল এই দোকানের সব খদ্দের, এমনকি অতিব্যস্ত ওয়েটার দুটিও এ কথা জানে এবং জানে বলেই তার জন্য তারা দুঃখবোধ করছে। সে বিলটা চেয়ে মেয়েটিকে বোঝাতে লাগল যে তার বিশেষ কাজ আছে এবং এক্ষুনি তাকে বেরোতে হবে। শুনে মেয়েটি কেমন করুণ হয়ে গেল আর এর ফলে তারও মন একেবারে তেতো হয়ে গেল। যদিও সে ভালোই জানত যে সে একজন বুদ্ধিমান জেলের মতোই তাকে জলে ফেলে দিচ্ছে, তবু (অত্যন্ত গভীর অনুতাপের সঙ্গে) সে বুঝতে পারছিল যে মেয়েটিকে সে ভালোবাসে।

পরদিন সকালেও তার মন ভালো হল না, কিন্তু যখন সে দেখল ডা. হাভেল একজন অত্যাধুনিক পোশাকে সজ্জিতা নারীর সঙ্গে তারই দিকে এগিয়ে আসছেন, তখন তার মধ্যে যে ঈর্ষার উদ্রেক হল তা প্রায় ঘৃণারই স্বরূপ। মহিলাটি অতিরিক্ত সুন্দরী, আর হাভেল, যে সম্পাদকের দিকে ঘাড় নাড়ছে, সেও যেন স্ফূর্তির চূড়ায় অবস্থান করছে। এই দৃশ্যে যুবাটি আরও মুষড়ে পড়ল।

'এই যে, ইনি হচ্ছেন এখানকার স্থানীয় পত্রিকার সম্পাদক, এ আমার সঙ্গে আলাপ জমিয়েছেন যাতে করে তোমার সাক্ষাৎ পায়।'

যুবকটি যখন বুঝতে পারল যে তাঁর সামনে সেই নারীটি দণ্ডায়মান যাকে সে সিনেমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্দায় দেখেছে, তখন তার অসহায়তা আরও বেড়ে গেল। হাভেল তাকে তাঁদের সঙ্গে পায়চারি করতে বাধ্য করলে সম্পাদকটি এসময় কী বলা দরকার বুঝতে না পেরে তার আগামী সাক্ষাৎকারটি নিয়ে আলোচনা করতে লাগল; এখানেই না থেমে সে বলল যে তার ভালো একটা আইডিয়া এসেছে। সে একই সংখ্যায় মিসেস হাভেল, ও ডা. হাভেলের সাক্ষাৎকার পাশাপাশি ছাপাতে চায়।

'কিন্তু বন্ধু', হাভেল যেন তিরস্কারের সুরেই বললেন, 'আমরা যে আলোচনা করছি তা বেশ সুন্দর এবং চমৎকার, তার জন্য ধন্যবাদ তোমাকে, কিন্তু বলো তো কেন আমরা আমাদের কথা জানাব এমন একটি কাগজে যে কাগজের পাঠক গলব্লাডার ও ডিওডেনাল আলসারের রোগীরা?'

মিষ্টি হেসে মিসেস হাভেল বললেন, 'আমি কল্পনা করতে পারছি আপনারা কী নিয়ে আলোচনা করেছেন।'

'আমরা মহিলাদের নিয়েই কথাবার্তা বলেছিল' বললেন হাভেল। 'এখানে এই ভদ্রলোকের মধ্যে ওই বিষয় নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করার মতো এক যথার্থ সাথী খুঁজে পেয়েছি। আমার অন্ধকারময় অসহ্য দিনগুলিতে এ-ই আমার আলোকিত সন্ধ্যা।'

মিসেস হাভেল যুবকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ও আপনাকে বোর করেনি তো?'

সম্পাদক খুশি হয়েছিল ডাক্তার তাকে তার উজ্জ্বল বান্ধব বলেছেন বলে, এখন তার ঈর্ষা বিশ্বস্ত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে মিশে যেতে থাকল। সে উত্তরে বলল, যে তার মনে হয় সে-ই ডাক্তারকে বিশেষ বিরক্ত করেছে, কারণ সে খুব ভালো করেই জানে তার অনভিজ্ঞতা ও অনুজ্জ্বলতার কথা, এমনকি তার অপদার্থতার কথাও।

অভিনেত্রীটি হাসতে হাসতে বললেন, 'আ, মাই ডিয়ার, তুমি নিশ্চয় সবকিছু বড্ড বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছ।'

সম্পাদক তৎক্ষণাৎ ডাক্তারের পক্ষ অবলম্বন করল, 'না না, এটা সত্যি নয়। মাই ডিয়ার লেডি, আপনি জানেন না ছোট শহর কেমন হয়। জানেন না এই পেছনে পড়ে থাকা জায়গাটিকে, যেখানে আমি বাস করি।'

'কিন্তু, এটা তো কী সুন্দর একটা জায়গা!' প্রতিবাদ করেন অভিনেত্রীটি।

'হ্যাঁ, সেটা আপনার কাছে। কারণ, আপনি সামান্য সময়ের জন্য এখানে এসেছেন। কিন্তু আমি এখানে থাকি আর থেকেও যাব। সেই একই সব লোক যাদের আমি খুব ভালোভাবেই জেনে গেছি। সেই একই সব লোক, যাদের চিন্তাভাবনা সব একই রকম। আর তারা যা চিন্তা করে তার সবটাই ওপর ওপর এবং বোকাবোকা। আমি এটা পছন্দ করি, কি না করি, আমাকে ওদের সঙ্গেই চলতে হয়। আমার সবসময় মনেও থাকে না যে আমাকে তাদের মুখোমুখি হতে হয় রোজ। এটা ভয়ানক। আমি একদিন ওদের মতোই হয়ে উঠতে পারি! তাদের ক্ষীণদৃষ্টির মাধ্যমে এই জগৎকে দেখা বড় ভয়ংকর।'

সম্পাদক কথা বলতে বলতে ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছিল এবং অভিনেত্রীর মনে হচ্ছিল সে যা শুনছে তা চিরকালীন যৌবনের প্রতিবাদধ্বনি। তার কথা অভিনেত্রীকে কেমন গ্রাস করে ফেলছিল, কেমন আবেগপ্রবণ করেও তুলছিল যেন। তিনি বললেন, 'আপনি সমঝোতা করবেন না, একদম করবেন না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আমি অবশ্যই করব না', যুবাটিও সহমত পোষণ করে। 'ডাক্তার কাল আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। যে কোনও মূল্যে একঘেয়েমির বিষচক্র থেকে আমি নির্গত হবই। এই নীচতা, এই মধ্যমেধাসর্বস্বতার বিষচক্র আমি ত্যাগ করবই।' সে পুনরায় বলে, 'আমি এখান থেকে চলে যাবই।'

'আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি', হাভেল তার স্ত্রীকে ব্যাখ্যা করেন। 'আমরা আলোচনা করেছি যে ছোট ছোট শহরের সাদামাটা রুচি সৌন্দর্যের এক ভ্রষ্ট মূর্তি কল্পনা করে, যা একেবারে যৌনতাবিহীন, বা বলা চলে যৌনতাবিরুদ্ধ। অথচ জীবন্ত, বিস্ফোরক যৌনঝরনারা এই ধরনের রুচির লোকেদের দৃষ্টির বাইরেই থেকে যায়। এখানে, চারপাশে এমন অনেক মহিলা আছে যারা পুরুষকে যৌনসুখের চূড়ান্ত উজ্জ্বল শিখরে নিয়ে যেতে সক্ষম, অথচ এখানে কেউ তাদের নজরই করে না।'

'তা অবশ্য ঠিক', যুবাটি সমর্থন জানায়।

ডাক্তার বলে চলেন, 'কেউ তাদের দেখে না, কারণ তারা স্থানীয় বিচারধারার সঙ্গে মেলে না। বলা যায় যৌন বর্ণ-বিচ্ছুরণ প্রকাশিত হয় স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি অস্বাভাবিকের মধ্যেই, নম্রতার বদলে উচ্চকিতের ভিতরে, প্রচলিত সৌন্দর্যের বদলে অসামঞ্জস্যতার মাঝে।'

'অবশ্যই', যুবাটি সমর্থন করে।

'তুমি তো ফ্র্যান্‌টিসকাকে চেনো।' হাভেল তার স্ত্রীকে বলেন।

'হ্যাঁ', বলেন অভিনেত্রী।

'তাহলে অবশ্যই জানো, আমার কতজন বন্ধু শুধু একরাত্রি তার সঙ্গে কাটানোর জন্য তাদের সমস্ত জাগতিক সম্পত্তি হেলায় দিয়ে দিতে পারে। আমি আমার জীবনের ওপর বাজি রেখে বলতে পারি এই শহরের একজনও তাকে লক্ষও করে না। আমার সম্পাদক বন্ধু, বলো আমায়, তুমি কি তাকে জানো? তুমি কি কখনও লক্ষ করেছে যে ফ্র্যান্‌টিসকা একজন অসামান্য নারী?'

'না, সত্যিই আমি তা বুঝিনি।' যুবকটি বলে, 'মেয়ে হিসেবে তার দিকে তাকানোর কথা আমার কখনও মনেই হয়নি।'

হাভেল বলল, 'অবশ্যই, তুমি তাকে কখনও যথেষ্ট রোগা ও বাচাল মনে করোনি। তার মুখে অত দাগও নেই!'

'হ্যাঁ', যুবকটি অস্বস্তির সঙ্গে জবাব দিল, 'গতকাল তো আপনি দেখেছেন আমি কতটা নির্বোধ।'

'কিন্তু কখনও কী লক্ষ করেছ সে কেমন করে হাঁটে?' হাভেল বলতেই থাকেন—'কখনও কি লক্ষ করেছ তার পা-দুটি আক্ষরিক অর্থেই কথা বলে তার চলার সময়? প্রিয় সম্পাদক বন্ধু আমার, যদি তুমি শুনতে তার পা-দুটি কী বলছে, তুমি লজ্জায় লাল হয়ে যেতে। যদিও আমি জানি তুমি যথেষ্টই আধুনিক মনের মানুষ।'

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯

'তুমি আনপড় লোকেদের বোকা বানাচ্ছ।' অভিনেত্রীটি তার স্বামীকে বললেন, যখন তাঁরা সম্পাদককে ছেড়ে এগিয়ে এসেছেন।

'তুমি খুব ভালোভাবেই জানো ওটা আমার সুস্থ থাকার চিহ্ন। আর তোমার দিব্যি দিয়ে বলছি, এখানে আসার পর থেকে এই প্রথম আমি বেশ খুশিতে আছি।'

এখন ডা. হাভেল মিথ্যাচার করছিলেন না, সকালে যখন তিনি বাসটিকে টার্মিনালে ঢুকতে দেখেন ও কাচের ওপাশে তার স্ত্রীর দর্শন পান এবং তারপর সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় যখন তাকে হাসতে দেখেন তখনই তাঁর মন ভালো হয়ে যায়। আর যেহেতু এখানে আসার পর থেকে ার মধ্যে সঞ্চিত হয়ে আছে স্পর্শহীন উত্তাপ তাই সারাদিন আজ তার মধ্যে যে আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখা যায়, তাকে পাগলামিও বলা চলে। তাঁরা দুজনে বাগানের মধ্যে হাঁটেন, মাঝে মাঝে লাল গোল ওয়েফার দাঁতে কাটেন, সময়মতো ফ্র্যান্‌টিসকার সঙ্গে দেখাও করেন এবং তাঁর ছেলের শেষতম বক্তব্যের কথা জানতে পারেন। সম্পাদককে তাদের পায়চারির সঙ্গী করে (যে ঘটনা আগের অংশেই বিধৃত) এবং রোগীদের নিয়ে ব্যঙ্গ কৌতুক করে (যারা স্বাস্থ্যের কারণে পথ দিয়ে হাঁটাহাঁটি করে) এই সময়, ডা. হাভেল লক্ষ করেন যে, যারা চলাফেরা করছিল তারা বারবার অভিনেত্রীর দিকে তাকাচ্ছে। যখন তিনি কিছুটা এগিয়ে পিছন ফেরেন তখন দেখতে পান তারা হাঁটা থামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে তাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

'তোমাকে চিনতে পেরেছে', হাভেল বলেন, 'এখানে লোকজনের কিছু করার নেই তাই এরা নিত্য সিনেমাখোরে পরিণত হয়েছে।'

অভিনেত্রীটি বলেন, 'এটা কি তোমাকে বিব্রত করছে?' তার কারণ; তিনি তাঁর পেশার এই বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত বিষয়টিকে যেন পাপ বলেই গণ্য করেন। কারণ, প্রকৃত প্রেমিকের মতো তিনি তার ভালোবাসাকে অশান্তিমুক্ত ও গোপন রাখতে চান।

হাভেল হেসে বলেন, 'না, না, ঠিক উলটোটাই।' এরপর কিছুক্ষণ তিনি এক মজার খেলায় মেতে ওঠেন। তিনি লক্ষ করতে থাকেন যারা চারপাশে হাঁটছে তাদের মধ্যে কে কে তাঁর স্ত্রীকে চিনতে পারছেন আর কে কে পারছেন না। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে বাজি ধরেন এই নিয়ে যে, পরের রাস্তায় কতজন তাঁকে চিনতে পারবে অথবা পারবে না। আর সত্যিই বৃদ্ধ, কৃষাণী, কুচোকাঁচার দল তাঁর দিকে যেমন ফিরে ফিরে তাকাতে থাকে তেমনই তাকিয়ে থাকে সুদর্শন নারীরাও, যাদের এই সময় স্পা-তে দেখা যায়।

হাভেল, যিনি সদ্য অতীতে বিড়াম্বনাময়ভাবে অন্যের কাছে অদৃশ্য থাকার বা উপেক্ষিত থাকার অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন, তিনি পথচারীর দৃষ্টি আকর্ষণের কারণে উৎফুল্ল ও পুলকিত হয়ে ওঠেন এবং চান যাতে বেশি বেশি করে তাঁর ওপর সেইসব কৃতজ্ঞ দৃষ্টিপাত ঘটতে থাকে। এই ভেবেই তিনি এ সময় অভিনেত্রীর কোমর তার হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেন, তার দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং কানে কানে বিচিত্র সব সুখশ্রাব্য বাক্য ও যৌন সুড়সুড়িমুলক কথা বলতে থাকেন, যাতে তাঁর স্ত্রীও তাঁর শরীরে লেপটে থেকে অপূর্ব চোখ তুলে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। আজ হাভেল, চারপাশের দৃষ্টিপাতের মধ্যে অনুভব করছিলেন

কেমনভাবে তিনি আবার সবার কাছে প্রকট ও দৃশ্যমান হয়ে উঠছেন, কেমনভাবে তার কায়া আবারও বর্ণময় ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে—এর ফলে তার শরীর থেকে, ব্যক্তিত্ব থেকে, সত্তা থেকে গর্ব ও সুখ অনুরণিত হচ্ছিল।

যখন তারা বড় রাস্তায় শোকেসওলা দোকানগুলোর সামনে ধীরে ধীরে অন্তরঙ্গ প্রেমিক যুগলের মতো হাঁটছিলেন তখন হাভেলের নজরে পড়ল সোনালি চুলের সেই ম্যাসাজকারিণীকে, যে গতকাল তার সঙ্গে অভদ্র আচরণ করেছিল। সে শিকারের মালপত্তর পাওয়া যায় এমন একটি দোকানে দাঁড়িয়ে দোকানির সঙ্গে বকবক করছিল। হাভেল হঠাৎই তার স্ত্রীকে একদম অবাক করে বলে উঠলেন, 'চলো সোনা, তুমি এই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবী, আমি তোমায় একটা উপহার দিতে চাই।' বলেই তিনি তাঁর হাত ধরে তাঁকে ওই দোকানে টেনে আনলেন।

বকবকানি থামিয়ে দুজন মহিলাই চুপ করে গেল। ম্যাসাজকারিণী অনেকক্ষণ ধরে অভিনেত্রীকে দেখলেও একটুর জন্য হাভেলের দিকেও তাকাল। তারপর আবার তাকাল অভিনেত্রীর দিকে এবং পর্যায়ক্রমে হাভেলের দিকে। হাভেল এটি লক্ষ করলেও এক মুহূর্তের জন্যও মেয়েটির দিকে তাকালেন না, বরং খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দোকানের জিনিসপত্র যাচাই করতে লাগলেন। তিনি দেখতে লাগলেন মাছ ধরার ছিপ; হ্যাভারস্যাক, রাইফেল, বাইনোকুলার, হাঁটার ছড়ি, কুকুরের বকলস—এইসব।

'আপনি কী দেখতে চান?' দোকানি মেয়েটি তাঁকে জিজ্ঞেস করে।

'এক মিনিট', বলে হাভেল দেখতে দেখতে দোকানের কাউন্টারের কাচের নীচে রাখা কতকগুলো হুইশিলের দিকে আঙুল দেখালেন। দোকানি তাকে তার মধ্যে থেকে একটি তুলে দিল। তিনি হুইশিলটিকে ঠোঁটে তুলে তাতে ফুঁ দিলেন, তারপর হাতে নিয়ে তিনি সেটা ভালোভাবে খুঁটিয়ে দেখে আবার ঠোঁটে তুলে হালকা করে বাজালেন। 'অসাধারণ!' বললেন তিনি সেই দোকানিকে, এবং তার দাম হিসেব পাঁচ ক্রাউন দিলেন। সবশেষে তিনি সেই হুইশিলটিকে তাঁর স্ত্রীর হাতে অর্পণ করলেন।

এই উপহারটির মাধ্যমে অভিনেত্রী তাঁর স্বামীর সেই ছেলেমানুষি, দুষ্টুমি ও কিছুটা চপলতার পরিচয় পান, যা তিনি খুবই পছন্দ করেন। তিনি সস্পৃহ, সুন্দর এক হাসির মাধ্যমে তাঁকে তাঁর কৃতজ্ঞতা জানান। কিন্তু হাভেলের পক্ষে এটাই যথেষ্ট নয়; তিনি তাঁর কানে ফিসফিস করেন, 'এমন একটা দারুণ উপহারের জন্য এইটুকুই ধন্যবাদ?' ফলে অভিনেত্রী তাঁকে চুম্বন করেন। দুজন মহিলা একবারের জন্যও তাঁদের ওপর থেকে দৃষ্টি সরায় না, এমনকি তারা দোকান ছেড়ে যাবার পরও।

তাঁরা আবার হাঁটতে থাকেন রাস্তায় ও পার্কে, তাঁরা ওয়েফার খান, হুইশল বাজান, বেঞ্চে বসে পড়েন, বাজি ধরেন কতজন লোক মুখ ঘুরিয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে থেকেছে এই নিয়ে। সন্ধ্যায় তাঁরা একটি রেস্তরাঁয় হাজির হন এবং আকস্মিকভাবে সেই ঘোটকি-সদৃশ মহিলার সামনে পড়ে যান। সেই মহিলা অবাক হয়ে তাঁদের দেখে, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে অভিনেত্রীর দিকে, তারপর একটুর জন্য হাভেলের দিকেও। আবার সে অভিনেত্রীর দিকে তাকায় এবং ফের হাভেলের দিকে এবং যেন অজান্তেই তাঁর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকায়। হাভেলও মাথা ঝুঁকিয়ে প্রত্যুত্তর দেন। এরপর তিনি তাঁর স্ত্রীর দিকে ঝুঁকে মৃদু গলায়

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানতে চান তিনি তাঁকে ভালোবাসেন কি না। অভিনেত্রী অনুরাগঘন দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে তাকান ও গালে আলতো চড় মারেন।

এবার তাঁরা একটি টেবিলে বসেন, সামান্য আহার করেন (কারণ, অভিনেত্রী তাঁর স্বামীর ডায়েটের বিষয়ে তীক্ষ্ণ নজর রাখেন), পান করেন লাল মদ (কারণ, হাভেলের একমাত্র রেড ওয়াইন পান করারই অনুমতি আছে), আর মিসেস হাভেলের মধ্যে আবেগের নানা ঢেউ ভেঙে পড়তে থাকে। তিনি তাঁর স্বামীর দিকে নুয়ে আসেন, হাত ধরেন তাঁর আর বলতে থাকেন আজকের দিনটি তার জীবনের সেরা দিনগুলির অন্যতম। তিনি তাঁর হৃদয়ের সব অর্গল মুক্ত করে দেন তাঁর কাছে, বলতে থাকেন তিনি স্পাতে চলে আসার পর থেকে কী দুঃসহভাবে কাটছে তাঁর জীবন। আবারও তিনি তার ঈর্ষাপূর্ণ মেয়েলি চিঠিটির জন্য তাঁর স্বামীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং তাকে ফোন করার জন্য ও তাকে এখানে আসতে বলার জন্য ধন্যবাদ জানাতে থাকেন। তিনি বলতে থাকেন অন্তত এক মিনিটের জন্যও তাঁকে দেখতে আসা তার কাছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তারপর তিনি একটানা বলে যেতে থাকেন তার সঙ্গে জীবনযাপন করা কেমন ধারাবাহিক আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তায় ভরা; তাঁর সর্বদা মনে হয় হাভেল যেন তাকে ছেড়ে চলে যাবেন, কিন্তু এর জন্যই তাঁর প্রতিটি দিন নব নব অভিজ্ঞতায় পরিপূর্ণ, প্রতিটি দিন নতুন করে ভালোবাসা, প্রতিটি দিন যেন নবতম উপহার।

এরপর তাঁরা হাভেলের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে যান এবং সেখানে অভিনেত্রীর সুখ ও আনন্দ চরমে উন্নীত হয়।

১০

দুদিন পর হাভেল আবার হাইড্রোথেরাপি নেবার জন্য গেলেন এবং এবার তার কিছুটা দেরি হয়ে গেল। কারণটা, সত্য কথা বলতে কী, তিনি কখনও সময়মতো কোথাওই পৌঁছাননি। যথারীতি সেখানে সেই সোনালি চুলউলি ম্যাসিউজ উপস্থিত থাকলেও, এবার কিন্তু সে খেঁকিয়ে উঠল না, বরং স্মিতহাস্যে তাঁকে 'ডাক্তার' বলে সম্বোধন করল—এর থেকে হাভেল বুঝলেন মেয়েটি, তাঁর খবরাখবর সংক্রান্ত ফাইলটি পড়েছে অথবা তাঁর সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়েছে। তাঁর প্রতি এই কৌতূহলে তিনি খুশিই হলেন এবং লাগোয়া ঘরটায় পর্দার পিছনে পোশাক ছাড়তে লাগলেন। ম্যাসিউজ যখন তাকে ডাকল তখন তিনি আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে, ভুঁড়িকে লুকোনোর চেষ্টা না করেই খুশিমনে জলে নিমজ্জিত হলেন। জলের নল খুলে মেয়েটি জিজ্ঞেস করল তাঁর স্ত্রী এখনও স্পা-তে আছেন কি না। হাভেল না বলাতে সে জিজ্ঞেস করল যে তাঁর স্ত্রী আবার কোনও সুন্দর ছবিতে অভিনয় করবেন কি না। হাভেল সদর্থক উত্তর দিলে মেয়েটি তার ডান পা তুলে ধরল। জলের তীব্র ধারায় পায়ের চেটোতে যখন সুড়সুড়ি লাগছে, তখন মেয়েটি হাসতে হাসতে বলল, এটা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ডাক্তারের শরীর খুব সংবেদনশীল। তারপর তাদের মধ্যে কথাবার্তা চলতে থাকল এবং একসময় হাভেল জানালেন যে এই স্পা-এ থাকাটা বড়ই বিরক্তিকর। ম্যাসিউজ অর্থপূর্ণ হেসে বলল যে ডাক্তার নিশ্চয়ই জানেন যে কীভাবে চললে জীবন

একঘেয়ে লাগে না। এরপর তার উপর প্রায় উপুড় হয়ে মেয়েটি যখন নল থেকে জলধারা তার বুকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল তখন হাভেল তার স্তন দুটির প্রশংসা করলেন; তিনি যেভাবে শুয়েছিলেন তাতে স্তন দুটির ঊর্ধ্বাংশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। এর উত্তরে মেয়েটি বলল যে ডাক্তার নিশ্চয়ই এর চেয়ে সুন্দর জিনিস আগে দেখেছেন।

এসব থেকে হাভেলের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে তাঁর স্ত্রীর সামান্য সময়ের জন্য আগমন তাঁর সম্পর্কে এই সুরূপা সুঠাম মেয়েটির ধারণা একেবারে বদলে দিয়েছে; হঠাৎই তিনি অর্জন করেছেন অধিক পৌরুষ ও আকর্ষণের ক্ষমতা। তদুপরি, তিনি বুঝলেন এই মেয়েটির কাছে তাঁর শরীরটা সন্দেহাতীতভাবে একটি উপায় যার মাধ্যমে সে একজন বিখ্যাত অভিনেত্রীর সঙ্গে গোপনভাবে এক অন্তরঙ্গ সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে; যার মাধ্যমে সে সমকক্ষ হতে পারে একজন জনপ্রিয় মহিলার যে হেঁটে গেলে লোকেরা পিছন ফিরে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। হাভেল বেশ বুঝতে পারলেন অকস্মাৎ সবকিছু তার সপক্ষে চলে আসছে, আগে থেকেই সবকিছু তাকে জানাচ্ছে নিশ্চিত প্রতিশ্রুতি।

তারপর তিনি উপুড় হয়ে শুলেন, তাঁর চিবুকটা উঁচু করে রাখলেন জলের ওপরে। তীব্র জলের ধারা তার গোড়ালি থেকে ঘাড় অবধি ঝরে পড়তে থাকল। এই শোয়ার ভঙ্গিটা তার কাছে ধর্মীয় আচারগতভাবে সাষ্টাঙ্গে ধন্যবাদ নিবেদন ও প্রার্থনার ভঙ্গি বলে মনে হল। তিনি তাঁর স্ত্রীর কথা ভাবলেন, মনে করতে পারলেন তিনি কত সুন্দরী, কেমনভাবে তাঁরা পরস্পরকে ভালোবাসেন। তিনি একথাও ভাবলেন যে তাঁর স্ত্রী তাঁর সৌভাগ্যের প্রতীক, তাঁর জন্যই তিনি নানান সুরূপা ও সুঠাম নারীদের দ্বারা পরিতৃপ্ত হন।

যখন ম্যাসাজ শেষ হল এবং তিনি বাথটব থেকে নেমে মেঝেতে দাঁড়ালেন তখন ঘামে ভিজে যাওয়া ম্যাসাজকারিণীকে তার পরিপূর্ণ অতীব সুন্দরী বলে মনে হল। তার চোখদুটি নম্র ও এত স্নেহার্দ্র যে তাঁর মনে হল বহুদূরে, তাঁর স্ত্রী যেখানে আছেন সেদিকে ফিরে তাকে প্রণিপাত করেন। তাঁর অনুভব হল যে অভিনেত্রীর বিশাল করতলের ওপর এই মেয়েটির শরীরটি দাঁড়িয়ে রয়েছে এবং তাঁর স্ত্রী সেটি তাকে ভালোবাসার চিহ্ন হিসেবে, উপহার হিসেবে প্রদান করছেন। এবং এটা তাঁর হঠাৎ মনে হল যে এই উপহারটি এই বিনম্র অনুদানটি গ্রহণ না করলে তিনি তাঁর নিজ স্ত্রীর বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা করবেন। সুতরাং তিনি ঘর্মাক্ত মেয়েটির দিকে চেয়ে হাসিমুখে বললেন যে তারই জন্য তিনি আজ সন্ধ্যায় কোনও কাজ রাখেননি, এবং তিনি তার জন্য সন্ধ্যা সাতটায় উষ্ণ প্রস্রবণের কাছে অপেক্ষা করবেন। মেয়েটি রাজি হল এবং হাভেলও একটি বড় তোয়ালেতে নিজেকে জড়িয়ে নিলেন।

পোশাক পরিবর্তন করে ও চুল আঁচড়ে তিনি চমৎকার প্রসন্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করায় তিনি ফ্র্যান্‌টিসকার কাছে পৌঁছে গেলেন। তাঁর আগমন ফ্র্যান্‌টিসকাকেও বেশ উচ্ছল করে তুলল, কারণ, তারও মন বেশ ফুরফুরেই ছিল। ভদ্রমহিলা নানা বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বললেও বারবার ফিরে আসছিলেন আগের দিনের বিষয়ে—যা তাঁর বয়স সংক্রান্ত। দুর্বোধ্য বাক্যের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চাইছিলেন যে বয়স নিয়ে কারওরই ভেঙে পড়ার কারণ নেই; বয়স হয়ে যাওয়া সবসময়ই অসুবিধার কারণ নয় এবং বয়স হলে একটা চমৎকার সুবিধে এই যে একজন নির্দ্বিধায় কমবয়সিদের সঙ্গে তাদের সমকক্ষের মতোই আলাপ করতে পারা যায়। 'আর বাচ্চারাই জীবনের সবকিছু নয়', তিনি অকারণেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথাটা বললেন এবং যোগ করলেন, 'আপনি জানেন আমি আমার সন্তানদের খুব ভালোবাসি, কিন্তু জীবনে তো আরও অনেক কিছুই আছে।'

ফ্র্যান্‌টিসকার অনুমান ও ধারণা একবারের জন্যও আপাত-অবান্তর বকবকানি বা অলস কথা চালাচালি ছাড়া অন্য কিছু মনে হবে না অদীক্ষিতদের কাছে। কিন্তু হাভেল তো অদীক্ষিত নন এবং তাই তিনি এই অবান্তর কথার মধ্যে নিহিত ভাবটির মর্মোদ্ধার করতে পারলেন অনায়াসেই। তিনি অনুধাবন করলেন, তাঁর নিজস্ব সুখ আসলে বিশাল এক পর্যায়ক্রমিক সুখের যোগসূত্র মাত্র। এবং যেহেতু তিনি উদারহৃদয়, তাই তিনি দ্বিগুণভাবে সুখানুভূতিতে নিমগ্ন হলেন।

১১

হ্যাঁ, ডা. হাভেলের অনুমান সঠিকই ছিল : সম্পাদকটি সে-ই দিনই মহিলা ডাক্তারের কাছে উপস্থিত হয়েছিল, যেদিন তার গুরু ওই মহিলার সম্পর্কে তাকে প্রশংসাসূচক কথা বলেছিলেন। দু-একটি কথা হবার পরই সে নিজের মধ্যে আশ্চর্য সাহস আবিষ্কার করে এবং মহিলা ডাক্তারটিকে জানায় যে তার তাঁকে খুব আকর্ষণীয়া মনে হয়। সে তাঁর সঙ্গে ঘুরতে যাবার প্রস্তাবও দিয়ে ফেলে। মহিলা ডাক্তারটি আশঙ্কায় তোতলাতে থাকেন, তিনি জানান যে তিনি তার চেয়ে বয়সে বড় এবং তার সন্তানাদি রয়েছে। এই কথাতে সম্পাদকের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বেড়ে ওঠে এবং সে গড়গড় করে কথা বলতে থাকে। সে দাবি করে যে তাঁর মধ্যে এক লুকোনো সৌন্দর্য রয়েছে যা তথাকথিত সুঠামতার চেয়ে অনেক বেশি মহার্ঘ। সে তাঁর হাঁটার প্রশংসা করে এবং বলে তিনি যখন হাঁটেন তখন তাঁর পা-দুখানি আরও বাঙ্ময় হয়ে ওঠে।

এই ঘোষণার দুদিন পর, ঠিক সেই সময়ে, যখন ডা. হাভেল খুশি মনে উষ্ণ প্রস্রবণের নিকট হাজির হলেন, তখন তিনি দূর থেকে দেখতে পেলেন পেশিবহুল সেই সোনালি চুলের মেয়েকে এবং সেই সম্পাদককে তিনি অধৈর্যভাবে উষ্ণ প্রস্রবণের সরু পাড়ের ওপর পায়চারি করতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর সাফল্যের বিষয়ে নিশ্চিত হলেন। কিন্তু একই সঙ্গে তিনি ভেতরে ভেতরে কেমন যেন ভয় পেলেন যে একটা ছোট ভুল বা পদস্খলন তাঁর এই সাফল্যকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করতে পারে। একটুখানি অন্তর অন্তর তিনি দরজার ফাঁক দিয়ে সিঁড়ির দিকে তাকাতে লাগলেন। সবশেষে তিনি তাঁর দর্শন পেলেন।

যে মনোযোগ দ্বারা ফ্র্যান্‌টিসকা সেজেছিলেন ও পোশাক পরেছিলেন তাতে প্রতিদিনের সাদা প্যান্ট ও ঢোলা জামা পরা মেয়েটি একেবারে বদলে গিয়েছিল। উত্তেজিত তরুণটির সামনে তিনি ঐন্দ্রজালিক রতির প্রতিমূর্তি হিসেবে উপস্থিত হলেন; এই রূপ এতদিন কেবল তার কষ্টকল্পনাতেই ছিল। অথচ এখন তিনি তার সামনে যেন সেই রূপ একেবারে উন্মুক্ত করে দাঁড়ালেন। ফলে তরুণটির মধ্যে এক সসম্ভ্রম ঔদ্ধত্যের ভাব বিকশিত হল। তাঁর এই ভাব গোপনের জন্যই যেন দরজার গোড়াতেই সে মহিলা ডাক্তারকে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে উন্মাদের মতো তাকে চুম্বন করতে থাকল। এই হঠাৎ আক্রমণে দিশাহারা হয়ে তিনি তাঁকে

বসতে দেবার জন্য অনুনয় করতে লাগলেন। সম্পাদক তাকে বসতে দিল বটে, কিন্তু তৎক্ষণাৎ তার পায়ের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে তার মোজা পরা পায়ে চুম্বন করতে লাগল। মহিলা ডাক্তারটি তার মাথার চুলে হাত রেখে তাকে ভদ্রভাবে সরিয়ে দিতে সচেষ্ট হলেন।

আসুন, আমরা জেনে নিই, তিনি তাকে কী বলেছিলেন। প্রথমেই তিনি কয়েকবার একই কথা বললেন, 'তুমি অভদ্র হোয়ো না, ভদ্রজনোচিত আচরণ করো। তোমাকে ভদ্র ব্যবহার করতেই হবে। প্রতিজ্ঞা করো যে তুমি ভদ্র আচরণ করবে!' যখন তরুণটি 'অবশ্য, অবশ্যই আমি ভদ্র ব্যবহার করব' বলে যখন তার মুখটিকে নাইলন স্টকিং ঢাকা ডাক্তারের পায়ের আরও ওপর দিকে নিয়ে গেল, তখন তিনি বললেন, 'না না, ও কী, অমন কোরো না।' এরপর তরুণটি কথা না শুনে চুম্বন করতে করতে পায়ের আরও ওপর দিকে উঠতে লাগল এবং তিনি হঠাৎ তরুণটিকে নাম ধরে বলতে থাকলেন, 'তুমি একটা বাচ্চা শয়তান! ওঃ বাচ্চা শতয়ান একটা।'

এই ঘোষণার মাধ্যমেই সবকিছু স্থির হয়ে গেল। এরপর তরুণটি আর কোনও রকম প্রতিরোধের সম্মুখীন হল না, সে ভেসে চলল, ভেসে যেতে লাগল তার নিজের আবেগের দ্বারা। সে ভেসে যেতে থাকল তার এই অতি দ্রুত সাফল্যের জন্য, সে ভেসে যেতে থাকল ডা. হাভেলের দ্বারা—যার প্রতিভা প্রবিষ্ট হয়েছে তার মধ্যে এবং এখন বাস করছে তার ভিতরে। সে ভেসে যেতে থাকছিল মহিলার নগ্নতার দ্বারা, যে মহিলা এখন তার নিচে তার সঙ্গে সংগম-নিবদ্ধ। সে হয়ে উঠতে চাইছিল একজন ওস্তাদ, সে হয়ে উঠতে চাইছিল রতিউন্মত্ত, সে দেখাতে চাইছিল তার যৌনবৈচিত্র ও নির্দয়তা। সে তার শরীরটাকে মহিলা ডাক্তারের শরীরের ওপর থেকে একটু তুলে, কামতাড়িত চোখে শায়িত সেই শরীরকে নিরীক্ষণ করতে করতে অস্ফুটে বলতে থাকল, 'তুমি অসামান্য, তুমি অপার্থিব, তুমি অপরূপা।'

মহিলা ডাক্তারটি দুহাত দিয়ে তার তলপেটটিকে আড়াল করে বললেন, 'এই, তুমি আমায় নিয়ে মজা কোরো না—'

'কী বলছ তুমি? আমি তোমায় নিয়ে মজা করছি না, তুমি সত্যিই অসামান্য!'

'আমার দিকে তাকিও না।' তিনি বললেন এবং দুহাতে তাকে নিজের শরীরের সঙ্গে জড়িয়ে নিলেন যাতে সে আর দেখতে না পায়।

'আমার দুটি সন্তান আছে, জানো।' বললেন তিনি।

কিছু না চিন্তা করেই তরুণটি বলল, 'দুটি বাচ্চা?'

'দেখলেই বোঝা যায়, তাই তো আমি চাই না তুমি আমার দিকে তাকাও।' বললেন ডাক্তার। এইসব কথায় দ্বিতীয় পর্বের প্রাথমিক পর্যায়ে যুবকটি একটু ঝিমিয়ে পড়ল। বেশ চেষ্টা করেই আরও একবার তাকে পূর্ণ উচ্ছ্রিতি অর্জন করতে হল। ঠিকভাবে নিজেকে তৈরি করে নিতে সে সাহায্য নিতে লাগল নানা কথার এবং ডাক্তারের কানে ফিসফিস করে বলতে থাকল তিনি কত সুন্দর। আর এটা কী অসাধারণ ঘটনা যে তাঁর মতো রমণী এখানে তার সঙ্গে শুয়ে আছেন উদোম হয়ে, একদম ন্যাংটো হয়ে।

'তুমি খুব মিষ্টি, তুমি ভীষণ দুষ্টু।' বলতে থাকলেন মহিলা ডাক্তার।

যুবকটি ক্রমাগত বলে যেতে লাগল তার নগ্ন শরীরের কথা এবং সে তাকে এও জিজ্ঞেস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করল যে তিনি যে উলঙ্গ হয়ে তার সঙ্গে এখানে শুয়ে আছেন এটা তাকে উত্তেজনার শিখরে পৌঁছে দিচ্ছে কি না।

'তুমি বোকা। অবশ্যই এটা আমাকে খুব উত্তেজিত করছে।' বললেন মহিলা ডাক্তার। কিন্তু একটুখানি নীরব থাকার পর তিনি যোগ করলেন যে এতজন ডাক্তার তাকে উলঙ্গ দেখেছেন যে অন্যের সামনে ন্যাংটো হয়ে শুয়ে থাকাটা তার কাছে এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে গেছে। তাদের রতিপ্রক্রিয়ার ছন্দপতন না করে, নিজের শরীরকে শাস্ত্রসম্মতভাবে নাড়াতে নাড়াতে তিনি বললেন, 'তবে তারা তো সব ডাক্তার, প্রেমিক-বন্ধু নয়।' তিনি এ-ও বললেন যে এসবের ফলে বাচ্চা প্রসবের সময় তাঁর বেশ কিছু অসুবিধেও হয়েছে। 'তবে এইসব আনন্দের জন্যে সে-অসুবিধা তুচ্ছ করা যায়।' তিনি কথা শেষ করলেন এই বলে, 'আমার দুটো সুন্দর বাচ্চা আছে, সুন্দর, খুব সুন্দর।'

কষ্টার্জিত দ্বিতীয় কাঠিন্যও আবার আস্তে আস্তে চলে যাচ্ছিল যুবকটির। তার মনে হল যেন তারা সংগম করছে না বরং কোনও কাফেতে বসে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছে। এটাতে তার মাথা গরম হয়ে উঠল। সে আবার সর্বশক্তি দিয়ে তীব্রভাবে রতিকর্মে ব্যাপৃত হল এবং চেষ্টা করতে লাগল তাঁর সঙ্গিনীকে অধিকতর আদিরসাত্মক চিন্তায় ডুবিয়ে দিতে। সে বলল, 'যখন শেষবার আমি তোমার সঙ্গে দেখা করতে যাই, তখন কি তুমি জানতে যে আমরা যৌনতায় মেতে উঠব?'

'তুমি কি জানতে?'

'আমি চাইছিলাম, প্রচণ্ডভাবে চাইছিলাম।' সম্পাদক উত্তর দিল এবং 'চাইছিলাম' শব্দটিতে ঢেলে দিল তার আবেগ।

মহিলা ডাক্তারটি তার কানে কানে বললেন, 'তুমি আমার ছেলের মতো, সে-ও সবকিছু পেতে চায়। আমি সর্বদা তাকে জিজ্ঞেস করি, আকাশের চাঁদটাও কি তুই চাস?'

এইভাবে তারা সংগম করলেন : ফ্র্যান্‌টিসকা বুক খালি করে বলে গেলেন তাঁর সব কথা। এরপর যখন তারা, উলঙ্গ ও ক্লান্ত, দুজনে পাশাপাশি কৌচে বসে আছেন, মহিলা ডাক্তার সম্পাদকের চুল এলোমেলো করে দিতে দিতে বললেন, 'ওর মতো তোমারও একটা সুন্দর ছোট্ট ঝাড়ু আছে।'

'কার মতো?'

'আমার ছেলের মতো।'

করুণ ব্যথিত গলায় সম্পাদক বলল, 'তুমি সদাসর্বদা তোমার ছেলের কথা ভাবো।'

গর্বিত গলায় তিনি বললেন, 'তুমি কি জানো না, সে তার মায়ের পোষ্য, সে তার মায়ের আদরের ধন।'

এরপর তিনি উঠে পোশাক পরলেন। আর অকস্মাৎ যুবাটির এই ছোট্ট ঘরে তাঁর মনে হল যে তিনি তরুণী, তিনি সত্যসত্যই একজন যুবতী নারী, আর তিনি মধুর তৃপ্তি অনুভব করতে লাগলেন। ঘর থেকে ফেরার সময় যখন তিনি সম্পাদককে আলিঙ্গন করছেন তখন চোখদুটি তার ভিজে, কৃতজ্ঞতায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২

একটি চমৎকার রাত্রের পর একটি চমকপ্রদ দিন শুরু হল ডা. হাভেলের । প্রাতরাশের সময় তিনি ঘোড়ার মতো দেখতে সুন্দরীটির সঙ্গে অনেক আশাব্যঞ্জক কথা বললেন। সকাল দশটায় যখন তিনি চিকিৎসা-সংক্রান্ত বিষয় থেকে মুক্তি পেলেন তখন তাঁর ঘরে তাঁর স্ত্রীর একটি প্রেমপত্র অপেক্ষা করছিল। এরপর তিনি প্রাঙ্গণে রোগীদের ভিড়ের মধ্যে একটু হাঁটতে বেরোলেন। তিনি পোর্সেলিনের মগটা তাঁর ঠোঁটের কাছে ধরে হাঁটতে হাঁটতে খুশিতে ডগমগ করছিলেন। একসময় যেসব মেয়ে তাকে উপেক্ষা করে পাশ দিয়ে উদাসীন হেঁটে যেত এখন তাদের দৃষ্টি তাঁর উপর থেকে সরছেই না, ফলে, তাঁকেও তাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে ঘাড় নামিয়ে সৌজন্য দেখাতে হচ্ছিল। যখন তাঁর চোখ পড়ল সম্পাদকের দিকে তখন তিনি উচ্ছ্বসিতভাবে তাঁকে বলে উঠলেন, 'সকালে আমি ফ্র্যান্‌টিসকার সঙ্গে দেখা করেছিলাম এবং তার কিছু হাবভাব, যা কোনও মনোচিকিৎসকেরই চোখ এড়াবে না, তা দেখে বুঝলুম কাল তোমার সাক্ষাৎটি সফল হয়েছিল।'

তাঁর গুরুজির কাছে সব কথা খোলসা করে বলতে যুবাটির আগ্রহ বড় কম ছিল না, কিন্তু গতসন্ধ্যার ঘটনাগুলি তাকে কেমন বিহ্বল করে দিয়েছিল। সে ঠিক বুঝতে পারছিল না গত সন্ধ্যার রতিসংসর্গ যতটা উচ্চমার্গের হওয়া উচিত ছিল তা হয়েছিল কি না। এ কারণেই সে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল যে গত সন্ধ্যার ঘটনা পরম্পরা যদি সে নিখুঁত ও ত্রুটিহীনভাবে বর্ণনা করে তবে তার মাধ্যমে সে হাভেলের চোখে ছোট হয়ে যাবে কি না। সে চিন্তা করছিল কোন কথাগুলো প্রকাশ করা দরকার আর কোনগুলো নয়।

কিন্তু সে যখন দেখল যে হাভেল বেশ উৎফুল্ল এবং তার মুখে বেশ এক নির্লজ্জ ভাব ছড়িয়ে আছে, তখন সে আর ইতস্তত না করে হাভেলের প্রতি প্রশ্নের উত্তর একই রকম উৎফুল্ল ও নির্লজ্জভাবে দিতে লাগল। উৎসাহব্যঞ্জক শব্দ দ্বারা সে মহিলার প্রশংসা করতে লাগল যাকে হাভেলই তার জন্য নির্বাচন করেছেন। সে বর্ণনা করতে লাগল যখন সে ছোট শহরের সংস্কারকে হটিয়ে দিয়ে প্রথম ওই মহিলাকে দেখে তখন কী ভীষণ আকর্ষণীয় লেগেছিল তাকে, কত সহজে তিনি তার ঘরে আসতে সম্মত হয়েছিলেন এবং কী দ্রুততায় তিনি নিজেকে তার হাতে নির্দ্বিধায় সঁপে দিয়েছিলেন।

ডা. হাভেল নানা সূক্ষ্ম ও খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে তাকে প্রশ্ন করছিলেন যাতে করে তিনি ঘটনাটির পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ করতে সক্ষম হন, আর যুবাটি বলব না বলব না করেও তাঁর প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরদানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে সত্য তথ্য উদ্‌ঘাটনে বাধ্য হয়ে পড়ছিল। সবশেষে সে স্বীকার করল, গত সন্ধ্যায় যা যা ঘটেছে এবং যেভাবে ঘটেছে তাতে সে চরম পরিতৃপ্ত, তবে কাজকর্ম চলাকালীন মহিলা ডাক্তারের কথাবার্তা তাকে বেশ কিছুটা হতাশ করেছে।

এই শেষ ব্যাপারটায় ডা. হাভেল যথেষ্ট কৌতূহলী হলেন এবং তিনি সম্পাদককে বাধ্য করলেন সেইসব কথার পুঙ্খনাপুঙ্খ বিবরণ দিতে। সব শুনে ও বিচার বিশ্লেষণ করে তিনি বেশ উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করলেন : 'এ তো অসাধারণ! একেবারে যথার্থ!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু থেমে তিনি আরও বললেন, 'ওহ্! সেই চিরন্তন মাতৃহৃদয়! বন্ধু, আমি সত্যিই তোমাকে ঈর্ষা করি।'

ঠিক তখনই ঘোড়ার মতো ঝলমলে সেই মেয়েটি তাঁদের দুজনের সামনে এসে দাঁড়াল। ডা. হাভেল মাথা নিচু করে অভিবাদন জানাতে মেয়েটি তার হাত বাড়িয়ে দিল—'রাগ করবেন না, আমার সামান্য একটু দেরি হয়ে গেল।'

'ছাড়ো, ছাড়ো, ওসব ভেবো না', বললেন হাভেল। 'আমি আমার এই বন্ধুর সঙ্গে খুব মজায় সময় কাটাচ্ছিলুম। তুমি নিশ্চয়ই আমায় মার্জনা করবে যদি ওর সঙ্গে কথাটা আমি শেষ করে নিই।'

এবং ওই লম্বা মেয়েটির হাত ধরা অবস্থাতেই তিনি সম্পাদকের দিকে ফিরলেন : 'প্রিয় বন্ধু, তুমি আমায় যা বললে তা আমার প্রত্যাশারও অতীত। তুমি এখন নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে শরীরের সুখ অবস্থান করে এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যে, যে সুখ আসলে নৈঃশব্দ্যের মতোই ক্লান্তিকর। এই নিস্তব্ধতার মধ্যেই একটি মানবী হয়ে ওঠে অন্য এক মানবীর মতো, এই নৈঃশব্দ্যের মধ্যেই তারা সবাই অন্য সবাই-এর মধ্যে বিস্মৃত হয়ে পড়ে। আর আমরা অবশ্যই সর্বোপরি যৌন আনন্দকেই বেছে নিই তাদের স্মৃতিতে সজীব রাখার জন্য। যাতে করে তাদের বর্ণোজ্জ্বল বিষয়গুলি আমাদের যৌবনের সঙ্গে বার্ধক্যকে সংযুক্ত রাখে এক উজ্জ্বল রেশমি সুতোর দ্বারা। যাতে করে তারা আমাদের স্মৃতিকে অক্ষয় রাখে এক অনির্বাণ অগ্নিশিখার মধ্যে। আমার এই কথাটা মনে রেখো বন্ধু, অতি সাধারণ সময়েও উচ্চারিত একটি মাত্র শব্দ ওই সময়কে এমন উদ্ভাসিত করে যে তা আজীবন স্মৃতিতে অক্ষয় থাকে। সবাই বলে আমি নাকি একজন নারীসংগ্রাহক, মেয়েবাজ, বাস্তবে আমি কিন্তু আসলে উচ্চারিত কথার সংগ্রাহক। বিশ্বাস কর আমাকে, তুমি কোনওদিন গতকালের সন্ধ্যাটিকে বিস্মৃত হবে না, এবং তুমি সারাজীবন ওই সন্ধ্যাটির জন্য প্রসন্নতা অনুভব করবে।'

ঘোড়ার মতো সুন্দরী মেয়েটির হাত ধরা অবস্থাতেই তিনি যুবাটিকে মাথা নামিয়ে অভিবাদন জানালেন এবং ধীরে ধীরে মেয়েটির সঙ্গে চলতে থাকলেন প্রাঙ্গণ বরাবর।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এডওয়ার্ড ও ঈশ্বর

Eduard and God

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এডওয়ার্ডের গল্পটা তার দাদার ছোট বাড়িটা থেকেই সাহস করে শুরু করতে পারি। তার দাদা কৌচে শুয়ে এডওয়ার্ডকে বলত—'বুড়িটাকে জিজ্ঞেস কর—কিছু মনে করিস না, মেয়েছেলেটার সঙ্গে কথা বল। মেয়েটা যদিও শূয়রী, আমার ধারণা এই ধরনের জীবেরও চেতনা থাকে। যদিও মেয়েছেলেটা একবার আমাকে নোংরা মাখিয়েছে, কিন্তু ওর ভুল শুধরানোর সুযোগ দিলে ও খুশিই হবে।"

আসলে এলডারের দাদা একইরকম থেকে গেছে, ভালোমানুষ আর কুঁড়ে ধরনের লোক। এভাবেই সে কৌচে শুয়ে ইউনিভার্সিটির দিনগুলি কাটিয়েছে। অনেকদিন আগে, (এডওয়ার্ড যখন ছোট্ট ছেলে ছিল) এমনকী স্ট্যালিনের মৃত্যুদিনেও কৌচে শুয়ে কুঁড়েমি করেছে। পরের দিন অপ্রত্যাশিতভাবে ডিপার্টমেন্টে হাজির হলে সহপাঠীদের নজরে পড়ে। মিস চেকহাখোভা (Chehachkova) ঘরের মাঝখানে মূর্তিমতী বেদনার মতো দাঁড়িয়েছিলেন। এডওয়ার্ডের দাদা তার চারদিকে তিনবার পাক খেয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে। মেয়েটি তার রাজনৈতিক অভাবের জন্য তাকে ত্যাগ করে। এরপর থেকে এডওয়ার্ডের দাদা গ্রামে একটা ছোট্ট বাড়ি, একটা বউ, দুটো বাচ্চা নিয়ে এখন অব্দি বাস করে।

এই গ্রামের বাড়িতেই কৌচে শুয়ে সে এডওয়ার্ডকে বলে "আমরা তাকে বলতাম শ্রমজীবী সমাজের যন্ত্রণা থেকে উঠে এসেছে। ও নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। আজকাল ও অবশ্য কমবয়সিদের দিকে ঝুঁকছে। ও তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাইবে।"

এডওয়ার্ড এই সময় খুবই তরুণ। সবে শিক্ষকদের কলেজ থেকে গ্র্যাজুয়েট হয়ে বেরিয়েছে (যদিও তার দাদা পড়া শেষ করতে পারেনি) আর কাজ খুঁজে বেড়াচ্ছে। পরের দিন দাদার কথামতো সে ডিরেকটারের দরজায় ধাক্কা দিল। দেখল একটি লম্বা, হাড় কাঠামো সার, চকচকে কালো চুল, কালো চোখ আর ঝোঁকা কালো নাকের একটি মহিলাকে। মেয়েটির কুৎসিত চেহারা আর মহিলাসুলভ লজ্জার অভাবে সে পিছিয়ে পড়ছিল। আবার অস্বস্তি কাটানোর জন্য খোলামেলা ভঙ্গিতে নরম সুরে কথা বলতে শুরু করল। মহাপরিচালিকা তার ভঙ্গিতে খুশি হয়ে বলতে লাগলেন—'আমাদের অল্পবয়সি লোক দরকার।' আর তার জন্য কাজ খুঁজে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

২

ছোট্ট বোহেমিয়া শহরটাতে এডওয়ার্ড একজন শিক্ষক হল। ঘটনাটি তাকে সুখী বা দুঃখী কিছুই করল না। সারাক্ষণ তার চেষ্টা থাকল কে গুরুত্বপূর্ণ আর কে গুরুত্বপূর্ণ নয় এই বিচার। ফলে তার শিক্ষকতার জীবন অ-গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। যদিও শিক্ষকতার পেশাটির কোনও গুরুত্ব নেই, আর এই কাজ করেই তাকে খেতে হবে (জীবনধারণের জন্য অন্য কোনও কাজ তার জানা নেই)—কিন্তু তার সততার জন্য সে অ-গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল। সামাজিক কারণে, তার পার্টি রেকর্ডের জন্য, তাই হাইস্কুলের সার্টিফিকেটের জোরে সে

 দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচিত হয়েছে। সেকেন্ডারি স্কুল থেকে টিচার্স কলেজ পর্যন্ত যোগাযোগকারী অনুসর্গগুলি ঘটনাক্রমে তাকে চেপে ধরল (যেমন করে ক্রেনে করে ট্রাকে বস্তা ফেলা হয়)—কিন্তু সে এই কাজ করতে চায়নি কেননা ভাই-এর ফেল করার ব্যাপারে তার একটা সংস্কার ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শিক্ষকতার পেশাটি তার জীবনের পক্ষে সম্ভাবনাময়। কিছুটা হাস্যকর ভাবেই সে একটি কৃত্রিম দাড়ি লাগিয়েছিল।

যদিও পেশাগত দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না (হাসির কথা নয়, এটা ঘটনা)। নতুন কাজের জায়গায় খুব তাড়াতাড়ি এডওয়ার্ড একটি সুন্দরী মেয়েকে খুঁজে পেয়েছিল—যার আন্তরিকতা ছিল খুব খাঁটি। মেয়েটির নাম অ্যালিস—খুব দুঃখের সঙ্গে এডওয়ার্ড আবিষ্কার করল মেয়েটি খুব রিজার্ভ ও নীতিবাগীশ।

অনেকদিন সান্ধ্যভ্রমণের সময় সে হাত দিয়ে মেয়েটিকে ঘিরে তার স্তন স্পর্শ করার চেষ্টা করলে সে হাত দিয়ে ঠেলে দিত। একদিন যখন তার এইরকম বারবার হাত ঠেলে দেওয়ার ঘটনা ঘটছে—তখন মেয়েটি তাকে জিজ্ঞেস করল—"তুমি ভগবানে বিশ্বাস কর?"

খুব স্পর্শকাতর কর্ণে এডওয়ার্ড এই প্রশ্নটি শোনার মুহূর্তেই স্তন প্রসঙ্গটি ভুলে গেল।

"তুমি?" অ্যালিস প্রশ্নটির পুনরুক্তি করল এবং এডওয়ার্ড উত্তর দিতে সাহস করল না। আমরা তাকে এতটা খোলামেলা হওয়ার সাহস অর্জন না করার জন্য দোষ দেব না। অ্যালিসের নিঃসঙ্গ একক প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠল।

"আর তুমি?" পুরানো প্রশ্নের রেশ ধরে জিজ্ঞাসা করল সে।

"হ্যাঁ করিই তো"—আবারও সে উত্তর দেওয়ার আগ্রহ বোধ করল।

এই সময়ে এমন ঘটনা ঘটেনি যে সে ভগবানে বিশ্বাস করতে পারে। সে বুঝতে পেরেছিল, এই বিষয়টিকে মানতে হবে। এই বিষয়ের বিরোধিতার সূত্রে তার একটি বিশ্বাস হয়েছিল ভগবান হলেন এক ট্রয়ের ঘোড়া। প্রাচীন যুগের মতো তার পেটের তলায় মেয়েটির হৃদয় অবলোকন করা যাবে। অবশ্য অ্যালিসকে এত সহজে পাওয়া যাবে না। সে অবশ্য এতটা নেতিবাদী এবং মিথ্যা কথা বলবার জন্য লজ্জিত হচ্ছিল। অশ্লীল এবং মিথ্যা কথা বলার ক্ষেত্রে সকলের সঙ্গে সহমত না হওয়ার প্রকৃতি তার ভিতর বেড়ে উঠছিল। সে সত্যের খুব কাছাকাছি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছিল। এই সময়েই খুব গম্ভীর স্বরে সে উত্তর দিতে চেষ্টা করছিল—"আমি সত্যিই জানি না অ্যালিস, আমি কেমন করে বলব আমি ভগবানে বিশ্বাস করি।" সে একটু থামল আর অ্যালিস অবাক চোখে চাইল—"আমি তোমার প্রতি খুব খোলামেলা, তাই না?"

"তুমি অবশ্যই খোলামেলা" সে বলল, "না হলে আমাদের একসঙ্গে থাকার কোনও কারণ ছিল না।"

"সত্যিই।"

"সত্যিই", অ্যালিস বলল।

"মাঝে মাঝে আমার সন্দেহ নিয়েই চিন্তা হয়।" এডওয়ার্ড নীচুস্বরে জানাল "মাঝে মাঝে আমার সত্যিই সন্দেহ হয়, তিনি কি সত্যিই আছেন...."

"কিন্তু কীভাবে তোমার সন্দেহ হয়", অ্যালিস আমূল চমকে উঠল।

এডওয়ার্ড নীরব, আর মুহূর্তের মধ্যে পরিচিত ভাবনা তাকে আহত করল—"যখন কোনও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ ঘটনা আমাকে ঘিরে ঘটে, তখন আমার মনে হয় ভগবান কি সত্যিই আছেন?"
এই দুঃখময় শব্দগুলি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে তার হাত ধরল—"সত্যিই, পৃথিবীতে অনেক খারাপই আছে তা আমি ভালো করেই জানি। কিন্তু এটাই একমাত্র তাকে অবিশ্বাস করবার কারণ হতে পারে না। তাঁকে ছাড়া সব কষ্টই তো মিথ্যে। কোনও কিছুরই কোনও মানে নেই আর তা যদি না হত, আমি অন্তত বাঁচতে পারতাম না।" "হয়তো তুমিই ঠিক"—এডওয়ার্ড একটু থেমে বলল এবং রবিবার মেয়েটিকে নিয়ে চার্চে গেল। আঙুলগুলো নিজের হাতে জড়িয়ে সেখানে গেল যেখানে সকলে গান গাইছে, সেই প্রভুর বন্দনাসংগীতে সুর মেলাল, যদিও সব কথা তার সব কথা তার জানা ছিল না। এই অবস্থাতে সে কেবল ভাওয়েলগুলিকেই নির্বাচন করেছিল। কেননা সব কথা না জানা থাকলে ভাওয়েলের সুরেই সুর মেলানো যায়। এই মুহূর্তে দলবদ্ধ সংগীত থেকে তার গলাটি যখন বাইরে ছুটে যাচ্ছিল, তখন সে আবিষ্কার করল তার গলাটি সত্যিই জলদগম্ভীর, সুন্দর। তারা সকলেই প্রভুর বন্দনা গান গাইছিল, বৃদ্ধারা হাঁটুমুড়ে ঝুঁকে পড়ছিল। তার অবশ্য পাথুরে মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসবার ইচ্ছে ছিল না। সে হাত ছাড়িয়ে নিজেকে নীচু করে সেসব অভিজ্ঞতা প্রকাশ করছিল, সেগুলো তার ক্লাসরুম বা রাস্তায় কখনও করেনি।
একটা সময়ে এসব পর্ব শেষ হল। অ্যালিস তার দিকে আবেগভরে চেয়ে বলল "এখনও তুমি বলবে, তাঁর অস্তিত্বে তোমার সন্দেহ আছে?"
"না।"
তারপর অ্যালিস বলল—"আমি তোমাকে কীভাবে তাঁকে ভালোবাসতে হয় তার শিক্ষাটি দেব।"
তারপর তারা বড় বড় পায়ে চার্চ থেকে বেরিয়ে এল। এডওয়ার্ডের পেট হাসিতে ফেটে পড়ল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেই মুহূর্তে মহাপরিচালিকা সেই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং তারা ওদের নজরে পড়ল।

৩

এটা খুবই বাজে ব্যাপার। আমরা মনে করতে পারি (তাদের জন্য, যারা এই গল্পের ঐতিহাসিক পরিকাঠামোটি জানেন না)। একসময় চার্চে যাওয়ার ক্ষেত্রে কারওর বারণ ছিল না এবং চার্চে যাওয়াটা কোনও বিপদের ঘটনাও ছিল না।
তাহলে তো এটা বোঝা খুবই শক্ত। যারা বিপ্লবে নেতৃত্ব দিয়েছিল তারা খুবই গর্বিত এবং তাদের গর্বের প্রকাশ হল—ঠিক দিকে ঠিক সময়ে সামনের সারিতে দাঁড়ানো। বিপ্লবের বারো বছর পরে (ঠিক এই সময়ে গল্পটার শুরু), সামনের সারি ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে এবং ঠিক দিকটিও মিলিয়ে যাচ্ছে। কোনও আশ্চর্য ঘটনা ছাড়াই পুরানো বিপ্লবীরা ঠকে গেছেন মনে করে কোনও নতুন দলের সন্ধান দ্রুত খুঁজতে শুরু করেছেন। ধর্মকে ধন্যবাদ (নাস্তিকেরা বিরোধীপক্ষ) যে সে তার পুরোনো গৌরবে অভ্যাসবশত টিকে গেছে।
সত্যি কথা বলতে কী, বিকল্প দলটি অপরের পক্ষে খুব উপযোগী, সম্ভবত অ্যালিস ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদেরই একজন। মহাপরিচালিকা যদি 'সঠিক দলে' থাকেন, তাহলে আলিস ছিল 'বিরোধীপক্ষ'। অ্যালিস বিরোধী দলেই থাকতে চাইত। বিপ্লবের সময় তার বাবার ব্যবসার সরকারিকরণ হয় আর যারা এটা করেছিল অ্যালিস তাদের ঘৃণা করত। কী করে সে তার ঘৃণা দেখাত? একটা ছুরি হাতে বাবার মুখোমুখি হয়ে? কিন্তু এ তো বোহেমিয়ার রীতি নয়। সেজন্য বিকল্প রাস্তায় সে তার বিরোধিতা দেখাতে শুরু করেছিল। সেটা হল ভগবানে বিশ্বাস।

এইভাবে ভগবান এসে উভয়ের মাঝখানে দাঁড়ালেন। (যারা এর মধ্যে ভূমিকা ত্যাগ করা যথেষ্ট কারণ খুঁজে পেয়েছে) এবং ভগবানকে ধন্যবাদ এডওয়ার্ড নিজেকে স্কাইলা এবং ক্যারিবডিসে মাঝখানে দেখতে পেল।

সোমবার সকালে মহাপরিচালিকা যখন এডওয়ার্ডের স্টাফরুমে হাজির হল, সে তো ভীষণই অসহায় বোধ করল। সে একটা বন্ধুত্বপূর্ণ আবহাওয়ার পরিবেশ সৃষ্টি করতে চাইল এবং এই আবহাওয়াতে প্রথম কথাটিই হল তার সঙ্গে, (যদিও কথা বলবার অন্য কায়দা তার জানা ছিল না) যার নরম কথা এখনও শোনা হয়নি। মহাপরিচালিকা ঠান্ডা হাসি হেসে সন্দেহজনক সুরে বললেন—

"আমাদের গতকাল দেখা হয়েছিল, তাই না?"

"হ্যাঁ হয়েছিল"—জবাব দিল এডওয়ার্ড।

মহাপরিচালিকা বলে চললেন "আমি বুঝতে পারছি না কোনও যুবক কীভাবে চার্চে যায়।" এডওয়ার্ড শ্রাগ করল আর মহাপরিচালিকা মাথা নেড়ে বলে চললেন—"যুবক ছেলে।"

"আমি, আমি তো ক্যাথিড্রালের ব্যারাকের অভ্যন্তরীণ সজ্জা দেখতে গিয়েছিলাম।"

"ও তাই নাকি।" মহাপরিচালিকা ব্যঙ্গ ভরে বললেন, "আমি তো জানতাম না আপনার এত শিল্পবোধ আছে।"

এই কথাবার্তা এডওয়ার্ডের পক্ষে সন্তোষজনক হল না। তারপর তার মনে পড়ল তার ভাই কীভাবে ছাত্রদের মাঝে তিনবার ঘুরে হাসিতে ফেটে পড়েছিল। তার এই পারিবারিক ইতিহাসের কথা মনে পড়ল এবং তার ভয় করতে লাগল।

শনিবার অ্যালিসকে ফোন করে জানাল সে চার্চে যেতে পারবে না, কেননা তার ঠান্ডা লেগেছে। "তুমি একটা আজব লোক বটে", অ্যালিস রবিবারের পরে বলল আর এডওয়ার্ডের তার গলাটা শুনে মনে হল তারও ঠান্ডা লেগেছে। আসলে সত্যি কথাটা বলতে তার যুগপৎ লজ্জা ও ভয় করতে লাগল। স্কুলে তার কী কী ভুল হয়েছিল আর মহাপরিচালিকা তাকে কীভাবে ভয় দেখিয়েছেন। সে তার লজ্জা ও সহানুভূতি ফিরে পেতে চাইল। "আমার প্রিয় মহিলা বস, খুব একটা খারাপ নয়।" তারপর সে তার নিজের কাহিনি শুরু করল। আর তার আনন্দময় কণ্ঠ শুনতে শুনতে এডওয়ার্ড ক্রমশ গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে উঠল।

৪

ভদ্রমহোদয়া ও ভদ্রমহোদয়গণ, এই মানসিক সংকটের সপ্তাহে এডওয়ার্ড অ্যালিসের জন্য তীব্রভাবে অপেক্ষা করছিল। অ্যালিসের শরীর তাকে উত্তপ্ত করেছিল কিন্তু তাকে পাওয়ার

কোনও উপায়ই তাঁর জানা ছিল না। তারা ক্ষুধার্তভাবে এক বা দু ঘণ্টা রাস্তায় রাস্তায় বেড়ানোর পরে সিনেমাহলে ঢোকে। সমস্ত ইন্দ্রিয়ানুগ উত্তেজনা তাকে ভিন্ন জগতে নিয়ে যেতে শেখায়। তারপর একদিন সরল মুখ করে সে প্রস্তাব দেয়, তার ভাই-এর একটি নদীর ধারে অরণ্যময় উপত্যকায় একটি কুটির আছে। সেখানেই সে সপ্তাহ শেষের দিনগুলি কাটাবে। অ্যালিসকে সে সেই জায়গার স্থানমাহাত্ম্য বোঝায় এবং অ্যালিস যথারীতি প্রত্যাখ্যান করে।

অ্যালিসের ভগবান একটি একক ধারণা—(তার কোনও আলাদা ইচ্ছে নেই) তিনি বিবাহপূর্ব যৌনতাকে নিষেধ করেছেন। এই ভগবান যথেষ্ট কৌতুককর, কিন্তু তাকে নিয়ে হাসা যাবে না। মোজেস যে দশটি ঈশ্বরের আদেশ পেয়েছিলেন, তার নয়টি নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। সে তো তার বাবাকে হত্যা, দাদা অসম্মান বা প্রতিবেশীর বউকে প্রলুব্ধ করছে না। কিন্তু সেই একখানি আদেশ প্রায়শই আত্মবিরোধী, সেই সপ্তম আদেশটি হল— "তোমরা অবৈধ কাজ করবে না।" অ্যালিসের ধর্মীয় অনুভবটি হল, সেই অস্পষ্ট আধবোজা ঈশ্বর তার এই আদেশটি হল বোধগম্য এবং খাঁটি। ভগবান অবৈধ যৌনসংসর্গে নিষেধাজ্ঞা করেছেন।

আমার প্রশ্ন হল—কখন এই নিষেধাজ্ঞা শুরু হয়ে প্রত্যেক নারীই তার চারধারে একটা রহস্যের বলয় তৈরি করে। অ্যালিস এডওয়ার্ডকে চুম্বনের অনুমতি দিয়েছে—বহু বহু প্রচেষ্টায় স্তন স্পর্শ করার অনুমতি মিলেছে। কিন্তু শরীরের মাঝখান থেকে মানে নাভির পর থেকে এক কঠোর নিষেধাজ্ঞার পবিত্র বাতাবরণ আছে—যাকে অমান্য করলে মোজেসের আদেশ অমান্য করা হয় এবং ভগবানের রাগের কারণ হতে পারে।

এডওয়ার্ড বাইবেল পড়তে শুরু করল এবং ধর্মীয় সাহিত্যে মনোনিবেশ করল। সে নিজের অস্ত্র শানাতে শুরু করল, অ্যালিসের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য।

"প্রিয় অ্যালিস", সে অ্যালিসকে বলল, "যদি আমরা ভগবানকে ভালোবাসি, এতে কোনও নিষেধ নেই। আমরা যদি কোনও কিছুর জন্য দীর্ঘ অপেক্ষা করি, সে তো তার ইচ্ছেই নয়। খ্রিস্ট কিছু চান না, কিন্তু আমরা তাঁর ভালোবাসার দ্বারা শাসিত। হ্যাঁ, অ্যালিস বলল, "কিন্তু অন্য ধরনের ভালোবাসার কথা তুমি বলছ।"

"হ্যাঁ, একটামাত্র ভালোবাসা"—এডওয়ার্ড বলে।

"সেটা অবশ্য তোমাকে সইবে" বলল মেয়েটি, "একমাত্র ভগবানই আদেশ দিতে পারেন আর আমরা তা মানি।"

"হ্যাঁ ওল্ড টেস্টামেন্টের ভগবান, অবশ্যই ক্রিশ্চিয়ানদের তৈরি ঈশ্বর নন।"

"হ্যাঁ" এডওয়ার্ড বলল, "কেবলমাত্র ওল্ড টেস্টামেন্টের জিউসই তাঁকে বুঝেছিলেন খানিকটা এবং ঈশ্বরের আদেশ এবং আইন নির্দিষ্ট নিয়ম, মানুষ মানতে বাধ্য। মানুষ নিজের অন্তরে কী ভাবল সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। সেন্ট পল বলেছেন—সেটাই পবিত্র যা হৃদয় থেকেই পবিত্র।"

"আমি অবাক হব, তুমি, যদি পবিত্র হৃদয় মানুষ না হও।"

"এবং সেন্ট অগাস্টিন বলেছেন", এডওয়ার্ড বলে চলল, "ভগবানকে ভালোবাস কিন্তু মন যা চায় তাই কর।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"তুমি যাতে খুশি হও, আমি তাতে খুশি হই না।" সে উত্তর দিল, এডওয়ার্ড বুঝতে পারল তার তত্ত্বকথা কোনও প্রতিষ্ঠাই পায়নি, সুতরাং সে বলল—
"তুমি আমাকে পছন্দ কর না।"
"হ্যাঁ, তাই-ই"—অ্যালিস জানাল ভয়ংকর বাস্তবসম্মত কণ্ঠে—এবং সেজন্যই আমি চাই না এমন কাজ আমাদের মধ্যে ঘটুক যা হওয়া উচিত নয়।"
আগেই বলেছি এটি বিষণ্ণতার সপ্তাহ। এই বিষণ্ণতার কারণ আসলে এডওয়ার্ডের অ্যালিসের প্রতি আকাঙ্ক্ষা কেবলমাত্র একটি শরীরের প্রতি শরীরের আকাঙ্ক্ষা নয়। বিপরীত দিক থেকে মেয়েটি যতই তার শরীর প্রত্যাখ্যান করল, মেয়েটি হৃদয়গত দিক থেকে তাকে তত বেশি অধিকার করছিল। ক্রমশ দুজনেই শীতলতায় নিজেদের মুড়ে নিল—কারণ তারা স্বয়ংসম্পূর্ণ।
ঠিকমতো বলতে গেলে অ্যালিসের হৃদয় পরিবর্তন এডওয়ার্ডের হৃদয়েও পরিবর্তন এনেছিল। এমনিতে এডওয়ার্ড সভ্য-ভদ্র যুবক, সুতরাং সে চূড়ান্ত একটি মুহূর্তের অপেক্ষায় ছিল, কতক্ষণে অ্যালিস তার প্রতিরোধ ভাঙতে পারে। এমনিতে নেতিবাচকতার দিকে অ্যালিসকে নিয়ে যাওয়া বিপজ্জনক (কেননা সে স্বভাবতই আকৃষ্ট), সে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে চায় (সেটা যথেষ্টই কঠিন) অ্যালিসের অবস্থান তাকে লজ্জায় ফেলেছে। সহজভাবে বলতে গেলে, এডওয়ার্ড তার ধর্মীয় ভাবনাকে বাড়াতে চেষ্টা করেছে। সে একবারের জন্যও চার্চে যাওয়ার সুযোগ নষ্ট করতে চাইল না। তার অ্যালিসের জন্য আকাঙ্ক্ষার চাইতে তীব্র হয়ে উঠেছিল অ্যালিসের অখুশি হবার ভয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রে সে যখন নীচু হত, যখন অ্যালিস তার পাশে বসে প্রার্থনা করত, সবসময় সে সচেতন থাকত।
একদিন সে তার ধর্মীয় ভাবনার সমালোচনা করছে, এডওয়ার্ড জিসাসের কথা স্মরণ করে বলল—তোমার ভক্তি বাহ্যিক আর অগভীর। সে অ্যালিসের আত্মমগ্নতার সমালোচনা করল। আরও সমালোচনা করে বলল, সে নিজেকে ছাড়া আর কাউকে জানে না।
এইভাবে সমস্তটা বলবার সূত্রে (অ্যালিস তার আক্রমণের জন্য প্রস্তুত ছিল না), সে হঠাৎই রাস্তার বিপরীত কোণে নজর করে একজন অবহেলিত মানসিক রোগী একটি জংধরা লোহার ক্রুশ নিয়ে যাচ্ছে। সে ইচ্ছে করেই তার হাত ধরে (অ্যালিসের নির্বিকার হৃদয়ের প্রতিক্রিয়া হিসাবে) অবশ্য অ্যালিসের প্রতিক্রিয়া দেখার জন্য প্রস্তুত ছিল না, কিন্তু হঠাৎ তার স্কুলের মহিলা রক্ষককে সে রাস্তার ওপারে আবিষ্কার করে। সে তার দিকে চেয়ে আছে। এডওয়ার্ড বুঝতে পারে আজ সে শেষ হয়ে গেল।

৫

তার ভয় যে বাস্তবসম্মত তা বোঝা গেল সেই মহিলাকর্মী করিডোরে দাঁড়িয়ে জোর গলায় জানালেন পরের দিন বারোটায় মহাপরিচালিকার অফিসে দেখা করতে হবে— "তোমার সঙ্গে কিছু কথা আছে কমরেড।"
এডওয়ার্ড উদ্বেগ দূর করার জন্য সন্ধেবেলায় অ্যালিসের সঙ্গে দু-এক ঘণ্টা ঘুরে বেড়াল। কিন্তু এডওয়ার্ড ধর্মীয় বিষয় উত্থাপন করল না। সে মানসিক দিক থেকে প্রস্তুত ছিল তার

অপছন্দের চাকরিটি বাঁচাতে গেলে স্বয়ং ভগবানকে অস্বীকার করতে হবে। এই কারণে আজ সান্ত্বনা দেওয়ার জন্যই কোনও ঐশ্বরিক উপদেশ নিয়ে আলোচনা করল না। পরের দিন মহাপরিচালিকার ঘরে বিপরীতমুখী ভাবনা নিয়েই সে প্রবেশ করল।

ঘরে চারজন বিচারক তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। মহাপরিচালিকা, মহিলা রক্ষক, এডওয়ার্ডের সহকর্মী (চশমাপরা ছোটখাট মানুষটি) আরেকটি অচেনা ধূসর-চুলওলা ভদ্রলোক যাকে মহাপরিচালিকা 'ইনস্পেকটর' নামে ডাকছিলেন। মহাপরিচালিকা এডওয়ার্ডকে বসতে বললেন যে এরা কিছু বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য এসেছেন। এই সময় তিনি বললেন, এই আলোচনা তাঁর জীবনকে অনেক সহজ করে তুলবে। মহাপরিচালিকা জানালেন তার অতিরিক্ত কার্যাবলিই জীবনকে জটিল করে তুলেছে। তিনি ইনস্পেকটরের দিকে চাইলেন। যিনি মহিলাটিকে এতক্ষণ দেখছিলেন, তিনি বারবার করে বলে চললেন শিক্ষকদের সংস্কার থেকে মুক্ত হওয়া উচিত কেননা তারা আদর্শ মানুষ হিসাবে উপস্থাপিত। এই কারণে কোনও ধর্মীয় মানুষের সঙ্গ একটি প্রাচীর তুলে দেয়। এডওয়ার্ডের আচরণ এই স্কুলের পক্ষে অসম্মানজনক।

কয়েক মিনিট পরে এডওয়ার্ড বুঝল সে সম্প্রতি প্রাপ্ত ঈশ্বরকে অস্বীকার করতে সক্ষম হল আর মানতে হল চার্চে তার উপস্থিতি আর রাস্তার ঘটনাটি কেবলমাত্র রসিকতা। সামনাসামনি আলোচনায় সে মানল সে এরকমটি করতে পারে না। চারজন উত্তেজিত গুরুগম্ভীর লোকের সামনে তাদের আলোচনা তিক্ততায় পর্যবসিত হল। এই মুহূর্তে তার মনে হল—বিশেষ লক্ষ্যে তার খেলা উচিত—

"কমরেড, খোলাখুলি বলব?"

"অবশ্যই", মহাপরিচালিকা জানালেন, "আসলে তুমি তো এখানেই আছ।"

"আপনি রেগে যাবেন না তো?"

"আপনি বলে যান।" মহিলাটি বললেন।

"আসুন, আমি বলছি, আমি আদতে ভগবানে বিশ্বাস করি।"

সে জাজদের মুখের দিকে তাকিয়ে তৃপ্তি দেখতে পেল। কেবল মহিলা রক্ষকটি কটমট চেয়ে বললেন—"এই বয়সে আর এই সময়ে? কমরেড এই সময়ে আর এই বয়সে?"

এডওয়ার্ড বলে চলল, "আমি জানি আপনি রেগে যাবেন কিন্তু আমাকে সত্যি বলতে হবে। আমি মিথ্যা জানি না। আমাকে মিথ্যা বলতে বলবেন না।"

মহাপরিচালিকা ভদ্রভাবে বললেন, "কেউ চায় না তুমি মিথ্যে বল। তোমার সত্য না বলাই ভালো। শুধু আমাকে বল, একজন যুবকের কীভাবে ভগবানে ভক্তি আসে।"

"হ্যাঁ, আজ যখন আমরা চাঁদে যাচ্ছি....." শিক্ষকটি মেজাজ হারালেন।

"আমি আপনাদের সাহায্য করছি। আমি ভগবানে বিশ্বাস করতে চাই না। বিশ্বাস করুন।"

"আপনি বলছেন আপনি বিশ্বাস করতে চান না, তাহলে করেন কেন? (খুব নরম গলায়) সেই ধূসর চুলওলা লোকটি কথোপকথনে যোগ দিলেন।

আমি বিশ্বাস করতে চাই না, কিন্তু বিশ্বাস করি—এডওয়ার্ড তার সংলাপের পুনরাবৃত্তি করল।

শিক্ষকটি হাসতে লাগল—"কোথাও একটা বিপরীত ভাবনা আছে, তাই না?"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"কমরেড আমি আপনাকে বলছি" এডওয়ার্ড বলল—
"আমি খুব ভালো করে জানি ভগবান বাস্তব থেকে আমাদের দূরে নিয়ে যান। আর সমাজবিজ্ঞান বিশ্বাস করে ভগবান তাদের হাতে। কারওর কিছু করার নেই—ভগবানকে বিশ্বাস করতেই হয়।"
"ঠিক তাই"—মানলেন মহাপরিচালিকা।
কেউ প্রমাণ করতে পারবে না যে ভগবান আছেন—চশমার আড়াল থেকে বললেন শিক্ষক।
এডওয়ার্ড বলল, "মানবতার ইতিহাস বলেছে মানুষ তাদের নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই নির্মাণ করেছে, ভগবানের দরকার পড়েনি। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস পতনের দিকে নিয়ে যায়।"
"ঈশ্বরে বিশ্বাস মধ্যবয়সে আসে।" তখন মহাপরিচালিকা বললেন, শিক্ষক কিছু বললেন, এডওয়ার্ড কিছু বলল, ইনস্পেকটর কিছু বললেন—শেষে চোখ থেকে চশমা খুলে এডওয়ার্ড বলল—"তাই তুমি যখন রাস্তা পার হচ্ছিলে, তখন তুমি সব জানতে।"
এডওয়ার্ড তার চোখে চোখ রেখে বিষণ্ণ গলায় বলল—"কারণ আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি।" কিন্তু তোমার মধ্যে স্ববিরোধিতা আছে।
"হ্যাঁ", এডওয়ার্ড মেনে নিয়ে বলল, "এই বিরোধিতা যেটুকু জানি একের প্রতি অন্যের বিশ্বাস। আমি ঈশ্বর বিশ্বাস করি কেননা ভগবান সমস্ত বাধার ঊর্ধ্বে। আমার মনে হয় তার হয়তো অস্তিত্ব নেই।" কিন্তু হৃদয়ের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলে—"অনুভব করি তিনি আছেন—শুনুন কমরেড, আমি বলছি, আমি দুনম্বরি করতে পারব না—আমি যা পছন্দ করি তাই বললাম।"
শিক্ষকটির মস্তিষ্কটি শরীরের অনুপাতে মানানসই রকমের ছোট। সে রাতারাতি বিপ্লবী হয়েছে। মহাপরিচালিকা তাকে খুব একটা শ্রদ্ধা করে না এবং এই মুহূর্তে এডওয়ার্ডকে কেউ সন্দেহ করছে না, জাজের বহিষ্কারের সিদ্ধান্তও বেশ জটিল—ফলে এডওয়ার্ডের গুরুত্ব তার চেয়ে হাজার গুণ বেশি। সুতরাং সে বুঝতে পারেনি এডওয়ার্ডের মধ্যযুগীয় বিশ্বাস আধুনিক জীবনে কোন জায়গায় নিয়ে গেছে।
মহাপরিচালিকা তার বক্তব্য এই বলে শেষ করলেন—"আমরা জানি না কীভাবে মানুষের মাথা ঘোরে।" এই কমরেড খুব খোলামেলাভাবে যা হয়েছে তা বলেছেন। তিনি এডওয়ার্ডের দিকে ফিরে বললেন—"কমরেড ঠিকই বলেছেন, কিন্তু ধার্মিক লোকেরা আমাদের তরুণদের পড়াতে পারবেন না, কমরেড কী বলেন?"
"আমি জানি না, কমরেড।" এডওয়ার্ড খুশি মনে বলল।
এটাই আমি ভাবছি। ইনস্পেকটর বললেন নতুন ও পুরানোর দ্বন্দ্ব শ্রেণিগত দ্বন্দ্ব নয় এখানে, কিন্তু এই বিরোধ প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের অন্তরে অছে। কমরেডের অন্তরেই দ্বন্দ্ব রয়েছে। উনি জানেন কে তাকে পশ্চাতে টেনে দিচ্ছে। আমরা কমরেডের সম্মান বুঝতে পারছি, জানছি তার পিছিয়ে পড়ার কারণ। মহাপরিচালিকা মাথা নেড়ে বললেন—"আমি নিজেই তার দায়িত্ব নেব।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬

এডওয়ার্ড সবচেয়ে চাপজনিত বিপদকে কাটাল। তার শিক্ষকতার ভাগ্য এখন মহাপরিচালিকার হাতে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করছে, এটাই তার খুশির সবচেয়ে কারণ। তার ভাই-এর দৃষ্টিভঙ্গিতে মহাপরিচালিকার চোখ সবসময় যুবকদের উপর থাকে, সুতরাং তার দুর্দম যৌবনের আত্মবিশ্বাসে সে তার শাসককে অতিক্রম করতে পারবে এইরকম বিশ্বাস তার জন্মাল।

তারপর, চুক্তি অনুসারে, কয়েকদিন পরে অফিসে গিয়ে হালকা সুরে কথা বলবার চেষ্টা করছিল। প্রত্যেক সময় কথা বলার ক্ষেত্রে একটি বেশি বেশি করে বাড়িয়ে বলা এবং কৌতূহলী যুবকের দ্বিমুখী সুরে কোনও মহিলার প্রশংসাসূচক কথা বলার চেষ্টা করতে লাগল। মহাপরিচালিকা অবশ্য দৃঢ়ভাবে কথা কইতে লাগলেন। তিনি কোন কোন বই পড়া উচিত এ বিষয়ে মতামত দিতেন। তার দীর্ঘমেয়াদি চিন্তাসূত্র নিয়ে আলোচনার অবসান হল তার বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়ে।

অবশেষে ফলাফল এটিই হল—মহাপরিচালিকা গম্ভীর হয়ে থাকলেন, এডওয়ার্ডের পুরুষালি আত্মবিশ্বাস কমে গেল, সে তার ব্যাচেলার অ্যাপার্টমেন্টে মন খারাপ নিয়ে ফিরে গেল।

মহিলাটি তাকে আমন্ত্রণ জানালে তার বাড়িতে গেলে তাকে একটি আরামকেদারায় বসতে দিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে এক কাপ কফি খাবে কিনা জিজ্ঞাস্যে করলেন। সে বলল খাবে না। তাহলে কিছুটা অ্যালকোহল। সে লজ্জা পেল। তাহলে কিছুটা কগনাগ। সে তো খানিকটা ঘাবড়ে গেল। কিন্তু মহাপরিচালিকা জানালেন আমার কাছে কগনাগ নেই, কিছুটা ওয়াইন আছে, তারপর হাফবোতল নিয়ে এলেন, যেটুকু এদের দুজনের জন্য যথেষ্ট।

তিনি এডওয়ার্ডকে জানালেন, কোনও পরামর্শদাতা হিসেবে নয়। প্রত্যেক মানুষের নিজস্ব অধিকার রয়েছে—স্বাভাবিকভাবে বলা যেতে পারে (হঠাৎই তিনি যোগ করলেন)—তাকে শিক্ষক হিসেবে মানাবে কিনা। তুমি খোলামেলাভাবে বলেছ কোনও কিছু অস্বীকার করনি। ইনস্পেকটরের সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছে ছয়মাস ধরে তাকে উপদেশ দিতে হবে, যাতে তার প্রভাব তার ওপরে বেড়ে যায়। সুতরাং তাকে উপদেশ দিতে হবে বন্ধুত্বের সুরে, কোনও পুলিশম্যানের মতো নয়। যে মানুষটি নিজের ভিতরে কিছু লুকিয়ে রাখে, সে অপরকে বলি দিতে পারে। মহিলা রক্ষক বলছিল, তুমি যে খুব সরল আর শূকরীর মতো তোমার বিষয়ে নাক গলিয়েছিল। সে বিশেষ কোনওভাবে তোমাকে স্কুল থেকে বের করে দিতে চায়, আমি তার সঙ্গে সহমত নই। তবে আমি এটাও চাই না, আমার বিদ্যালয়ের কোনও শিক্ষক ক্রুশ নিয়ে রাস্তা পার হন।

মহাপরিচালিকা এডওয়ার্ডকে বোঝালেন তাঁর করুণা কত মহৎ কীভাবে তিনি তাঁর ভবিষ্যৎকে রক্ষা করেছেন। তাদের আলোচনা কত বন্ধুত্বপূর্ণ, সেজন্য অন্য আলোচনার দিকে গেলেন না। তিনি অনেকগুলি বই-এর কথা বলে তাঁর বুক কেসের দিকে এগিয়ে গেলেন। তিনি রোনাল্ডের 'এনচানটেন্ড সোল' নামে বইটি দেখিয়ে সেগুলি না পড়ার জন্য বকাবকি করলেন। স্কুলে এডওয়ার্ডের কেমন লাগছে এবং এডওয়ার্ডের প্রথাসম্মত উত্তরের পরে দীর্ঘ একটি ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন তিনি তার ভাগ্যের প্রতি কৃতজ্ঞ কেননা, শিশুদের সংস্পর্শে আসা মানেই ভবিষ্যতের সঙ্গে থাকা। আমি বিশ্বাস করি শুধুমাত্র বেঁচে থাকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্যই বেঁচে থাকা নায়, আরও কিছুর জন্য বাঁচা উচিত। এই কথাগুলি খুব অস্পষ্ট শোনাল কারণ মহাপরিচালিকার আদর্শগত ধারণা এবং জীবনের বাস্তবতার মধ্যে আত্মীকরণ ঘটেনি। এডওয়ার্ড নীচু গলায় জিজ্ঞাসা করল—

"তোমার নিজের জীবনটি কেমন?"

"আমার জীবন?" তিনি পুনর্বার জিজ্ঞাসা করলেন।

"আপনার জীবনে কি আপনি খুশি নন?"

"আমার জীবন?" তিনি আবার উচ্চারণ করলেন।

"আপনার জীবনে কি আপনি খুশি নন?"

একটা তিক্ত হাসি তার মুখে ফুটে উঠল, এডওয়ার্ড কথাগুলি বলার জন্য সেই মুহূর্তে লজ্জিত হয়ে উঠল। মহিলার কালো চুলে ঘেরা হাড়সর্বস্ব মুখে একটা ছায়া পড়েছে। হঠাৎ যেন তার মুখে তার জীবনের দুঃখের আভাস ফুটে উঠল। হঠাৎ তার মনে পড়ল স্ট্যালিনের মৃত্যুতে তার বেদনাহত প্রতিমূর্তি, মনে পড়ল হাজারটি মিটিং-এ আবেগভরে তাঁর যোগদানের কথা, মনে পড়ল বেচারা জিসাসের বিরুদ্ধে তার আবেগসম্মত প্রতিরোধের কথা। সে বুঝতে পারে এই কাজগুলি তার আকাঙ্ক্ষার অবদমিত প্রকাশ। যুবক এডওয়ার্ডের অনুভূতি তত গভীর নয়। সে মহাপরিচালিকার দিকে সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। তিনি ভাঙা গলায় বলে উঠলেন—

"আমার ওপরে কিছু নির্ভর করে না জানো, এডওয়ার্ড, একজনের কপাল তার নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করে।" তিনি গভীরভাবে তার চোখের দিকে চেয়ে বললেন "প্রশ্ন এইটাই যে কোনটা আসল আর কোনটা সন্দেহজনক। ঈশ্বর এক আশ্চর্য সৃষ্টি। কিন্তু এডওয়ার্ড, মানুষের ভবিষ্যৎ ভীষণভাবে বাস্তব। আর আমরা বাস্তবতার জন্যই বাঁচি, আমাদের সবকিছু বাস্তবের জন্য।"

এডওয়ার্ড জানাল আমি তোমার সঙ্গে একমত—কিন্তু ধর্মকে এত আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে আমি ইচ্ছুক নই।

মহাপরিচালিকা তার দিকে শীতল চোখে চেয়ে বললেন ভান কোরো না, খোলাখুলি আলোচনা কর। তুমি এমন কিছু করবে না, যা তুমি নও।

এডওয়ার্ড যে ধর্মীয় বাতাবরণে নিজেকে ঢেকেছিল, সংশোধন করবার দ্রুত উপায় না পেয়ে বলল—না, না, আমি তা বলতে চাইনি। আমি ভগবানে বিশ্বাস করি না তা নয়। তবে মানুষের ভবিষ্যতের কথাও তো ভাবতে হবে। একজন শিক্ষক হিসেবে ভাবতে হবে, ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং কম্যুনিজমকে একসঙ্গে মেলানো যাবে না।"

"না", মহাপরিচালিকা মাতৃত্বসুলভ কঠোর আদেশের সুরে বললেন—"না, দুটো জিনিসকে মেলানো যায় না।"

"আমি জানি", এডওয়ার্ড বিষণ্ণ সুরে বলল—"তাহলে আপনি আমার ওপর রেগে গেছেন।"

"আমি রাগিনি, তুমি তো যুবক এবং তোমার বিশ্বাস দৃঢ়। আমি তোমাকে জানাচ্ছি—আমি তোমার যৌবনকে পছন্দ করি। আমি, হয়তো তোমাকে পছন্দ করি।"

এটাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। আগেও নয়, পরেও নয়, সঠিক মুহূর্তে। এডওয়ার্ড যেন যন্ত্র—যখন মহাপরিচালিকা আবারও বললেন, তিনি তাকে পছন্দ করেন, এডওয়ার্ড প্রকাশহীন বলল—

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"আমিও।"
"সত্যি!"
"সত্যি।"
"আমি কখনও না, আমি একটা বুড়ি...." বাধা দিল মহাপরিচালিকা।
"এ তো সত্যি নয়"—এডওয়ার্ড বলল।
"হ্যাঁ, তাই-ই", বললেন মহাপরিচালিকা।
"আপনাকে যে বৃদ্ধা বলে সে বোকা।" সে দৃঢ়ভাবে বলল।
"তুমি তাই ভাব।"
"তার কারণ আমি আপনাকে খুবই পছন্দ করি।"
"মিথ্যা বোলো না, কারণ আমি জানি তুমি মিথ্যা কথা বলো না।"
"আমি মিথ্যা বলছি না। আপনি সুন্দরী।"
"সুন্দরী।"—মহাপরিচালিকা এমন মুখ করলেন যেন একথা বিশ্বাস করতে পারছেন না।
"হ্যাঁ সুন্দরী।" এডওয়ার্ড ভিতরের চাপ থেকে বলে চলল।
"আমি আপনার মতো কালো চুলের মহিলার জন্য পাগল।"
"তুমি কালো চুলে মহিলাদের পছন্দ কর?"
"হ্যাঁ, আমি তাদের জন্য পাগল।"
"তুমি তাহলে সবসময় স্কুলে থাকো না কেন? আমার ধারণা তুমি আমাকে এড়িয়ে চল।"
"আমার লজ্জা করে।" এডওয়ার্ড বলল—"সবাই ভাবে আমি আপনাকে দেখে ভয় পাই; কিন্তু কেউ বিশ্বাস করবে না আমি কেবল আপনাকে দেখার জন্যই স্কুলে আসি।" "লজ্জা করবে না"—মহাপরিচালিকা বললেন, "আমি সিদ্ধান্ত করলাম তুমি মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করবে।" তারপর তার দীর্ঘ বাদামি চোখের তারা বিস্ফারিত করে তার হাতে আলতো টোকা দিলেন, বোকা ছেলেটা জিতে যাওয়ায় তার আনন্দ হল।

৭

এডওয়ার্ড নিশ্চিত ছিল তার এই অপছন্দের ভালোবাসার ফলাফল হিসেবে, আগামী রবিবার চার্চে যাওয়ার ক্ষেত্রে কোনও বাধাই সৃষ্টি হবে না। শুধু এর জন্যই নয়, সে খুবই আত্মবিশ্বাস নিয়ে কখনও কখনও যেন ক্ষতিপূরণের হাসি হেসে সে তার পুরুষালি আবেদনের কথা মনে করত—যা সে মহাপরিচালিকার বাড়িতে দেখিয়েছিল। রবিবারে এডওয়ার্ড দেখল অ্যালিস খানিকটা অন্যরকম। চার্চে তাদের দেখা হওয়া মাত্র তার হাতটি যেন তার কনুই-এর কাছে স্পর্শ করে গেল। অন্যসময় অ্যালিস ভদ্রতার প্রতিমূর্তি, আর এখন মৃদু হেসে এমনভাবে চাইল যে তার দশরকমের মানে হয়।
এডওয়ার্ড কৌতূহলী আর অর্থটা বুঝতে পারছে না। দুদিন পরে তারা যখন দুজনে সন্ধ্যার অন্ধকারে হেঁটে বেড়াচ্ছে, এডওয়ার্ডের চুম্বনের মুহূর্তে রাস্তার আলো তাদের মুখের ওপর পড়ল—আর অ্যালিসের চোখ দুটি তার দিকে গভীরভাবে চেয়ে রইল, আর সে বলল—"আমাকে বলতে দাও আমি তোমাকে পছন্দ করি"—তারপরেই অ্যালিস এডওয়ার্ডের

মুখে হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলে যেতে লাগল—"কিছু বলবে না, আমার লজ্জা করবে, আমি কিছু শুনতে চাই না।"

তারপর তারা হাঁটল, আবার থামল। আবার হাঁটল। অ্যালিস বলল, "আমি বুঝতে পেরেছি সবকিছু, আমার ভাগ্যের সঙ্গে তুমি আমাকে সইয়ে নিতে চাও।"

"তুমি আমকে সইয়ে নিতে চাও।"

"তুমি আমাকে কিছু বলবে না?"

"তুমি তো সব কিছু অতিক্রম করেছ"—অ্যালিস উত্তেজনাভরে বলল।

"কী ঘটেছে?"

"তোমাকে কে কী বলেছে?"

"এসো, সবাই সবকিছু জানে। তারা উপদেশ দিয়েছে, তারা ভয় দেখিয়েছে আর তুমি তাদের মুখের দিকে চেয়ে হেসেছ। তুমি কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাওনি, সকলে তোমাকে পছন্দ করেছে।

"কিন্তু আমি তো তোমাকে সবকিছু বলিনি।"

"বোকার মতো কথা বোলো না। এ কথা চারিদিকে ছড়িয়েছে সকলেই জানে। এ তো কোনও ছোট ঘটনা নয়, কজনের এমন সাহস থাকে।"

এডওয়ার্ড জানত ছোট্ট ঘটনাও এখানে উপকথায় পরিণত হয়ে যায়। এডওয়ার্ড যে শেষ হয়ে যাবে সকলেই জানত। কিন্তু অ্যালিস তার মনে মনে এমন একটি চমৎকার কল্পনা সৃষ্টি করে তাকে ঘিরে যে সেও ক্রিস্টের মতো নিজের ক্রুশের ব্যবস্থা করেছে। সে এ বিষয়টি খুব ঠান্ডাভাবেই নিল—আমি এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দেখাইনি। অন্য কেউ হলে এর থেকে অনেক বেশি করত। "যে কেউ?" অ্যালিস বলল, "চারিদিকে তাকিয়ে দেখো তো কেউ এরকম আছে কি না। সবাই ভীতু। সবাই নিজেদের মাকে ভুলে যাচ্ছে।"

এডওয়ার্ড আর অ্যালিস দুজনেই নীরবে রইল। তারা হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। অ্যালিস ফিসফিস করে বলল, "আমি তোমার জন্য সবকিছু করতে পারি।"

কেউ কখনও এডওয়ার্ডকে এমন কথা বলেনি। এ এক অভাবনীয় পুরস্কার। সে জানে এ হল ঈশ্বরের দেওয়া উপহার। তাই সে বলল—

"ওরা আমাকে স্কুল থেকে তাড়াবেই। ওদের যে হিরো সে আমার দিকে আঙুল তোলেনি। একটা জিনিস ঠিক যে আমি সম্পূর্ণ একা হয়ে যাব।"

"তুমি হবে না।" অ্যালিস মাথা নাড়ল।

"আমি হবই।" এডওয়ার্ড বলল।

ওরা আমাকে চেপে ধরেছে। এডওয়ার্ড মন খারাপের সুরে বলেছে, "না, অ্যালিস, তুমি আমাকে পছন্দ করো না। আমিও তোমাকে করব না।"

"এ তো সত্যি নয়।" এডওয়ার্ড লক্ষ করল, অ্যালিসের চোখ ভিজে গিয়েছে।

"অ্যালিস, শোনো, তুমি সব সময় আমার সঙ্গে ঠান্ডা ব্যবহার করো। কাউকে যে ভালোবাসে সে এরকম করে না। আজ তোমার আমার প্রতি দয়া হচ্ছে কেননা ওরা আমাকে একা করে দিচ্ছে। কিন্তু তুমি আমাকে ভালোবাসো না, কেননা তুমি আমাকে পছন্দ করো না।

তারা নীরবে হাত ধরাধরি করে হাঁটছিল। অ্যালিস একটু থামছিল আর বলছিল—"না, না,

এ হতে পারে না। তুমি বিশ্বাস করতে পারো না। এ তো সত্যি নয়।"
"হ্যাঁ তাইই"—বলল এডওয়ার্ড। অ্যালিসের কান্না থামছিল না। এডওয়ার্ড বলল, শনিবার তারা গ্রামে যাবে। তার ভাই-এর বাড়ির সেই সুন্দর উপত্যকায়।
অ্যালিসের মুখ তখন কান্নায় ভেজা, সে তখনও মাথা নাড়ছে।

৮

মঙ্গলবারে মহাপরিচালিকার ব্যাচেলারস অ্যাপার্টমেন্টে ডাক পড়ল এডওয়ার্ডের। নিজের পুরুষালি আত্মবিশ্বাসে সে এতটাই ভরপুর যে চার্চের বদনামটুকু সামান্য ধোঁয়ার মেঘ ছাড়া আর কিছু বলেই মনে হয় না। এভাবেই জীবন চলে যায়। মানুষ একটি বিশেষ ভূমিকায় নিজেকে দেখতে চায়। কিন্তু ভাবতেও পারে না তাকে খবর না দিয়েই সমস্ত প্রেক্ষাপটটিই বদলে যেতে পারে।
সে মহাপরিচালিকার বিপরীত দিকের একটি চেয়ারে বসেছিল। মাঝখানে কগনাগের ছোট্ট বোতল আর দুটি গ্লাস। এই কগনাগের বোতলটি উজ্জ্বল এবং ভদ্র আধুনিক যুবক হয়ে ওঠার নতুন উপকরণ—চার্চের বদনামটিকে যা সহজেই ভুলিয়ে দেবে।
সরল এডওয়ার্ড এতটা মাতাল হয়ে যাবে প্রথমটায় বুঝতে পারেনি। প্রাথমিক কথোপকথনে (খুবই সাধারণ প্রসঙ্গ) একটি গ্লাস মদ তাকে পান করতে দেওয়া হয়েছিল আর ক্রমশ তার এইসব প্রসঙ্গগুলি একঘেয়ে লাগছিল। আধঘণ্টার মধ্যে মহাপরিচালিকা ইচ্ছা করেই নানা ধরনের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ তুললেন। তিনি নিজের সম্বন্ধে একগাদা কথা বললেন যাতে এডওয়ার্ডের সামনে তার ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়। তিনি একজন সহানুভূতি সম্পন্ন মধ্যবয়সি মহিলা, খুব সুখী নন; তার অবশ্য কোনও কিছুর জন্যই অনুশোচনা নেই। বিয়ে করেননি বলে কোনও দুঃখ নেই। কেননা স্বাধীনভাবে তিনি ব্যক্তিগত জীবন কাটাচ্ছেন। তার এই সুন্দর আবাসনে এডওয়ার্ড খুব স্বচ্ছন্দ বোধ করছিল না।
"আমি এখানে খুব ভালো আছি" মুখে একথা বললেও সেই মুহূর্তে এডওয়ার্ড খুব বিষণ্ণ। কগনাগের বোতল থেকে মদ নিয়ে, ব্যাচেলারস অ্যাপার্টমেন্টের চার দেওয়ালের মধ্যে (যার মধ্যে তার বন্দি বলে মনে হচ্ছিল) মহাপরিচালিকার একোক্তি (যার অধিকাংশই ব্যক্তিগত), তার দৃষ্টি (ভয়ংকরভাবে যা একদিকেই রয়েছে) সবকিছুই, সব পরিবর্তনই তাকে পাওয়ার জন্যই।
সে সব কিছুই শুনছিল কিন্তু কিছুই তার মধ্যে প্রভাব ফেলছিল না, কেননা মদ সে দুপাত্র খেয়েছিল বটে কিন্তু উত্তেজনায় তার নেশা হয়নি। অপরদিকে মহিলাটি নেশাগ্রস্ত হয়ে তার স্বভাবসুলভ ভদ্রতা হারিয়ে বলতে লাগল, "আমি তোমাকে হিংসা করি—কারণ তুমি যুবক। তুমি তো জানো সমস্ত পৃথিবীই সুখ ও আনন্দে ঘেরা। এডওয়ার্ড টেবিলে নীরব গাম্ভীর্য নিয়ে তার দীর্ঘ চোখের দিকে চেয়ে ভয়ে ভয়ে বলতে পারল না, সন্ধেটা উতরে যাচ্ছে, মদ খেলে তার অস্বস্তি হয়। বদলে গ্লাসে খানিকটা কগনাগ দ্রুত ঢালল।
মহাপরিচালিকা বললেন, আমি এমনটি দেখতে চাই না। এরকম তুমি করবে না। তারপর আর্মচেয়ারটি ধরে তৃষ্ণাভরে বলে চললেন—"আমি খুব বোরিং মহিলা তাই না?

—এডওয়ার্ডের হাত ধরে বললেন, "না"—এডওয়ার্ড বলল।

"এসো, তাহলে আমরা নাচি।" তারপর দ্রুত রেডিও চালালেন এবং চ্যানেল ঘোরাতেই লাগলেন যতক্ষণ না একটা মিউজিক বাজে।

এডওয়ার্ড উঠে পড়ে বাজনার তালে তালে মহাপরিচালিকার নির্দেশমতো নাচতে লাগল। প্রতিমুহূর্তে আলতো করে তার কাঁধে মাথা রেখে তুলে নিচ্ছিলেন আর চেয়ে থাকছিলেন তার মুখের দিকে। তারপরে খুব নীচু স্বরে গান শোনাতে শুরু করলেন।

মাঝে মাঝেই এডওয়ার্ডের পিপাসা পেতে থাকল। নাচতে তার ভালো লাগছিল না। একসময় অসুবিধাটা তার অসহ্য হয়ে উঠল। সে ক্রমাগত মহিলাকে অনুসরণ করে যাচ্ছিল আর মদের পিপাসা তীব্রতর হয়ে উঠল। তারপর একটা সময় তার মস্তিষ্ক অচল হয়ে উঠলে সে মহিলাকে শরীরের সঙ্গে চেপে ধরে বাঁ হাত তার স্তনে হাত দিল।

হ্যাঁ, সারা সন্ধে এই ভয়টাই সে করছিল। তার আর কিছু করার ছিল না, কিন্তু এই কাজ না করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। মহাপরিচালিকার স্তনে হাত দেওয়া মানে পরিস্থিতির কাছে সম্পূর্ণ নতিস্বীকার।

ফলাফল সম্পূর্ণ প্রত্যাশার অবসান ঘটাল। এই জাদুময় পরিবর্তনে মহাপরিচালিকা তার হাত ছাড়িয়ে তার লোমশ ঠোঁটদুটি তার মুখের সামনে মেলে ধরলেন। তিনি কৌচে এলিয়ে পড়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিতে শুরু করলেন। তারপর তার জিভটি এডওয়ার্ডের মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে সজোরে কামড়ে ধরলেন। তারপরে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ছুটে ঢুকলেন বাথরুমে।

এডওয়ার্ড দেখল তার জিভ কেটে রক্ত বেরোচ্ছে। নেশার মধ্যেও সে বুঝতে পারল এরপর তার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে। বাথরুম থেকে জোরালো জলের শব্দ শুনতে পেল। সে কগনাগের বোতল তুলে প্রচুর মদ খেতে শুরু করল।

খানিকক্ষণ বাদে মহাপরিচালিকা একটি পাতলা নাইলনের নাইটগাউন পরে দরজায় হাজির হচ্ছিল। (তার বক্ষটি লেশ দিয়ে ঢাকা।) এডওয়ার্ডের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বললেন "তুমি কি এখনও পোশাক পরে থাকবে?"

এডওয়ার্ড তার জ্যাকেট ছুঁড়ে ফেলল। মহাপরিচালিকা বড় বড় চোখে তখনও চেয়ে আছে। সে অচেনা গলায় বলল—সম্পূর্ণভাবে ছেড়ে ফেলব।

তীব্র আবেগে মহিলা পোশাক ছেড়ে নগ্ন হয়ে তার সামনে দাঁড়ালে এডওয়ার্ড আবিষ্কার করল তার শরীর ভয়ে উদ্বেগে কাঁপছে।

আমরা জানি মানুষের শরীরে কখন কী হয় বলা যায় না, কিন্তু এডওয়ার্ড তো তরুণ। তার শরীরে উত্তেজনার বদলে এল ভয়। একটি সুন্দর মুখের পরিবর্তে মহাপরিচালিকার হাস্যকর মুখ। মহাপরিচালিকা তার দিকে এক পা, এক পা করে এগিয়ে এলে, সে পিছিয়ে যেতে থাকে। সে এই মুহূর্তে জানে না কেমন করে কী করতে হয়।

—না, ভগবান না—এ পাপ, পাপ—এডওয়ার্ড সজোরে লাফ দেয়।

মহাপরিচালিকা তার দিকে এগিয়ে এসে বলে, "পাপ কোথায়? পাপ? এখানে কোনও পাপ নেই।"

এডওয়ার্ড টেবিলের পিছনে লুকিয়ে পড়ে। মহাপরিচালিকা তার দীর্ঘ বাদামি চোখ মেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে যেতে থাকে—"না, না—এ পাপ নয়, পাপ নয়।"
এডওয়ার্ড পালাবার কোনও পথ না পেয়ে গম্ভীর গলায় আদেশ দেয়—"হাঁটুমুড়ে বসুন।" তিনি বুঝতে পারেন না। এডওয়ার্ড তীব্র কণ্ঠে আদেশ দেয় হাঁটুমুড়ে বসুন।
"হাত উপরে তুলুন"—এডওয়ার্ড বলে "হাত জোড় করুন" মহিলা তার দিকে অদ্ভুত চোখে তাকাল।
"হাত জোড় করুন। শুনতে পাচ্ছেন না?" তিনি হাত জোড় করেন। তিনি বাদামি চোখ মেলে তার দিকে চেয়ে রইলেন। এডওয়ার্ড তার দিকে চেয়ে তার নিজের অবদমিত আত্মবিশ্বাস ফিরে পাওয়ার তাগিদে বলে যেতে লাগলেন তাকে সম্পূর্ণভাবে নজর করে—"প্রার্থনা করুন।"
তিনি চুপ করে থাকলে বলতে লাগলেন—"জোরে জোরে বলুন।"
তখন সেই ত্বক সর্বস্ব, উলঙ্গ মহিলা হাঁটু গেড়ে বলে যেতে লাগলেন—"ও ভগবান, তুমি স্বর্গে আছ, আমি তোমায় ডাকছি"—তিনি প্রার্থনা মন্ত্র বলে চললেন আর মনে হতে লাগল ভগবান যেন তার সামনেই আছেন। সেই নতজানু মহাপরিচালিকা—যিনি অধস্তনের দ্বারা অপমানিত হচ্ছেন—সেই নাস্তিক বিপ্লবী, ঈশ্বরের প্রার্থনার মধ্য দিয়েই তার অপমান।
নেশাগ্রস্ত এডওয়ার্ডের মস্তিষ্কে এই দৃশ্য বিশেষ উত্তেজনা আনল।
মহাপরিচালিকা যখন বললেন "আমাদের প্রশান্তি দাও"—সে তখন পোশাক ছাড়ল। তিনি বললেন—'আমেন'—এডওয়ার্ড ভয়ংকরভাবে তাকে মাটি থেকে তুলে কৌচে ছুঁড়ে দিল।

৯

বৃহস্পতিবারে এই ঘটনার পরে শনিবারে অ্যালিস তার ভাইকে দেখতে কাছাকাছি সেই কুটিরটিতে গেল। তারপরে সারাদিন দুই প্রেমিক-প্রেমিকা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারা পরস্পরকে চুম্বন করল। এডওয়ার্ডের হাত নাভির কাছের সেই কাল্পনিক সীমারেখার কাছে ঘোরাফেরা করল—সেই সীমারেখা যা সরলতার বন্ধন হারায়নি। এডওয়ার্ড কি ভগবানকে বিদ্রূপ করছে ; না ভগবান এডওয়ার্ডকে!
প্রতিক্রিয়া হল, এমন হল যে অ্যালিস অনেক কথা বলতে লাগল। এডওয়ার্ড চুপ করে থাকল। এডওয়ার্ডের এই নাটকীয় পরিবর্তনে অ্যালিস ব্যথা পেল।
তারপর অন্ধকার ঘনিয়ে এলে তারা কটেজে এল। আলো নিবিয়ে শুতে গেল বিছানায়। চুম্বনের পরে এডওয়ার্ডকে অ্যালিস আলো নিবিয়ে দিতে বলল। আকাশ থেকে তারার আলো আসছিল। অ্যালিস এই আলোটুকুও সহ্য করতে পারছিল না। এডওয়ার্ড জানালা বন্ধ করলে সম্পূর্ণ অন্ধকারে অ্যালিস এডওয়ার্ডের কাছে নিজেকে সমর্পণ করল।
এডওয়ার্ড এই মুহূর্তটির জন্য এতদিন অপেক্ষা করছিল। যখন সেই মুহূর্তটি এল, তখন তার কাছে তার গুরুত্ব হারিয়ে গিয়েছিল। সঙ্গমের মুহূর্তে সে অন্যমনস্ক ছিল। অ্যালিসের তার প্রতি ঠান্ডা ব্যবহার, সেই বিষণ্ণ সপ্তাহগুলি তার মনে পড়ছিল। সবকিছু তার কাছে ফিরে ফিরে আসছিল। তার যন্ত্রণাময় দিনগুলির কথা মনে পড়ছিল। রাগ হচ্ছিল তার। তার মনে হচ্ছিল যে ঈশ্বরকে অ্যালিস ভজনা করে, সে তার প্রতি বিরূপ আচরণ করছে। সমস্ত

রাগ আবেগময় ভালোবাসায় রূপান্তরিত হল। মেয়েটি সমস্ত পরিশ্রমের শেষে নিঃশব্দ শ্রান্তিতে অ-নাটকীয়ভাবে ঘুমিয়ে পড়ল।

মেয়েটি তার বুকে ঘুমিয়ে পড়লেও এডওয়ার্ড জেগে রইল অনেকটা সময়। এই খেলাতে সে কোনও আনন্দ পায়নি। অ্যালিসের শরীরটাও তার অচেনা লাগছিল।

আমরা এরপরে থামতে পারি। তার সরলতার সঙ্গে মিশে আছে বিশ্বাস—এই মুহূর্তে এডওয়ার্ডকে মনে হল সে তাকে নিয়ে হাসতে পারে, সে তাকে অভিশাপ দিতে পারে, কিন্তু তাকে সে শ্রদ্ধাও করে।

তার শরীরকে সে সত্যিই ভালোবাসে। যখন অ্যালিস ঘুম থেকে উঠল সে তাকে নগ্ন হতে বাধ্য করল। কারণ অ্যালিস গতকাল জোর করে জানলা বন্ধ করেছিল। এই মুহূর্তে দিনের আলোয় তার লজ্জা ভুলিয়ে দিতে চাইছিল সে। এডওয়ার্ড তাকে খুঁটিয়ে দেখল। অ্যালিস সকালের ব্রেকফাস্টের জন্য চা আর বিস্কুটের সন্ধান করছিল, তখন তার চিন্তাস্রোতে খেই হারাল। জানাল ব্রেকফাস্টের পরে দাদা ভাই-এর সঙ্গে দেখা করবে।

দাদা জিজ্ঞেস করল স্কুলে কী হয়েছে। এডওয়ার্ড বলল, সব মিলিয়ে ভালো। দাদা বলল ওই চেখাখোভা আসলে একটা শূকরী, কিন্তু আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি। ও জানে না ও কী করেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাকে একটা সৌন্দর্যময় জীবনের সন্ধান দিয়েছে। একজন কৃষক হিসাবে আমি প্রকৃতির কাছাকাছি। প্রকৃতির সংস্পর্শে শহরের যন্ত্রণা থেকে আমি দূরেই আছি। এই মহিলা আমাকে অনেক সুখ দিয়েছেন। এডওয়ার্ড দাদাকে বলল, অ্যালিসকে সে ভালোবাসে; কীভাবে ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হয়েছে, কীভাবে চেখাখোভা তাকে নতুনভাবে শিক্ষা দিতে চেয়েছে, কীভাবে অ্যালিস আত্মসমর্পণ করেছে—সে যে একজন বীর। শুধু বলল না চেখাখোভাকে কীভাবে সে প্রার্থনা করতে বাধ্য করেছে—কেননা দাদা বিষয়টি মেনে নেবে না।

"—আমি ভাবি আমার অনেক দোষ থাকতে পারে কিন্তু আমি তা করব না। অন্যেরা কী ভাববে এই ভাবনা আমার থাকবে।"

এডওয়ার্ড দাদার এই মনোভাবে তর্ক করতে চাইল—

"আমি জানি দাদা, তুমি সোজা-সাপটা মানুষ। আমার তোমার জন্য অহংকার হয়। আমি তোমাকে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছি। তুমি আমাকে সত্য কথাটা বলবে। কিন্তু ধরো তোমার সঙ্গে যদি কোনও পাগলের দেখা হয়, তাহলে সে যদি বলে এগুলি মাছ, তাহলে আমাদের বলতে হবে এগুলি মাছ। তুমি কি তাদের সঙ্গে তর্ক করবে? তুমি কি তার সামনে ন্যাংটো হয়ে বলবে—দ্যাখো, দ্যাখো আমাদের গায়ে মাছের পাখনা নেই। তুমি কি তার মুখের সামনে তুমি যা ভাব সেই কথাটাই বলবে।"

তার ভাই চুপ করে থাকল এডওয়ার্ড বলে চলল : "তুমি যদি সত্যি কথাটা বলতে, সত্যি কথাই বলতে, তুমি যদি পাগলের সঙ্গে সিরিয়াস কথা বলতে, তাহলে তুমিও পাগল হয়ে যেতে। আর এইটাই জগৎ ঘিরে হয়। যদি আমি স্পষ্টভাবে তুমি যা ভাব সেকথা বল তাহলে আমি তোমাকে গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করব। আর গুরুত্বহীন কোনও বিষয়কে যদি গুরুত্ব দাও—তাহলে তুমি অন্যের থেকে কম গুরুত্ব পাবে। তুমি যদি মিথ্যা বল, পাপকে সিরিয়াসলি নাও, তাহলে তুমিও তাদের একজন হয়ে যাবে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০

এক রবিবারের বিকালে দুই প্রেমিক-প্রেমিকা শহর ছাড়ল। তারা একটি নির্জন কম্পার্টমেন্টে উঠল (মেয়েটি আবার কথা কইতে শুরু করেছে)। এডওয়ার্ড মনে করল কীভাবে জীবনে গুরুত্ব দিয়ে তাকে চেয়েছে। তারপর বেদনাসহ সে অনুভব করেছে—অ্যালিসের সঙ্গে তার এই অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। সে তার হাত চেপে ধরেছে।—এগুলি তার কাছে অর্থহীন, কাণ্ডহীন, ওজনশূন্য কাগজের মতো। সে এগুলিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ কেননা সে উলঙ্গ মহাপরিচালিকা দিয়ে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করিয়েছে। নতুন কাজের জায়গায় সে পরিবর্তনহীনভাবে ব্লটিং পেপারের কালির মতো শুষে যাচ্ছিল। খুব খারাপ, খুব খারাপ সে অভিজ্ঞতা। কতদিন সে প্রাণ খুলে হাসতে পারেনি। এখানে বোকা বোকা অভিজ্ঞতার পুনরাভিনয়, ছায়া এখানে ছায়াই রয়ে যায়—আর সেই অভিজ্ঞতা নতুন কিছুই দেয় না।

এই অভিজ্ঞতা খুব খারাপ, খুবই খারাপ। দুটি ট্রেন যেন মুখোমুখি রেল লাইনের সংযোগের বিরুদ্ধে ছুটছে। এডওয়ার্ড জিজ্ঞেস করল—

"অ্যালিস তুমি সুখী?"

"অবশ্যই—" বলল অ্যালিস।

"আমার খুব কষ্ট"—এডওয়ার্ড বলল।

"তুমি কি পাগল?"—অ্যালিস বলল।

"আমরা এ কাজ করতে পারি না। এ কাজ হওয়া উচিত হয়নি। কী হওয়া উচিত ছিল? তুমি তো এটাই চেয়েছিলে? হ্যাঁ তাই, এডওয়ার্ড বলল এ আমার মস্ত ভুল, ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা করবেন না। এ পাপ, অ্যালিস এ পাপ।"

"কী ব্যাপার, তোমার হল কী?" অ্যালিস শান্তভাবে বলল। "তুমি তো বলেছ ঈশ্বর ভালোবাসাকেই চান।"

এডওয়ার্ড শান্তভাবে অনুধাবন করল তাত্ত্বিকভাবে সে জটিলতায় জড়িয়ে পড়েছে আমি তোমাকে পরীক্ষা করার জন্য বলেছি। এখন আমি দেখছি তুমি ঈশ্বর বিশ্বাসী। একজন মানুষ যখন ঈশ্বরকে ঠকায়, সে খুব সহজেই মানুষকেও ঠকাতে পারে।"

অ্যালিস উত্তরের জন্য প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এডওয়ার্ডের রুদ্রমূর্তি দেখে কিছু বলল না। এডওয়ার্ড বলেই চলল (কথার মাঝে মাঝে 'বিশ্রী', 'শারীরিক ঘৃণা হয়' এসব বলল) শেষ অব্দি অ্যালিসের কান্না ভেজা মুখ সে দেখতে পেল।

"বিদায়" স্টেশনে তাকে চোখের জলে বলল এডওয়ার্ড। কয়েক ঘণ্টা পরে বাড়ি ফিরে তার মন খারাপ করতে লাগল। কী সে করেছে তার মনে পড়তে লাগল। তার মনে সেই সুন্দর শরীরের স্মৃতি জেগে উঠল। সকালবেলায় সে তাকে নগ্ন করেছিল। সে অনুভব করল স্বেচ্ছায় সে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। বিশ্রীভাবে তাকে বোকা বলে গালাগালি করেছে, নিজের নোংরা মনকে লাগিয়েছে তার মুখে। কিন্তু যা হয়েছে তার শোধরানোর কোনও রাস্তা নেই।

সত্যি কথা বলতে কী, এই সুন্দর শরীরের জন্য যন্ত্রণা এডওয়ার্ড খুব তাড়াতাড়ি ভুলে যাবে। সপ্তাহে একদিন যে মহাপরিচালিকার অ্যাপার্টমেন্টে যায় (শরীরের স্বাভাবিক উদ্বেগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটাতে)। ক্রমশ সে একা হয়ে যাচ্ছে। আর সেই সময় সে যাচ্ছে চার্চে।

এ কথা মনে করা ঠিক হবে না যে এডওয়ার্ড ঈশ্বরের ভক্ত হয়ে উঠেছে। আমাদের কাহিনিটি পরস্পর বিরোধিতার কাহিনি। যদিও এডওয়ার্ড জানে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই, তবুও সে ঈশ্বরের কথা বলতে ভালোবাসে।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব ঈশ্বর কোথাও দেখতে পায়নি (অ্যালিস এবং মহাপরিচালিকার সেই ঘটনার পরে বহু বছর কেটে গেছে)। তার ভালোবাসার মধ্যে, তার শিক্ষকতার মধ্যে কোথাও ঈশ্বর নেই তবু সে এত দুর্বল, করুণভাবে প্রয়োজনে গোপনে সে তাকে চায়।

ওঃ ভদ্রমহোদয় ও মহোদয়াগণ, মানুষ খুব করুণভাবে জীবন কাটায় যখন সে কোনও কিছুকেই গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করে না।

তাই এডওয়ার্ড ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা করতে লাগল—ঈশ্বর তার সমস্ত বন্ধন, তার সমস্ত অস্তিত্বকে প্রকাশ করবেন। সে একাই (ঈশ্বর একই সঙ্গে বর্তমান এবং অবর্তমান) তার অপ্রয়োজনীয়তার বিপরীতে অস্তিত্বশীল।

তাই এডওয়ার্ড মাঝে মাঝে চার্চে গিয়ে বসে। তাকে আমরা খানিকক্ষণ দেখতে পারি। এই বিকালে চার্চ যেন শূন্য। ওকে আমরা কিছুক্ষণের জন্য একটা ছেড়ে দিই। এডওয়ার্ড দুঃখিত মনে বসে আছে কেননা ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই। কিন্তু এই মুহূর্তে তার দুঃখ এত গভীর যে সত্যিই সে ঈশ্বরের প্রকৃত মুখচ্ছবি দেখতে পেল। হ্যাঁ, এডওয়ার্ড হাসছে, হ্যাঁ সে খুশিমনে হাসবে।

দয়া করে, তার এই হাস্যমুখের স্মৃতি আপনার মনের মণিকোঠায় তুলে রাখুন।

অনুবাদ : সুজাতা বন্দ্যোপাধ্যায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~